সহীহ
মুসলিম
৮ম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)

সহীহ মুসলিম

[অষ্টম খণ্ড]

অনুবাদ
মাওলানা আ.স.ম. নূরুজ্জামান
মাওলানা আবু জাফর মকবুল আহমদ
মাওলানা সাঈদ আহমদ
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

صحيح مسلم

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-0930-9 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : মুহাররাম ১৪৩২
পৌষ ১৪১৭
জানুয়ারী ২০১১

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : চারশত টাকা মাত্র

Sahih Muslim (Vol. VIII) Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition December 2005, 2nd Edition January 2011 Price Taka 400.00 only.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। মহান আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম মেহেরবানীতে অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সু-প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ্ মুসলিম'-এর শেষ খণ্ড অর্থাৎ অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক সহীহ্ মুসলিম বাংলা অনুবাদের প্রকাশনা সম্পন্ন হলো।

সহীহ্ মুসলিম-এর এই অনুবাদ সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠ-উপযোগী সহজ ও প্রাঞ্জল। উল্লেখ্য, সমগ্র গ্রন্থে মূল হাদীস পূর্ণ সনদ সহকারে মুদ্রিত হয়েছে আর বাংলা তরজমায় শুধু মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
সহীহ্ মুসলিম-এর অনুবাদ, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রমকে আল্লাহ্ তাঁর দীনের খিদমাত হিসাবে কবুল করুন এবং বাংলাভাষী পাঠক মহলকে এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সূচীপত্র

ছেচল্লিশতম অধ্যায় : সাহাবীদের মর্যাদা

অনুচ্ছেদ :

একান্নতম অধ্যায় : তওবা

পঞ্চান্নতম অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও মর্মস্পর্শী বিষয়সমূহ

ছাপ্পান্নতম অধ্যায় : তাফসীর

ছেচল্লিশতম অধ্যায়

كتاب فضائل الصحابة

সাহাবীদের মর্যাদা

অনুচ্ছেদ : ৬০

জুলাইবীব (রা)-এর মর্যাদা।

حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ» فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَىٰ، فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ». قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَىٰ سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا.

৬১৭৭। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফাই-এর সম্পদ দান করলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ হারিয়ে যায়নি তো? তারা বললেন, হাঁ অমুক, অমুক এবং অমুককে হারিয়ে ফেলেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়ে ফেলেছ? তারা বললেন, হাঁ, অমুক, অমুক এবং অমুক নিখোঁজ আছেন। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ নিখোঁজ রয়েছে কি? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি জুলাইবীবকে দেখতে পাচ্ছি না। লোকেরা তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তারা লাশগুলোর মধ্যে তাকে খুঁজলো। সাতটি মৃত্যুদেহের পাশে তাকে পাওয়া গেল। তিনি এই সাতজনকে হত্যা করেন এবং এদের হাতে শহীদ হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তার পাশে দাঁড়ালেন এবং বললেন : জুলাইবীব এই সাতজনেক হত্যা করেছে এবং তারা তাকে হত্যা করেছে। সে আমার এবং আমি তার। সে আমার এবং আমি তার। রাবী বলেন, তিনি তাকে নিজের দুই হাতের ওপর

রাখলেন এবং তিনি একাই তাকে তুললেন। রাবী বলেন, তার জন্য কবর করা হল এবং তাতে তাকে রেখে দেয়া হল। রাবী গোসলের কথা উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ৬১

আবু যার (রা)-এর মর্যাদা।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَىٰ خَالٍ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَىٰ مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّىٰ خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنَيْسًا، فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا.

قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ، يَا ابْنَ أَخِي! قَبْلَ أَنْ أَلْقَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ، قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ، قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ، حَتَّىٰ تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ.

فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَكَّةَ، فَرَاثَ عَلَيَّ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَىٰ دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ.

قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَىٰ أَقْرَاءِ الشِّعْرِ، فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللهِ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةَ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِىءَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِىءُ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ، حَتَّىٰ خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأَنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ: وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ، يَا ابْنَ أَخِي! ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّىٰ تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا وَجَدْتُ عَلَىٰ كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ.

قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِبَ عَلَىٰ أَسْمِخَتِهِمْ، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ، قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَىٰ، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنٌ مِثْلُ الْخَشَبَةِ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا تُوَلْوِلَانِ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هٰهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: «مَا لَكُمَا؟» قَالَتَا: الصَّابِىءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: «مَا قَالَ لَكُمَا؟» قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَمَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ - قَالَ أَبُو ذَرٍّ - فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَىٰ غِفَارٍ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ، فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَتَىٰ كُنْتَ هٰهُنَا؟» - قَالَ: قَدْ كُنْتُ هٰهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّىٰ تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَىٰ كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ».

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ، لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ». فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ.

وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِخْوَتُنَا، نُسْلِمُ عَلَىٰ الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا: وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ»

৬১৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বললেন, আমরা আমাদের গিফার গোত্র থেকে রওনা হলাম। এই গোত্রের লোকেরা হারাম মাসসমূহকেও হালাল মনে করত। আমি, আমার ভাই উনাইস এবং আমাদের মা এই তিনজন বের হলাম। আমরা আমাদের এক মামার বাড়িতে হাযির হলাম। আমাদের মামা আমাদের আতিথ্য প্রদর্শন করলেন এবং আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করলেন। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সাথে হিংসুটে ব্যবহার করল। তারা (মামাকে) বলল, তুমি যখন বাড়ীর বাইরে যাও তখন উনাইস তোমার স্ত্রীর সাথে যেনায় লিপ্ত হয়। মামা আমাদের কাছে আসলেন এবং এ গুজব ছড়িয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আমাদের সাথে যে সদ্ব্যবহার করলেন তা বিনষ্ট ও বিকৃত হয়ে গেল। এরপর আর আপনার এখানে থাকা ঠিক নয়। আমরা আমাদের উটের কাছে আসলাম এবং আমাদের মালপত্র বোঝাই করলাম। আমাদের মামা কাপড় মুখে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে মক্কার নিকটে এসে অবতরণ করলাম।

উনাইস দ্বিগুণ উট প্রদানের শর্তে (এক ব্যক্তির সাথে) প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। তারা উভয়ে যাদুকরের কাছে গেল। যাদুকর উনাইসকে উত্তম বলল। উনাইস আমাদের উট

এবং আরো একটি উটসহ ফিরে আসল। আবু যার (রা) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হওয়ার তিন বছর পূর্বে নামায পড়েছি। আমি বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য। আমি বললাম, কোন্ দিকে মুখ করে? তিনি বললেন, মহামহিম আল্লাহ যেদিকে ফিরে আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দিয়েছেন। শেষ রাতের দিকে এশার নামায পড়তাম। অতঃপর কম্বলের মত পড়ে থাকতাম এবং এ অবস্থায় সূর্যের কিরণ এসে আমার ওপর পড়ত।

উনাইস বলল, মক্কায় আমার কাজ আছে, তুমি এখানে থাক আমি যাচ্ছি। উনাইস রওনা হলে গেল এবং মক্কায় গিয়ে পৌঁছল। সে ফিরতে দেরী করে ফেলল। যখন ফিরে আসল আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এতক্ষণ কি করেছ? সে বলল, আমি মক্কায় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছি। সে তোমার মত একই দীনের অনুসারী। তার ধারণা হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাঁকে (নবী সা.) প্রেরণ করেছেন। আমি বললাম, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কি বলাবলি করে? সে বলল, তারা তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর ইত্যাদি বলে। উনাইসও একজন কবি ছিল। উনাইস বলল, আমি গণকদের কথাবার্তা শুনেছি। কিন্তু এই ব্যক্তির পঠিত বাক্যগুলোর সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। আমি তার কথাগুলো কবিদের কবিতা পাঠের আসরে পেশ করেছি। কিন্তু কেউই এগুলোকে কবিতা বলে স্বীকৃতি দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তিনি অবশ্যই সত্যবাদী এবং এরা মিথ্যাবাদী।

আমি (আবু যার) বললাম, তুমি এখানে থাক। আমি গিয়ে তাঁকে দেখে আসি। রাবী বলেন, আমি মক্কায় পৌঁছে এক দুর্বল ব্যক্তিকে বেছে নিলাম। আমি তাকে বললাম, তোমরা যাকে 'দীন পরিবর্তনকারী' বল তিনি কোথায় আছেন? সে আমার দিকে ইশারা করে বলল, ঐ যে দীন পরিবর্তনকারী। উপত্যকায় উপস্থিত লোকেরা পাথরের ঢেলা, হাড় ইত্যাদি নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি হুঁশ ফিরে পেলে যখন উঠতে গেলাম তখন নিজেকে রক্তে রঞ্জিত একটি প্রতিমা বলে মনে হল। আমি যমযম কূপের কাছে এসে রক্ত ধুয়ে ফেললাম এবং এর পানি পান করলাম। হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি এখানে তিরিশ দিন তিরিশ রাত অবস্থান করেছি। যমযমের পানি ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন খাবার ছিল না (ক্ষুধা পেলে এই পানি পান করে নিতাম)। এভাবে আমি মোটাতাজা হয়ে গেছি। এমনকি আমার ভুঁড়ি ঝুলে পড়েছে। আমি আমার কলিজায় ক্ষুধা অনুভব করছিনা।

এক চাঁদনি রাতে মক্কার লোকেরা শুয়ে পড়েছে। এ সময় কেউ বাইতুল্লার তাওয়াফ করত না। শুধু দুটি স্ত্রীলোক আসফ ও নায়লা নামক প্রতিমা দুটোকে ডাকছিল। তারা তাওয়াফ করতে করতে আমার সামনে আসল। আমি বললাম, এদের বিয়ে পড়িয়ে দাও। একথা শুনার পরও মেয়েলোক দুটি তাদের চিৎকার বন্ধ করল না। তারা আমার সামনে আসল। আমি বললাম, এদের অমুক জিনিসের মধ্যে লাঠি ঢুকাই (অশ্লীল গালি)। আমি আর ইশারা ইংগিতে না বলে সরাসরি গালি দিলাম। একথা শুনে স্ত্রীলোক দুটি চিৎকার দিতে দিতে এবং এই বলতে বলতে চলে গেল যে, এ সময় যদি আমাদের কোন লোক এখানে উপস্থিত থাকত (তবে এই লোকটাকে শায়েস্তা করতে পারত)। পথিমধ্যে এই

মেয়েলোক দুটির সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাক্রের (রা) দেখা হল। তারা পাহাড় থেকে নামছিলেন। তিনি মেয়েলোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? তারা বলল, এক ধর্ম পরিবর্তনকারী এসেছে। সে কা'বার আড়ালে লুকিয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে তোমাদের কি বলেছে? স্ত্রীলোক দুটি বলল, সে যা বলেছে তা পুনরায় মুখে আনা যায় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাঁর সাথীসহ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষ করলেন। আবু যার (রা) বলেন, আমিই প্রথম সালামের সুন্নাত আদায় করলাম। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি গিফার গোত্রের লোক। তিনি হাত ঝুকালেন এবং নিজের আংগুলগুলো কপালে রাখলেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি গিফার গোত্রের পরিচয় দিয়েছি। এটা হয়ত তাঁর কাছে খারাপ লেগেছে। আমি তাঁর হাত স্পর্শ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তাঁর সাথী আমাকে বাঁধা দিলেন। তিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক অবগত ছিলেন।

অতঃপর তিনি মাথা তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কবে এসেছ? আমি বললাম, আমি এখানে তিরিশ দিন এবং তিরিশ রাত ধরে অবস্থান করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে আহার করিয়েছে? আমি বললাম, যমযমের পানি ছাড়া আমার কাছে কোন খাবার ছিল না। আমি এ পানি পান করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছি এবং মোটা হয়ে গেছি। এমনকি আমার পেটের চামড়া মোটা হয়ে ঝুলে পড়েছে। আমি আমার কলিজায় ক্ষুধার কোন দুর্বলতা অনুভব করছি না। তিনি বললেন, এই পানি অতিশয় বরকতময় ও প্রাচুর্যময়। এটা খাদ্যও বটে। অন্যান্য খাবারের মত তা পেট পূর্ণ করে দেয়।

আবু বাক্‌র (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে তাকে খাবার খাওয়ানোর জন্য আমাকে অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) রওনা হলেন। আমিও তাঁদের সাথে চললাম। আবু বাক্‌র (রা) একটি দরজা খুললেন এবং সেখান থেকে তায়েফের শুকনা আংগুর বের করে আনলেন। মক্কায় এটাই ছিল আমার প্রথম খাবার। অতঃপর কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি বললেন, আমাকে খেজুর বাগানে পূর্ণ একটি এলাকা দেখানো হয়েছে। এটা ইয়াসরিব ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তোমার সম্প্রদায়কে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারবে? আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা তাদের উপকার করবেন এবং তাদের মাধ্যমে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

অতঃপর উনাইসের কাছে ফিরে এলাম। সে বলল, তুমি কি করলে? আমি বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাঁর নবুয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমরা উভয়ে

মায়ের কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, তোমাদের দীনের ব্যাপারে আমারও কোন আপত্তি নেই। আমিও ইসলাম কবুল করলাম এবং সত্য বলে মেনে নিলাম (তাঁর নবুয়াত)। অতঃপর আমরা আমাদের আসবাবপত্র বোঝাই করে রওনা দিলাম এবং আমাদের গিফার গোত্রে এসে পৌঁছে গেলাম। তাদের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল। আইমা ইবনে রাহাদাহ গিফারী তাদের ইমাম এবং সরদার ছিল।

অবশিষ্ট অর্ধেক লোক বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসবেন তখন আমরা মুসলমান হব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলেন এবং বাকী অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল। আসলাম গোত্রের লোকেরা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও আমাদের ভাই গিফার গোত্রের লোকদের মত মুসলমান হব। অতঃপর তারাও ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গিফার গোত্রের লোকদের আল্লাহর তাআলা ক্ষমা করেছেন এবং আসলাম গোত্রের লোকদেরকে তিনি নিরাপত্তা দান করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ - قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَىٰ حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

৬১৭৯। হুমাইদ ইবনে হিলাল থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় আছে– আচ্ছা যাও। কিন্তু মক্কার লোকদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা এরা তাঁর জানের দুশমন এবং তাঁকে সর্বদা বিপদে ফেলতে চেষ্টা করে, তাঁর সাথে অশালীন ব্যবহার করে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا ابْنَ أَخِي! صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ قُلْتُ: فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: حَيْثُ وَجَّهَنِي اللهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَنَافَرَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْكُهَّانِ - قَالَ - فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّىٰ غَلَبَهُ، قَالَ فَأَخَذْنَا صِرْمَتَهُ فَضَمَمْنَاهَا إِلَىٰ صِرْمَتِنَا، وَقَالَ أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ: قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَإِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: قُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللهِ! قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَنْ أَنْتَ؟». وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَقَالَ: «مُنْذُ كَمْ أَنْتَ هٰهُنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِيهِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتْحِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ.

৬১৮০। আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে দুই বছর যাবৎ আমি নামায পড়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন্ দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তিনি বললেন, আল্লাহ যেদিকে ফিরে তা পড়ার তাওফীক দিতেন। হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা সুলাইমান ইবনে মুগীরার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসে আরো আছে, তারা উভয়ে গণক ঠাকুরের কাছে গেল। আমার ভাই উনাইস গণকের প্রশংসা শুরু করে দিল এবং সে বিজয়ী হল। আমরা তার উটটি নিয়ে নিলাম এবং আমাদের উটের সাথে একত্র করে ফেললাম। তাতে আরো আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকআত নামায পড়লেন। আমি তাঁর কাছে আসলাম। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁকে ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালাম করেছে। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : ওয়া আলাইকাস-সালাম। তুমি কে, তোমার পরিচয় কি? এই হাদীসে আরো আছে– তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতদিন যাবত এখানে আছ? আমি বললাম, ১৫ দিন যাবত। এ হাদীসের আরো আছে– আবু বাক্র (রা) বললেন, আজ রাতে তার মেহমানদারী করার সম্মান আমাকে দান করুন।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَىٰ هٰذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ، حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ - يَعْنِي اللَّيْلَ - فَاضْطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلْ

وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَرَى النَّبِيَّ ﷺ، حَتَّىٰ أَمْسَىٰ، فَعَادَ إِلَىٰ مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي؟ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هٰذَا الْبَلَدَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي، فَعَلْتُ، فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ، قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّىٰ تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ أَمْرِي». فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّىٰ أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ إِلَىٰ الشَّامِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ.

৬১৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির খবর যখন আবু যার (রা) জানতে পারলেন– তিনি তার ভাইকে বললেন, এই উপত্যকা পার হয়ে যাও এবং যে ব্যক্তি দাবী করছে যে, "তাঁর কাছে আসমান থেকে কল্যাণ আসে" তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে আস। তাঁর কথা শুনে আমার কাছে ফিরে আস। সে রওনা হয়ে মক্কায় আসল, তাঁর কথা শুনল, অতঃপর আবু যারের (রা) কাছে ফিরে গেল। সে বলল, আমি তাঁকে উন্নত নৈতিকতার হুকুম করতে শুনেছি। তাঁর কথাগুলো কবিতা নয়।

আবু যার (রা) বললেন, তোমার কথায় আমি পূর্ণরূপে সান্ত্বনা লাভ করতে পারলাম না। তিনি পথের খাবার এবং এক মশক পানি নিয়ে রওনা হলেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে মসজিদে হারামে আসলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজলেন। কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না। কাউকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাটাও তিনি পছন্দ করলেন

না। এভাবে রাত এসে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। আলী (রা) তাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে মুসাফির মনে করলেন। অতঃপর তার পিছে গেলেন। কিন্তু কেউই অন্যজনকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করল না। এভাবে সকাল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তার রসদপত্র ও পানি মসজিদে রাখলেন এবং সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু সারা দিনেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলেন না। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিনি পূর্বের জায়গায় এসে শুয়ে পড়লেন। আলী (রা) তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, লোকটির গন্তব্য জেনে নেয়ার এখনো সময় হয়নি। তিনি তাকে তুললেন এবং তার সাথে নিলেন। কিন্তু একে অপরের সাথে কোন কথা বললেন না। তৃতীয় দিনও উভয়ে ঠিক একই ভূমিকা পালন করলেন। আলী (রা) তাকে নিজের পাশে দাঁড় করালেন অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ শহরে কি জন্য এসেছ তা আমাকে বলছ না কেন? আবু যার (রা) বললেন, তুমি যদি আমাকে ওয়াদা দাও যে, তুমি আমাকে পথ দেখাবে তাহলে আমি তোমাকে বলতে পারি। তিনি তাই করলেন। অতঃপর আবু যার (রা) তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আলী (রা) বললেন, তিনি সত্যবাদী এবং তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। ভোরবেলা তুমি আমার সাথে যাবে।

চলার পথে আমি যদি এমন কিছু লক্ষ্য করি যা তোমার বিপদের কারণ হতে পারে তাহলে আমি দাঁড়িয়ে যাব, যেন আমি পানি প্রবাহিত করছি (পেশাব করছি)। আমি আবার যখন চলতে থাকব তুমিও আমার অনুসরণ করবে। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমি আমার পিছে পিছে সেখানে প্রবেশ করবে। তিনি তাই করলেন। তিনি তার অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলেন এবং আবু যারও (রা) তার সাথে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর কথা শুনলেন এবং সেখানেই মুসলমান হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের আল্লাহর দীন সম্পর্কে অবহিত করতে থাক আমার পরবর্তী নির্দেশ পৌঁছা পর্যন্ত।

আবু যার (রা) বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি মক্কাবাসীদের ডেকে ডেকে দীনের দাওয়াত পেশ করব। তিনি বের হয়ে মসজিদে হারামে চলে আসলেন এবং সর্বোচ্চ স্বরে ঘোষণা করলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল"। লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে তাঁকে মাটিকে ফেলে দিল। আব্বাস (রা) এসে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে লোকদের বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক। তোমরা কি জাননা এ লোকটি গিফার গোত্রের? তাদের এলাকা হয়ে তোমাদের ব্যবসায়ীদের সিরিয়ার পথে যেতে হয়। তিনি এভাবে তাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। পরদিন সকালেও তিনি এভাবে কলেমার ঘোষণা দিলেন। মুশরিকরা পুনরায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে ধরাশায়ী করে ফেলল। আব্বাস (রা) তার ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে উদ্ধার করলেন।

অনুচ্ছেদ : ৬২

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ.

৬১৮২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কখনো ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দেননি। তিনি আমাকে সব সময়ই হাসি-খুশি দেখেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي - زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَىٰ الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ! ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا».

৬১৮৩। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আমাকে ভিতরে আসতে বাধা দেননি এবং তিনি আমাকে যখনই দেখেছেন হাসি-খুশি চেহারায় দেখেছেন। ইবনে নুমাইর তার হাদীসে ইবনে ইদরীসের সূত্রে আরো বলেছেন : আমি (জারীর) তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমার ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে আঘাত করলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শনকারী এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত বানাও।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَّةِ» فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ، فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا

عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ.

৬১৮৪। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে যুল-খালাসা নামে একটি মূর্তিঘর বা মন্দির ছিল। এটাকে ইয়ামেনীয় কা'বা এবং সিরীয় কা'বাও বলা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি আমাকে যুল-খালাসা এবং ইয়ামেনীয় কা'বা এবং সিরীয় কা'বা থেকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে পারবে? আমি (জারীর) আহমাস গোত্রের ১৫০ জন লোক নিয়ে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে তা ধ্বংস করে ফেললাম এবং সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদেরকে হত্যা করলাম। আমি তাঁর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের লোকদের জন্য দু'আ করলেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا جَرِيرُ! أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ» بَيْتٍ لِخَثْعَمَ كَانَ يُدْعَىٰ كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، قَالَ: فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَىٰ الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ! ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا».

قَالَ: فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ، يُكْنَىٰ أَبَا أَرْطَاةَ، مِنَّا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: مَا جِئْتُكَ حَتَّىٰ تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا، خَمْسَ مَرَّاتٍ.

৬১৮৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে জারীর! তুমি কি আমাকে যুল-খালাসা নামক মন্দির থেকে দুশ্চিন্তামুক্ত করবে না? এটা ছিল খাস'আম গোত্রের মন্দির। এটাকে ইয়ামেনীয় কা'বাও বলা হত। রাবী বলেন, আমি ১৫০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেদিকে রওনা হয়ে গেলাম। আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতাম না। আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমার বুকে নিজের হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শনকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানাও। রাবী বলেন, তিনি তার বাহিনী নিয়ে সেখানে চলে গেলেন এবং আগুন দিয়ে তা পুড়িয়ে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য জারীর (রা) একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আরতাত (রা)। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বলল, সে ঘরটিকে এমন অবস্থায় রেখে

আপনার কাছে এসেছি যেন একটি খোস-পাঁচরায় আক্রান্ত উট (অর্থাৎ জ্বলে-পুড়ে অংগার হয়ে গেছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাস গোত্রের ঘোড়া এবং লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ: فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ، يُبَشِّرُ النَّبِيَّ ﷺ.

৬১৮৬। ইসমাঈল থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মারওয়ানের বর্ণনায় আছে, জারীরের প্রেরিত সংবাদদাতা আবু আরতাত হুসাইন ইবনে রবী'আ এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দিল।

অনুচ্ছেদ : ৬৩

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) মর্যাদা।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هٰذَا؟» - فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: قُلْتُ -: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «اللّٰهُمَّ! فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».

৬১৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলেন। আমি তাঁর জন্য ওযুর পানি রাখলাম। তিনি বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন : এই পানি কে রেখেছে? যুহাইরের বর্ণনায় আছে– লোকেরা বলল, আর আবু বাক্‌রের বর্ণনায় আছে– আমি বললাম, ইবনে আব্বাস। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান কর।

অনুচ্ছেদ : ৬৪

আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ

وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهُ حَفْصَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَىٰ عَبْدَ اللهِ رَجُلًا صَالِحًا».

৬১৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে যেন রেশমী কাপড়ের একটি টুকরা রয়েছে। আমি বেহেশতের যে স্থানে যেতে চাচ্ছিলাম– কাপড়ের টুকরাটি আমাকে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বোন হাফসাকে (রা) এই স্বপ্নের কথা বললাম। হাফসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা বর্ণনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি আবদুল্লাহকে একজন সৎলোক মনে করি।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذَا رَأَىٰ رُؤْيَا، قَصَّهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَىٰ رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ -: وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَىٰ النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ».

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ، بَعْدَ ذٰلِكَ، لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

৬১৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু দেখলে তা তাঁর কাছে বর্ণনা করত। আমি মনে মনে আশা করতাম– আমি যদি কোন স্বপ্ন দেখি তাহলে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করব। আমি ছিলাম একজন বলিষ্ঠ যুবক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমি মসজিদে ঘুমাতাম। আমি

স্বপ্নে দেখতে পেলাম– যেন দু'জন ফেরেশতা আমাকে গ্রেফতার করে দোযখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা যেন কূপের মত গভীর থেকে গভীরতর। এর মধ্যে কুয়ার লাঠির মত দু'টি খুঁটিও রয়েছে। এর মধ্যে অবস্থানরত একদল লোককে আমি চিনে ফেললাম। আমি বলতে লাগলাম– আমি দোযখ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই, আমি আগুন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। ঐ ফেরেশতাদ্বয়ের সাথে আর একজন ফেরেশতা এসে মিলিত হল। সে আমাকে বলল, তোমার কোন ভয় নেই। আমি এ স্বপ্নের কথা হাফসাকে বললাম। হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম বললেন : আবদুল্লাহ (রা) একজন ভাল লোক। তবে সে যদি রাতে নামায পড়ত! সালেম বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ (রা) রাতের বেলা খুব কমই ঘুমাতেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا انْطُلِقَ بِي إِلَىٰ بِئْرٍ - فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

৬১৯০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে রাত কাটাতাম। আমি ছিলাম অবিবাহিত। আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমাকে একটি কূপের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।... পরবর্তী বর্ণনা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৬৫

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ، ادْعُ اللهَ لَهُ. فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ».

৬১৯১। উম্মু সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খাদেম আনাস। তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বরকত দাও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৬১৯২। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি : উম্মু সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খাদেম আনাস।... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ؛ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৬১৯৩। হিশাম ইবনে যায়িদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ! خُوَيْدِمُكَ، ادْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: «اللّٰهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ».

৬১৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় আমি, আমার মা এবং আমার খালা উম্মু হারাম (রা) উপস্থিত ছিলাম। আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খাদেম– তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আনাস (রা) বলেন, তিনি আমার জন্য অনেক কল্যাণকর দু'আ করলেন। তিনি দু'আর শেষ দিকে আমার জন্য বললেন : হে আল্লাহ! তার ধন-মাল এবং সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করে দাও এবং এতে তাঁর জন্য বরকত দাও।

حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي، أُمُّ أَنَسٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا أُنَيْسٌ، ابْنِي، أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ، فَادْعُ اللهَ لَهُ، فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ».

قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللهِ! إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَىٰ نَحْوِ الْمِائَةِ، الْيَوْمَ.

৬১৯৫। আনাস (রা) বলেন, আমার মা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি তার ওড়না ছিঁড়ে তার অর্ধেক দিয়ে আমাকে পাজামা করে দিলেন এবং বাকী অর্ধেক দিয়ে চাদর করে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই আমার পুত্র উনাইস। তাকে আপনার খেদমত করার জন্য নিয়ে এসেছি। তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার অঢেল ধন-সম্পদ হয়েছিল এবং সে যুগে আমার সন্তান ও নাতী-নাতনীদের সংখ্যা ছিল একশত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ! أُنَيْسٌ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ.

৬১৯৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। আমার মা উম্মু সুলাইম তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এই উনাইস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তিনটি দু'আ করলেন। এর দু'টো আমি দুনিয়াতেই দেখেছি এবং তৃতীয়টি আখিরাতে পাব বলে আশা করি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَىٰ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ - قَالَ -: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَىٰ حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَىٰ أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدًا.

قَالَ أَنَسٌ: وَاللهِ! لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ، يَا ثَابِتُ!.

৬১৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। আমি তখন ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করছিলাম। আনাস (রা) বলেন, তিনি আমাদের সালাম করলেন। তিনি কোন এক প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন। আমি রাত করে মায়ের কাছে ফিরে আসলাম। আমি যখন আসলাম

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ফিরতে দেরী হল কেন? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিশেষ একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, তাঁর সে প্রয়োজনটা কি? আমি বললাম, সেটা গোপনীয় ব্যাপার। মা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয় কাউকে বল না। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! হে সাবিত, আমি যদি এ সম্পর্কে কাউকে বলতাম তাহলে তোমাকেই বলতাম।

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سِرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

৬১৯৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে একটি গোপনীয় বিষয় বলেন। অতঃপর আমি কাউকেই এ সম্পর্কে অবহিত করিনি। উম্মু সুলাইম (রা) এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাকে তা অবহিত করিনি।

অনুচ্ছেদ : ৬৬

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَىٰ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِي، إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ.

৬১৯৯। আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন জীবন্ত এবং বিচরণশীল ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতী। কিন্তু তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সম্পর্কে এরূপ বলেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى [الْعَنَزِيُّ]: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ، فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا]، ثُمَّ

خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، وَدَخَلْتُ، فَتَحَدَّثْنَا، فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ، قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟. رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ: رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتَهَا - وَوَسْطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِيَ: ارْقَهْ. فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَالْمِنْصَفُ: الْخَادِمُ - فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ فَرَقِيتُ حَتَّىٰ كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لِيَ: اسْتَمْسِكْ.

فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ، وَذٰلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ تَمُوتَ».

قَالَ: وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

৬২০০। কায়েস ইবনে আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় কিছু সংখ্যক লোকের সাথে ছিলাম। তাদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবীও ছিলেন। এক ব্যক্তি আসল। তার চেহারায় খোদাভীতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি এখানে দুই রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর বের হয়ে চলে গেলেন। আমি তার অনুসরণ করলাম। তিনি তার ঘরে গেলেন। আমিও তার সাথে ভিতরে প্রবেশ করলাম। এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। মন যখন বসে গেল (প্রশান্ত হল) আমি তাকে বললাম, ইতিপূর্বে আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন এক বক্তি এরূপ এরূপ কথা বলেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! কোন ব্যক্তি যে সম্পর্কে কিছু না জানে সে সম্পর্কে তার কথা বলা উচিৎ নয়। লোকেরা এরূপ কেন বলছে তা আমি তোমাকে বলব।

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি তাঁর কাছে সেটা বর্ণনা করলাম। আমি নিজেকে একটি বাগানের মধ্যে দেখতে পেলাম। এর প্রশস্ততা, শস্য-শ্যামলতার বর্ণনাও তিনি প্রদান করলেন। এই বাগানের কেন্দ্রস্থলে একটি লোহার খুঁটি রয়েছে যা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত লম্বা। এর মাথায় রয়েছে একটি অবলম্বন। আমাকে বলা হল, এটা বেয়ে ওঠো। আমি বললাম, আমি উঠতে সক্ষম নই। অতঃপর আমার কাছে একটি খাদেম আসল। ইবনে আওন বলেন,

মিনসাফ শব্দের অর্থ খাদেম। সে পিছন দিক থেকে আমার কাপড় ধরল। অপর বর্ণনায় আছে সে তার হাত দিয়ে আমাকে পিছন দিক থেকে ঠেলে খুঁটি বেয়ে উঠতে সাহায্য করল। আমি উঠে গেলাম এবং খুঁটির চূড়ায় পৌঁছে গেলাম এবং অবলম্বনটি ধরে ফেললাম। আমাকে বলা হল অবলম্বনটি ভালভাবে ধরে রাখ। আমার ঘুম ভেংগে গেল। তখনো অবলম্বনটি আমার হাতে ছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : ঐ বাগানটি হচ্ছে ইসলাম। আর ঐ খুঁটিটি হচ্ছে ইসলামের খুঁটি। ঐ অবলম্বনটি হচ্ছে একটি শক্তিশালী অবলম্বন। তুমি মৃত্যুপর্যন্ত ইসলামের ওপর কায়েম থাকবে। কায়েস বলেন, এই ব্যক্তি হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالُوا: هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وُضِعَ فِي وَسَطِ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ، وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ - وَالْمِنْصَفُ: الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ. فَرَقِيتُهُ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ».

৬২০১। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়েস ইবনে আব্বাদ (রা) বললেন, আমি এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে সা'দ ইবনে মালিক (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা বলল, এই লোকটি বেহেশতের অধিবাসী। আমি উঠে গিয়ে তাঁকে বললাম, তারা এই এই কথা বলে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তাদের মুখ খোলা উচিৎ নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি খুঁটি যেন একটি সুবজ বাগানের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়েছে। এর চূড়ায় একটি অবলম্বন ছিল এবং এর পাদদেশে একটি খাদেম ছিল। মিনসাফ শব্দের অর্থ খাদেম। আমাকে বলা হল, তুমি খুঁটি বেয়ে উপরে ওঠো। আমি তা বেয়ে উপরে উঠে অবলম্বনটি ধরে নিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আবদুল্লাহ এই সুদৃঢ় অবলম্বন (ইসলাম) শক্তভাবে ধরা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -
وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَفِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هٰذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَتْبَعَنَّهُ فَلَأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَتَبِعْتُهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هٰذَا، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ لِآخُذَ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذْ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، قَالَ: وَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَىٰ يَمِينِي، فَقَالَ لِي: خُذْ هٰهُنَا،- قَالَ -: فَأَتَىٰ بِي جَبَلًا، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ، قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَىٰ اسْتِي، قَالَ: حَتَّىٰ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ بِي عَمُودًا، رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هٰذَا، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ هٰذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي، فَقَالَ: فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ، قَالَ: وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ - قَالَ - وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ».

৬২০২। খারাশা ইবনুল হুররি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে একটি বৈঠকে বসা ছিলাম। সেখানে সুন্দর চেহারার অধিকারী এক বৃদ্ধও বসা ছিলেন। তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)। তিনি লোকদের সাথে খুবই উত্তম উত্তম কথা বলছিলেন। তিনি যখন উঠে গেলেন, লোকেরা বলল, কোন ব্যক্তি বেহেশতের কোন লোক দেখে আনন্দিত হতে চাইলে সে যেন এই লোকটিকে দেখে নেয়। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তার অনুসরণ করব এবং তার বাড়িটি চিনে নিব। আমি তার পিছে পিছে চললাম। তিনি যেতে যেতে মদীনার প্রায় বাইরে চলে আসলেন। অতঃপর তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি কী প্রয়োজনে এসেছ? আমি তাকে বললাম, আপনি যখন উঠে আসলেন, লোকেরা বলল– কেউ যদি বেহেশতী লোক দেখে খুশী হতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে নেয়। এ কথাটি আমাকে আপনার সাথে আসতে উৎসাহিত করল।

তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলাই বেহেশতবাসীদের সম্পর্কে ভাল জানেন। লোকদের একথা বলার কারণ আমি তোমাকে বলছি। এক রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নের মধ্যে একটি লোক এসে আমাকে বলল, ওঠো। সে আমার হাত ধরল। আমি তার সাথে অগ্রসর হলাম। আমি আমার বাঁ দিকে কয়েকটি পথ দেখতে পেলাম। আমি সেদিকে যেতে চাইলাম। আমাকে বলল, এদিকে যেওনা এটা বামপন্থীদের রাস্তা। অতঃপর আমার ডানদিকে কিছু পথ দেখতে পেলাম। সে আমাকে বলল, এই পথ ধরে যাও। সে আমাকে নিয়ে একটি পাহাড়ের কাছে আসল। সে আমাকে বলল, পাহাড়ে চড়ো। আমি যখনই পাহাড়ে উঠতে চেষ্টা করলাম নিজের উরুদেশের উপর পড়ে গেলাম। এভাবে আমি ওঠার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করলাম।

সে আমাকে নিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি খুঁটির নিকটে আসল। এর চূড়া আসমানে ঠেকেছে এবং নিম্নদেশ পৃথিবীতে ঠেকেছে। এর চূড়ায় রয়েছে একটি অবলম্বন। সে আমাকে বলল, এই খুঁটি বেয়ে উপরে উঠো। আমি বললাম, তা কি করে উঠবো অথচ এর চূড়া গিয়ে আসমানে ঠেকেছে! সে আমার হাত ধরে আমাকে ছুড়ে মারল। আমি নিজেকে সেই চূড়ার অবলম্বন ধরা অবস্থায় দেখতে পেলাম। অতঃপর সে খুঁটিতে আঘাত করল এবং তা ভেংগে পড়ে গেল। কিন্তু আমি সেই অবলম্বনের সাথে ভোর পর্যন্ত ঝুলে থাকলাম।

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এই স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার বাঁ দিকে যে রাস্তাগুলো দেখতে পেরেছ তা হচ্ছে বামপন্থীদের (দোযখীদের) রাস্তা। তুমি তোমার ডান দিকে যে রাস্তাগুলো দেখতে পেয়েছ তা হচ্ছে ডানপন্থীদের (বেহেশতীদের) রাস্তা। আর পাহাড়টি হচ্ছে শহীদদের মর্যাদার প্রতীক। তুমি অতদূর পৌঁছতে সক্ষম হবে না। আর খুঁটিটি হচ্ছে ইসলামের খুঁটি (বা ভিত)। আর অবলম্বনটি হচ্ছে ইসলামের মজবুত অবলম্বন। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

অনুচ্ছেদ : ৬৭

কবি হাসসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ! أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ قَالَ: اللَّهُمَّ! نَعَمْ.

৬২০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) হাসসানের (রা) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন মসজিদে নববীতে কবিতা পাঠ করছিলেন। উমার (রা) তার দিকে তাকালেন। হাসসান (রা) বললেন, আমি তো তোমাদের চেয়ে অধিক উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে মসজিদে কবিতা পাঠ করতাম।

অতঃপর তিনি আবু হুরায়রার (রা) দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে বলছি– তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছ : (হে হাসসান), আমার পক্ষ থেকে উত্তর দাও? হে আল্লাহ! তাকে তুমি জিবরাঈলের দ্বারা সাহায্য কর। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হাঁ আমি শুনেছি– হে আল্লাহ আপনি জানেন।

حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ، فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৬২০৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত। হাসসান (রা) এক মজলিসে আবু হুরায়রাকে (রা) বললেন, হে আবু হুরায়রা (রা) আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি– আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছেন... ওপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ! هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

اللّٰهُمَّ! أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

৬২০৫। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান অবহিত করেছেন। তিনি হাসসান ইবনে সাবিত আনসারীকে (রা) নিজের পক্ষে আবু হুরায়রাকে (রা) সাক্ষী করতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হে হাসসান : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে জবাব দাও; হে আল্লাহ! তাকে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে সাহায্য কর? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হাঁ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «اهْجُهُمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرَئِيلُ مَعَكَ».

৬২০৬। আদী ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ ইবনে আযিবকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসসান ইবনে সাবিতকে নির্দেশ দিতে শুনেছি : তাদেরকে (কাফিরদেরকে) কবিতার মাধ্যমে বিদ্রূপ কর। জিবরাঈল তোমার সাথে আছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ؛ ح:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৬২০৭। শো'বা থেকে উল্লেখিত সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ

قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬২০৮। হিশাম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাসসান ইবনে সাবিত (রা) আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অনেক কথা (দুর্নাম) বলেছেন। আমি (উরওয়া) তাকে খারাপ বললাম। আয়েশা (রা) বললেন, হে বোনের বেটা : তাকে ছেড়ে দাও। কেননা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে (কাফিরদের বিদ্রূপের) প্রতিউত্তর করত।

حَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬২০৯। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ
وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذٰلِكَ، قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١] . فَقَالَتْ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَىٰ؟ فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬২১০। মাসরুক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার (রা) কাছে গেলাম। তাঁর কাছে হাসসান ইবনে সাবিত (রা) বসা ছিলেন। তিনি তার কবিতার কিছু অংশ তাঁকে শুনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন :

আয়েশা (রা) হাসসানকে বললেন, কিন্তু তুমি তদ্রূপ নও। মাসরূক বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি তাকে আপনার ঘরে আসার অনুমতি দেন কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "আর যে ব্যক্তি এই দায়িত্বের (মিথ্যা অপবাদের) বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে তার জন্য অতি বড় শাস্তি রয়েছে" (সূরা নূর : ১১)। আয়েশা (রা) বললেন, এর চেয়ে আর বড় শাস্তি কি আছে যে, সে অন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আরো বললেন, হাসসান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে (কাফিরদের তিরস্কারের) সমুচিত জবাব দিত।

حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ قَالَتْ: كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَصَانٌ رَزَانٌ.

৬২১১। শো'বা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে (কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের) প্রতিউত্তর করত। কিন্তু কবিতার অংশটুকু উল্লেখ হয়নি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ: يَا

رَسُولَ اللهِ! ائْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟» قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ

بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ، وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ

قَصِيدَتَهُ هٰذِهِ.

৬২১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আবু সুফিয়ানের তিরস্কার করার অনুমতি দিন। তিনি বললেন : তা কেমন করে; সেতো আমার আত্মীয়-গোষ্ঠীর লোক? হাসসান (রা) বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আপনাকে তাদের মধ্যে থেকে এমনভাবে বের করে নিয়ে আসব যেমন করে খামির থেকে চুল বের করে আনা হয়। হাসসান (রা) এই কবিতা পাঠ করলেন*...

টীকা* : ইমাম মুসলিম (রহ) কাসীদার পরবর্তী পংক্তি দুটো উল্লেখ করেননি। তা হচ্ছে :

وَصِفْرُ رِدَائِهَا وَخَيْرُ نِسَائِهَا وَعَقْرُ جَارَتِهَا

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ، وَقَالَ - بَدَلَ الْخَمِيرِ - الْعَجِينِ.

৬২১৩। হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে এই সূত্রে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, হাসসান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুশরিকদের তিরস্কার করার অনুমতি চাইলেন। এ সূত্রে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ নাই। তাছাড়া এ সূত্রে খামীর শব্দের পরিবর্তে 'আজীন' (খামিরকৃত আটা) শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ» فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: «اهْجُهُمْ» فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ،

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَىٰ هٰذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، فَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، حَتَّىٰ يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي» فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ».

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاشْتَفَىٰ». قَالَ حَسَّانُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا
رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا
تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ

يُبَارِينَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ
عَلَىٰ أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ
تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا
وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ

يُـعِـزُّ اللهُ فِـيـهِ مَـنْ يَـشَـاءُ
وَقَـالَ اللهُ : قَـدْ أَرْسَـلْـتُ عَـبْـدًا
يَـقُـولُ الْـحَـقَّ لَـيْـسَ بِـهِ خَـفَـاءُ
وَقَـالَ اللهُ : قَـدْ يَـسَّـرْتُ جُـنْـدًا
هُـمُ الْأَنْـصَـارُ عُـرْضَـتُـهَـا الـلِّـقَـاءُ
يُـلَاقِـي كُـلَّ يَـوْمٍ مِـنْ مَـعَـدٍّ
سِـبَـابٌ أَوْ قِـتَـالٌ أَوْ هِـجَـاءُ
فَـمَـنْ يَـهْـجُـو رَسُـولَ اللهِ مِـنْـكُـمُ
وَيَـمْـدَحُـهُ وَيَـنْـصُـرُهُ سَـوَاءُ
وَجِـبْـرِيـلٌ رَسُـولُ اللهِ فِـيـنَـا
وَرُوحُ الْـقُـدْسِ لَـيْـسَ لَـهُ كِـفَـاءُ

৬২১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কুরাইশ মুশরিকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর। কেননা এটা তাদের জন্য তীর বর্ষণের চেয়েও অসহনীয়। অতঃপর তিনি ইবনে রাওয়াহাকে ডাকার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তিনি বললেন : কুরাইশদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর। তিনি তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেন। কিন্তু তা তাঁর পছন্দ হয়নি। অতঃপর তিনি কা'ব ইবনে মালিকের কাছে লোক পাঠালেন, অতঃপর হাসসান ইবনে সাবিতের কাছে পাঠালেন। হাসসান ইবনে সাবিত যখন তাঁর কাছে আসল, তখন হাসসান বলল : তোমাদের এমন একটি সময় এসেছে যখন তোমরা ডেকে পাঠিয়েছ এমন একটি বাঘকে যে লেজ দিয়ে আঘাত করে (অর্থাৎ কথার দ্বারা মানুষ হত্যা করে)। অতঃপর তিনি নিজের মুখ খুলে তা নাড়াতে লাগলেন এবং বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন : আমি আমার মুখ দিয়ে কাফিরদের এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলব যেমন করে চামড়া ছাড়ানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে হাসসান! তাড়াহুড়া করো না। কেননা আবু বাক্‌র (রা) কুরাইশদের বংশ তালিকা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। আর আমার বংশও হচ্ছে কুরাইশ বংশ। সে আমার বংশ তালিকা তোমাকে পৃথক করে দিবে।

অতঃপর হাসসান (রা) আবু বাক্‌রের (রা) কাছে আসলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আপনার বংশ তালিকা আমাকে পৃথক করে বলে দিয়েছেন। সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহকারে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে কুরাইশদের মধ্য থেকে এমনভাবে বের করে নিয়ে আসব যেভাবে আটার খামির থেকে চুল বের করে আনা হয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَقَالَ اللهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا
يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ
وَقَالَ اللهُ: قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا
هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ
يُلَاقِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ
سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ
فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ
وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ
وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا
وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

৬২১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কুরাইশ মুশরিকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর। কেননা এটা তাদের জন্য তীর বর্ষণের চেয়েও অসহনীয়। অতঃপর তিনি ইবনে রাওয়াহাকে ডাকার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তিনি বললেন : কুরাইশদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর। তিনি তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেন। কিন্তু তা তাঁর পছন্দ হয়নি। অতঃপর তিনি কা'ব ইবনে মালিকের কাছে লোক পাঠালেন, অতঃপর হাসসান ইবনে সাবিতের কাছে পাঠালেন। হাসসান ইবনে সাবিত যখন তাঁর কাছে আসল, তখন হাসসান বলল : তোমাদের এমন একটি সময় এসেছে যখন তোমরা ডেকে পাঠিয়েছ এমন একটি বাঘকে যে লেজ দিয়ে আঘাত করে (অর্থাৎ কথার দ্বারা মানুষ হত্যা করে)। অতঃপর তিনি নিজের মুখ খুলে তা নাড়াতে লাগলেন এবং বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন : আমি আমার মুখ দিয়ে কাফিরদের এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলব যেমন করে চামড়া ছাড়ানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে হাসসান! তাড়াহুড়া করো না। কেননা আবু বাক্‌র (রা) কুরাইশদের বংশ তালিকা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। আর আমার বংশও হচ্ছে কুরাইশ বংশ। সে আমার বংশ তালিকা তোমাকে পৃথক করে দিবে।

অতঃপর হাসসান (রা) আবু বাক্‌রের (রা) কাছে আসলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আপনার বংশ তালিকা আমাকে পৃথক করে বলে দিয়েছেন। সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহকারে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে কুরাইশদের মধ্য থেকে এমনভাবে বের করে নিয়ে আসব যেভাবে আটার খামির থেকে চুল বের করে আনা হয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসসান সম্পর্কে বলতে শুনেছি : তুমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে (মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের) সমুচিত জবাব দিতে থাকবে রূহুল কুদুস সবসময় তোমার সাহায্য করতে থাকবেন। আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি : হাসসান কাফিরদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে মুমিনদের সান্ত্বনা দিয়েছে এবং কাফিরদের মান-সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে। হাসসান (রা) এই কাসীদা পাঠ করলেন :

তুমি দুর্নাম গাইলে মুহাম্মাদের
আমি তার জবাব দিয়েছি
তবে এর প্রতিদান দিবেন আল্লাহ।
তুমি দুর্নাম গাইলে মুহাম্মাদের
সৎ ও মুত্তাকী যিনি আল্লাহর রাসূল
বিশ্বস্ততা যার অভ্যাসে পরিণত।
আমার বাপ, আমার মা ও আমার ইজ্জত
তোমাদের আক্রমণ থেকে মুহাম্মাদের ইজ্জতের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত।
আমি খোয়াবো আমার প্রাণ যদি না তুমি দেখ তাকে
ধূলা উড়িয়ে দেবে 'কাদা'র দুই দিক থেকে
এমন সব উটনী, যারা নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করবে লাগামের ওপর,
তাদের ঝুঁটিগুলি রক্তপিপাসু বর্শায় বিদ্ধ।
আর আমাদের ঘোড়াগুলো ছুটে আসবে,
তাদের মুখ মুছে দেবে মেয়েরা ওড়না দিয়ে।
যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাকো আমাদের থেকে
তাহলে আমরা উমরা করে নেবো
বিজয় সূচিত হবে এবং পর্দা উঠে যাবে।
নয়তো সবর করো সেই দিনের মারের
যেদিন আল্লাহ ইজ্জত দেবেন যাকে চান
আর আল্লাহ বলেন, আমি এক বান্দা পাঠিয়েছি
যে বলে সত্য কথা
তার কথা সন্দেহ সংশয়হীন।
আল্লাহ বলেন : আমি তৈরী করেছি একটি সেনাদল
সে সেনাদল আনসারদের
তাদের খেলা হচ্ছে কাফিরদের মুকাবিলা করা
প্রতিদিন ব্যস্ত আমরা একের পর এক প্রস্তুতিতে
গালিগালাজ কাফিরদের প্রতি
অথবা লড়াই অথবা নিন্দা কাফিরদের।
তোমাদের যে কেউ নিন্দা গাইবে আল্লাহর রাসূলের
অথবা তাঁর প্রশংসা করবে অথবা সাহায্য করবে তাঁকে

সব সমান।
আল্লাহর দূত জিবরাঈল আমাদের মধ্যে আছেন
তিনি রুহুল কুদুস
কোন সাদৃশ্য নেই তার।
(কবিতারূপ– আবদুল মান্নান তালিব)

অনুচ্ছেদ : ৬৮
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ [يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ]: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَىٰ عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللّٰهُمَّ! اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ» فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَىٰ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللّٰهُمَّ! حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ» فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي، وَلَا يَرَانِي، إِلَّا أَحَبَّنِي.

৬২১৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তিনি ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তাকে মুসলমান হতে বললাম। কিন্তু তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করলেন যা ছিল আমার জন্য অসহনীয়। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু তিনি আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেই চলছেন। আজকেও আমি তাকে দাওয়াত দিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শুনিয়ে দিলেন যা অত্যন্ত আপত্তিকর। অতএব আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করুন।

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আয় খুশি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এসে দেখি আমাদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আমার মা আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং বললেন, অপেক্ষা কর। আমি বাইরে থেকে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। মা গোসল করলেন, জামা পড়লেন এবং ওড়না গায়ে দিলেন। অতঃপর দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "হে আবু হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি খুশির চোটে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং ভাল কথা বললেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন– তিনি যেন মুসলমানদের অন্তরে আমার এবং আমার মায়ের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন এবং আমাদের মধ্যেও যেন তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! আপনি আপনার এই বান্দাহ আবু হুরায়রা এবং তার মাকে মুমিনদের প্রিয়পাত্র করে দিন এবং মুমিনদেরকেও তাদের প্রিয়পাত্র করে দিন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর এমন কোন মুমিন পয়দা হয়নি– যে আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে– কিন্তু আমাকে ভালবাসেনি (প্রত্যেকেই আমাকে ভালবেসেছে)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، كُنْتُ رَجُلًا مِسْكِينًا، أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ

الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَىٰ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي» فَبَسَطْتُ ثَوْبِي حَتَّىٰ قَضَىٰ حَدِيثَهُ، ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إِلَيَّ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [انظر: ٦٣٩٩ ت ٢٤٩٢]

৬২১৬। আ'রাজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি : তোমরা ধারণা করছ আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করছে। আল্লাহ তা'আলাই চূড়ান্ত হিসেবের মালিক (যদি আমি মিথ্যা বলি বা তোমরা আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা কর)। আমি ছিলাম এক নিঃসম্বল ব্যক্তি। আমি পেট ভরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। মুহাজিরগণ বাজারে কাজ-কারবার করার কারণে অবসর পেত না এবং আনসারগণ নিজেদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত থাকত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি নিজের কাপড় ছড়িয়ে দিবে সে আমার কাছে যা কিছু শুনবে তা আর ভুলবে না। (রাবী আবু হুরায়রা বলেন), আমি আমার কাপড় ছড়িয়ে দিলাম। তিনি তাঁর হাদীস বর্ণনা করলেন। অতঃপর আমি কাপড়টি তুলে আমার বুকে লাগালাম। অতঃপর আমি তাঁর কাছে যা কিছু শুনেছি তা আর ভুলিনি।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْنٌ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهَىٰ حَدِيثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ» إِلَىٰ آخِرِهِ.

৬২১৭। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য এবং কোন কোন অংশ কম-বেশী উল্লেখ আছে।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَانِبِ حُجْرَتِي، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يُسْمِعُنِي ذٰلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ

الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. [انظر: ٧٥٠٩]

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِهِمْ، وَأَمَّا إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَلَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا: «أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هٰذَا، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ» فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَىٰ صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ، وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَتَيْنِ. [راجع: ٦٣٩٧]

৬২১৮। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) তাকে এ হাদীস বলেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) কি তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করে না? সে এসে আমার হুজরার এক পাশে বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য আমাকে তা শুনানো। আমি নামায পড়ছিলাম। আমার নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই সে উঠে চলে গেল। আমি যদি তাকে পেতাম তাহলে তার প্রতিবাদ করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মত এত দ্রুতগতিতে কথা বলতেন না। এটা হল ইবনে শিহাবের বর্ণনা।

আবু ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকেরা বলে আবু হুরায়রা (রা) অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করে। আল্লাহই চূড়ান্ত ফয়সালা করার মালিক। তারা এও বলে যে, মুহাজির ও আনসারদের কি হয়েছে যে, তারা আবু হুরায়রার মত হাদীস বর্ণনা করছে না? আমি (আবু হুরায়রা) তোমাদের এ সম্পর্কে অবহিত করব। আমার আনসার ভাইরা কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকত। আর আমি পেট ভরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকতাম। তারা যখন (তাঁর দরবার থেকে) অনুপস্থিত থাকত আমি তখন উপস্থিত থাকতাম, তারা ভুলে যেত আর আমি মুখস্থ করে রাখতাম।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের কে নিজের কাপড় বিছিয়ে আমার হাদীস সংগ্রহ করতে চায়? অতঃপর তা জড়িয়ে বুকে লাগালে যা শুনবে তা আর কখনো ভুলবে না। (আবু হুরায়রা রা. বলেন) আমি আমার গায়ের চাদর

বিছিয়ে দিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীস বর্ণনা করা শেষ করলেন। আমি চাদরটি গুটিয়ে নিয়ে বুকে জড়ালাম। এদিন থেকে আমি তাঁর যত হাদীস শুনেছি আর কখনো ভুলিনি। যদি দু'টি আয়াত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ না করতেন তাহলে আমি কারো কাছে কোন হাদীসই বর্ণনা করতাম না। মহান আল্লাহ বলেন :

"যেসব লোক আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল শিক্ষা ও হিদায়াত গোপন করে রাখবে, অথচ আমরা তা সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য নিজে কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি– আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছেন এবং অপরাপর অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছেন। অবশ্য যারা এ অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করেছিল তা প্রকাশ করে দিবে তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিব। আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু"– (সূরা বাকারা : ১৫৯, ১৬০)।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৬২১৯। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান অবহিত করেছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তোমরা বলাবলি করছ– আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করছে।... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৬৯

হাতিব ইবনে আবু বালতা'আহ (রা) ও বদরী সাহাবীদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] وَهُوَ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا» فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ،

فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ! مَا هٰذَا؟» قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ - قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ، فَأَحْبَبْتُ، إِذْ فَاتَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ» فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: ١] . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الْآيَةِ، وَجَعَلَهَا إِسْحٰقُ فِي رِوَايَتِهِ، مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ.

৬২২০। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেক্রেটারী উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রা'ফে (রা) বলেন, আমি আলীকে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং যুবাইর ও মিকদাদকে অনুসন্ধানে পাঠিয়ে বললেন : তোমরা 'রওদায়ে খাখ' নামক স্থানে যাও। সেখানে উটে আরোহী একজন স্ত্রীলোক পাবে, তার সাথে একটি চিঠি আছে। তা তার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। (আলী রা. বলেন) আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিকে দ্রুত চললাম। আমরা সেই মেয়েলোকটিকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, চিঠিটা বের করে দাও। সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠিপত্র নেই। আমরা বললাম, তুমি অবশ্যই চিঠি বের করে দিবে। অন্যথায় কাপড়-চোপড় খুলে অনুসন্ধান করা হবে। সে তার চুলের বেনীর ভিতর থেকে চিঠি বের করে দিল।

আমরা চিঠিটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। তাতে দেখা গেল এটা হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নামে লেখা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় গোপন পদক্ষেপের কথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে হাতিব! কি ব্যাপার, এটা কি

ধরনের কাজ? হাতিব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি কুরাইশদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে বসবাস করতাম। অধস্তন রাবী সুফিয়ান বলেন, হাতিব (রা) কুরাইশদের বন্ধু ছিল কিন্তু তাদের বংশের লোক ছিল না। (হাতিব রা. বলেন), আপনার সাথে যেসব মুহাজির রয়েছে– কুরাইশদের সাথে তাদের আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। তাদের সহায়তায় মুহাজিরদের পরিবার-পরিজনদের হিফাজতের কাজ হচ্ছে। আমি মনে করেছিলাম, যেহেতু তাদের সাথে আমার কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমার পরিবার-পরিজনদের হিফাজতের জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি সাহায্যকারী হাত যদি পেয়ে যাই। আমি কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে, বা ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনর্বার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজ করিনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে সত্য কথাই বলেছে। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান ছিন্ন করে দেই। তিনি বললেন : সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তুমি কি জান, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করে বলে দিয়েছেন– 'তোমরা যাই কর না কেন, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামহিম আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন : "হে ঈমানদার লোকেরা : তোমরা আমার ও তোমাদের দুশমনদের বন্ধু বানিয়ে নিও না..." (সূরা মুমতাহিনা)। অধস্তন রাবী আবু বাক্‌র ও যুহাইরের বর্ণনায় আয়াতে উল্লেখ নাই। ইসহাক তার বর্ণনায় সুফিয়ানের সূত্রে এ আয়াত উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ» فَذَكَرَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ.

৬২২১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং আবু মারসাদ গানাভী ও যুবাইর ইবনে আওয়ামকে পাঠালেন। আমরা সবাই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি বললেন : তোমরা রওদায়ে খাখ পর্যন্ত যাও। সেখানে একটি মুশরিক স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। তার সাথে একটি চিঠি আছে। এটা হাতিবের পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের পাঠানো হয়েছে।... হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বের হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ».

৬২২২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। হাতিবের একটি গোলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাতেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হাতিব নিশ্চয়ই দোযখে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি মিথ্যা বলেছ। সে কখনো দোযখে যাবে না। কেননা সে বদরের যুদ্ধে এবং হুদাইবিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত ছিল।

অনুচ্ছেদ : ৭০
বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের মর্যাদা।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدٌ مِنَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا» قَالَتْ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ قَالَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧٢].

৬২২৩। আবু যুবাইর– জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন : আমাকে মুবাশশিরের মা অবহিত করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাফসার (রা) কাছে বলতে শুনেছেন : আসহাবে শাজারার যারা (হুদাইবিয়ার প্রান্তরে সেই বাবলা) গাছের নীচে শপথ গ্রহণ করেছিল– আল্লাহ চান তো তাদের কেউ দোযখে যাবে না। হাফসা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন যাবে না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধমক দিলেন। হাফসা (রা) কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে জাহান্নামের ওপর উপস্থিত হবে না" (সূরা মারইয়াম : ৭১)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন : এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :"যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে আমরা

তাদের রক্ষা করব। আর যালিমদেরকে এর মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায়ই রেখে দিব" (সূরা মারইয়াম : ৭২)

অনুচ্ছেদ : ৭১

আবু মুসা আশ'আরী ও আবু আমের আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَّانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي، يَا مُحَمَّدُ! مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْشِرْ». فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ «أَبْشِرْ» فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ وَبِلَالٍ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَىٰ، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا» فَقَالَا: قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَىٰ وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا» فَأَخَذَا الْقَدَحَ، فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا، فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

৬২২৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি মক্কা ও মদীনার মাঝখানে জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে বিলালও ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনি কি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করবেন না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর বা খুশি হয়ে যাও। বেদুঈন তাঁকে বলল, আপনি আমাকে বহুত বলেছেন খুশি হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে আবু মূসা (রা) ও বিলালের (রা) দিকে ফিরলেন। অতঃপর তিনি বললেন : এই লোকটি সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা উভয়ে তা গ্রহণ কর। তারা উভয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল : আমরা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি এক পেয়ালা পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তাতে দুই হাত ও মুখ ধুলেন এবং কুলি করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা উভয়ে এই পানি থেকে পান কর এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশে তা প্রবাহিত কর। এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা উভয়ে পেয়ালা তুলে নিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত কাজ করলেন। পর্দার আড়াল থেকে উম্মু সালামা (রা) তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও তোমাদের পাত্রের কিছু পানি লও। তারা তাকেও অবিশিষ্ট পানির কিছু দিলেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ

وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَىٰ جَيْشٍ إِلَىٰ أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ - قَالَ -: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَمٍ بِسَهْمٍ، فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي، تَرَاهُ ذَاكَ الَّذِي رَمَانِي، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّىٰ عَنِّي ذَاهِبًا، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ [لَهُ]: أَلَا تَسْتَحْيِي؟ أَلَسْتَ عَرَبِيًّا؟ أَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ، فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَ هُوَ، فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ أَبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! انْطَلِقْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَىٰ النَّاسِ، وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَ هُوَ فِي بَيْتٍ عَلَىٰ سَرِيرٍ مُرْمَلٍ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ» حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ» فَقُلْتُ: وَلِي، يَا رَسُولَ اللهِ! فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا».

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ، وَالْأُخْرَىٰ لِأَبِي مُوسَىٰ.

৬২২৫। আবু বুরদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে আবু আমেরকে একটি বাহিনীর অধিনায়ক করে আওতাস যুদ্ধে পাঠালেন। দুরাইদ ইবনে সুম্মাহ তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হল। সে নিহত হল এবং আল্লাহ তা'আলা তার বাহিনীকে পরাজিত করলেন। আবু মূসা (রা) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকেও আবু আমেরের সাথে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় আবু আমেরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হল। জুশাম গোত্রের একটি লোক এই তীর নিক্ষেপ করেছিল। এটা তার হাঁটুতে আটকে পড়েছিল। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে চাচাজান! এ তীর কে নিক্ষেপ করেছে? আবু আমের (রা) ইশারা করে বললেন, ঐ লোকটি আমাকে হত্যা করেছে, ঐ লোকটি আমাকে তীর নিক্ষেপ করেছে।

আবু মূসা (রা) বলেন, আমি তার পিছু ধাওয়া করে তার কাছে পৌঁছে গেলাম। সে আমাকে দেখা মাত্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতে লাগল। আমি তার পিছু ধাওয়া করে বলতে লাগলাম, হে বেহায়া! তুমি কি আরব নও, তুমি থামবে না? সে থেমে গেল। তার সাথে আমার মুকাবিলা হল। সেও আঘাত হানল, আমিও আঘাত হানলাম। অবশেষে আমি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর আবু আমেরের কাছে ফিরে এসে বললাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার দুশমনকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, তুমি এই তীর বের করে ফেল। আমি তা টেনে বের করে ফেললাম। তীরের ক্ষত স্থান দিয়ে পানি বের হল। তিনি আরো বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁকে আমার সালাম বল। তুমি তাঁকে আরো বলবে, আমের আপনাকে বলেছেন, "আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" আবু মূসা (রা) বলেন, আবু আমের (রা) আমাকে লোকদের সরদার নিযুক্ত করলেন। তিনি খুব অল্প সময় জীবিত ছিলেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেন।

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি প্রকোষ্ঠে একটি দড়ির খাটে বসা ছিলেন। এর ওপর বিছানা বিছানো ছিল। (সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী বিছানা ছিল না। مَا শব্দটি বাদ পড়ে গেছে)। খাটের দড়ির দাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠ ও পার্শ্বদেশে বসে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবু আমেরের খবরাদি জানালাম। আমি তাঁকে আরো বললাম, আবু আমের (রা) আমাকে বলেছেন, তুমি তাঁকে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তা দিয়ে ওযু করলেন, অতঃপর দু'হাত ওপরে তুলে বললেন : হে আল্লাহ! উবাইদ আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও। (আবু মূসা রা. বলেন), এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি তাকে তোমার অসংখ্য সৃষ্টি অথবা মানুষের ওপর স্থান (মর্যাদা) দিও। আমি বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল : আমার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের গুনাহ মাফ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত স্থানে পৌঁছে দাও। আবু বুরদা বলেন, তিনি আবু আমেরের জন্য একবার দু'আ করলেন এবং আবু মূসার জন্য একবার দু'আ করলেন।

অনুচ্ছেদ : ৭২

আশ'আরী গোত্রের লোকদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: أَخْبَرَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ - أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ - قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ».

৬২২৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আশ'আরী গোত্রের লোকদের কুরআন পাঠের শব্দ শুনেই চিনে ফেলি– যখন তারা রাতের বেলা আসে। রাতের বেলা তাদের কণ্ঠস্বর শুনেই আমি তাদের ঘর-বাড়ী চিনে নেই। যদিও দিনের বেলা আমি তাদের ঘর-বাড়ি দেখিনি– যখন তারা দিনের বেলা বাড়িতে অবস্থান করে। তাদের মধ্যে হাকীম নামে এক ব্যক্তি আছে। যখন সে কাফিরদের অশ্বারোহী বাহিনী অথবা শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদেরকে বলে– আমার সাথীরা তোমাদের বলছে তাদেরকে কিছুটা অবসর দাও (আমরাও প্রস্তুত– যুদ্ধ করতে এসেছি)।

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ -: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ».

৬২২৭। আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনায় আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন যুদ্ধে অপরাগ হয়ে পড়ে অথবা তাদের পরিবার ও সন্তানদের খাদ্যের অভাব দেখা দেয় তখন

তারা নিজেদের কাছের অবশিষ্ট খাদ্য একই কাপড়ে জমা করে। অতঃপর তা পরস্পরের মধ্যে সমান অংশে বণ্টন করে নেয়। এরা আমারই লোক আর আমিও তাদেরই লোক।

অনুচ্ছেদ : ৭৩

আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ. قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، مَا أَعْطَاهُ ذٰلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: «نَعَمْ».

৬২২৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করতো না এবং তার কাছে বসতোও না। একবার সে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর নবী! তিনটি জিনিস আমাকে দিন। তিনি বললেন : আচ্ছা। সে বলল, আমার কাছে আরবদের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সুন্দরী মহিলা রয়েছে– উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা)। তাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। তিনি বললেন : আচ্ছা। সে বলল, মু'আবিয়াকে আপনার সেক্রেটারী নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন : আচ্ছা। সে বলল, আমাকে নির্দেশ দিন আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব– যেভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি বললেন : আচ্ছা। আবু যুমাইল বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এগুলো না চাইতেন তাহলে তিনি তাকে এগুলো দিতেন না। কেননা তিনি তাঁর কাছে যা চাইতেন তিনি শুধু হাঁ বলতেন।

অনুচ্ছেদ : ৭৪
জা'ফর (রা), আসমা বিনতে উমাইস (রা) এবং তাদের সাথে নৌকায় আরোহী অন্যান্যদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ
ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي، أَنَا أَصْغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ. - إِمَّا قَالَ بِضْعًا وَإِمَّا قَالَ: ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي - قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هٰهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، قَالَ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ
مَعَنَا، عَلَىٰ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ حَفْصَةَ، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ أَسْمَاءَ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ؟ البَحْرِيَّةُ هٰذِهِ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ، يَا عُمَرُ! كَلَّا، واللهِ! كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارٍ، أَوْ فِي أَرْضٍ، الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ، وَذٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ، وَايْمُ اللهِ! لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ، لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ونَحْنُ كُنَّا نُؤْذَىٰ و

نُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللهِ! لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ السَّفِينَةِ، هِجْرَتَانِ».

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، يَسْأَلُونِّي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

৬২২৯। আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনে আমাদের কাছে খবর পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমরাও তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য হিজরাত করলাম। আমি ও আমার সাথে আরো ছোট্ট দু'টি ভাই ছিল। একজনের নাম আবু বুরদাহ এবং অপরজনের নাম আবু রুহম। আমাদের দলে আরো প্রায় বায়ান্ন অথবা তিপ্পান্ন জন লোক ছিল। আমরা একটি নৌকায় আরোহন করলাম। নৌকা আমাদেরকে নাজ্জাশীর দেশ হাবশায় (ইথিওপিয়া) নিয়ে তুললো। সেখানে আমরা জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) এবং তাঁর সংগীদের পেলাম। জাফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করতে বলেছেন। তোমরা আমাদের সাথে এখানে অবস্থান কর।

আবু মূসা (রা) বলেন, আমরা সবাই মদীনায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার এলাকা অধিকার করলে আমরা সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। তিনি সেখানকার যুদ্ধলব্ধ সম্পদে আমাদেরকেও অংশীদার করলেন : অথবা তিনি বলেছেন, আমাদেরকেও তা থেকে দিলেন। যারা খাইবার অভিযানে অনুপস্থিত ছিল তিনি তাদের কাউকে এর কোন অংশ দেননি। কেবল যারা তাঁর সাথে ছিল তাদেরকেই দিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রমিকভাবে তিনি আমাদের নৌ-সফরকারী জা'ফর ও তার সাথের লোকদেরকে যোদ্ধাদের সাথে গনীমাতের মালে অংশ নির্ধারণ করলেন। কতিপয় লোক আমাদের নৌ-সফরকারীদের বলতে লাগল যে, তারা আমাদের আগে হিজরাত করেছে।

আসমা বিনতে উমাইসও (রা) আমাদের সাথে হিজরাত করে ফিরে এসেছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। তিনিও নাজ্জাশীর দেশে হিজরাত করেছিলেন। উমার (রা) হাফসার ঘরে প্রবেশ করলেন। আসমা (রা) তখন তার কাছে ছিলেন। উমার (রা) আসমাকে দেখে

জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? তিনি বললেন, উমাইসের কন্যা আসমা (রা)। উমার (রা) বললেন, এই মহিলাই কি হাবশায় হিজরাতকারী নৌকায় সফরকারী? আসমা (রা) বললেন, হাঁ। উমার বললেন, আমরা তোমাদের আগে হিজরাত করেছি। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তোমাদের তুলনায় আমরা অধিক হকদার। এতে আসমা (রা) ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, হে উমার! তুমি মিথ্যা বলেছ। কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদের আহার দিতেন এবং তোমাদের অজ্ঞ-মূর্খদের উপদেশ দিতেন। অপর দিকে আমরা অনেক দূরে হাবশার মত একটি শত্রু এলাকায় অবস্থান করছিলাম। শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমরা এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছিলাম।

আল্লাহর শপথ! তুমি (উমার রা.) যা বলেছ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা না করা পর্যন্ত পানাহার করব না। আমরা অনেক কষ্ট স্বীকার করেছি এবং ভয়-ভীতির মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। আমি অচিরেই এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করব এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যাও বলব না, বিপথগামীও হব না এবং বাড়িয়েও কিছু বলব না। নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসলেন, আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! উমার (রা) এই এই কথা বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে আমার কাছে তোমাদের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য নয়। সে এবং তার সংগীরা একবার মাত্র হিজরাত করেছে। আর তোমরা নৌকার অধিবাসীরা দুইবার হিজরাত করেছ (মক্কা থেকে আবিসিনিয়া এবং সেখান থেকে পুনরায় মদীনা)।

আসমা (রা) বলেন, আমি দেখেছি আবু মূসা (রা) এবং নৌকারাসীরা আমার কাছে দলে দলে আসতো আর এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত এবং শুনতো। দুনিয়ার কোন জিনিস তাদেরকে এতো আনন্দ দিতেও পারেনি এবং এর কোন জিনিস তাদের কাছে এত বড় ও মহৎ ছিল না যতটা ছিল তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমান। আবু বুরদাহ বলেন, আসমা (রা) বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি আবু মূসা (রা) আনন্দের আতিশয্যে আমার কাছে এ হাদীসটি বার বার শুনতে চাইতেন।

অনুচ্ছেদ : ৭৫

সালমান, বিলাল ও সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ:

حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَىٰ عَلَىٰ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: [وَاللهِ]! ما أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا - قَالَ -: فَقَالَ

أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ».

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، يَا أُخَيَّ!

৬২৩০। আয়েয ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান (রা) সালমান ফারসী (রা), সুহাইব রুমী (রা) ও বিলালের (রা) কাছে আসলেন। আরো কিছু লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা বললেন, আল্লাহর তরবারীগুলো সুযোগমত আল্লাহর দুশমনের ঘাড়ে এসে পড়েনি (অর্থাৎ আল্লাহর দুশমন মারা পড়েনি)। আবু বাক্‌র বললেন, তোমরা কুরাইশদের এই বয়োবৃদ্ধ ও সরদার ব্যক্তিকে এরূপ কথা বলছ? তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন : হে আবু বাক্‌র : তুমি সম্ভবত তাদেরকে (সালমান, সুহাইব ও বিলাল) অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তুমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক তাহলে তুমি তোমার রবকেই অসন্তুষ্ট করলে। আবু বাক্‌র (রা) তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, হে আমার ভাইয়েরা! আমি তোমাদের অসন্তুষ্ট করেছি। তারা বললেন, না। হে আমাদের ভাই! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ ابْنُ عَبْدَةَ -- وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ [آل عمران: ١٢٢] بَنُو سَلِمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ، وَمَا نُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، لِقَوْلِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾.

৬২৩১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বনী সালামা ও বনী হারিসা গোত্রদ্বয়ের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে : "তোমাদের মধ্যকার দু'টি দল যখন কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা দেখাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী হিসেবে বর্তমান ছিলেন" (সূরা আলে-ইমরান : ১২২)– এ আয়াত অবতীর্ণ না হওয়াটাকে আমরা কখনো পছন্দ করতাম না। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক।"

অনুচ্ছেদ : ৭৬

আনসারদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

৬২৩২। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আল্লাহ! আনসারদের ক্ষমা করুন, আনসারদের সন্তানদের ক্ষমা করুন এবং আনসারদের সন্তানদের সন্তানদেরকেও ক্ষমা করুন।

وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬২৩৩। শো'বা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلْأَنْصَارِ - قَالَ - : وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ» لَا أَشُكُّ فِيهِ.

৬২৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি আনসারদের সন্তান এবং গোলামদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এ ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مُمْثِلًا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ! أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ» يَعْنِي الْأَنْصَارَ.

৬২৩৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় শিশু এবং মহিলাদের বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে আসতে দেখলেন। আল্লাহর নবী তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি আল্লাহর নামে বলছি– তোমরা সব লোকদের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমি আল্লাহর নামে বলছি– তোমরা সব লোকের তুলনায় আমার কাছে অধিক প্রিয়। তিনি আনসারদের একথা বলেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ،
جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৬২৩৬। হিশাম ইবনে যায়িদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি : আনসার সম্প্রদায়ের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে একাকিত্ব অবলম্বন করলেন এবং বললেন : সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সবলোকের চেয়ে তোমরা (আনসার) আমার কাছে অধিক প্রিয়। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬২৩৭। শো'বা থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
- وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ».

৬২৩৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আনসারগণ আমার নাড়িভুঁড়ি এবং আমার কাপড়ের পুঁটলী স্বরূপ (বিশেষ নির্ভরযোগ্য লোক)। লোকসংখ্যা বাড়তে থাকবে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। অতএব, তোমরা তাদের ভাল দিকগুলো গ্রহণ কর এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখ।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ -
وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو

الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا أَرَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا، فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ.

৬২৩৯। আবু উমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আনসারদের ঘরগুলোর মধ্যে বনী নাজ্জারের পরিবার (গোত্র) উত্তম (এরাই সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহর সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং তাঁকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়); অতঃপর বনী আবদুল আশহালের গোত্র, অতঃপর হারিস ইবনে খাযরাজের গোত্র, অতঃপর বনী সায়েদার গোত্র উত্তম। আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ বিরাজ করছে। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষে আমাদের স্থান নির্ধারণ করেছেন। (কেননা তিনি বনী সায়েদার লোক) বলা হত, তোমাদেরকে তিনি অনেকের পরে স্থান দিয়েছেন।

حَدَّثَنَاه [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

৬২৪০। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে আবু উসাইদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এ সূত্রেও উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ.

৬২৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তবে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এ হাদীসে সা'দের (রা) কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ

[الرَّازِيُّ] - وَاللَّفْظُ - لِابْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ

ابْنِ الْخَزْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ». وَاللهِ! لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَحَدًا لَآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي.

৬২৪২। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসাইদকে (রা) ইবনে উৎবাকে সম্বোধন করে বলতে শুনেছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আনসার পরিবারগুলোর (গোত্র) মধ্যে বনী নাজ্জার গোত্র, বনী আবদুল আহশহাল গোত্র, বনী হারিস ইবনে খাযরাজ গোত্র এবং বনী সায়েদার গোত্র উত্তম। আবু উসাইদ বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যদি আনসারদের ওপরে কাউকে অগ্রাধিকার দিতাম তাহলে আমার বংশকেই অগ্রাধিকার দিতাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أُتَّهَمُ أَنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ، وَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلِّفْنَا فَكُنَّا آخِرَ الْأَرْبَعِ، أَسْرِجُوا لِي حِمَارِي آتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ، سَهْلٌ. فَقَالَ: أَتَذْهَبُ لِتَرُدَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمُ، أَوَلَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعٍ، فَرَجَعَ وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَحُلَّ عَنْهُ.

৬২৪৩। আবু যানাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামা সাক্ষ্য দিচ্ছেন– তিনি আবু উসাইদ আনসারীকে (রা) সাক্ষ্য দিতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট গোত্র হচ্ছে বনী নাজ্জারের গোত্র, অতঃপর বনী আবদুল আশহাল গোত্র, অতঃপর বনী হারিস ইবনে খাযরাজ গোত্র, অতঃপর বনী সায়েদার গোত্র। আনসারদের প্রতিটি গোত্রেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আবু সালামা বলেন, আবু উসাইদ (রা) বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপবাদ দিচ্ছি? আমি যদি মিথ্যা বর্ণনাকারী হতাম তাহলে আমি আমার গোত্র বনী সায়েদাকে দিয়ে শুরু করতাম (তাদের নাম প্রথমে উল্লেখ করতাম)। একথা সা'দ ইবনে উবাদার (রা) কছে পৌঁছল। এটা তার কাছে অস্বস্তিকর

ঠেকল। তিনি বলতে লাগলেন, আমরা চারটি গোত্রের শেষ গোত্র হিসেবে স্থান পেয়েছি। আমার গাধার ওপর জ্বিনপোষ লাগাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাব। সাহলের (রা) ভাইর ছেলে তার সাথে আলাপ করে বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথার প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করতে যাবে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে ভাল জানেন। তোমরা চারটি গোত্রের চার নম্বরে স্থান পেয়েছ– এটা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? এ কথার পর সা'দ (রা) প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক ভাল জানেন। তিনি তার গাধার জ্বিনপোষ খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ». بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ فِي ذِكْرِ الدُّورِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ].

৬২৪৪। আবু সালামা থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ আনসারী (রা) তাকে এ হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আনসারদের মধ্যে উত্তম অথবা (তিনি বলেছেন) আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে উত্তম হচ্ছে... উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর সা'দ ইবনে উবাদার (রা) ঘটনা উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: «أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ «ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ «ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ» فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَنَحْنُ آخِرُ الْأَرْبَعِ؟ حِينَ سَمَّى رَسُولُ

اللهِ ﷺ دَارَهُمْ، فَأَرَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ: اجْلِسْ، أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ سَمَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الْأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمَّىٰ؟ فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّىٰ، فَانْتَهَىٰ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬২৪৫। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামা এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উৎবা ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমরা আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এক বিরাট সমাবেশে বললেন : আমি কি তোমাদেরকে আনসারদের উত্তম গোত্রের কথা বলে দিব? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আবদুল আশহালের গোত্র। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর কারা? তিনি বললেন : অতঃপর বনী নাজ্জারের গোত্র। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর কারা? তিনি বললেন : বনী হারিস ইবনে খাযরাজের গোত্র। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর কারা? তিনি বললেন : অতঃপর বনী সায়েদার গোত্র। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর কারা? তিনি বললেন : অতঃপর আনসারদের প্রতিটি গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে।

এ কথা শুনে সা'দ ইবনে উবাদা (রা) উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমাদের মর্যাদা কি চারটি গোত্রের মধ্যে সবশেষে? তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের গোত্রের নাম (চার নম্বরে) উচ্চারণ করতে শুনলেন তখন তিনি তাঁর কথার ওপর আপত্তি করতে চাইলেন। তার গোত্রের কতিপয় লোক তাকে বলল, বসে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের গোত্রকে এই চারটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন– এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? অথচ তিনি যেসব গোত্রের নাম উল্লেখ করেননি তাদের সংখ্যাও অনেক। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যে আপত্তি করতে গিয়ে থেমে গেলেন।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ - وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ -: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا، آلَيْتُ أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ.

زَاد ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا : وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ، وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : أَسَنَّ مِنْ أَنَسٍ.

৬২৪৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালীর (রা) সাথে সফরে বের হলাম। তিনি আমার খেদমত করতেন। আমি তাকে বললাম, এরূপ করবেন না। জারীর (রা) বললেন, আনসারদেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতে দেখেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি– আমি যখন কোন আনসারীর সাথে অবস্থান করব তখন তার খেদমত করব। ইবনুল মুসান্না ও ইবনে বাশশার তাদের বর্ণনায় আরো বলেছেন, জারীর (রা) আনাসের চেয়ে বড় ছিলেন (এটা ইবনুল মুসান্নার বর্ণনা)। ইবনে বাশশার বলেন, তিনি আনাসের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ৭৭

গিফার, আসলাম, জুহাইনা, আশজাআ, মুযাইনা, তামীম, দাওস এবং তাঈ গোত্রের লোকদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

৬২৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : গিফারীদের আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন এবং আসলাম গোত্রের লোকদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ [بْنُ عُمَرَ] الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ائْتِ قَوْمَكَ» فَقُلْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا».

৬২৪৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বল, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আসলাম গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ শান্তিতে রাখবেন এবং গিফার গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬২৪৯। এ সূত্রে উপরের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ وَسُوَيْدُ ابْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا».

৬২৫০। আবু হুরায়রা (রা) এবং জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আসলাম গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা দান করেছেন এবং গিফার গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

وحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوسَىٰ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلَكِنْ قَالَهَا اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]».

৬২৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা'আলা আসলাম গোত্রের লোকদের শান্তি দান করেছেন এবং গিফারীদের মাফ করে দিয়েছে। একথা আমি বলছি না বরং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لَحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

৬২৫২। খিফাফ ইবনে আইমা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নামাযের মধ্যে দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! বনী লিহয়ান, রি'আল, যাকওয়ান ও উসাইয়া গোত্রের ওপর অভিশাপ বর্ষণ কর। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে। গিফারীদের আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। এবং আসলামীদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ».

৬২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা গিফারীদের মাফ করেছেন এবং আসলামীদের শান্তি বিধান করেছেন। আর উসাইয়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَأُسَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

৬২৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সালেহ এবং উসামার বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছেন।

حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، مِثْلَ حَدِيثِ هٰؤُلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

৬২৫৫। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ [وَ] هُوَ ابْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ».

৬২৫৬। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আনসার, মুযাইনা গোত্র, জুহাইনা গোত্র, গিফার গোত্র, আশজা'আ গোত্র এবং আবদুল্লাহর গোত্র (আবদুল উজ্জার গোত্র) আমার বন্ধু ও সহযোগী; নয় অন্য লোক। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ، مَوَالٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ».

৬২৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরাইশ, আনসার, মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম, গিফার ও আশজা'আ গোত্রগুলো বন্ধু গোত্র। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই হচ্ছেন তাদের অভিভাবক।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هٰذَا: فِيمَا أَعْلَمُ.

৬২৫৮। সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

- قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةُ، خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ، أَسَدٍ وَغَطَفَانَ».

৬২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আসলাম, গিফার, মুযাইনা এবং জুহাইনা গোত্রের লোকেরা বনী তামীম, বনী আমের এবং চুক্তিবদ্ধ আসাদ ও গাতফান গোত্রের লোকদের চেয়ে উত্তম।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي

الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وطَيِّءٍ وَغَطَفَانَ».

৬২৬০। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নিশ্চয়ই গিফার, আসলাম, মুযাইনা এবং যুহাইনা গোত্রের লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আসাদ, তাঈ এবং গাতফান গোত্রের লোকদের তুলনায় উত্তম বিবেচিত হবে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ

قَالَا: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَأَسْلَمُ وغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيمٍ».

৬২৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই আসলাম, গিফার, মুযাইনা এবং জুহাইনা গোত্রের লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আসাদ, গাতফান, হাওয়াযিন এবং তামীম গোত্রের লোকদের চাইতে উত্তম বলে গণ্য হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ، وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ - مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَ- أَحْسِبُ - جُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ، أَخَابُوا وَخَسِرُوا؟» فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ.

৬২৬২। মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়াকুব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রাকে তার পিতার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আকরাআ ইবনে হারিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। সে বলতে লাগল, হাজীদের মালপত্র লুটপাটকারী আসলাম, গিফার, মুযাইনা এবং জুহাইনা গোত্রের লোকেরাই আপনার কাছে এসে বাই'আত গ্রহণ করছে। (জুহাইনা গোত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে কিনা এ নিয়ে অধস্তন রাবী মুহাম্মাদ সন্দেহে পতিত হয়েছেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার কি মত– যদি আসলাম, গিফার, মুযাইনা এবং জুহাইনা গোত্র বনী তামীম, বনী আমের, আসাদ ও গাতফান গোত্রের চেয়ে উত্তম হয়, তাহলে তারা (তামীম... গাতফান) ক্ষতিগস্ত ও হতভাগ্য বিবেচিত হবে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন : সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চিতই এরা (আসলাম... জুহাইনা) তাদের (তামীম.... গাতফান) চাইতে অনেক উত্তম। ইবনে আবু শাইবার বর্ণিত হাদীসে (অধস্তন রাবী) মুহাম্মাদ সন্দেহে পতিত হয়েছেন কিনা তা উল্লেখ নাই।

حَدَّثَنِي هَـٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: «وَجُهَيْنَةُ» وَلَمْ يَقُلْ: أَحْسِبُ.

৬২৬৩। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে সরাসরি জুহাইনা গোত্রের উল্লেখ আছে। এতে কোনরূপ সন্দেহের উল্লেখ নাই।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَسَدٍ وَغَطَفَانَ».

৬২৬৪। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আসলাম, গিফার, মুযাইনা এবং জুহাইনা গোত্রের লোকেরা বনী তামীম, বনী আমের এবং দুই বন্ধু গোত্র আসাদ ও গাতফান গোত্রের লোকদের চেয়ে উত্তম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَهَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا :حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ؛ح وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬২৬৫। আবু বিশর থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ» وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ».

৬২৬৬। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের কি ধারণা, যদি জুহাইনা, আসলাম ও গিফার গোত্রের লোকেরা বনী তামীম, বনী আবদুল্লাহ ইবনে গাতফান, এবং আমের ইবনে সা'সা গোত্র থেকে উত্তম হয়? তিনি এ কথাগুলো উচ্চ স্বরে বললেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে এরা ধ্বংস হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বললেন : তারাই উত্তম। আবু কুরাইবের বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ রয়েছে : তোমরা কি মনে কর, যদি জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম ও গিফার গোত্র উত্তম হয়?

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيِّءٍ، جِئْتَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬২৬৭। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কাছে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, সর্বপ্রথম যে সদকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও তাঁর সাহাবাদের মুখমণ্ডল চমকিত করেছিল (আনন্দিত করেছিল) তা ছিল তাঈ গোত্রের সদকা। আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ».

৬২৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফাইল ও তার সংগীরা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দাওস গোত্র কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তাদেরকে বদদু'আ করুন। বলা হল, দাওস গোত্রের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! দাওস গোত্রের লোকদের হিদায়াত দান কর এবং তাদেরকে আমার কাছে এনে দাও।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ» - قَالَ:- وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا»- قَالَ:- وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ».

৬২৬৯। আবু যুর'আ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তিনটি কারণে আমি তামীম গোত্রের লোকদের সর্বদা মহব্বত করি। এগুলো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের মধ্যে তারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়াবে। রাবী বলেন, তাদের সদকার সম্পদ আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা আমার জাতির সদকা! রাবী

বলেন, তাদের একটি স্ত্রীলোক আয়েশার (রা) কাছে বন্দিনী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ইসমাঈলের (আ) বংশধর।

حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُهَا فِيهِمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৬২৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি **বলেন,** তিনটি কারণে আমি সর্বদা তামীম গোত্রের লোকদের ভালবাসব। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সম্পর্কে এগুলো বলতে শুনেছি। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَا أَزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهٰذَا الْمَعْنَىٰ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ». وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّجَّالَ.

৬২৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী তামীম গোত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর থেকে আমি সবসময় তাদেরকে ভালবেসে আসছি। অনুরূপ অর্থের হাদীস পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এরা যুদ্ধক্ষেত্রে সবলোকের চেয়ে বেশী বীরত্ব প্রদর্শনকারী। এ বর্ণনায় দাজ্জালের উল্লেখ নাই।

অনুচ্ছেদ : ৭৮
উত্তম লোকের বর্ণনা।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هٰذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا

الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ». [انظر: ٦٦٣٠]

৬২৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানবজাতি খনিজ সম্পদ সমতুল্য। যেসব লোক জাহেলী যুগে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হতো, তারা দীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারলে ইসলামী যুগেও সর্বোত্তম বলে গণ্য হবে। মুসলমান হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি ইসলামকে চরমভাবে ঘৃণা করতো, সে ইসলাম গ্রহণ করার পর তোমরা তাকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে দেখতে পাবে। দ্বিমুখী চরিত্রের লোকদেরকে তোমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হিসেবে দেখতে পাবে। এদের স্বভাব হচ্ছে– এরা একদলের কাছে একরূপ চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং অপর দলের কাছে আরেক ধরনের চেহারা নিয়ে হাজির হয়।

টীকা : এ বাক্যটির আরো একটি অর্থ হতে পারে : কোন ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন পদ প্রদান করলে তা সে গ্রহণ করতে অনিহা প্রকাশ করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একান্ত বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করে। তোমাদের মধ্যে এসব লোকই উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ وَالْأَعْرَجِ «تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّىٰ يَقَعَ فِيهِ».

৬২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানব সম্পদ খনিজ সম্পদের মতই মূল্যবান। এর পরবর্তী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে আবু যুর'আ এবং আ'রাজের বর্ণনায় আছে : যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে একে কঠোরভাবে ঘৃণা করত– ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদেরকে তোমরা সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পাবে [যেমন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা), আমর ইবনুল 'আস (রা), ইকরামা ইবনে আবু জাহল (রা), সাহল ইবনে আমর (রা) ইত্যাদি]। অথবা এ বাক্যটির এ অর্থও হতে পারে : যেসব লোক কোন সরকারী পদ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক।

অনুচ্ছেদ : ৭৯

কুরাইশ মহিলাদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ - قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ - أَحْنَاهُ عَلَىٰ يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

৬২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উষ্ট্রারোহী (অর্থাৎ আরব)– মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। এক রাবীর বর্ণনায় নেককার কুরাইশ মহিলা উল্লেখ আছে। অপর রাবীর বর্ণনায় শুধু 'কুরাইশ মহিলা' উল্লেখ আছে। তারা ছোট্ট শিশুদের প্রতি খুবই স্নেহশীল এবং নিজেদের স্বামীর ধন-সম্পদের বিশ্বস্ত রক্ষক।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ عَلَىٰ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ» وَلَمْ يَقُلْ: يَتِيمٍ.

৬২৭৫। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে তাউস তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীসের সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় ইয়াতীম শব্দের পরিবর্তে ওয়ালাদ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَىٰ طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ إِثْرِ ذٰلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ.

৬২৭৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : উষ্ট্রারোহিনী অর্থাৎ আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। তারা শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং স্বামীদের ধন-মালের বিশ্বস্ত রক্ষক। রাবী বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইমরান কন্যা মরিয়ম (আ) কখনো উটে আরোহণ করেননি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَلِيَ عِيَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ [رَكِبْنَ]» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَحْنَاهُ عَلَىٰ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ».

৬২৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালিব কন্যা উম্মু হানীর (রা) কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি তো বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি তাছাড়া আমার সন্তানাদিও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : স্ত্রীলোকদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে... মা'মার হাদীসের পরবর্তী অংশ। ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শিশুদের প্রতি তারা খুবই যত্নশীল।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَىٰ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

৬২৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উষ্ট্রারোহিণী অর্থাৎ আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ বংশের নেককার মহিলারাই উত্তম। তারা ছোট্ট শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে খুবই দায়িত্বশীল।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ هٰذَا، سَوَاءً.

৬২৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও মা'মারের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৮০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম তাঁর সাহাবাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَىٰ بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ.

৬২৮০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) এবং আবু তালহার (রা) মাঝে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করেন।

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟» فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ، فِي دَارِهِ.

৬২৮১। আসেমুল আহওয়াল বলেন, আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলা হল, আপনি কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামে হলফের কোন স্থান নেই? আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তার (আনাস) ঘরে বসা আনসার এবং কুরাইশদের মধ্যে বন্ধুত্ব-চুক্তি করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ، فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ.

৬২৮২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আমার ঘরে বসে কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ، كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً».

৬২৮৩। জুবাইর ইবনে মুতঈ'ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামে অবৈধ চুক্তির কোন অবকাশ নাই। জাহেলী যুগে ভাল উদ্দেশ্যে যেমন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, ইসলাম এটাকে আরো শক্তিশালী এবং মজবুত করে দিয়েছে।

টীকা : 'হলফ' শব্দের অর্থ শপথ করা, চুক্তিবদ্ধ হওয়া, বন্ধুত্ব স্থাপন করা ইত্যাদি। উল্লিখিত হাদীসগুলোতে এসব কটি অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। জাহেলী যুগে পারস্পরিক চুক্তি ও শপথের মাধ্যমে একে অপরের সম্পদের ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হত। মিরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামে এ ধরনের চুক্তি অবৈধ এবং বাতিল ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা, বন্ধুত্ব স্থাপন, দীনের প্রচার-প্রসার এবং অনুরূপ কল্যাণকর কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

অনুচ্ছেদ : ৮১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশা সাহাবীদের নিরাপত্তার নিয়ামক ছিল এবং সাহাবীদের জীবদ্দশা উম্মাতের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিয়ামক ছিল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ - عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ! قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هٰهُنَا؟» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ» قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ».

৬২৮৪। আবু বুরদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা আবু মূসা রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। অতঃপর আমরা বলাবলি করলাম, আমরা যদি তাঁর সাথে এশার নামায পড়ার জন্য বসে থাকি তাহলে ভালই হয়। রাবী বলেন, আমরা বসে থাকলাম। তিনি বাইরে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন : তোমরা কতক্ষণ যাবৎ এখানে অপেক্ষা করছ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সাথে মাগরিবের নামায পড়েছি। অতঃপর আমরা বললাম, আপনার সাথে এশার নামায পড়া পর্যন্ত

আমরা এখানে বসে থাকব। তিনি বললেন : তোমরা ভালই করেছ, ঠিকই করেছ। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মাথা তুললেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসমানের দিকে মাথা তুলতেন। অতঃপর বললেন : তারকারাজির অবস্থানের কারণেই আসমান স্থিতিশীল রয়েছে। যখন তারকাগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আসমান ওয়াদাকৃত বিষয়ের সাক্ষাত পাবে। (অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে এবং আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে)। আমি আমার সাহাবাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বাহন। আমি যখন চলে যাব, আমার সাহাবাদের কাছে ওয়াদাকৃত জিনিস এসে হাযির হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, ফিতনা-ফাসাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে যাবে), আমার সাহাবাগণ যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে– আমার উম্মাতের সামনে ওয়াদাকৃত জিনিস হাযির হয়ে যাবে (অর্থাৎ বিদ'আতের প্রচলন হবে, বিভিন্ন ফিরকার আবির্ভাব হবে, মক্কা-মদীনার সম্মানহানী হবে, বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে, ইত্যাদি –ইমাম নববী)।

অনুচ্ছেদ : ৮২

সাহাবীদের মর্যাদা, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের মর্যাদা, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের।

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ ابْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ – وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ – قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: [هَلْ] فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ».

৬২৮৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানবজাতির সামনে এমন একটি যুগ আসবে– একদল লোক জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি– যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে? তারা বলবে, হাঁ আছে। এ দলকে বিজয়ী করা হবে। অতঃপর আর একদল লোক জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে– তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি– যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের দেখেছে? লোকেরা বলবে, হাঁ আছে। তাদেরকে বিজয়ী করা হবে। অতঃপর আর একদল লোক জিহাদে অবতীর্ণ হবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে– তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে উঠাবসা-কারী লোকদের দেখেছে? লোকেরা বলবে, হাঁ আছে। তাদেরকেও জয়যুক্ত করা হবে।

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ:

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ [بِهِ]، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ».

৬২৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানব জাতির সামনে এমন একটি যুগ আসবে– তাদের একটি বাহিনী যুদ্ধে পাঠানো হবে। তারা বলবে, দেখতো তোমাদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীকে পাও নাকি? তাদের মধ্যে কোন সাহাবীকে পাওয়া যাবে। তার ওসীলায় তাদেরকে যুদ্ধে জয়যুক্ত করা হবে। অতঃপর দ্বিতীয় এক বাহিনী পাঠানো হবে। তারা বলবে– তাদের মধ্যে এমন লোক (তাবেঈ) আছে কিনা– যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের দেখেছেন? তাদেরকেও বিজয়ী করা হবে। অতঃপর তৃতীয় একটি দল জিহাদে যাবে। তখন বলা হবে– দেখতো এদের মধ্যে এমন লোক (তাবা তাবেঈ) আছে কিনা– যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎকারী লোকদের (তাবেঈ) দেখেছেন? অতঃপর চতুর্থ একটি বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তখন বলা হবে– দেখতো এদের মধ্যে এমন কোন (তাবা-তাবঈকে দর্শনকারী) আছে কিনা– যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎকারী লোকদের (তাবেঈ) সাথে সাক্ষাতকারী লোকদের (তাবা তাবেঈ) দেখেছেন? তখন এরূপ লোক (তাবা-তাবেঈর সাথে সাক্ষাৎকারী) পাওয়া যাবে। তার ওসীলায় তাদেরকে জয়যুক্ত করা হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ

قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ

شَهَادَةُ أحدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» لَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِهِ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: «ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ».

৬২৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা (সাহাবাগণ)। অতঃপর তাদের যুগের সাথে সংযুক্ত যুগের লোক। অতঃপর তাদের যুগের সাথে সংযুক্ত যুগের লোক। অতঃপর এমন লোকের আবির্ভাব হবে যারা সাক্ষ্য দেয়ার পর পর শপথও করবে এবং শপথ করার সাথে সাথে সাক্ষ্যও দিবে। হান্নানের বর্ণনায় 'কারনুন' শব্দের উল্লেখ নাই। আর কুতাইবার বর্ণনায় কাওম শব্দের বদলে 'আকওয়াম' উল্লেখ আছে।

حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ، عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

৬২৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হল– কোন লোক উত্তম? তিনি বললেন : আমার যুগের লোক, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের লোক, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের লোক। অতঃপর এমন লোকের আগমন হবে যাদের শপথ দ্রুত হবে সাক্ষ্য প্রদানের আগে এবং শপথের পূর্বে সাক্ষ্য দ্রুত হবে। অধস্তন রাবী ইবরাহীম বলেন, আমরা ছিলাম তরুণ। লোকেরা আমাদেরকে একত্রে শপথ এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে নিষেধ করত।

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَجَرِيرٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৬২৮৯। এ সূত্রে আবুল আহওয়াস এবং জারীরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শো'বা এবং সুফিয়ানের বর্ণনায় "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হল" বাক্যাংশটুকু নাই।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» فلا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: «ثُمَّ يَتَخَلَّفُ [مِنْ] بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

৬২৯০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার যুগের লোকেরা উত্তম, অতঃপর এর পরবর্তী যুগের, অতঃপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা উত্তম। (রাবী বলেন), আমার মনে নাই– তিনি কি তৃতীয় বারে না চতুর্থ বারে এ কথা বলেছেন : অতঃপর এমন লোকের আবির্ভাব হবে যাদের সাক্ষ্য শপথের পূর্বে হবে এবং শপথ সাক্ষ্যের পূর্বে হবে।

টীকা : কোন ব্যাপারে সাক্ষী দেয়ার পরপরই শপথ করা বা শপথ করার পরপরই সাক্ষী দেয়া ঠিক নয়। মালেকী মাযহাব মতে এ ধরনের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত এবং বাতিল। কিন্তু জমহুরের মতে সাক্ষ্য ও শপথ একত্রিত করলে তা বাতিল হবে না। তবে এরূপ করা পছন্দনীয় নয়।

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا، قَالَ: «ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا».

৬২৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যে যুগে প্রেরিত হয়েছি আমার সেই যুগের উম্মাত সর্বোত্তম, অতঃপর তাদের পরবর্তী স্তরের লোক, অতঃপর তাদের পরবর্তী স্তরের লোক। (রাবী বলেন,) আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন– তিনি তৃতীয় স্তরের উল্লেখ করেছেন কিনা? তিনি বলেন : অতঃপর এমন লোকের আগমন হবে যারা মোটা-সোটা হওয়া পছন্দ করবে এবং সাক্ষ্য দিতে ডাকার পূর্বে এসে সাক্ষী দিবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

৬২৯২। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে শো'বার বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি (নবী সা.) কি দু'স্তর বলেছেন না তিন স্তর? তা আমার স্মরণ নাই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا: «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ ولَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ».

৬২৯৩। জাহদাম ইবনে মুদাররিব বলেন, আমি ইমরান ইবনে হুসাইনকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার যুগই হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম যুগ। অতঃপর তার পরবর্তী যুগের লোক, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের লোক, অতঃপর তার পরবর্তী যুগের লোক। ইমরান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগের পর দুই স্তর বলেছেন না তিন স্তর বলেছেন, তা আমার স্মরণ নাই। (নবী সা. বলেন), অতঃপর এমন লোকের আবির্ভাব হবে যে, তাদের কাছে সাক্ষ্য তলব করা না হলেও তারা গায়ে পড়ে এসে সাক্ষ্য দিবে। এরা হবে আত্মসাতকারী, এদের মধ্যে বিশ্বস্ততার লেশমাত্র থাকবে না। এরা মানত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। এদের দেহে স্থূলতা প্রকাশ পাবে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ: قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَفِي حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، وَجَاءَنِي فِي حَاجَةٍ عَلَىٰ فَرَسٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ. وَفِي حَدِيثِ يَحْيَىٰ وَشَبَابَةَ: «يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ». وَفِي حَدِيثِ بَهْزٍ: «يُوفُونَ» كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ.

৬২৯৪। শো'বা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে উল্লেখিত রাবীদের সবার বর্ণনায় রয়েছে– ইমরান (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কি তাঁর যুগের পর দুই যুগ বলেছেন না তিন যুগ তা আমি মনে রাখতে পারিনি। অধস্তন রাবী শাবাবার বর্ণনায় রয়েছে– তিনি বলেন, আমি যাহদাম ইবনে মুদাররিবের কাছে শুনেছি। তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তখন আমাকে বললেন, যে, তিনি ইমরান ইবনে হুসাইনের কাছে শুনেছেন। ইয়াহইয়া ও শাবাবার বর্ণনায় আছে : তারা মানত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর বাহযের বর্ণনা ইবনে জা'ফরের বর্ণনায় অনুরূপ। (অর্থাৎ পূর্বের বর্ণনার সাথে এ সূত্রের বর্ণনায় শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও হাদীসের মূল বক্তব্য একই)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أَوْفَىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِهَٰذَا الْحَدِيثِ : «خَيْرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» - زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ : وَاللهُ أَعْلَمُ، أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا ، بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ : «وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ».

৬২৯৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি যে যুগে প্রেরিত হয়েছি সে যুগের উম্মাতই হচ্ছে সর্বোত্তম। অতঃপর এর সাথে সংশ্লিষ্ট যুগের উম্মাত, অতঃপর এর সাথে সংশ্লিষ্ট যুগের উম্মাত। ইবনে আওয়ানার বর্ণনার আরো আছে, ইমরান (রা) বলেন, তিনি তৃতীয় স্তরের উল্লেখ করেছেন কিনা তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। কাতাদার সূত্রে বর্ণিত হিশামের হাদীসে আরো আছে : এদেরকে শপথ করানোর পূর্বেই শপথ করে বসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ- قَالَا : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : «الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ».

৬২৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করল, কোন লোক ভাল? তিনি বললেন : আমি যে যুগে বর্তমান আছি সে যুগের লোক। অতঃপর তার পরবর্তী যুগ, অতঃপর তার পরবর্তী যুগ।

অনুচ্ছেদ : ৮৩

'এখন যারা বর্তমান আছে তারা শত বছরের মাথায় আর অবশিষ্ট থাকবে না'– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর তাৎপর্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَٰذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَٰذِهِ الْأَحَادِيثِ، عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ»، يُرِيدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ.

৬২৯৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং আবু বাক্‌র ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে এক রাতে আমাদের সাথে এশার নামায পড়লেন। নামাযের সালাম ফিরিয়ে তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন : তোমরা তোমাদের আজকের এই রাতটিকে দেখেছ? বর্তমানে যারা পৃথিবীর বুকে জীবিত আছে এই রাত থেকে একশ' বছরের মাথায় তাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একশ' বছর সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে লোকেরা ভুল করে (তারা এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি)। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আজ যারা পৃথিবীর বুকে জীবিত আছে, তাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, এই যুগ শেষ হয়ে যাবে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ، كَمِثْلِ حَدِيثِهِ.

৬২৯৮। এই সনদ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وأُقْسِمُ بِاللهِ! مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ».

৬২৯৯। আবু যুবাইর জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের একমাস পূর্বে বলতে শুনেছি : তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ। অথচ এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তি নাই যার ওপর একশ' বছর পূর্ণ হবে। (অর্থাৎ আজ থেকে একশ' বছরের মাথায় আজকের জীবিত লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে না)।

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ.

৬৩০০। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে "তাঁর ইন্তিকালের একমাস পূর্বে" কথাটুকু উল্লেখ নাই।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، الْيَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ».

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ،

وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ.

৬৩০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের একমাস পূর্বে অথবা প্রায় এতটুকু ব্যবধানে বলেছেন : আজ যেসব লোক জীবিত আছে একশ' বছরের মাথায় এরা আর অবশিষ্ট থাকবে না। জাবির (রা) থেকে অপর একটি সূত্রেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মানুষের আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَهُ.

৬৩০২। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ، سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ».

৬৩০৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, লোকেরা তাঁকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আজকের দিনে পৃথিবীর বুকে যেসব লোক বর্তমান রয়েছে একশ' বছর পর এরা আর অবশিষ্ট থাকবে না।

حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ».

فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكَرْنَا ذٰلِكَ عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ يَوْمَئِذٍ.

৬৩০৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি একশ' বছরের মাথায় পৌঁছবে না। সালেম বলেন, আমরা এ বিষয়টি জাবিরের (রা) সামনে উত্থাপন করলাম। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যেসব লোক পয়দা হয়েছে– এ হাদীস তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৮৪

সাহাবাদের গালি দেয়া বা কুৎসা করা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».

৬৩০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সাহাবীদের গালি দিও না, আমার সাহাবীদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ সোনাও ব্যয় করে তা তাদের কারো এক মুদ (১১ ছটাক) বা তার অর্ধেক পরিমাণ ব্যয়ের সমতুল্যও হবে না।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ».

৬৩০৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এবং আবদুর রাহমান ইবনে আওফের (রা) মধ্যে ঝগড়া হল। খালিদ (রা) তাকে গালি দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার কোন সাহাবীকে গালি দিও না। যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় করে তবে তার সওয়াব তাদের (সাহাবা) কারো এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ ব্যয়ের সওয়াবের সমানও হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.

৬৩০৭। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে অধস্তন রাবী শো'বা ও ওয়াকীর বর্ণনায় আবদুর রাহমান ইবনে আওফ (রা) এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা) উল্লেখ নাই।

অনুচ্ছেদ : ৮৫
উয়াইস কারানীর মর্যাদা।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ

الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَىٰ عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هٰهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ: لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

৬৩০৮। উসাইর ইবনে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। কুফার একটি প্রতিনিধিদল উমারের (রা) কাছে আসে। প্রতিনিধিদলে এক ব্যক্তি ছিল যে উয়াইসকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এখানে 'কারান' এলাকার কোন লোক আছে কি? ঐ লোকটি উঠে আসল। উমার (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইয়ামন থেকে উয়াইস নামে এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামনে তার মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করল। তিনি তার দেহ থেকে কুষ্ঠ রোগ দূর করে দিলেন। কিন্তু একটি দীনার অথবা দিরহাম পরিমাণ জায়গা আরোগ্য হয়নি। তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাৎ পাবে সে যেন তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করিয়ে নেয়।

টীকা : উয়াইস কারানীর নাম উয়াইস ইবনে আমের, উয়াইস ইবনে মাকুল বা উয়াইস ইবনে আমর। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আমর। তিনি সিফফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। কারান মুরাদ গোত্রের একটি শাখা গোত্র। তিনি এ গোত্রের লোক। তিনি মহানবীর (সা) যুগ পেয়েছেন কিন্তু তাঁর সাথে তার দেখা হয়নি। এ জন্য তিনি তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাবেঈদের মধ্যে তার মর্যাদা সবার উর্ধে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

৬৩০৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : উয়াইবা নামের লোকটি তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম। তার একটি মা আছে। তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। তাকে তোমাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করতে বলবে।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِذَا أَتَىٰ عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ أُوَيْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَىٰ عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَأَتَىٰ أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَىٰ وَجْهِهِ.

قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ هَٰذِهِ الْبُرْدَةُ؟.

৬৩১০। উসাইর ইবনে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কাছে যখন ইয়ামন থেকে সাহায্যকারী ফৌজ আসত তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের সাথে উয়াইস ইবনে আমের (রা) আছে কি? অবশেষে তিনি উয়াইসের কাছে আসলেন এবং বললেন, তুমি কি উয়াইস ইবনে আমের? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি কারান গোত্রের শাখা মুরাদ উপগোত্রের লোক? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তোমার কি কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল এবং তা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ কিন্তু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ভাল হয়নি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তোমার একটি মা আছে? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "তোমাদের কাছে ইয়ামন থেকে সাহায্যকারী ফৌজের সাথে উয়াইস ইবনে আমরও আসবে। সে কারান গোত্রের শাখা মুরাদ গোত্রের লোক। তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। তা ভাল হয়ে গেছে, কিন্তু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ভাল হয়নি। তাঁর মা জীবিত আছে। সে তার খুবই অনুগত। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে বসে তবে আল্লাহ তা বাস্তবে পরিণত করে দেন। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে তাকে দিয়ে তোমার জন্য ক্ষমার দু'আ করিয়ে নিও।" অতএব আমার গুনাহের ক্ষমার জন্য দু'আ কর। তিনি তার জন্য ক্ষমার দু'আ করলেন। উমার (রা) তাকে বললেন, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে? তিনি বললেন, কুফা। তিনি বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে কুফার শাসনকর্তাকে লিখব? তিনি বললেন, আমি বিনীত ও দারিদ্র্যপীড়িত লোকদের সাথে থাকতে ভালবাসি।

পরবর্তী বছর কুফার এক ধনী ব্যক্তি হজ্জ করতে আসল। সে উমারের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি তাকে উয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি তাকে নিঃস্ব-দরিদ্র অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "তোমাদের কাছে ইয়ামন থেকে সাহায্যকারী ফৌজের সাথে উয়াইস ইবনে আমেরও আসবে। সে কারান গোত্রের শাখা মুরাদ গোত্রের লোক। তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। তা ভাল হয়ে গেছে, কিন্তু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ভাল হয়নি। তার মা জীবিত আছে। সে তার খুবই অনুগত। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে বসে তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করার তৌফিক দেন। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে তাকে দিয়ে তোমার গুনাহের ক্ষমার জন্য দু'আ করিয়ে নিও।" লোকটি উয়াইসের কাছে ফিরে এসে বলল, আমার গুনাহের ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি এই মাত্র কল্যাণকর সফর করে এসেছ। অতএব তুমিই আমার গুনাহের ক্ষমার জন্য দু'আ কর। সে পুনরায় বলল, আপনি আমার জন্য ক্ষমার দু'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি এই মাত্র কল্যাণকর সফর করে এসেছ। অতএব তুমিই আমার ক্ষমার জন্য দু'আ কর। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উমারের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেছ? সে বলল, হাঁ। তিনি তার জন্য ক্ষমার দু'আ করলেন। এবার লোকেরা উয়াইসের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারল এবং তার কাছে ভীড় জমাতে লাগল। তিনি সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। উসাইর বলেন, তার পোশাক ছিল একটি মাত্র চাদর। কোন ব্যক্তি যখন তাকে দেখত তখন বলত, উয়াইসের কাছে এ চাদর কোথা থেকে আসল?

অনুচ্ছেদ : ৮৬

মিসরবাসীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়াত।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَٰرُون بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا».

قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا.

৬৩১১। আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসাতান মিহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা অচিরেই এমন একটি ভূখণ্ড জয় করবে যেখানে কীরাতের (দিরহাম বা দীনারের অংশবিশেষ) প্রচলন আছে। সেখানকার লোকদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে (অর্থাৎ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতা হাজেরার জন্মভূমি ছিল মিসরে। তিনি আরবদের আদি-মাতা)। তোমরা যখন দুই ব্যক্তিকে সেখানে একটি ইটের জায়গায় দাঁড়িয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত দেখবে তখন সেখান থেকে চলে আসবে। রাবী আবু যার (রা) বলেন যে, তিনি শুরাহবিল ইবনে হাসানার দুই পুত্র রবী'আ ও আবদুর রহমানকে একটি ইটের জায়গায় পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত দেখলেন। অতএব তিনি সেখান থেকে চলে আসলেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّىٰ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» أَوْ قَالَ: «ذِمَّةً وَصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا».

قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

৬৩১২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন : তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। সেখানে কীরাতের প্রচলন রয়েছে। তোমরা যখন সে দেশ জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের ওপর তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে এবং তাদের সাথে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন : তাদের ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব রয়েছে এবং তাদের সাথে তোমাদের শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্ক রয়েছে [মহানবীর (সা) স্ত্রী এবং তাঁর পুত্র ইবরাহীমের (রা) মাতা মারিয়ার (রা) জন্মভূমি ছিল মিসর]। তুমি যখন সেখানে দুই ব্যক্তিকে একই ইটের ওপর পরস্পর বিবাদে লিপ্ত দেখবে তখন সে দেশ পরিত্যাগ করবে। রাবী বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে শুরাহবিল ইবনে হাসান ও তার ভাই রবী'আকে সেখানে একটি ইটের স্থানে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত দেখলাম। ফলে আমি সেখান থেকে প্রস্থান করে চলে আসলাম।

অনুচ্ছেদ : ৮৭

উম্মানের (ওমান) অধিবাসীদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا إِلَىٰ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ».

৬৩১৩। আবু বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আরবের কোন এক গোত্রের কাছে পাঠালেন। তারা তাকে গালাগালি করল এবং মারধর করল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ খবর জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যদি উম্মানবাসীদের কাছে যেতে তাহলে তারা তোমাকে গালিও দিত না এবং মারধরও করত না।

অনুচ্ছেদ : ৮৮

সাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও নির্বিচার হত্যাকারীর বর্ণনা।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَٰقَ الْحَضْرَمِيَّ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَىٰ عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ

تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، حَتَّىٰ مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ! إِنْ كُنْتَ، مَا عَلِمْتُ، صَوَّامًا، قَوَّامًا، وَصُولًا لِلرَّحِمِ، أَمَا وَاللهِ! لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ

ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ، قَالَ: فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ! لَا آتِيكَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي، قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ! أَنَا، وَاللهِ! ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا» فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

৬৩১৪। আবু নাওফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে (রা) মদীনার উপত্যকায় দেখলাম। কুরাইশ বংশের লোকেরা তাকে অতিক্রম করে যেত। এবং অপরাপর লোকও (অভিশপ্ত হাজ্জাজ তাকে ফাঁসী দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল)।

অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে উমারও (রা) তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার পাশে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে খুবাইবের পিতা! আসসালামু আলাইকা, হে খুবাইরের পিতা! আসসালামু আলাইকা। হে আবু খুবাইব! আসসালামু আলাইকা। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এ (খিলাফতের দাবীদার হওয়া) থেকে নিষেধ করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এ থেকে বারণ করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি যতদূর জানি– তুমি ছিলে রোযাদার, রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক

সম্মিলনকারী। আল্লাহর শপথ! যারা তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাদের চেয়ে তুমি উত্তম। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) চলে গেলেন।

তার অবস্থান এবং মন্তব্য (ইবনে যুবাইর সম্পর্কে) হাজ্জাজের কানে পৌঁছলো। এই ইতর লোক পাঠিয়ে তার (ইবনে যুবাইরের) লাশ ফাঁসীকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে ইহুদীদের কবরে তা নিক্ষেপ করায়। অতঃপর সে তার (আবদুল্লাহ) মা আসমা বিনতে আবু বাক্‌রের (রা) কাছে তাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠায়। কিন্তু তিনি হাজ্জাজের কাছে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানান। সে আবারো তাকে ডেকে নেয়ার জন্য দূত পাঠায় এবং বলে যে, তুমি স্বেচ্ছায় আসলে আসো অন্যথায় আমি এমন লোক পাঠাবো, যে তোমার চুলের বেনী ধরে টেনে নিয়ে আসবে। রাবী বলেন, এবারও তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বললেন, তুমি যতক্ষণ এমন ব্যক্তিকে না পাঠাবে, যে আমার চুলের বেনী ধরে টেনে নিতে পারে– আমি ততক্ষণ তোমার কাছে যাব না।

রাবী বলেন, হাজ্জাজ বলল, আমার জুতা আনো, সে জুতা পরল এবং সদর্পে রওনা হল। অবশেষে আসমার (রা) ঘরে এসে পৌঁছলো। সে বলল, তুমি দেখেছ আমি আল্লাহর দুশমনের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি। তিনি উত্তরে বললেন, আমি দেখেছি তুমি তার পার্থিব জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছ আর সে তোমার আখিরাতকে বরবাদ করে দিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি তুমি তাকে বলেছ, 'হে দুটি কোমর-বন্ধনীর পুত্র।' আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিতই দুই কোমরবন্ধ ব্যবহারকারিণী। একটি কোমর বন্ধ হচ্ছে– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাক্‌রের (রা) খাদ্যদ্রব্য বেঁধে তুলে রাখতাম যাতে পশু তা খেয়ে ফেলতে না পারে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– সেই কোমরবন্ধ যা মহিলাদের প্রয়োজন। সাবধান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন : "সাকীফ গোত্র থেকে এক মিথ্যাবাদী এবং এক নরহত্যাকারীর আবির্ভাব হবে।" মিথ্যাবাদীকে আমরা অবশ্যই দেখেছি। আর গণহত্যাকারী তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি মনে করি না। এ কথা শুনে হাজ্জাজ উঠে পড়ল এবং তার কথার কোন প্রতিউত্তর করল না।

টীকা : 'সাকীফ' আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম। এই বংশ থেকে চরম মিথ্যাবাদী মুখতার ইবনে আবু উবাইদ সাকাফীর আবির্ভাব হয়। সে নবুয়াতের দাবী করেছিল এবং বলেছিল যে, তার কাছে জিবরাঈল ফেরেশতা আসা-যাওয়া করে। হাদীসে মিথ্যাবাদী বলতে এই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ একমত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত নরঘাতক বলতে স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফীকে বুঝানো হয়েছে। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী এই নর-পিশাচ ১,১২,০০০ মতান্তরে ১,৫০,০০০ লোককে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এই অভিশপ্তের মৃত্যুর সময় ৫০,০০০ হাজার নারী-পুরুষ কারাগারে বন্দী ছিল।

অনুচ্ছেদ : ৮৯

পারস্য (ইরান)-বাসীদের মর্যাদা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ –

قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا – عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ - مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ، حَتَّىٰ يَتَنَاوَلَهُ».

৬৩১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি দীন সুরাইয়া (সপ্তর্ষি মণ্ডল) তারকার কাছেও থাকত তাহলেও পারস্যের কোন ব্যক্তি তা নিয়ে নিত। অথবা তিনি বলেছেন : পারস্যের কোন সন্তান তা নিয়ে নিত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ. فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [الجمعة: ٣]. قَالَ [رَجُلٌ]: مَنْ هَٰؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّىٰ سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَٰؤُلَاءِ».

৬৩১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর ওপর সূরা জুমু'আ নাযিল হল। যখন তিনি পড়লেন : "আর (এই রাসূলের আগমন) অপরাপর লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের (ঈমানদার) সাথে এসে মিলিত হয়নি" (৩নং আয়াত)। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এ লোকেরা কারা হে আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন উত্তর দিলেন না। এমনকি সে একবার, অথবা দুইবার, অথবা তিনবার তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করল! রাবী বলেন, আমাদের মধ্যে সালমান ফারসীও (রা) উপস্থিত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত সালমান ফারসীর (রা) ওপর রাখলেন। অতঃপর বললেন : যদি আল্লাহর দীন সুরাইয়ার কাছেও থাকত তাহলেও এদের সম্প্রদায় থেকে একদল লোক সেখানে পৌঁছে যেত।

অনুচ্ছেদ : ৯০

উটের সাথে মানুষের তুলনা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً».

৬৩১৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মানুষের মধ্যেও উটের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে। আর তা হলো কোন ব্যক্তি একশ' উটের মধ্যে একটি উপযুক্ত উট খুঁজে পাবে না (অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও যোগ্য লোকের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে)।

সাতচল্লিশতম অধ্যায়
كتاب البر والصلة والأدب
সৎব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার

অনুচ্ছেদ : ১
পিতামাতার সাথে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ الثَّقَفِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ.

৬৩১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো : লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাবার অধিকারী কে? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো : তারপর কে? তিনি বললেন : তারপরও তোমার মা। সেই লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো : তারপর কে? তিনি বললেন : "তারপরও তোমার মা।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো : তারপর কে? তিনি বললেন : "তারপর তোমার পিতা।" বর্ণনাকারী কুতাইবার বর্ণিত হাদীসে "লোকদের" কথাটির উল্লেখ নেই (অর্থাৎ সে হাদীসে আছে– আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাবার অধিকারী কে?)।

টীকা : আলোচ্য হাদীসে অধিকারের ক্ষেত্রে পিতার উপর মাতাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ হলো– মাতা সন্তানকে দীর্ঘ ৯ মাসকাল গর্ভে ধারণ করেন, অবর্ণনীয় প্রসবকালীন যাতনা সহ্য করেন, শিশুকালে স্তন্যদান-লালন-পালন করেন, আর অসুস্থ হলে সেবিকার দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম নববী (র) বলেন : আচরণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অধিকার হল মাতার। তারপর যথাক্রমে পিতা, সন্তান, দাদা ও নানা, দাদী ও নানী, ভাই, বোন এবং তারপর অন্যান্য মুহাররমগণ। যেমন– চাচা, ফুফু, মামা, খালা সম্পর্কের দিক থেকে যিনি নিকটতম তিনি দূরবর্তীর ওপর প্রাধান্য লাভ করবেন। এরপর চাচাতো ভাই-বোন ও খালাতো ভাই-বোন। তারপর বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়গণ। তারপর দাস-দাসী ও প্রতিবেশী লোকজন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».

৬৩১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের মধ্যে আমার কাছে কে সবচেয়ে ভাল ব্যবহার পাবার অধিকারী? তিনি বললেন : তোমার মা, তারপরও তোমার মা, তারপরও তোমার মা। তারপর তোমার পিতা। তারপর যে সম্পর্কের দিক থেকে নিকটে সে বেশী পাবার অধিকারী।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ - وَزَادَ: فَقَالَ: «نَعَمْ: وَأَبِيكَ! لَتُنَبَّأَنَّ».

৬৩২০। আবু হুরায়রা (রা) জারীর-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনার পর অতিরিক্ত বলেন : ঐ ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনার পিতার কসম, আপনাকে অবহিত করা হবে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: مَنْ أَبَرُّ؟ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ: أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

৬৩২১। মুহাম্মাদ ইবনে তালহা-এর হাদীসে আছে : "আমার কাছে ভালো ব্যবহার পাবার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে"– হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনাকারী জারীর-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

৬৩২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিহাদে যাবার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছে? লোকটি বললো : হ্যাঁ আছে। তখন তিনি (নবী

সা.) বললেন : তাহলে তুমি (জিহাদে না গিয়ে) তাদের মধ্যে জিহাদ কর (অর্থাৎ তাদের খেদমত কর)।

টীকা : মাতাপিতার খেদমতের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনাই এ হাদীসের মূল লক্ষ্য। জিহাদ যদি ফরয না হয় এবং পিতামাতা মুসলমান হন তাহলে জিহাদে যাবার জন্য তাঁদের অনুমতি লাগবে। তখন পিতামাতার সেবা যত্ন করা জিহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। কিন্তু জিহাদ যদি ফরযে আইন হয় তখন তাঁদের অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়তে হবে এবং অনুমতির জন্য কোন প্রকার অপেক্ষা করা যাবে না। অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারেও ঠিক একই হুকুম।

حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِّيُّ.

৬৩২৩। এ সনদ সূত্রে আবুল আব্বাস থেকেও উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বাণী বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) বলেন : আবুল আব্বাস-এর আসল নাম হলো– সায়েব ইবনে ফারুখ আল-মক্কী।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ؛
ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ؛
ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬৩২৪। এ সনদ সূত্রে হাবীব থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ، قَالَ «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا».

৬৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রা) বলেন : এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো : আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ ও হিজরতের উপর আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করছি। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমার পিতামাতার মধ্য থেকে কেউ কি জীবিত আছে? সে বললো : হ্যাঁ, দু'জনই জীবিত। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই তুমি কি আল্লাহর কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করতে চাচ্ছো? সে জবাব দিলো, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন : তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।

অনুচ্ছেদ : ২

সকল প্রকার নফল ইবাদতের চেয়ে পিতামাতার খেদমত করা উত্তম।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمغيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ.

قَالَ حُمَيْدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ، كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! أَنَا أُمُّكَ، كَلِّمْنِي، فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ! أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَ: فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! أَنَا أُمُّكَ، فَكَلِّمْنِي، قَالَ: اللّٰهُمَّ! أُمِّي وَصَلَاتِي، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَقَالَتْ: اللّٰهُمَّ! إِنَّ هٰذَا جُرَيْجٌ، وَهُوَ ابْنِي، وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُكَلِّمَنِي، اللّٰهُمَّ! فَلَا تُمِتْهُ حَتَّىٰ تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ.

قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إِلَىٰ دَيْرِهِ، قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي، فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقِيلَ لَهَا: مَا هٰذَا؟ قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هٰذَا الدَّيْرِ، قَالَ فَجَاءُوا بِفُؤُسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي، فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ، قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هٰذِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْهُ قَالُوا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: لَا، وَلٰكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ، ثُمَّ عَلَاهُ.

৬৩২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুরাইজ নামক (বনি ইসরাঈল গোত্রীয়) একজন আবেদ ব্যক্তি এক গীর্জায় ইবাদত করছিলেন। এমন সময় তার মা এসে সেখানে উপস্থিত হলো। বর্ণনাকারী হুমায়েদ বলেন, তার মা-এর তাকে ডাকার দৃশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন আবু হুরায়রা (রা) ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং তার কাছ থেকে আবু রাফে' (রা) আমাদের কাছে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হল, তার মা এসে প্রথমে স্বীয় হাত তার ভ্রুর উপর রাখলেন। তারপর মাথা তুলে এই বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন– "হে জুরাইজ। আমি তোমার মা; আমার সাথে কথা বলো!" জুরাইজ তখন নামায পড়ছিলেন। তখন তিনি নামাযের মাঝেই (মনে মনে) বললেন : "হে আল্লাহ! আমার মা আমাকে ডাকছেন আর আমি তো এখন নামাযে লিপ্ত আছি– (আমি এখন কি করতে পারি)"! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তারপর তিনি নামাযেই মগ্ন রইলেন এবং তার মা ফিরে গেলো। দ্বিতীয় দিন পুনরায় ঐ মহিলা এসে তাকে (ইবাদতকারীকে) ডেকে বললো, "হে জুরাইজ! আমি তোমার মা; আমার সাথে কথা বলো।" এবারও তিনি বললো : "হে আল্লাহ! আমি নামায পড়ছি আর আমার মা ডাকছেন! শেষ পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত থাকাকেই গ্রহণ করলেন। তখন জুরাইজের মা বললো : "হে আল্লাহ! এই জুরাইজ আমার সন্তান, আমি তার সাথে কথা বলার জন্য এসেছি কিন্তু সে আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে; হে আল্লাহ! (তার এহেন কাজের প্রশান্তি স্বরূপ) কোন অসৎ মহিলার সাক্ষাতের পূর্বে তাকে মারবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তার মা (এ দু'আ না করে) অন্য কোন বিপদে পড়ার জন্য দু'আ করতো তাহলে সে অবশ্যই সেই বিপদে পড়তো। তিনি বলেন : ঐ ইবাদতখানার পাশেই এক ভেড়ার রাখাল অবস্থান করতো। একদিন গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হলে ঐ রাখাল তাকে ধরে বসলো। ফলে সে গর্ভ ধারণ করলো এবং একটি ছেলে সন্তান প্রসব করলো। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো : কার সাথে অপকর্মের ফলে এ সন্তান জন্মেছে? সে বললো : এই ইবাদাতখানায় যে থাকে তার ঔরসে। একথা শুনে গ্রামের লোকেরা তাদের কুঠার, হাতুড়ি ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে এসে জুরাইজকে ডাকতে শুরু করলো। তিনি নামাযরত থাকায় তাদের ডাকে কোন প্রকার সাড়া দিলেন না। অতঃপর তারা তার ইবাদতখানা (গীর্জা) ভেঙ্গে ফেলতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে জুরাইজ তাদের কাছে আসলে তারা (উত্তেজিত জনতা) বললো : এ মেয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করো তো সে কি বলছে? তখন তিনি মৃদু হেসে ছেলেটির মাথায় মোছা দিয়ে বললেন : তোমার পিতা কে? ছেলেটি উত্তর দিলো আমার পিতা ভেড়ার রাখাল। উপস্থিত লোকেরা ছেলের মুখে এ কথা শুনে বললো : আমরা আপনার ইবাদাতখানার যে অংশ ধ্বংস করেছি তা স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে নির্মাণ করে দিচ্ছি। জুরাইজ বললেন : না, মাটি দিয়েই আগের মত তৈরী করে দাও। তারপর সে আবার ইবাদতখানায় উঠে গেলো।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ:

أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النبي ﷺ قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ] فَقَالَتْ: اللّٰهُمَّ! لَا تُمِتْهُ حَتَّىٰ يَنْظُرَ إِلَىٰ وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ، فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ، قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ مِنْكَ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّىٰ أُصَلِّيَ، فَصَلَّىٰ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَامُ! مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي، قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَىٰ جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا.

وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَىٰ دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ اللّٰهُمَّ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هٰذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ».

قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ، فَجَعَلَ يَمَصُّهَا.

قَالَ: «وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: «زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللّٰهُمَّ! لَا تَجْعَلِ ابْنِي

مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: حَلْقَى! مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللّٰهُمَّ! اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ: اللّٰهُمَّ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهٰذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللّٰهُمَّ! لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللّٰهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا.

قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللّٰهُمَّ! لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هٰذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللّٰهُمَّ! اجْعَلْنِي مِثْلَهَا».

৬৩২৭। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দোলনায় থাকা অবস্থায় (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করার পর থেকে) কেবলমাত্র তিনটি শিশুই কথা বলা শুরু করেছেন। তারা হলো (প্রথম) ঈসা (আ), (দ্বিতীয়) জুরাইজ-এর সাথী, (তৃতীয়) অপর একটি শিশু। জুরাইজ এর ঘটনা হলো– একজন আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। ইবাদত করার জন্য একটি ইবাদতখানা তৈরী করে নিয়ে সেখানেই অবস্থান করতেন। একবার নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তার মা এসে "হে জুরাইজ"! বলে ডাকতে লাগলো। তখন জুরাইজ (মনে মনে) বললেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা (ডাকছেন) অপর দিকে আমার নামায (এর কোনটি বাদ দিয়ে কোনটিকে গ্রহণ করবো)। শেষ পর্যন্ত নামাযের মধ্যেই লিপ্ত রইলেন এবং তার মা চলে গেলেন। অতঃপর পরের দিন যখন নামায পড়ছিলেন তখন তার মা এসে জুরাইজ বলে ডাক দিলেন। এবারও তিনি বললেন! হে আল্লাহ! আমার মা ডাকছেন, আর আমি নামাযে লিপ্ত আছি। তারপর তিনি নামাযেই মগ্ন রইলেন। তখন জুরাইজের মা বললেন : "হে আল্লাহ! তাকে (জুরাইজকে) কোন অসৎ মহিলার মুখ না দেখিয়ে মারবেন না।" এদিকে বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোকেরা জুরাইজ এবং তার ইবাদতের ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো। এই বনী ইসরাঈল গোত্রেই এক অসৎ মহিলা ছিল। যার সৌন্দর্যকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হত। সে বললো : তোমরা বললে আমি এই জুরাইজকে কু-পথে নিয়ে যেতে পারি এবং অপকর্মে লিপ্ত করতে পারি। তারপর সে জুরাইজের কাছে গেল কিন্তু জুরাইজ তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। এ ইবাদতখানার পাশেই এক রাখাল অবস্থান করতো। এ মহিলা সেই রাখালের কাছে এসে ধরা দিলো এবং সে তার সাথে সহবাস করলো। ফলে সে গর্ভধারণ করলো এবং একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে বললো : এ সন্তান জুরাইজের। একথা শুনে লোকরা এসে জুরাইজকে ডেকে বের করে মারধর করতে লাগলো এবং তার ইবাদতখানা ধ্বংস করে ফেললো। সে তখন লোকদেরকে বললো : তোমরা এরূপ কেন করছো? তারা বললো : তুমি এ চরিত্রহীনা মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছো। আর তাতে সন্তান জন্মেছে। তখন বললেন : সেই ছেলেটি কোথায়? তারপর তারা সে

ছেলেটিকে উপস্থিত করলো। এবার জুরাইজ বললো : আমাকে একটু নামায পড়ার সুযোগ দাও। তারপর নামায শেষ করে ছেলেটির কাছে এসে তার পেটের উপর আঘাত করে বললো, হে ছেলে! তোমার পিতা কে? ছেলেটি বললো : অমুক রাখাল। নবী (সা) বলেন : তারপর লোকেরা জুরাইজ-এর কাছে এসে তাকে চুমো দিতে এবং তার সাথে করমর্দন করতে শুরু করলো। আর তারা বললো : আমরা আপনার ইবাদতখানাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। জুরাইজ বললো : না (স্বর্ণ দিয়ে তৈরীর প্রয়োজন নেই) বরং তোমরা তা আগের মত মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও। শেষ পর্যন্ত তারা তাই করলো। তৃতীয় যে শিশুটি দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলেছিলেন, সে ঐ শিশু যে তার মা-এর দুধ পান করছিলো। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি উৎকৃষ্ট সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে অতিবাহিত হলে তার মা বললো : হে আল্লাহ আমার ছেলেকে এ লোকটির মত করুন। তখন এ ছেলেটি স্তন ছেড়ে দিয়ে লোকটির কাছে এসে তার দিকে তাকিয়ে বললো : হে আল্লাহ! আমাকে এ লোকটির মত করবেন না। তারপর সে পুনরায় স্তন মুখে নিয়ে দুধ পান করতে লাগলো। এই শিশুর দুধ পানের দৃশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় তর্জনী আঙ্গুল মুখে দিয়ে চুষে দেখিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি যেন এখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তর্জনী আঙ্গুল মুখে দিয়ে শিশুর দুধপানের দৃশ্য বর্ণনা করতে দেখতে পাচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তারপর লোকেরা এক দাসীকে (সেখান থেকে) মারতে মারতে এ বলে অতিবাহিত করলো যে, তুই ব্যভিচার করেছিস; চুরি করেছিস। আর সে (দাসী) বলছে– "হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল" (অর্থাৎ "আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ঠ এবং আমার কর্ম সম্পদানকারী")। এ দৃশ্য দেখে তার মা বললো : হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে তার মত (দাসী) বানাবেন না। তখন ছেলেটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে দাসীর দিকে তাকিয়ে দেখে বললো : হে আল্লাহ ! আমাকে তার মত করো। এ কথা শুনে উভয়ের (মা ও শিশুর) মধ্যে কথা কাঁটাকাটি হল। মহিলা বললো : হতভাগা। যখন সুশ্রী সুঠাম এক লোক এখান থেকে যাচ্ছিল তখন আমি বললাম, আল্লাহ! আমার ছেলেকে এর মত করো : তুমি বললে : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর মত করো না। আর এবার যখন লোকেরা এ দাসীকে মেরে ধাক্কা দিয়ে এ কথা বলে নিয়ে যাচ্ছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস।" তখন আমি বলছি, হে খোদা! আমার ছেলেকে এর মত করো না। আর তুমি বলছো, হে আল্লাহ! আমাকে তার (দাসীর) মত করো? (এটা কেমন কথা হলো)। (উত্তরে) ছেলেটি বললো : ঐ লোকটি এক অত্যাচারী তাই আমি বলেছি : আল্লাহ! আমাকে তার মত করো না। আর এখন যে দাসীকে তারা বলছে "তুই ব্যভিচার করেছিস" মূলতঃ সে ব্যভিচারী নয় (বরং তার উপর মিথ্যে অপবাদ দেয়া হচ্ছে); আর যে বলা হচ্ছে তুই চুরি করেছিস। বাস্তবে সে চোর নয়। তাই আমি বলেছি : "হে আল্লাহ! আমাকে তার (দাসীর) মত করো।"

টীকা : এ হাদীস দ্বারা ইসলামের কতগুলো মূল্যবোধ ও শিক্ষা ফুটে ওঠেছে। তাহলো– (১) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের সুফল (২) মায়ের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ (৩) মা-এর ডাকে সাড়া দেয়া (৪) দু'টি কাজ একত্র হলে যেটির গুরুত্ব বেশী সেটি আগে করা (৫) বিপদে আল্লাহ তার

প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করেন। (৬) নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। (৭) আল্লাহর ওলীদের (প্রিয় বান্দাদের) কেরামত সত্য।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ» [قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ] «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ».

৬৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী সা.) বলেছেন : তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, যে তার পিতামাতার উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারলো না।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرُ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ».

৬৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল কার"? জবাবে তিনি বললেন : "যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারলো না।"

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُهُ» ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

৬৩৩০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার "তার নাক ধূলায় মলিন হোক" এ কথাটি বলার পর এ সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বাণী প্রদান করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩

পিতামাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করার বর্ণনা।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوب عَنِ الْوَلِيدِ

ابْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، وَحَمَلَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ! إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ، إِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ».

৬৩৩১। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একবার মক্কার পথে চলার সময় আবদুল্লাহ (রা)-এর এক বেদুঈন-এর সাথে দেখা হলে তিনি তাকে সালাম দিলেন, যে গাধার উপর উপবিষ্ট ছিলেন তাতে তাকে তুলে নিলেন, এবং তাঁর (আবদুল্লাহর) মাথায় যে পাগড়িটি পরা ছিলো তা তাকে প্রদান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রা) বলেন, "তখন আমরা আবদুল্লাহকে বললাম : আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক! এরা গ্রাম্য মানুষ : সামান্য কিছু পেলেই এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়– (এতসব করার কি প্রয়োজন ছিলো?) উত্তরে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তার পিতা, (আমার পিতা) উমার ইবনে খাত্তাব (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– "পুত্রের জন্য পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ।"

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ».

৬৩৩২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা পুত্রের জন্য সবচেয়ে বড় নেকের কাজ"।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَىٰ ذٰلِكَ الْحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَىٰ،

فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ: ارْكَبْ هٰذَا، وَالْعِمَامَةَ، قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هٰذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ» وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

৬৩৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন মক্কার উদ্দেশ্যে বের হতেন বিনোদনের উদ্দেশ্যে সাথে একটি গাধাও রাখেন। উটে চড়ে ভ্রমণ করে করে শ্রান্ত হয়ে পড়লে তখন এর উপর সাওয়ার হয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। আর একটি পাগড়ি রাখতেন যা মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি যখন এই গাধার উপর উপবিষ্ট ছিলেন তখন তার নিকট দিয়ে এক বেদুঈন ব্যক্তি অতিবাহিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বললো, হাঁ। তারপর তিনি তাকে এ গাধাটি দান করে দিয়ে বললেন, তুমি এর উপর সাওয়ার হও এবং পাগড়িটি দিয়ে বললেন, এটি তোমার মাথায় বাঁধো। এ ব্যাপারটি দেখে আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন কোন সাথী বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, গাধাটির উপর আরোহণ করে তুমি আনন্দ উপভোগ করতে ও যে পাগড়িটি মাথায় বাঁধতে তা এ বেদুঈন লোকটিকে দান করে দিলে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার করা পুত্রের জন্য সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ। উল্লেখ্য যে, এই বেদুঈন ব্যক্তির পিতা উমার (রা)-এর বন্ধু ছিলেন।'

অনুচ্ছেদ : ৪

নেক ও বদের ব্যাখ্যা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

৬৩৩৪। নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নেক ও পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : "সৎ চরিত্র-ই হলো নেক কাজ এবং যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে ও এ কাজ সম্বন্ধে অন্য কারো অবগত হওয়াকে তুমি অপছন্দ করো তা-ই পাপ কাজ।"

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

৬৩৩৫। নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনায় একবছর অবস্থান করছিলাম কিন্তু সেখানে মুহাজির হিসেবে অবস্থান করিনি। কারণ, যখন কেউ হিজরত করতো তখন সে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতো না। (অর্থাৎ মুসাফিরদের জন্য বিভিন্ন ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদের অবাধ সুযোগ ছিল এবং এ সুযোগে হাতছাড়া না করার উদ্দেশ্যে তিনি মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে ভ্রমণকারী হিসেবেই অবস্থান করেছেন)। রাবী বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসের কাছে নেক ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন : সৎ চরিত্রই হলো নেক কাজ আর যেসব কাজ তোমার অন্তরে সন্দেহ ও খটকার সৃষ্টি করে এবং সে কাজ সম্বন্ধে অন্য কেউ অবগত হোক এটা তোমার খারাপ লাগে সেটাই পাপ কাজ।

অনুচ্ছেদ : ৫

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن

تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾» [محمد : ٢٢-٢٤].

৬৩৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যখন সৃষ্টি করা থেকে বিরত হলেন তখন আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে বললো : এ স্থান হলো সে ব্যক্তির যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ– তবে তুমি কি চাও না যে আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি যে, তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি? আত্মীয়তা বললো, হ্যাঁ। আমি তাইতো চাচ্ছি। আল্লাহ বললেন, তোমার এ আশা পুরা করা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের মনে চাইলে এ আয়াতটি পড়তে পারো– (আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : "যদি তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভ করতে পারো তবে কি এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা পৃথিবীতে গণ্ডগোল ও বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? এসব লোক হলো তারা যাদেরকে আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর (সত্য কথা শোনার সৌভাগ্য থেকে) তাদেরকে কানা করে দিয়েছেন। তাহলে এরা কি কুরআন মজীদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না অথবা তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ».

৬৩৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে। সে বলে– "যে আমার সাথে মিলিত হয় আল্লাহ তার সাথে মিলিত হয়; আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।"

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ.

৬৩৩৮। জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ [بْنِ مُطْعِمٍ] أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ».

৬৩৩৯। জুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

৬৩৪০। এ সনদে যুহরী উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং "রাসূল (সা) বলেছেন" এর পরিবর্তে "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি" উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

৬৩৪১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযক বেড়ে যাক এবং আয়ু দীর্ঘায়িত হোক সে যেন তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে।"

[و]حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

৬৩৪২। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক সে যেন আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً، أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِّي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ».

৬৩৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের উপকার করি। আর তারা আমার ক্ষতি করে। আমি তাদের সাথে সহনশীলতাপূর্ণ ব্যবহার করি তারা, আমার সাথে রুক্ষতা প্রদর্শন করে। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বাস্তবে তুমি যদি এটাই করে থাকো, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে জ্বলন্ত ছাই নিক্ষেপ করছো। আর যতদিন তুমি এরূপ করবে ততদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবেন যিনি তোমাকে তাদের উপর জয়ী রাখবেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদ ভাব প্রদর্শন হারাম।

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».

৬৩৪৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না। হিংসা করবে না এবং বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন হবে না। বরং তোমরা সকলেই এক আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই বনে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইকে (বিরাগবশতঃ) তিন দিনের বেশী সময় পরিত্যাগ করা জায়েয নেই।

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

৬৩৪৫। এ সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ - وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «وَلَا تَقَاطَعُوا».

৬৩৪৬। এ সনদে ইবনে উয়াইনা অতিরিক্ত বলেন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন)– "তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিন্ন করো না।"

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَذْكُرُ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ جَمِيعًا، وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا».

৬৩৪৭। বর্ণনাকারী আবদুর রায্যাক উল্লেখ করেছেন– "তোমরা একে অপরকে হিংসা করবে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক কেঁটে ফেলবে না এবং বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন হবে না।'

[و]حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا».

৬৩৪৮। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিন্ন করো না এবং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না। বরং এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ - وَزَادَ: «كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ».

৬৩৪৯। বর্ণনাকারী শু'বাহ এ সনদে অতিরিক্ত বলেন– তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও যেমনটি আল্লাহ (কুরআন মজীদে) নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

শরী'আত সমর্থিত কারণ ছাড়া কোন মুসলমান ভাই-এর সাথে তিন দিনের বেশী রাগ করে থাকা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».

৬৩৫০। আবু আইয়ূব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন রাতের অধিক সময় পরিত্যাগ করে থাকা এবং সাক্ষাৎ হলে একজনের এদিক ও অপরজনের সেদিক তাকানো বৈধ নয়। আর তাদের উভয়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে প্রথম সালাম করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمِثْلِ حَدِيثِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: «فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ مَالِكٍ: «فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا».

৬৩৫১। এ সনদে বর্ণনাকারী উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ فَيُعْرِضُ هذا وَيُعْرِضُ هذا এর স্থলে فَيَصُدُّ هذا وَيَصُدُّ هذا উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

৬৩৫১(ক)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনদিনের বেশী কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য তার কোন ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা জায়েয নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ».

৬৩৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনদিনের পর পরিত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়।

অনুচ্ছেদ : ৮

কুধারণা, পরচর্চা, হিংসা ইত্যাদি হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا».

৬৩৫৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা অবশ্যই কুধারণা ও অনুমান থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িও না। গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না। কান কথা বলো না। পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব রেখো না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। বরং আল্লাহর বান্দা হয়ে সবে ভাই ভাই বনে যাও।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَهْجُرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا».

৬৩৫৪। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পরস্পরে সালাম কালাম বন্ধ করে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না, বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন হয়ো না, দোষ খুঁজে বেড়িও না এবং একজনের কেনা-বেচা বা মুলামুলির উপর কেনাবেচা বা মুলামুলি করো না। বরং সকলে আল্লাহর বান্দাহ এবং ভাই ভাই হয়ে যাও।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا».

৬৩৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা একে অপরকে হিংসা করবে না। বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না। পরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না এবং বেচা-কেনায় ধোঁকা দিয়ে দাম বাড়াবে না। বরং তোমরা সবে এক আল্লাহর বান্দাহ ও ভাই-এ পরিণত হও।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: «لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا، كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ».

৬৩৫৬। এ সনদে আমাশ থেকে বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না, শত্রুতা করো না, বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পরে হিংসা করো না। বরং আল্লাহর নির্দেশ মাফিক তাঁর বান্দাহ এবং পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও।

টীকা : হাসাদ বা হিংসা : অন্যের নিয়ামতের ধ্বংস কামনাকে হিংসা বলে। এটা একটি অতি নীচু ও জঘন্য মনোবৃত্তি। মুসলমান মাত্রই এ দোষটি পরিহার করা উচিত। তবে পরের নিয়ামতের ধ্বংস কামনা না করে নিজে অনুরূপ নেয়ামত লাভের প্রচেষ্টা দোষণীয় নয়। তাকে হাসাদ বা পরশ্রীকাতরতা বলা যায় না।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا».

৬৩৫৭। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা একে অপরের সাথে বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং কানাঘুষা করো না। বরং সকলে আল্লাহর বান্দাহ ও ভাই ভাই হয়ে যাও।

অনুচ্ছেদ : ৯

মুসলমানকে অপমানিত করা, তিরস্কার করা বা তার উপর যুলুম করা হারাম।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا

دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَىٰ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَىٰ هٰهُنَا». وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ: «بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ».

৬৩৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না, ধোকা দিও না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, শত্রুতা করো না এবং একজনের বেচা-কেনার প্রস্তাবের উপর অন্য কেউ প্রস্তাব দিও না। রবং সকলে আল্লাহর বান্দাহ এবং ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার মুসলমান ভাই-এর উপর যুলুম করবে না। অপমান করবে না এবং অবজ্ঞাও করবে না। এ ছাড়া তিনবার বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : এখানে ব্যাপার। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করাই যথেষ্ট। এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জানমাল এবং মান-সম্মান হারাম।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ - وَزَادَ، وَنَقَصَ، وَمِمَّا زَادَ فِيهِ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ» وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ.

৬৩৫৯। এ সনদে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনাকারী দাউদ বর্ণিত হাদীসের চেয়ে নিম্নোক্ত বাণীটি অতিরিক্ত বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ ও শারীরিক গঠন প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করবেন না, বরং তোমাদের অন্তকরণের দিকে লক্ষ্য করবেন। আর এ কথা বলার সময় তিনি আঙ্গুলগুলো দিয়ে তাঁর বুকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

৬৩৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শারীরিক সৌন্দর্য ও ধনসম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন না বরং তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে লক্ষ্য করবেন।

অনুচ্ছেদ : ১০

শত্রুতা পোষণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا، [أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا]».

৬৩৬১। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজা খোলা হয় এবং যেসব বান্দাহ আল্লাহর সাথে শিরক করে না তাদের গুনাহ তখন মাফ করা হয়। কিন্তু এ সময় ঐ ব্যক্তি ক্ষমা পায় না যে তার ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে এ মর্মে হুকুম দেয়া হয় যে, তোমরা এ দুই ব্যক্তির প্রতি পরস্পর মিলে যাওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য রাখতে থাকো, তোমরা এ দুই ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য রাখতে থাকো যতক্ষণ না তারা পরস্পর মিলে যায় কেবল মাত্র (মিলে গেলে তখন তাদেরকেও ক্ষমা করা হয়)।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: «إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ» مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ، وقَالَ قُتَيْبَةُ: «إِلَّا الْمُهْتَجِرَيْنِ».

৬৩৬২। এ সনদে বর্ণিত। হাদীসে বলা হয়েছে, এ সময় ঐ দুই ব্যক্তি ক্ষমা পায় না যারা পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ছেড়ে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ

ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِيءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا».

৬৩৬৩। আবু হুরায়রা (রা) মরফু' সূত্রে (অর্থাৎ রাসূল সা থেকে) বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : প্রতি বৃহস্পতি ও সোমবার আমল পেশ করা হয় এবং যারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করে না তাদেরকে এ সময় ক্ষমা করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত থাকে তাকে এ সময় ক্ষমা করা হয় না। তখন বলা হয় (হে ফেরেশতাগণ) 'তোমরা এ দু'জনের মধ্যে মিল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, এ দু'জনের মধ্যে মিল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ

وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا، أَوِ ارْكُوا، هٰذَيْنِ حَتَّىٰ يَفِيئَا».

৬৩৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতি জুম'আর সোমবার ও বৃহস্পতিবার (অর্থাৎ সপ্তাহে দু'বার) মানুষের আমল উপস্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাহকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু তখন ঐসব লোকদেরকে ক্ষমা করা হয় না যাদের ভাই-এ ভাই-এ শত্রুতা রয়েছে। অতঃপর বলা হয়, এ দু'ব্যক্তি যতক্ষণ না পরস্পর মিলে যায় ততক্ষণ ক্ষমা করা থেকে বিরত থাকো বা তাদের ব্যাপারটি স্থগিত রাখো।

অনুচ্ছেদ : ১১

আল্লাহর জন্য ভালবাসার ফযীলত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ -

فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ

اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي».

৬৩৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলেছেন :“সেইসব লোকেরা কোথায় যারা আমার মহত্বের ও অনুসরণের কারণে পরস্পরে ভালবেসেছে? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেবো। আমার ছায়া ছাড়া আজ আর অন্য কোন ছায়া নেই।”

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ]، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ».

৬৩৬৬। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার এক ভাই-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপর এক গ্রামে গেলেন। তার যাত্রা পথে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে দাঁড় করে দিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি সেই ফেরেশতার কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি বললেন : তুমি কোথায় যাচ্ছো? লোকটি বললো, এ গ্রামে আমার এক ভাই আছে, আমি তার সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছি। ফেরেশ্তা বললেন, তোমার উপর কি তার কোন অবদান রয়েছে যার প্রতিদানে তুমি যাচ্ছো? লোকটি বললেন : আমি তাঁকে আল্লাহর জন্যে ভালবাসি; এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। এবার ফেরেশতা বললেন : আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মর্মে তোমাকে অবহিত করার জন্য দূত হয়ে এসেছি যে, তুমি যেরূপ এ গ্রামে লোকটিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাস, আল্লাহও অনুরূপ তোমাকে ভালবাসেন।

অনুচ্ছেদ : ১২

রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করার ফযীলত।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ [الزَّهْرَانِيُّ] قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ - وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ».

৬৩৬৭। সাওবান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "রুগীর সেবা-শুশ্রূষাকারী প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বেহেশতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে।"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ».

৬৩৬৮। সাওবান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : "যখন কোন মুসলমান তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইয়ের সেবা করতে থাকে তখন সে বেহেশতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বাড়ী ফিরে আসে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، هُوَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ «جَنَاهَا».

৬৩৬৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত করা ক্রীত দাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করে সে বেহেশতের খরফায় অবস্থান করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল বেহেশতের খরফায় অবস্থানের অর্থ কি? তিনি বললেন, তার ফল (আহরণ)।

حَدَّثَنِيه سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৬৩৭০। আসিম আল আহওয়াল থেকেও উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ

الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ، عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِي».

৬৩৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ (কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমিতো বিশ্বজগতের প্রভু, আমি কি করে তোমার সেবা করতে পারি? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি মনে নেই যে, আমার অমুক বান্দাহ রোগাক্রান্ত হয়েছিলো। তখন তুমি তার খোঁজ-খবর নেওনি। যদি তুমি তার সেবা করতে তাহলে আমাকে সেখানে পেতে। অতঃপর অপর এক ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ বলবেন– হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি তো সারা জাহানের মালিক, আমি কিভাবে তোমাকে খাওয়াতে পারি। আল্লাহ বলবেন, তোমার কি স্মরণ নেই যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। তোমার কি এ কথা জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাকে খেতে দাও তাহলে এর সওয়াব আমার কাছে পাবে। অতঃপর তিনি (অপর একজনকে) বলবেন : হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। সে বলবে, প্রভু হে। আমি তোমাকে কিভাবে পান করাতে পারি। তুমি তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে পানি চেয়েছিলো তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তখন তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে এখন তা আমার কাছে পেতে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

রোগ-শোক বা যে কোন প্রকার বিপদের বিনিময় মুমিনের সওয়াব লাভ হয়।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ

رَجُلًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ - مَكَانَ الْوَجَعُ - وَجَعًا.

৬৩৭২। মাসরূক বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশী অন্য কাউকে রোগ যাতনা ভোগ করতে দেখিনি।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنِي أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِ.

৬৩৭৩। এ সনদে আমাশ থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجَلْ. إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ» قَالَ: فَقُلْتُ: ذٰلِكَ، أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجَلْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي.

৬৩৭৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। অতঃপর আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার তো খুব বেশী পরিমাণে জ্বর আসে। তিনি বললেন, হ্যাঁ (ঠিকই বলেছো)। তোমাদের দু'জনের যে জ্বর আসে, আমার একার-ই তাই আসে। রাবী বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, আপনি দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন বলে এতে বেশী জ্বর আসছে। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন : কোন মুসলমানের উপর কোন প্রকার

দুঃখ কষ্ট আসলেই এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ঝরিয়ে দেন যেমন বৃক্ষ থেকে তার পাতা ঝরে যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ : «نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ».

৬৩৭৫। এ সনদে মু'আবিয়া থেকে বর্ণিত হাদীসে এ কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, পৃথিবীতে এমন কোন মুসলমান নেই... (যে রোগ, শোক, বিপদ আপদে পড়ে কিন্তু-এর বিনিময়ে তার পাপ গাছ থেকে পাতা পড়ার মত ঝরে পড়ে)।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىٰ عَائِشَةَ، وَهِيَ بِمِنًى، وَهُمْ يَضْحَكُونَ، فَقَالَتْ : مَا يُضْحِكُكُمْ؟ قَالُوا : فُلَانٌ خَرَّ عَلَىٰ طُنُبِ فُسْطَاطٍ، فَكَادَتْ عُنُقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ، قَالَتْ : لَا تَضْحَكُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ».

৬৩৭৬। আস্ওয়াদ বলেন, হযরত আয়েশা (রা) মিনায় অবস্থানকালে কুরাইশ বংশের কয়েকজন যুবক হাসতে হাসতে তাঁর (আয়েশার) কাছে উপস্থিত হলো। আয়েশা (রা) বললেন : তোমরা হাসছো কেন? তারা বললো : অমুক ব্যক্তি তাঁবুর রশির উপর পড়ে গিয়ে তার ঘাড় না চোখ কোন রকম বেঁচে গেছে (ধ্বংস হবারই উপক্রম ছিল)।

[و]حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ - قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».

৬৩৭৭। আয়েশা (রা) বললেন : তোমরা হেসো না। কারণ আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন কোন মুমিন ব্যক্তির কাঁটা বিঁধে বা তার চেয়ে বড় কোন বিপদ আসে তখন এর বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা তার একটি গুনাহকে মুছে ফেলা হয়।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا قَصَّ اللهُ بِهَا مِنْ خَطِيئَتِهِ».

৬৩৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির পায়ে কাঁটা বেঁধার বা অন্য কোন বড় বিপদে পড়ার কারণে যে কষ্ট হয় এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন অথবা এজন্য তার একটি গুনাহ লোপ করে দেয়া হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৩৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন কাঁটা বেঁধা বা এর চেয়ে বড় কোন বিপদ আসার কারণে মুমিন ব্যক্তির যে কষ্ট হয় তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ থেকে একটি গুনাহ কমিয়ে দেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا».

৬৩৮০। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব বিপদ-আপদে মুসলমান পতিত হয় এর দ্বারা তার গুনাহ মাফ হয়। এমনকি (পায়ে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে) যেসব কাঁটা বিঁধে তার বিনিময়েও গুনাহ লোপ করা হয়।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ، حَتَّى الشَّوْكَةِ، إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ، أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ

خَطَايَاهُ». لَا يَدْرِي يَزِيدُ، أَيَّتُهُمَا قَالَ عُرْوَةُ.

৬৩৮১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একটি কাঁটা ফোটা থেকে শুরু করে যেসব বিপদাপদে মুসলমানগণ পতিত হয় তার বিনিময়ে তার গুনাহ কমানো বা ক্ষমা করা হয়।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ، حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ».

৬৩৮২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– "মুমিন ব্যক্তি যেসব বিপদে-আপদে পতিত হয় এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিখে দেন অথবা এ জন্য তার আমলনামা থেকে একটি গুনাহ লোপ করা হয়।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ».

৬৩৮৩। আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা (রা) উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন– "মুমিন ব্যক্তি যেসব দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, রোগ ও মনে কষ্ট পেয়ে থাকে এমনকি যেসব চিন্তা-ভাবনায় তাকে চিন্তিত করে এর বিনিময়ে তার গুনাহর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ، شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾ [النساء: ١٢٣]. بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ

مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا».

قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

৬৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন "মাইইয়া'মাল সূয়ান ইয়ুজ্যা বিহী" (অর্থাৎ– যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন মুসলমানগণ অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়লো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং সঠিক পথের সন্ধান করো। মুসলমানের উপর যেসব বিপদ-আপদ আসে তা তার জন্য বিনিময় হিসেবে গণ্য হয়। এমনকি সে যে হোঁচট খায় বা যে কাঁটা বিঁধে তাও তার গুনাহের বিনিময় হিসেবে পরিণত হয় (ফলে অনেক গুনাহের বিনিময় দুনিয়াতেই হয়ে যাবে এবং পরকালে জবাব দিতে হবে না)।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ السَّائِبِ، أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ يَا أُمَّ السَّائِبِ! أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ! تُزَفْزِفِينَ؟» قَالَتِ: الْحُمَّىٰ، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الْحُمَّىٰ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

৬৩৮৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সায়েব অথবা উম্মু মুসাইয়াবের কাছে গেলেন। তার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, হে উম্মু সায়েব বা হে উম্মু মুসাইয়াব! তুমি এভাবে কেন হাত-পা নাড়াচাড়া করছো? সে বললো, জ্বরে– আল্লাহ ওর অমঙ্গল করুক! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জ্বরকে গালি দিও না, কেননা হাপর যেরূপ লোহার ময়লাকে দূর করে, জ্বরও অনুরূপভাবে আদম সন্তানের গুনাহসমূহকে দূর করে থাকে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، قَالَ «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ». قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.

৬৩৮৬। আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা) বলেন, একবার ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যি দেখান! তিনি বললেন : এ কৃষ্ণকায় মহিলাটি। একদা সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, আমি মৃগীর রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি। তাতে আমার ছতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যদি ধৈর্য্যধারণ করতে চাও, করো। তোমার জন্য বেহেশত রয়েছে। আর তুমি চাইলে তোমার রোগ-মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আও করতে পারি। মহিলা বললো, আমি ধৈর্য্যধারণ করবো। তবে যেহেতু রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছতর খুলে যায় সেহেতু যাতে আমার আর ছতর খুলে না যায় সে জন্য দু'আ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

যুলুম করা হারাম।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَىٰ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا

عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».

قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ.

৬৩৮৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন : হে আমার বান্দাহগণ! আমি নিজের উপর যুলুম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও এ কাজটিকে হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করবে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হিদায়েত (সঠিক পথ) প্রদান করি সে ছাড়া তোমাদের অন্য সকলেই পথভ্রষ্ট। কাজেই তোমরা আমার কাছে হিদায়েতের প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবো। হে আমার বান্দাহগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ছাড়া অন্যরা অভুক্ত থাকে। অতএব, তোমরা আমার কাছে খাদ্যের জন্য আবেদন কর, আমি তোমাদেরকে খাওয়াবো। হে বান্দাগণ! আমি যাকে পরিধান করাই সে ছাড়া অন্য সকলেই উলঙ্গ। অতএব, তোমরা আমার কাছে পোশাকের জন্য প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ দান করবো। হে বান্দাগণ! তোমরা দিনরাত গুনাহ কর আর আমি সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা আমার কোন অপকারও করতে পার না আর উপকারও করতে পার না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যেসব বড় বড় খোদাভীরু লোক রয়েছে, তোমাদের আগের ও পরের, এবং জ্বিন ও মানব সকলেই যদি তাদের মত মুত্তাকী হয়ে যায়– এতে আমার সম্রাজ্যে কোন কল্যাণ বাড়াবে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের লোকেরা এবং জ্বিন ও মানব সকলেই তোমাদের বড় বড় পাপাচারীদের ন্যায় পাপাচারী হয়ে যায় তাতেও আমার সম্রাজ্যে কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। হে আমার বান্দাহ সকল! তোমাদের আগের ও পরে মানুষ ও জ্বিন সকলে যদি এক ময়দানে সম্মিলিত হয়ে আমার কাছে চাইতে থাকে এবং আমি তোমাদের প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রার্থনা অনুযায়ী দিতে থাকি তাতে আমার কাছে যে ধন ভাণ্ডার রয়েছে তা ফুরিয়ে যাবে না। বরং এতে যে পরিমাণ সম্পদ কমবে তার পরিমাণ হবে মহাসমুদ্রে একটি সুই ডুবিয়ে বের করে আনার অনুরূপ। হে আমার বান্দাহগণ! এ তো তোমাদের আমলেরই ফলাফল। আমি তোমাদের জন্য তা হিসেব করে রেখেছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে তোমাদের আমলের প্রতিফল দান করবো। অতএব, যে ভাল ফল পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে খারাপ প্রতিফল লাভ করে সে যেন এ জন্য নিজেকেই দায়ী ও অভিযুক্ত করে।"

বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, আবু ইদ্রিস খাওলানী যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন তিনি তার উভয় হাঁটুর দিকে অবনত হয়ে পড়তেন।

حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا. قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا بِهٰذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ابْنَا بِشْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

৬৩৮৮। এ সনদ সূত্রে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَىٰ نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَىٰ عِبَادِي، فَلَا تَظَالَمُوا». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَحَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَتَمُّ مِنْهُ.

৬৩৮৯। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন : "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমি আমার সত্তার উপর এবং আমার বান্দার উপর যুলুম করাকে হারাম করেছি। অতএব তোমরাও একে অপরের উপর যুলুম করো না।" হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের সমার্থবোধক।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ».

৬৩৯০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকো কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণে জালিমরা পথ চলতে পারবে না)। তোমরা কৃপণতা থেকেও বেঁচে থাকো কারণ কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। আর এ কৃপণতাই তাদেরকে লোকদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এজন্যই তারা হারামকে হালাল করেছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৩৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যুলুম ও অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৩৯২। সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমান একে অপরের ভাই। সুতরাং সে তার ভাইয়ের উপর যুলুম করতে পারে না। এবং তাকে কোন বিপদ ও অসহায় অবস্থায় ফেলতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে কোন মুসলমানের দুঃখ দূর করে দিবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ত্রুটি গোপন করে রাখবে আল্লাহ হাশরের দিন তার ত্রুটিও গোপন করে রাখবেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

৬৩৯৩। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কি জান দেউলিয়া ও কাঙ্গাল কে? লোকেরা বললো, আমাদের মধ্যে তো কাঙ্গাল ঐ ব্যক্তি যার না আছে কোন টাকা পয়সা আর না আছে কোন আসবাব পত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে তারাই কাঙ্গাল ও দেউলিয়া, যারা কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে,

এবং তার সাথে সাথে দুনিয়ার কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কাউকে হয়তো মিথ্যা দোষারোপ করে থাকবে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে থাকবে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে থাকবে, অথবা কাউকে অন্যায়বাবে মেরে থাকবে। এসব মযলুমদের মধ্যে তার সব নেক কাজগুলো বণ্টন করে দেয়া হবে। এরপর যদি তার সব পুণ্য শেষ হয়ে যায় এবং মযলুমদের পাওনা তখনো বাকি থেকে থাকে তাহলে ওদের পাপ তার ভাগে ফেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ».

৬৩৯৪। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই নিজ নিজ পাওনাদারের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রাপ্য প্রতিশোধ শিং বিশিষ্ট ছাগল হতে লওয়া হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود ١٠٢].

৬৩৯৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ যালিমদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন– "এভাবে তোমার প্রভু ধরে থাকেন; যখন কোন অত্যাচারী জনগোষ্ঠীকে ধরেন। নিশ্চয়ই তাঁর ধরা অত্যন্ত কঠোর হস্তে এবং শক্ত শাস্তিপূর্ণ।"

অনুচ্ছেদ : ১৫

যালিম হোক আর মযলুম– সর্বাবস্থায় ভাইকে সাহায্য করবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ، غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ: يَا

لَلْمُهَاجِرِينَ! وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ».

৬৩৯৬। জাবির (রা) বলেন : একবার দু'টি ছেলের মধ্যে মারামারি বাঁধলো। এর একটি ছেলে ছিলো মুহাজির সম্প্রদায়ভুক্ত আর অপরটি আনসার। মুহাজির ছেলেটি বা ছেলেরা এ বলে ডাক দিলো : ওহে মুহাজিরগণ! (তোমরা কে কোথায় আছ এদিকে আসো) আর আনসার ছেলেটি– 'ওহে আনসারগণ'! বলে ডাক দিলো। এ ডাক শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন : জাহেলিয়াতের রীতিতে ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছি, কারণ কি? সাহাবীগণ বললেন : আল্লাহর রাসূল, তেমন মারাত্মক কিছু ঘটেনি। দু'টি ছেলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে এবং তাদের একজনে অপরের নিতম্বের উপর মেরেছে। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তেমন কোন অসুবিধা নেই। প্রত্যেক লোকের উচিত তার ভাইয়ের সাহায্য করা চাই সে যালিম হোক বা মযলুম। যদি সে যালিম হয় তাহলে তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা আর যদি মযলুম হয় তাহলে (যুলুম থেকে বাঁচিয়ে) তাকে সাহায্য করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ [ابْنَ عَبْدِ اللهِ] يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَالَ الْأَنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرُ: يَالَ الْمُهَاجِرِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا، وَاللهِ! لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ.

قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

৬৩৯৭। সুফিয়ান ইবনে উইয়ায়নাহ বলেন, আমর (রা) জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন : আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় [কোন এক ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে] জনৈক মুহাজির ব্যক্তি এক আনসারী ব্যক্তির পাছায় আঘাত করলেন। তখন আনসারী ব্যক্তি– 'হে আনসার ভাইগণ'! বলে সাহায্যের জন্য ডাকলেন এবং মুহাজির ব্যক্তি ও 'হে মুহাজির ভাইগণ' বলে ডাক দিলেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জাহেলী যুগের রীতিতে এরূপ ডাকাডাকি করার মানে কি? লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুহাজির ব্যক্তি এক আনসারীকে নিতম্বে আঘাত করেছে। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, এরূপ ডাকাডাকি পরিহার করো। কেননা এটা ঘৃণিত এবং নোংরা বস্তু। অতঃপর ঘটনাটি অবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক)-এর কানে পৌঁছলে সে বললো, এতবড় (দুঃসাহসের) কাজ মুহাজিররা করেছে! আল্লাহর কসম আমরা এবার মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে অবশ্যি শক্তিমান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করে ছাড়বো। (উবাই-এর এ ঘৃণ্য বক্তব্য শুনে) উমার (রা) বললেন : (হে আল্লাহর রাসূল!) আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেউ যেন এ কথা না ছড়াতে পারে যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا- عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ».

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَةِ عَمْرٍو: قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا.

৬৩৯৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুহাজির ব্যক্তি এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এর প্রতিশোধ দাবী করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ধরনের ঘৃণ্য ও নোংরা কাজ থেকে বিরত থাকো।

অনুচ্ছেদ : ১৬

মুমিনদের পারস্পরিক দয়া ভালবাসার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو

أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».

৬৩৯৯। আবু মূসা (আ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য অট্টালিকা স্বরূপ। অট্টালিকার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।

টীকা : আলোচ্য হাদীসে মুসলিম সমাজকে একটি অট্টালিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি ইট যেমন অপর ইটের সাথে মিলেমিশে থাকে মুসলমানদেরকে অনুরূপ মিলেমিশে থাকা উচিত। একটি ইট যেমন অন্যটিকে শক্তিশালী করে এবং একে অপরের ভার বহন করে তেমনিভাবে একজন মুসলিম আর একজন মুসলিমকে শক্তিশালী করে এবং একে অপরের আপদ-বিপদে সর্বাবস্থায় সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করা উচিত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ».

৬৪০০। নু'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া, একের প্রতি অপরের আকর্ষণ ও ঐক্যের ক্ষেত্রে মুমিনের উদাহরণ হলো একটি শরীর। যখন শরীরের কোন একটি অংশ পীড়িত হয়ে পড়ে তখন শরীরের অবশিষ্ট অংশের ঘুম আসে না। অস্বস্তিবোধ হয় এবং জ্বর এসে যায়।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

৬৪০১। এ সনদে নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে উল্লিখিত হাদীসের সমার্থবোধক একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ، تَدَاعَىٰ [لَهُ] سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّىٰ وَالسَّهَرِ».

৬৪০২। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনগণ হলেন একই ব্যক্তির সদৃশ। যদি তার মাথা রোগাক্রান্ত হয় তাহলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গও অস্বস্তি, রাত জাগরণ ও উত্তাপে তার সাথী হয়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَىٰ عَيْنُهُ، اشْتَكَىٰ كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ، اشْتَكَىٰ كُلُّهُ».

৬৪০৩। নু'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানগণ একই ব্যক্তির মত। যদি তার চোখ রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ শরীর অসুস্থ হয়। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয় তাহলেও তার সমস্ত শরীর অস্বস্তিবোধ করে।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

৬৪০৪। এ সনদেও উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক একটি হাদীস নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

গালি-গালাজ করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فعلى الْبَادِيءِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ».

৬৪০৫। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরস্পরে গালাগালিকারী দু'জনের মধ্যে যে এ কাজ প্রথম আরম্ভ করেছে উভয়ের গুনাহ তারই হবে যতক্ষণ না মযলুম ব্যক্তি অতিরিক্ত তা না করে।

টীকা : অর্থাৎ যে গালাগালি আরম্ভ করেছে, তার গালির উত্তরে যদি অপর ব্যক্তি অনুরূপ গালি দেয় এবং তার চেয়ে শক্ত ও অকথ্য কথায় গালি না দেয় তাহলে প্রথম ব্যক্তিরই সকল গুনাহ হবে। তবে সবর করা উত্তম।

অনুচ্ছেদ : ১৮

ক্ষমা ও নম্রতা প্রদর্শন উত্তম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ

عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ».

৬৪০৬। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেছেন : দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করেন আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নমনীয়তা ও বিনয়ীর পথ গ্রহণ করে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করেন।

অনুচ্ছেদ : ১৯

গীবত করা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وابْنُ حُجْرٍ

قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَّهُ».

৬৪০৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : গীবত কি তোমরা জানো? লোকেরা বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা সে উপস্থিত থাকলে অপছন্দ করতো– এটাই গীবত। প্রশ্ন করা হলো, আমি যে কথা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলেও কি সেটা গীবত হবে? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে এটা গীবত। আর যে কথা তুমি বল তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তাহলে সেটা হলো বোহতান বা মিথ্যা অপবাদ।

টীকা : ইমাম নববী (র) বলেন, ছ'টি কারণে গীবত করা জায়েয। যথা (১) বিচারক অথবা বাদশাহ-এর কাছে যালিমের অনুপস্থিতিতে মযলুমের জন্য তার যুলুম সম্পর্কে অবহিত করা এবং বলা যে, সে আমার উপর এ যুলুম করেছে। (২) কোন অপরাধী সম্পর্কে এমন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করা যে তাকে শায়েস্তা করতে সক্ষম (৩) মাসআলার সমাধানের জন্য কারো কোন অভ্যাস বা কাজ সম্পর্কে অবহিত করে ফতওয়া চাওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে নাম উল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে জিজ্ঞেস করাটা উত্তম। (৪) অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গীবত করা। যেমন হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করা, বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে পরামর্শের ক্ষেত্রে গুণাগুণ বলা। কোন ত্রুটিপূর্ণ বস্তু বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে অবহিত করে দেয়া ইত্যাদি। (৫) যে প্রকাশ্যে এবং দিবালোকে অপরাধমূলক কাজ করে বেড়ায়। যেমন মদ পান করে, যুলুম করে। তার কথা লোকদেরকে জানিয়ে তাকে সাবধান করে দেয়া। (৬) যদি কেউ কোন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং প্রশংসার উদ্দেশ্যে তা বলা হয়। তবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ২০

অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার সুফল।

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৪০৮। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও তার ত্রুটি গোপন রাখবেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে বান্দাহ পৃথিবীতে বসে অপর কোন বান্দার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।

অনুচ্ছেদ : ২১

অশ্লীল কথা থেকে বাঁচার জন্য সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَعَهُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

৬৪১০। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও— লোকটি তো তার গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট লোক। অতঃপর লোকটি নবী সা-এর কাছে গেলে তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ অবস্থা দেখে পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিতো প্রথম তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলেন তারপর তার সাথে ভাল ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার

করলেন (এটা কেন?)। তিনি বললেন, হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তিই খারাপ বলে বিবেচিত হবে যার অশ্লীল কথা বলা থেকে বাঁচার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করেছে বা তার সমালোচনা করেছে।

টীকা : এ লোকটির নাম ছিল উয়াইনাহ ইবনে হাসান। যদিও সে মুসলমান বলে দাবী করতো কিন্তু প্রকৃতভাবে সে মুসলমান ছিল না। পরে সে মুরতাদ হয়ে যায়। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাসিক লোকের দোষ চর্চা বা গীবত করা জায়েয।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ هَٰذَا».

৬৪১১। এ সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এখানে বলা হয়েছে– লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই এবং গোষ্ঠীর দুষ্ট সন্তান।

অনুচ্ছেদ : ২২

সহনশীলতা ও নম্রতার ফযীলত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ».

৬৪১২। জারীর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ».

৬৪১৩। জারীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি নম্রতা ও সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ، أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ».

৬৪১৪। আবদুর রহমান ইবনে হিলাল বলেন, আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা হয় সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে বা বঞ্চিত হয়।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ».

৬৪১৫। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আয়েশা! আল্লাহ নম্রতার বৈশিষ্ট্যে মহিয়ান এবং নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারকে পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যেরূপ দান করেন কঠোরতা বা অন্য কিছুর উপর তেমনটি করেন না।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ، وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

৬৪১৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মীনী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে বস্তুর মধ্যে নম্রতা থাকে তা সৌন্দর্য্যময় ও শোভনীয় হয়। আর যখন এ নম্রতার বৈশিষ্ট্য বিলোপ হয় তখন সে বস্তু ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ شُرَيْحِ بْنِ

هانِيءِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ - وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ». ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৬৪১৭। এ সনদে বর্ণিত হাদীসে উপরোক্ত হাদীসের চেয়ে অতিরিক্ত বলা হয়েছে– আয়েশা (রা) একটি উটে আরোহণ করেছিলেন। উটটি ছিলো অত্যন্ত দ্রুতগামী, সে লাগামের বাঁধাকেও উপেক্ষা করে চলতো। তাই তিনি উটটিকে ফিরাতে শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন– "তোমার নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।" অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ২৩

চতুষ্পদ জন্তুকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ».

قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

৬৪১৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ভ্রমণে যাচ্ছিলেন, এক আনসারী মহিলাও তার উষ্ট্রীতে চড়ে চলছিলেন। উষ্ট্রীটি অস্থিরভাবে নড়াচড়া করলে উক্ত মহিলা তাকে অভিশাপ দিলেন। এ অভিশাপ বাক্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন : এই উষ্ট্রীর উপর যা কিছু আছে তা নামিয়ে ফেলে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা এটি এখন অভিশপ্ত। ইমরান (রা) বললেন, আমি যেন এখনো সে উষ্ট্রীটিকে দেখতে পাচ্ছি, সে লোকদের মধ্যে চলছে অথচ কেউই তার উপর আরোহণ করছে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: قَالَ

..رَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا، نَاقَةً وَرْقَاءَ، وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ».

৬৪১৯। বর্ণনাকারী আইয়ূব ইসমাঈলের সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন– ইমরান বলেছেন, আমি যেন এখনো সেই মেটে রংগের উষ্ট্রীটিকে দেখতে পাচ্ছি। আর সাকাফীর বর্ণনায় রয়েছে– তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : উষ্ট্রীটির পিঠে যা কিছু আছে তা নামিয়ে ফেলো এবং তাকে খালি করে দাও। কেননা সে অভিশপ্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ، عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلْ، اللَّهُمَّ! الْعَنْهَا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ».

৬৪২০। আবু বারযাহ আল্ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের সাথে এক বালিকা একটি উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার ছিল। যার উপর দলের লোকদের কিছু মালপত্রও ছিলো। সে হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসতে দেখে উষ্ট্রীকে দ্রুত পরিচালনার উদ্দেশ্যে বললো– 'হাল্' (উটকে দ্রুত দালানোর জন্য প্রচলিত পরিভাষা)। হে আল্লাহ! একে অভিশপ্ত করুন। কারণ পাহাড়ের কারণে তখন পথটি ছিল সংকীর্ণ। রাবী বলেন, এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের সাথে এমন উষ্ট্রী থাকবে না যার উপর অভিশাপ রয়েছে। (অর্থাৎ উষ্ট্রীটিকে পরিত্যাগ কর)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ «لَا، ايْمُ اللهِ! لَا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللهِ» أَوْ كَمَا قَالَ.

৬৪২১। সুলাইমান আত্ তাইমী থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এবং মু'তামির-এর বর্ণনায় রয়েছে– (নবী সা. বলেছেন) খোদার কসম, আমাদের সাথে এমন সাওয়ারী সাথী হতে পারে না যার উপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।

حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ،

حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا».

৬৪২২। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিদ্দিকের জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভা পায় না।

টীকা : একবার আবু বাক্র (রা) তাঁর ক্রীতদাসকে অভিশাপ দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেন।

حَدَّثَنِيهِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬৪২৩। আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে এ সনদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَىٰ أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَعَا خَادِمَهُ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ، اللَّيْلَةَ، لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৪২৪। যায়িদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান নিজের পক্ষ থেকে উম্মে দারদার কাছে ঘরের ব্যবহার্য সৌখিনতাপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যবর্ধক আসবাবপত্র পাঠিয়ে ছিলেন। এক রাতে আবদুল মালিক (ইবনে মারওয়ান) ঘুম থেকে ওঠে তার খাদেমকে ডাকলেন। খাদেমের আসতে দেরী হলে তিনি তার উপর অভিশাপ দিলেন। ভোরে উম্মু দারদা তাকে বললেন, তুমি যখন রাতে খাদেমকে ডেকে ছিলে (তখন তার আসতে দেরী হওয়ায়) আমি তোমাকে তার উপর অভিশাপ দিতে শুনেছি– (এটা ঠিক করনি)। আমি আবু দরদাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অভিশাপ ও ভর্ৎসনাকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হতে পারবে না, আর সাক্ষী হবারও সুযোগ পাবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَىٰ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ.

৬৪২৫। এ সনদে যায়িদ বিন আসলাম থেকে হাফস ইবন মাইসারাহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي حَازِمٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৪২৬। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন অভিশাপকারীরা সুপারিশ করতে পারবে না এবং সাক্ষীও হতে পারবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً».

৬৪২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি বললেন, আমাকে অভিশাপকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি বরং আমাকে করুণা ও রহমতের আধার হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৪

অভিশাপের অযোগ্য ব্যক্তির জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিশাপ সওয়াব ও রহমতে পরিণত হয়।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ، فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ. فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هٰذَانِ، قَالَ ﷺ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا، قَالَ «أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟ قُلْتُ: اللّٰهُمَّ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا».

৬৪২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করে কোন এক ব্যাপারে তারা উভয়ই তার সাথে

আলাপ করলো। তবে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল তা আমি জানিনা। এক পর্যায় তাদের আলোচনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উভয়ের উপর অভিশাপ দিলেন এবং গালি দিলেন। তারা বেরিয়ে গেলে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের দু'জনের কোন কল্যাণ হবে না যেরূপ অন্যদের হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : কারণ আপনি তাদের দু'জনকে অভিশাপ ও গালি দিয়েছেন। জবাবে তিনি (নবী সা.) বললেন, আমি আমার রবের (প্রভুর) সাথে যে চুক্তি করেছি তা তুমি জাননা। আমি বলেছি- "হে আল্লাহ আমিও একজন মানুষ, আমি যে মুসলমানের উপর অভিশাপ দেই অথবা গালি দেই, তা তার জন্য পবিত্রতা ও সংশোধনের এবং সওয়াবের উপায় হিসেবে গণ্য করুন। অর্থাৎ এর বিনিময় তাকে পরিশুদ্ধ করুন এবং সওয়াব দান করুন।

حَدَّثَناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِيسَىٰ: فَخَلَوَا بِهِ، فَسَبَّهُمَا، وَلَعَنَهُمَا، وَأَخْرَجَهُمَا.

৬৪২৯। আ'মাশ থেকে বর্ণিত হাদীস জারীরের বর্ণনার অনুরূপ এবং বর্ণনাকারী ঈসা এর হাদীসে এ কথা বলা হয়েছে- "তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নির্জনতা গ্রহণ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে গালি দিলেন এবং অভিশাপ দিলেন এবং তাদের উভয়কে বের করে দিলেন।"

টীকা : এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। যেমন- ক্রোধ। ক্রোধের সময় তিনি না হক কিছু বলতেন না তবুও উম্মাতের প্রতি তার অশেষ ভালবাসা ও করুণার স্মারক হিসেবে আল্লাহর কাছে স্বীয় অভিশাপকে তাদের জন্য কল্যাণের উৎসে গণ্য করার জন্য দু'আ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً». [انظر: ٦٦١٩]

৬৪৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দু'আ করেছেন- হে আল্লাহ! আমিও একজন মানুষ। তাই মানবীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ধুদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মধ্য থেকে যে কোন লোককে গালি দেই অথবা অভিশাপ দেই বা মারধর করি, আপনি তা তার জন্য পবিত্রতা ও রহমতে পরিণত করুন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ: «زَكَاةً وَأَجْرًا». [انظر: ٦١٢٥]

৬৪৩১। জাবির (রা) থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ হাদীসে পবিত্রতা ও রহমতের পরিবর্তে পবিত্রতা ও সওয়াবের কথা উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى: «اجْعَلْ» وَ«أَجْرًا» فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَ«اجْعَلْ» وَ«رَحْمَةً» فِي حَدِيثِ جَابِرٍ.

৬৪৩১(ক)। আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর (র) থেকে এই সূত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [راجع: ٦٦١٦]

৬৪৩২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট একটি ওয়াদা গ্রহণ করতে চাই যার আপনি অন্যথা করবেন না। কারণ আমিও একজন মানুষ বৈ কিছু নই। কাজেই মানবীয় কারণে মুমিনদের যাকেই কষ্ট দেই, গালি দেই; কটু কথা বলি, অভিশাপ দেই বা মারধর করি-তা তার জন্য দু'আ। পরিশুদ্ধি ও নৈকট্যে পরিণত করবেন। যার কল্যাণে সে কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্য লাভে ধন্য হবে।

حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ جَلَدُّهُ». قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هِيَ «جَلَدْتُهُ».

৬৪৩৩। এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ তবে শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। এখানে جَلَدُّه ব্যববহৃত হয়েছে। আবু যিনাদের মতে এটা আবু হুরায়রা (রা)-এর পঠনরীতি। আর উপরে বর্ণিত হাদীসে جَلَدْتُه নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পঠনরূপি। আর এটাই আরবের প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ শব্দরূপ।

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

৬৪৩৪। এ সনদে আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً، وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই অন্যান্য লোকের ন্যায় সেও রাগ করে। আমি আপনার কাছে এ মর্মে ওয়াদা গ্রহণ করছি যে, আমি যে মুমিন লোককে কষ্ট দেই অথবা কটু কথা বলি, অথবা শারীরিক কষ্ট দেই– তা তার জন্য গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত ও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করবেন। যার মাধ্যমে সে কিয়ামাতের দিন আপনার নৈকট্য লাভ করবে। আপনি এ ওয়াদা খেলাফ করবেন না।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৪৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন– "হে আল্লাহ! যে মুমিন বান্দাকে আমি কটু কথা বলবো– এটাকে তার জন্য কিয়ামতের দিন আপনার নিকট নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করবেন।"

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْ ذٰلِكَ كَفَّارَةً لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৪৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি "হে আল্লাহ! আমি আপনার থেকে এ মর্মে স্বীকৃতি নিচ্ছি, আপনি আমার এ অঙ্গীকারের বিপরীত করবেন না। আর তা হলো– যে মুমিন ব্যক্তিকে আমি কষ্ট দেবো, অথবা কটু কথা বলবো বা শারীরিক কষ্ট দেবো তার জন্য আমার এ কাজকে কিয়ামতের দিন তার গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে দেবেন।

حَدَّثَنِي هٰرُونَ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَىٰ رَبِّي [عَزَّ وَجَلَّ]، أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ، أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا».

৬৪৩৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– আমি নিছক একজন মানুষ। আমি আমার প্রভুর সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছি যে, যে মুসলিম বান্দাকে আমি গালি দেবো বা কটুকথা বলবো এটা তার গুনাহের পবিত্রতা ও সওয়াবের বস্তু হিসেবে গণ্য হবে।

حَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬৪৩৯। ইবনে জুরায়েজ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ – وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ – قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةٌ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ، فَرَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَتِيمَةَ، فَقَالَ: «أَنْتِ هِيَهْ؟ لَقَدْ كَبِرْتِ، لَا كَبِرَ سِنُّكِ» فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ؟ يَا بُنَيَّةُ قَالَتِ الْجَارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي، فَالْآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَدًا، أَوْ قَالَتْ قَرْنِي، فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا، حَتَّىٰ لَقِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَهَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكِ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!» فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَدَعَوْتَ عَلَىٰ يَتِيمَتِي؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!» قَالَتْ: زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا وَلَا يَكْبَرَ قَرْنُهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَىٰ رَبِّي، أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَىٰ كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ، لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَقَالَ أَبُو مَعْنٍ: يُتَيِّمَةٌ، بِالتَّصْغِيرِ، فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثِ مِنَ الْحَدِيثِ.

৬৪৪০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইমের কাছে একটি এতিম মেয়ে ছিল। আর উম্মু সুলাইম হলো আনাস (রা)-এর মাতা। ঐ এতিম মেয়েটিকে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এমন মেয়ে যে বড় হবে। আল্লাহর যেন তোমার বয়স না বাড়ান। এ কথা শুনে (এই এতিম) মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে উম্মু সুলাইমের কাছে গেল। তখন উম্মু সুলাইম বললো : ওহে মেয়ে তোর কি হয়েছে? মেয়েটি বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এই বলে অভিশাপ দিয়েছেন যে, আমার বয়স যেন বেশী না হয় বা আমার খেলার সাথী যেন বড় না হয়। অতঃপর উম্মু সুলাইম তাড়াহুড়া করে তার ওড়না নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : হে উম্মু সুলাইম! কি ব্যাপার? এত তাড়াহুড়া করছো কেন? সে বললো : হে আল্লাহর নবী, আপনি আমার এতিম মেয়েটির উপর নাকি অভিশাপ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি অভিশাপ দিয়েছি? সে বললো, মেয়েটি বলছে, আপনি নাকি তার বা তার খেলার সাথীর বয়স না বাড়ার অভিশাপ করেছেন। রাবী বলেন, এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিয়ে বললেন, হে উম্মু সুলাইম! তুমি কি জাননা যে, আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে চুক্তি করেছি। আর সে চুক্তিটি হলো– আমি আল্লাহর কাছে এ বলে আবেদন করেছি, "প্রভু হে, আমিও একজন মানুষ। অন্যান্য লোক যেভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয় আমিও সেভাবে আনন্দিত হই। আর অন্যান্য লোক যেভাবে রাগান্বিত হয় আমিও সেভাবে রাগন্বিত হই। তাই আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্য থেকে এমন কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেই যে এর অযোগ্য, তার জন্য অভিশাপকে পরিত্রাণ, সমৃদ্ধি এবং নৈকট্যে পরিণত করবেন। যার মাধ্যমে সে কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্য লাভ করতে পারে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ الْعَنَزِيُّ؛ وَابْنُ بَشَّارٍ – وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ – قَالَا: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ، قَالَ: فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، وَقَالَ: «اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ». قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: «لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ».

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قُلْتُ لِأُمَيَّةَ: مَا حَطَأَنِي؟ قَالَ: قَفَدَنِي قَفْدَةً.

৬৪৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি শিশুদের সাথে খেলছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমি তখন দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। অতঃপর নবী (সা) এসে আমাকে (স্নেহভরে) চাপড় দিয়ে বললেন, যাও, মু'আবিয়াকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে ফিরে এসে বললাম, তিনি খাচ্ছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আমাকে বললেন : তুমি গিয়ে মু'আবিয়াকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। এবারও আমি গিয়ে ফিরে এসে বললাম, তিনি খাচ্ছেন, এ কথা শুনে তিনি (নবী সা.) বললেন : "আল্লাহ তাকে পেট না ভরাক।"

টীকা : এ কথার দুটি অর্থ হতে পারে (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার নিয়্যত ছাড়াই একথা বলেছেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মুখ থেকে এ কথা বেরিয়েছে। (২) মু'আবিয়া (রা) আসতে দেরি করায় তার শাস্তি স্বরূপ বলেছেন। কারণ তাঁর উচিত ছিলো খাওয়া বন্ধ করে চলে আসা। ইমাম মুসলিম (র)-এর ধারণা মু'আবিয়াহ (রা) অভিশাপের যোগ্য। তাই তাঁর জন্য এ কথা দু'আয় রূপ লাভ করেছে। আর এ জন্যেই তিনি এ হাদীসখানা আলোচ্য অনুচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ. سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَبَأْتُ مِنْهُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৬৪৪২। আবু হামযা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি– (তিনি বলেন) আমি বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। আমি তার ভয়ে লুকিয়ে রইলাম। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ২৫

দু'মুখী নীতির অশুভ পরিণাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالَ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ». [راجع: ٦٤٥٤]

৬৪৪৩। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'মুখী নীতির লোকেরাই লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারা কিছু লোকের সাথে এক চেহারায় মিশে আর কিছু লোকের সাথে অন্য চেহারায় মিশে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ [بْنِ مَالِكٍ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

৬৪৪৪। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন– "দু'মুখী নীতির লোকই লোকদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। সে কিছু লোকের সাথে এক চেহারায় মিশে আর কিছু লোকের সাথে অন্য চেহারায় মিশে।"

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ».

৬৪৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার চেহারা দু'রকম তাকে তোমরা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দেখতে পাবে। সে কিছু লোকের সাথে এক চেহারায় মিলিত হয় আর অপর কিছু লোকের সাথে অন্য চেহারায় মিলিত হয়।

টীকা : এ ধরনের লোকেরা দু'ব্যক্তি বা দু'টি দলের মধ্যে যখন মনোমালিন্য হয় তখন তাদের উভয়ের সাথে মিশে হাঁ এর সাথে হাঁ এবং না এর সাথে না মিশিয়ে তাদের মধ্যে অমূলক শত্রুতা বাড়ায়। অনুরূপভাবে এমন কিছু লোকও আছে যারা কারো সাক্ষাতে তার সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ভাবের প্রদর্শনী করে কিন্তু তার অবর্তমানে তার সম্বন্ধে কুৎসা রটায়। এ দু'টি স্বভাবই নিন্দনীয়। এক কথায় এদেরকে মুনাফিক বলা যায়। শরীয়ত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে এ ধরনের অভ্যাস জঘন্য।

অনুচ্ছেদ : ২৬

স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে মিথ্যা বলার অবকাশও নিষেধ।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّهُ، أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

৬৪৪৬। হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, তাঁর মা উম্মু কুলসূম বিনতে ওকবা ইবনে আবু মঈত [যিনি প্রথম সাড়ির মুহাজির মহিলাদের অন্ত র্ভুক্ত ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়‘আতকারিনীদেরও একজন ছিলেন) তাঁকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোকদের মধ্যে সন্ধি ও মিল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ভাল কথা বলে ও একজনের ভাল কথা অপরকে শুনিয়ে সন্ধি করে দেয় সে মিথ্যুক নয়। ইবনে শিহাব বলেন, মিথ্যা বলার কোন অবকাশ দেয়া হয়েছে বলে আমি শুনিনি। তবে তিনটি স্থানে এর অবকাশ রয়েছে যথা (ক) যুদ্ধে (খ) লোকদের মধ্যে সন্ধি ও মিল করার জন্যে এবং (৩) স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাছে এবং স্ত্রীর জন্যে স্বামীর কাছে।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ [عَبْدِ اللهِ] بْنِ شِهَابٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: وَقَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.

৬৪৪৭। ইবনে শিহাব এ সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণনাকারী সালেহ-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথা রয়েছে– ‘উম্মু কুলসূম বলেছেন : তিনটি স্থান ছাড়া অন্যান্য যেসব মিথ্যা লোকেরা বলে থাকে সে ব্যাপারে অবকাশ দেয়া হয়েছে বলে আমি শুনিনি।’

[و]**حَدَّثَنَاه** عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «وَنَمَىٰ خَيْرًا» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৬৪৪৮। এ সনদে যুহরী نمى خيرا পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। বাকি অংশ তিনি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ২৭

চোগলখুরী করা হারাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». وَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ كَذَّابًا».

৬৪৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জঘন্য অপবাদ কি তা জানাব না? তা হলো– চোগলখুরী। যা মানুষের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতার সৃষ্টি করে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : কোন ব্যক্তি যখন সত্য বলতে থাকে তখন শেষ পর্যন্ত তার নাম (আল্লাহর দরবারে) সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়। আর যখন সে মিথ্যা বলতে থাকে শেষ পর্যন্ত তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবে লেখা হয়।

অনুচ্ছেদ : ২৮

মিথ্যা ও সত্যের পরিণাম।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا».

৬৪৫০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সত্য নেকের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং নেক বেহেশতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তার নাম আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়ে যায়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায়

এবং পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর কাছে শেষ পর্যন্ত মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ [عِنْدَ اللهِ] صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا». قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৬৪৫১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সত্য হলো পুণ্য। আর পুণ্য বেহেশতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। বান্দাহ যখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ও সৎকাজ করার আকাঙ্ক্ষায় থাকে তখন শেষ পর্যন্ত তার নাম সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়। আর মিথ্যা হলো পাপাচার। পাপাচার দোযখের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর কোন বান্দা মিথ্যা বলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তার নাম মিথ্যুক হিসেবে লেখা হয়। ইবনে আবু শাইবা তার বর্ণনায় বলেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (রাবী) বর্ণনা করেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا».

৬৪৫২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা অবশ্যি সত্য কথা বলবে। কেননা সত্য পুণ্যের পথ প্রদর্শন করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। কোন লোক যখন সত্য বলে এবং সত্য বলার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে শেষ পর্যন্ত তার নাম আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা মিথ্যা

পাপাচারের পথ প্রদর্শন করে এবং পাপাচার দোযখের পথ প্রদর্শন করে। কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে মিথ্যুক হিসেবে লেখা হয়।

حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ - وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عِيسَىٰ: «وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: «حَتَّىٰ يَكْتُبَهُ اللهُ».

৬৪৫৩। আ'মাশ থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ঈসার হাদীসে وَيَتَرَّى الصِّدْقَ وَيَتَرَّى الْكِذْبَ কথাটির উল্লেখ নেই। আর ইবনে মাসহারের হাদীসে আছে– শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে লিখে নেন।

অনুচ্ছেদ : ২৯

ক্রোধ ও তার প্রতিকার।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟» قَالَ قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا» قَالَ: «فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟» قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ: «لَيْسَ بِذَٰلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

৬৪৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা নিঃসন্তান বলে গণ্য করো? রাবী বলেন, আমরা জবাব দিলাম, যার কোন সন্তান হয় না তাকে। তিনি বললেন, সে নিঃসন্তান নয়। প্রকৃত নিঃসন্তান হলো ওই ব্যক্তি যে তার জীবিত অবস্থায় তার সন্তানদের মধ্যে থেকে কাউকে অগ্রগামী করেনি (অর্থাৎ তার সামনে কোন সন্তান মারা যায়নি)। তিনি আবার বললেন : তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে বীর পুরুষ বলে মনে করো। রাবী বলেন, আমরা উত্তর দিলাম, যাকে কোন লোক কুস্তিতে হারাতে পারে না তাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাকে কেউ কুস্তিতে হারাতে পারে না সে প্রকৃত বীর নয়। বরং প্রকৃত বীর হলো সে ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে (অর্থাৎ যে ক্রোধ দমন করতে সক্ষম)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ .

৬৪৫৫। আ'মাশ এ সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ، كِلَاهُمَا : قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» .

৬৪৫৬। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কুস্তি লড়ে অপরকে পরাজিত করে। বরং প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তিই শক্তিশালী যে রাগের সময় নিজেকে আয়ত্তে রাখে (অর্থাৎ রাগ করে এমন কোন কথা বলে না বা কাজ করে না বসে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অপছন্দ করেন।

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ» قَالُوا : فَالشَّدِيدُ أَيُّمَ هُوَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ «الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» .

৬৪৫৬(ক)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কুস্তি লড়ে অপরকে পরাজিত করে দেয় সে শক্তিশালী নয়। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে শক্তিশালী লোক কে? তিনি বললেন : যে রাগের সময় নিজেকে আয়ত্ত রাখে।

حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ [بْنِ عَوْفٍ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ .

৬৪৫৭। এ সনদে আবু হুরায়রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: وَهَلْ تَرَىٰ [بِي] مِنْ جُنُونٍ؟.

قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: فَقَالَ: وَهَلْ تَرَىٰ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الرَّجُلَ.

৬৪৫৮। সুলাইমান ইবনে সুরদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে দু'ব্যক্তি গালাগালি করে। ফলে এদের একজনের চোখ লাল হয়ে ওঠলো এবং গলার শিরা ফুলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন একটি বাক্য জানি যা পড়লে তার এ ক্রোধ চলে যাবে। সে বাক্যটি হলো– আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম (অর্থাৎ বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি)। এ কথা শুনে লোকটি বললো, আপনি কি আমাকে পাগল ভাবছেন? ইবনুল আলা এর বর্ণনায় وَهَلْ تَرى এর পরে الرَّجُلَ শব্দের উল্লেখ নেই।

টীকা : লোকটি সম্ভবত মুনাফিক ছিল তাই এরূপ কথা বলেছে। অথবা সে নির্বোধ ছিলো। তার ধারণা ছিলো যে, আউযুবিল্লাহ পাগলামী রোগের চিকিৎসা।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آنِفًا؟ قَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونٌ تَرَانِي؟.

৬৪৫৯। সুলাইমান ইবনে সুরদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার দু'ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে গালাগালি শুরু করলো। অতঃপর এর মধ্যে এক ব্যক্তি অত্যধিক রাগান্বিত হয়ে যায় এবং তার চোখ রাগের চোটে লাল হয়ে

ওঠে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে তার এ অবস্থা দেখে বললেন : আমি এমন একটি বাণী জানি যা বললে তার এ রাগের প্রকোপ চলে যাবে। আর সে বাণীটি হলো– "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম।" যেসব লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উপদেশ বাণী শুনেছিলেন তাদের একজন ঐ রাগান্বিত ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাত্র যা বলেছেন তা কি তুমি জানো? তিনি বলেছেন : আমি এমন একটি বাণী জানি যা বললে তার এ অবস্থা চলে যাবে। আর তা হলো– আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। এ কথা শুনে লোকটি তাকে বললো : "তুমি কি আমাকে পাগল মনে করেছো?

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৪৬০। আমাশ থেকে এ সনদ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৩০

মানবকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাহীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، يَنْظُرُ مَا هُوَ؟، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ».

৬৪৬১। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে আদম (আ)-এর দেহ তৈরীর পর রেখে দিলেন। আর এ অবস্থায় যতদিন রাখার ইচ্ছা ছিল আল্লাহ তাকে সে অবস্থায় রেখেছিলেন। শয়তান এ সময় আদম (আ)-এর চারিদিকে ঘোরাফেরা করতে লাগলো এবং তার পরিচিতি জানার জন্য তাঁকে দেখছিলো। অতঃপর সে (শয়তান) যখন আদম (আ)-কে খালি পেট বিশিষ্ট দেখতে পেলো তখন বুঝলো যে, তাকে এমন এক প্রকৃতি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে না।

টীকা : মানব জাতি স্বীয় কামভাব এবং ক্রোধকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে না। অথবা কুপ্ররোচনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬৪৬২। বর্ণনাকারী হাম্মাদ এ সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩১

চেহারার উপর মারা নিষেধ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».

৬৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্য থেকে কোন লোক তার ভাইয়ের সাথে লড়াই করবে সে যেন চেহারার উপর আঘাত করা থেকে বিরত থাকে।

حَدَّثَنَاه عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ».

৬৪৬৪। আবু যিনাদ এ সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন– 'যখন তোমাদের মধ্য থেকে কোন লোক কাউকে শাস্তি দেবে'।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ [أَخَاهُ]، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ».

৬৪৬৫। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ লড়াই করবে তখন সে যেন চেহারার উপর আঘাত করা থেকে বিরত থাকে'।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ».

৬৪৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার ভাইয়ের সাথে লড়াই করবে সে যেন মুখের উপর চড় না মারে।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ».

৬৪৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সে যেন চেহারার উপর আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ الْمَرَاغِيِّ [وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».

৬৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে লড়াই করবে সে যেন মুখমণ্ডলে আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকে।

অনুচ্ছেদ : ৩২

অন্যায়ভাবে মানুষকে শাস্তি দেয়ার চরম পরিণতি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَىٰ أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ مَا هَٰذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا».

৬৪৬৯। হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম একবার সিরিয়াতে কয়েক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ লোকদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের মাথায় তেল ঢালা হয়েছিলো। লোকদের এ অবস্থা দেখে তিনি (হিশাম) জিজ্ঞেস করলেন : এদের এ অবস্থা কেন? জবাবে বলা হলো– তাদেরকে সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য (এরূপ) শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তখন হিশাম বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– "যারা দুনিয়াতে লোকদেরকে শাস্তি (অন্যায়ভাবে) দেবে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন।"

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَىٰ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ بِالشَّامِ، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالُوا:

حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا».

৬৪৭০। হিশাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম সিরিয়ায় কয়েকজন অনারব চাষীদের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হলেন যাদেরকে রোদে দাঁড় করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন : এদের এ অবস্থা কেন? লোকেরা জবাব দিলো : সরকারী ট্যাক্সের জন্য তাদেরকে আটক করা হয়েছে। তখন হিশাম বললেন : আমি এ মর্মে সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যারা দুনিয়াতে লোকদেরকে (অন্যায়ভাবে) শাস্তি দেবে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন।"

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَىٰ فِلَسْطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا.

৬৪৭১। এ সনদ সূত্রেও হিশাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জারীরের হাদীসে অতিরিক্ত বলা হয়েছে– সে সময় ফিলিস্তিনে তাদের আমীর ছিলো উমায়ের ইবনে সা'দ। তখন তিনি (হিশাম ইবনে হাকীম) তার কাছে গিয়ে এ হাদীসখানা বর্ণনা করলেন। অতঃপর উমায়ের ইবনে সা'দের নির্দেশে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا، وَهُوَ عَلَىٰ حِمْصَ، يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا هَٰذَا؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا».

৬৪৭২। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেন, হিমসে অবস্থানকালে হিশাম ইবনে হাকীম এক ব্যক্তিকে কয়েকজন অনারবী কৃষককে কর আদায়ের জন্য রোদে দাড় করিয়ে রাখতে দেখে বললেন : এটা কেন করা হচ্ছে? এরূপ করা ঠিক হয়নি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যারা এ পৃথিবীতে লোকদের শাস্তি দেবে আল্লাহও তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

সশস্ত্র অবস্থায় সমাবেশে গেলে সতর্কতা অবলম্বন করার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا».

৬৪৭৩। আমর (রা) জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন– এক ব্যক্তি তীর নিয়ে মসজিদে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি এর ফলা ধরে রাখো" (যাতে ফলার আঘাতে কারুর কষ্ট না হয়)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو الرَّبِيعِ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ: أَخْبَرَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ، قَدْ أَبْدَىٰ نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، كَيْ لَا تَخْدِشَ مُسْلِمًا.

৬৪৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তীরের ফলা বেরিয়ে থাকা অবস্থায় তা নিয়ে মসজিদে আসলে নবী (সা) তাকে এ মর্মে হুকুম দিলেন যে, সে যেন তার তীরের ফলা ধরে রাখে। যাতে কোন মুসলমানের গায়ে আঘাত লাগতে না পারে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا، كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ.

৬৪৭৫। জারির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে বসে লোকদেরকে তীর বিতরণ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন বের হবার সময় তীরের ফলা ধরে বের হয়।" ইবনে রুমহ এর বর্ণনায় يَتَصَدَّقُ এর স্থলে يَصَّدَّقُ রয়েছে।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا».

قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وَاللهِ! مَا مُتْنَا حَتَّىٰ سَدَّدْنَاهَا، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ.

৬৪৭৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন হাতে তীর থাকা অবস্থায় মসজিদ অথবা বাজারে যাবে সে যেন তীরের ফলা হাতে ধরে রাখে, সে যেন তীরের ফলা হাতে ধরে রাখে, সে যেন ফলা হাতে ধরে রাখে। (গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে) তিনবার বলেছেন।

আবু মূসা বলেন : আল্লাহর কসম, শেষ পর্যন্ত আমরা একে অপরের মুখমণ্ডলে তীর না লাগানোর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিনি (অর্থাৎ আমরা শেষ পর্যন্ত রাসূলের এ নির্দেশ অমান্য করে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি)।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ». أَوْ قَالَ: «لِيَقْبِضْ عَلَىٰ نِصَالِهَا».

৬৪৭৭। আবু মূসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্য থেকে কোন লোক তীর সাথে নিয়ে আমাদের মসজিদে অথবা বাজারে যাবে সে যেন তীরের ফলা হাতের মুঠোয় ধরে রাখে যাতে এর দ্বারা কোন মুসলমানের কোন প্রকার অনিষ্ট হতে না পারে। অথবা তিনি বলেছেন : সে যেন এর ফলা ধরে নেয় (রাবীর সন্দেহ)।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

কোন মুসলমানের প্রতি অস্ত্রের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা নিষেধ।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّىٰ يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ».

৬৪৭৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লোহার (অস্ত্রের) দ্বারা তার ভাইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে (অর্থাৎ অস্ত্রের মাধ্যমে ভয় দেখায়) তার উপর ফেরেশতাগণ অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না সে এ কাজ থেকে বিরত হয় এবং যদিও সে সহোদর ভাই হয় (অর্থাৎ তাকে মারার উদ্দেশ্যে না হয়ে যদি শুধু তাকে ভয় দেখানোর জন্য হয় তবুও)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬৪৭৯। এ সনদে আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».

৬৪৮০। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন তারই একটি হলো এ হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ-ই অস্ত্র দ্বারা তার ভাইকে ধমকাবে না। কেননা এতে তোমাদের অজান্তে ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান হাতকে স্থানচ্যুত করে লাগিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণের ফযীলত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». [راجع: ٤٩٤٠]

৬৪৮১। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তার উপর কাঁটার একটি শাখা দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ নেক কাজকে কবুল করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَىٰ ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ».

৬৪৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তার উপর অবস্থিত কাঁটার একটি শাখার নিকট

থেকে যাবার সময় বললেন : আল্লাহর কসম, আমি এটিকে হটাবো-ই, যাতে যাতায়াতে মুসলমানদের কষ্ট পেতে না হয়। এর বিনিময়ে ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ».

৬৪৮৩। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে বেহেশতের মধ্যে একটি গাছে বিচরণ করতে দেখেছি। যে গাছটি লোকদেরকে কষ্ট দেয়ার কারণে সে পথের মাঝ থেকে কেটে ছিলো।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ».

৬৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একটি গাছ মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতো। অতঃপর এক লোক এসে ঐ গাছটি কেটে ফেলে দিলেন। ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করলো।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَازِعِ: حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ».

৬৪৮৫। আবু বারযাহ (রা) বর্ণনা করেন, একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে এমন কিছু জিনিস শিক্ষা দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হবো। তিনি বললেন : মুসলমানদের চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করো।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَا أَدْرِي، لَعَسَىٰ أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَىٰ بَعْدَكَ، فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: «افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا - أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ - وَأَمِرَّ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ».

৬৪৮৬। আবু বারযাহ আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! জানিনা কতদিন বেঁচে থাকবো। হয়তো আপনার ইনতিকালের পরেও আমি বেঁচে থাকতে পারি। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু বাণী শিক্ষা দিন যদ্দারা আল্লাহ আমাকে ধন্য করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এই-এই কাজ করো। রাবী সে কাজগুলোর নাম ভুলে গেছেন। আর তিনি তাঁকে (আবু বারযাহকে) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

যেসব প্রাণী ক্ষতি করে না তাকে কষ্ট দেয়া হারাম।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ يَعْنِي ابْنَ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». [راجع: ٥٨٥٢]

৬৪৮৭। আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক মহিলা একটি বিড়ালীকে আটক করে রাখে শেষ পর্যন্ত সেটি মারা যায়। এ কারণে তাকে আযাব দেয়া হয়েছে এবং সে দোযখে গেছে। সে মহিলা ঐ বিড়ালীটিকে আটক করার পর আর পানাহার করতে দেয়নি। এমনকি মাঠের ঘাস বা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী খাওয়ারও সুযোগ দেয়নি।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ.

৬৪৮৮। ইবনে উমার (রা) এ সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জুওয়াযরা বর্নিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবহ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ أَوْثَقَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا،

وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».

৬৪৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একটি বিড়ালীকে কষ্ট দেয়ার কারণে এক মহিলাকে আযাব দেয়া হয়েছে। সে ঐ বিড়ালীকে বেঁধে রেখেছিলো। অতঃপর সে তাকে পানাহার করতে দেয়নি এবং মাঠের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীও খেতে দেয়নি।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬৪৯০। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هِرٍّ، رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّىٰ مَاتَتْ هُزَالًا». [انظر: ٦٩٨٢]

৬৪৯১। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে কিছু হাদীস বর্ণনা করেন, তারই একটি হলো এ হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক মহিলা একটি বিড়ালীর কারণে দোযখে গেছে। সে ঐ বিড়ালীকে বেঁধে রেখে খেতে দেয়নি এবং মাঠে গিয়ে সরীসৃপ জাতীয় কোন প্রাণী খাবে সে সুযোগও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত বিড়ালীটি জীর্ণ শীর্ণ হয়ে মারা যায়।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

অহংকার করা হারাম।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَٰقَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَغَرِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ».

৬৪৯২। আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাহাত্ম্য ও মর্যাদা আল্লাহর পায়জামা এবং গর্ব ও অহংকার আল্লাহর চাদর। অতএব যে ব্যক্তি এ দুটো বিশেষণকে অবলম্বন করবে তাকে আমি শাস্তি দেবো।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

আল্লাহর রহমত থেকে কাউকে নিরাশ করা যাবে না।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ [تَعَالَىٰ] قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» أَوْ كَمَا قَالَ.

৬৪৯৩। জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি বললো– আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বললেন : এমন কে আছে যে আমার উপর মাতব্বরি করে (শপথ করে) বলতে পারে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার (শপথকারীর) আমলকে বিনষ্ট করে দিয়েছি। অথবা নবী (সা) যেমনটি বলেছেন (অর্থাৎ হাদীসের ভাষায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাবীর সন্দেহ রয়েছে)।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

দুর্বল এবং অখ্যাত লোকদের ফযীলত।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

৬৪৯৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদের দরজা থেকে বিতাড়িত ধূলিধুসরিত চুল বিশিষ্ট এমন অনেক লোক আছে যারা খোদার উপর ভরসা করে কোন ব্যাপারে শপথ করে বসলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন।

টীকা : "বাহ্যিক রূপ দেখে কাউকে ঘৃণা ও হীন মনে করা উচিত নয়। সাধারণত মানুষ যাকে বাহ্যিক অবস্থা দেখে উপেক্ষা করে থাকে, সে তার নেক আমলের জন্য আল্লাহর কাছে অতীব প্রিয়ও হতে পারে। তবে এর মানে এ নয় যে, জট পড়া লোক দেখলেই তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ফকীরদেরকে ওলী, দরবেশ ও কুতুব বলে মনে করতে হবে।" এ হাদীসে কসম মানে দু'আও হতে পারে। অর্থাৎ এসব লোক দু'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। (তুহফাতুল আখবার)।

অনুচ্ছেদ : ৪০

'লোকটি ধ্বংস হয়েছে'– বলা নিষেধ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ».

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا أَدْرِي، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ.

৬৪৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি বলে, "লোকটি ধ্বংস হয়েছে" তখন সে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসশীল বলে পরিগণিত হয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬৪৯৬। সুহায়েল (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৪১

প্রতিবেশীর অধিকার।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ».

৬৪৯৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "জিবরাঈল (আ) সবসময় আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিলো, হয়তো বা প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي

حَازِمٍ: حدّثني هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬৪৯৮। এ সনদে আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

৬৪৯৯। মুহাম্মাদ বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জিবরাঈল (আ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার এই ধারণা হলো "ভবিষ্যতে বোধ হয় প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর উত্তরাধিকারী করে দেয়া হবে।"

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لإِسْحَٰقَ - قَالَ: أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ: إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ».

৬৫০০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আবু যার! যখন তুমি ঝোল পাকাবে তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, এবং পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিবে (অর্থাৎ পাকাবার সময় অতিরিক্ত কিছু ঝোল দিবে যাতে তা থেকে কিছু পাড়া প্রতিবেশীকে দিতে পারো)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي [ﷺ] أَوْصَانِي: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَتِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ».

৬৫০১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, যে, "যখন তুমি ঝোল পাকাবে তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে। তারপর তোমার প্রতিবেশী

পরিবারগুলোর দিকে দেখবে এবং এ থেকে প্রয়োজন মাফিক ও সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের কাছে পাঠাবে।

অনুচ্ছেদ : ৪২

প্রফুল্ল ও খোলা মন নিয়ে সাক্ষাৎ করা।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْخَزَّازَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ».

৬৫০২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : উপকার ও নেক কাজের কোন একটিকেও অবজ্ঞার চোখে দেখবে না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করা হোক না কেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

বৈধ প্রয়োজন পূরণের জন্য কারুর পক্ষ হয়ে সুপারিশ করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَىٰ جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا أَحَبَّ».

৬৫০৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ব্যক্তি কোন প্রয়োজন নিয়ে আসতেন তিনি তখন তাঁর কাছে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলতেন : তোমরা সুপারিশ করো; সওয়াব পাবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় সে হুকুমই দিবেন যা তিনি পছন্দ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

পুণ্যবান লোকদের সাহচর্য লাভের সুফল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛

ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً».

৬৫০৪। আবু মূসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : নেক লোকদের সাহচর্যের ও বদলোকের সাহচর্যের উদাহরণ হলো– কস্তরী বিক্রেতা ও হাপড়ে ফুঁকদানকারী। কস্তরীওয়ালা হয়তো তোমাকে উপহার স্বরূপ ঘ্রাণ নেয়ার জন্য দিবে, অথবা তার কাছ থেকে কিনে নিবে অথবা খুশবু নিজেই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। আর হাপড়ে ফুঁকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়ে ফেলবে অথবা তোমাকে দুর্গন্ধের ঘ্রাণ নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بَهْرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ».

৬৫০৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক মহিলা দু'টি কন্যাকে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে ভিক্ষা চাইলো। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমি তাকে ঐ খেজুরটিই দান করলাম। সে ঐ খেজুরটি নিয়ে তার দুই মেয়ের মধ্যে (সমানভাবে)

ভাগ করে দিলো। এবং নিজে এ থেকে একটুও গ্রহণ করলো না। তারপর সে মেয়ে দু'টি নিয়ে বেরিয়ে গেলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করলে আমি তার এ ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি মেয়েদের লালন-পালন, শিক্ষা ও বিয়ে দেয়ার ঝামেলায় পড়লো এবং তাদের প্রতি তার দায়িত্বকে যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করলো কিয়ামতের দিন এ মেয়েরা তার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ সে এর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَىٰ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا، بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ».

৬৫০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক অসহায় মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানকে সাথে নিয়ে আমার কাছে (ভিক্ষার জন্য) আসলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর দান করলাম। সে এ খেজুর থেকে প্রত্যেক মেয়েকে একটি করে খেজুর দিয়ে বাকি খেজুরটি খাওয়ার উদ্দেশ্যে মুখের কাছে তুললো। তখন মেয়ে দু'টি ঐ খেজুরটিও খাওয়ার জন্য চাইলো। অতঃপর সে (যে খেজুরটি খাওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়েছিলো) তা দু'ভাগ করে দুই মেয়েকে দিয়ে দিলো। মেয়ে লোকটির এ কাজ দেখে আমি অবাক হলাম। পরে মেয়ে লোকটির এ কৃতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি শুনে বললেন : আল্লাহ তা'আলা এ কাজের বিনিময় তাঁর (মেয়ে লোকটির) জন্য বেহেশত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অথবা তিনি বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন (রাবীর সন্দেহ যে এ দুটির একটি কথা নবী সা. বলেছেন)।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

৬৫০৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বালেগা (প্রাপ্তবয়স্কা) হওয়া পর্যন্ত (যথাযথভাবে) লালন পালন করবে কিয়ামতের দিন সে ও আমি এভাবে আসবো। এ কথা বলে নবী (সা) তার আঙ্গুলগুলোকে মিশিয়ে (তাঁর অবস্থান) দেখালেন (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার হাশর হবে)।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

সন্তান মারা গেলে ধৈর্য্যধারণ করার ফযীলত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

৬৫০৮। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে মুসলমান ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা যাবে দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু কেবল মাত্র কসম খোদার জন্যে। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শপথ– "কোন ব্যক্তিই জাহান্নামের উপর থেকে অতিবাহিত না করে পারবে না–" এর বাস্তবায়ন হিসেবে তাকেও জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে। তবে এতে তার কোন কষ্ট হবে না।)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، وَمَعْنَىٰ حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: «فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

৬৫০৯। যুহরী এ সনদে অনুরূপ অর্থবহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ».

৬৫১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে এবং সে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করবে। সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। একথা শুনে উপস্থিত মহিলাদের একজনে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! দুটি সন্তান যদি মারা যায় তাহলেও কি বেহেশতে যাবে। তিনি বললেন : হ্যাঁ। দু'টি সন্তান মারা গলেও।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا». فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا، مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ».

৬৫১১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করলো– "হে আল্লাহর রাসূল! পুরষগণই আপনার বাণী শুনে থাকে। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। যে দিন আমরা আপনার কাছে আসবো এবং আপনাকে আল্লাহ যা শিখিয়েছেন তা আমাদেরকে শিখাবেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা অমুক দিন এসো।" অতঃপর সেদিন মহিলারা সম্মিলিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সেসব বিষয় শিক্ষা দিলেন যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন। তারপর প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন : "তোমাদের মধ্যে থেকে যে মহিলার তিনটি সন্তান তার (মারা যাবার) আগে মারা যাবে এরা তার জন্য জাহান্নামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ কথা শুনে একজন মহিলা বললো, দুটি সন্তান মারা গেলেও, দু'টি মারা গেলেও, দু'টি মারা গেলেও। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দু'টি সন্তান, দু'টি সন্তান, দু'টি সন্তান। অর্থাৎ দু'টি মারা গেলে তার হুকুমও এটাই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. وَزَادَا جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ».

৬৫১২। এ সনদে অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে– "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার তিনটি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হবার পূর্বে মারা গেছে।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّىٰ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ - ، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، - أَوْ قَالَ بِيَدِهِ -، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هٰذَا، فَلَا يَتَنَاهَىٰ، - أَوْ قَالَ [فَلَا] يَنْتَهِي -، حَتَّىٰ يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ». وفِي رِوَايَةِ سُوَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ.

৬৫১৩। আবু হাস্‌সান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বললাম : আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে আপনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করছেন না যার মাধ্যমে আমি মনে সান্ত্বনা লাভ করতে পারি। আবু হুরায়রা (রা) বললেন : আচ্ছা তাহলে শোনো, মৃত সন্তানদের মধ্যে ছোট বাচ্চারা বেহেশতের কীট হবে (অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তারা বেহেশত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না)। তারা পিতা-মাতার সাথে মিলিত হয়ে তাদের (বা যে কোন একজনের) কাপড় ধরবে অথবা হাত ধরবে যেভাবে আমি এখন তোমার কাপড়ের পাশ ধরে আছি। অতঃপর তারা আর ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং তাদের পিতাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

حَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

৬৫১৪। আত্ তাইমী এ সনদে বলেন, তিনি (আবু হাস্‌সান) বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কিছু শুনেছেন যা আমাদের মৃত শোকাহত আত্মাকে সান্ত্বনা ও আনন্দ দান করবে? তিনি (আবু হুরাইরা রা.) বললেন, হ্যাঁ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا

حَفْصٌ يَعْنُونَ ابْنَ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ [بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ادْعُ اللهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ: «دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ».

قَالَ عُمَرُ، مِنْ بَيْنِهِمْ: عَنْ جَدِّهِ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: عَنْ طَلْقٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدَّ.

৬৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার একটি ছেলে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর নবী! আপনি এই ছেলেটির (দীর্ঘায়ুর) জন্য দু'আ করুন। কেননা আমি তিনটি শিশুকে এর আগে দাফন করেছি। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তিনটি সন্তান দাফন করেছো? মহিলা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে এক সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছো।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ أَبِي غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَشْتَكِي، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ، قَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ».

قَالَ زُهَيْرٌ: عَنْ طَلْقٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ.

৬৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক মহিলা তার একটি ছেলে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছেলেটি অসুস্থ। আপনি এর জন্য দু'আ করুন। আমার একে নিয়ে ভয় হচ্ছে। কারণ ইতিপূর্বে আমি তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি। তিনি বললেন, তুমি তো জাহান্নাম থেকে সুদৃঢ় আড়াল ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছো।

অনুচ্ছেদ : ৪৭

যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন ফেরেশতাগণও তাকে ভালবাসেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ، إِذَا

أَحَبَّ عَبْدًا، دَعَا جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ».

৬৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে ডেকে বলেন, "আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস।" অতঃপর জিবরাঈল (আ) তাকে ভালবাসেন এবং আসমানে ডেকে বলেন, "হে ফেরেশ্তাগণ! আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালবাসেন। তারপর পৃথিবীর অধিবাসীদের মনে সে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করেন তখন জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, "আমি অমুক ব্যক্তির শত্রু তুমিও তার সাথে শত্রুতা করো। অতঃপর জিবরাঈল (আ) তার সাথে শত্রুতা করেন এবং আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তির সাথে শত্রুতা করেন, তোমরাও তার সাথে শত্রুতা করো। তখন তারা সকলেই তার সাথে শত্রুতা করে। এরপর পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে শত্রুতার ভাব বদ্ধমূল হয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ.

৬৫১৮। সুহায়েল থেকে এ সনদ অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে 'আলা ইবনে মাসাইয়াবের বর্ণনায় রাগ বা শত্রুতার প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَىٰ

الْمَوْسِمِ ، فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنِّي أَرَى اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، قَالَ: بِأَبِيكَ! أَنْتَ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلٍ.

৬৫১৯। আবু সালেহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। এমন সময় উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) যিনি হাজীদের নেতা ছিলেন, বের হয়ে সেখান থেকে অগ্রসর হলেন। লোকেরা তাকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম : আব্বাজান! আমার মনে হয়। আল্লাহ তা'আলা উমার ইবনে আবদুল আযীযকে ভালবাসেন। তিনি বললেন, তা তুমি কি করে বুঝলে? উত্তরে বললাম, কারণ লোকদের অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তিনি বললেন, তোমার পিতার প্রভুর শপথ, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তারপর বর্ণনাকারী উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

রূহের মিলন পার্থিব মিলনের উৎস।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

৬৫২০। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রূহরা (আত্মাগুলো) আত্মার জগতে পরস্পর মিলেমিশে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং যারা সেখানে একে অপরের সাথে পরিচিত হয় পৃথিবীতে এসে তারা পরস্পর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আর যারা ঐ জগতে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরে ছিলো এখানে এসেও তারা পরস্পরে দূরে ও সম্পর্কহীন থাকে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

৬৫২০(ক) আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানব সমাজ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত। তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগে যারা উত্তম ইসলামের ক্ষেত্রেও তারা-ই উত্তম প্রমাণিত হতে পারে। যদি তারা তা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে। আর আত্মারা রূহের জগতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। যারা সেখানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরিচিত ছিল দুনিয়াতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় এবং যারা সেখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন ছিল এখানে তারা সম্পর্কহীন থাকে।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে তার সাথেই হাশর হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ [بْنُ مَسْلَمَةَ] بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

৬৫২১। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : কিয়ামত কখন হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি সম্বল সংগ্রহ করেছো? সে বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালবাস। নবী (সা) বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তোমার কিয়ামত হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» فَلَمْ يَذْكُرْ كَثِيرًا، قَالَ: وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

৬৫২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি আমল করেছো? সে বেশী কিছু না বলে শুধু বললো : আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তুমি যাকে ভালবাসো (কিয়ামতে) তারই সাথী হবে।

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرٍ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي.

৬৫২৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তারপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এখানে ব্যতিক্রম এই যে, তিনি জবাবে বলেছেন– আমি এমন কোন বড় কাজ করিনি যার জন্য নিজের প্রশংসা করতে পারি।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا، بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ.

৬৫২৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল কিয়ামত কবে হবে? নবী (সা) বললেন : কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছো? সে বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালবাসা। এবার তিনি বললেন, তাহলে তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তখন থাকবে। আনাস (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 'তুমি যাকে ভালবাসো তার সাথেই থাকবে'– শুনে আমি যতটুকু আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়েছি ইসলাম গ্রহণের পর এর চেয়ে বেশী আর কোনদিন আনন্দিত হইনি। কারণ আমি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল, আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে ভালবাসি। তাই আমি আশা রাখি যে, আমিও তাদের সাথে কিয়ামতের দিন সাথী হবো। যদিও আমি তাদের মত আমল করতে পারিনি।

حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَنَسٍ: فَأَنَا أُحِبُّ، وَمَا بَعْدَهُ.

৬৫২৫। এ সনদে আনাস (রা) থেকে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে এখানে আনাস (রা)-এর বক্তব্যটির উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قال: بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ خَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِينَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

৬৫২৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বেরুচ্ছিলাম– এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদের ছাউনির ছায়ায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেজন্য কি তৈরী করেছো? এ কথা শুনে লোকটি নীরব ও স্তব্ধ হয়ে গেলো। অতঃপর সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেজন্য অধিক নামায অথবা রোযা বা সদকার সওয়াব প্রস্তুত করতে পারিনি তবে এটাই আমার একমাত্র সম্বল যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তারই সহগামী হবে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَشْكُرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

৬৫২৭। আনাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنَسًا؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِيَانِ ابْنَ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

৬৫২৮। এ সনদে আনাস (রা) উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: [يَا] رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

৬৫২৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন, যে কোন গোত্রকে ভালবাসে অথচ তারা যা করে সে তা করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে যাকে ভালবাসে সে (পরকালে) তার সাথে থাকবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬৫৩০। আবদুল্লাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ.

৬৫৩১। আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসলো। অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আ'মাশের সূত্রে জুরাইয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৫০

নেক লোকের প্রশংসা করা তার জন্য সুসংবাদ এবং এতে তার ক্ষতি নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَىٰ:

أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ».

৬৫৩২। আবুযার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো– ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে ভাল কাজ করে এবং লোকে তার প্রশংসা করে। তিনি বললেন : এটা মুমিনের জন্য নগদ (পার্থিব) সুসংবাদ (অর্থাৎ এটা তার জন্য দুনিয়ার সুসংবাদ যে, লোকেরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ), আর তার জন্য পরকালে যে সওয়াব রয়েছে তা সে পাবেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، بِإِسْنَادِ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ شُعْبَةَ، غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ: وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ، كَمَا قَالَ حَمَّادٌ.

৬৫৩৩। এ সনদে শো'বা থেকে বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে, "এবং লোকে তাকে এজন্য ভালবাসে।" আর আবদুস্ সামাদের বর্ণনায় রয়েছে, "লোকেরা তার প্রশংসা করে।"

আটচল্লিশতম অধ্যায়

كتاب القدر

কিতাবুল কদর বা তাকদীর

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا».

৬৫৩৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত– "তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (অর্থাৎ তার মূল উপাদান প্রথমে) চল্লিশ দিন তার মায়ের গর্ভে (আবশ্যক পরিবর্তনের সাথে শুক্ররূপে) থাকে। তারপর চল্লিশ দিন লাল জমাট রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে। তারপর চল্লিশ দিনে গোশতের টুকরা রূপ ধারণ করে। অবশেষে আল্লাহ তার নিকট ফেরেশতা পাঠান। তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করানো হয়। আরো চারটি বিষয়সহ ফেরেশতাকে পাঠানো হয়। ফেরেশতা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লিখে দেন : (১) তার রিযিক (২) তার মৃত্যু (৩) তার আমল অর্থাৎ সে কি আমল করবে ও (৪) সে নেক কি বদ লোক হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কসম সেই সত্তার, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, (ব্যাপার হচ্ছে এই যে,) তোমাদের মধ্যে কেউ বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে। এমন কি তার ও বেহেশতের মধ্যে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার প্রতি তার সে তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়। তখন সে দোযখীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। ফলে সে দোযখে চলে যায়। এভাবে

তোমাদের কেউ দোযখীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র একহাত বাকী থাকে। এমন সময় তার প্রতি সে লেখা অগ্রবর্তী হয়। তখন সে বেহেশতীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। ফলে সে বেহেশতে চলে যায় (আল্লাহর মেহেরবানীতে এরূপই বেশী হয়ে থাকে)।

টীকা : আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের ধীরে সুস্থে কাজ করার তালীম দেয়ার উদ্দেশ্যেই এভাবে ধীরে সুস্থে সৃষ্টি করেন, আসমান যমীনের সৃষ্টিতে ছয়দিন লাগিয়ে ছিলেনও এ উদ্দেশ্যেই। অন্যথায় তিনি ইচ্ছা করা মাত্রই কোন কিছু সৃষ্টি হয়ে যায়। মানুষকে আমল বা ভালো কাজ করার প্রতি উৎসাহদানের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের অবতারণা করেছেন। কারণ এমনও হতে পারে যে, এ মুহূর্তই তোমার শেষ মুহূর্ত। আর এ কাজই তোমার শেষ কাজ। কাজেই সব সময়ই ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা আবশ্যক। তাকদীরে কি আছে তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া আমাদের কাজ করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে ও ভালো-মন্দ কাজের জন্য আদেশ-নিষেধও করা হয়েছে। তাই আমাদেরকে আমল করে যেতে হবে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ: «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا». وَأَمَّا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

৬৫৩৫। আ'মাশ থেকেও একই ইসনাদে এটি বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকী বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টিধারায় চল্লিশ রাত তার মায়ের গর্ভে থাকে। অপরদিকে শো'বা থেকে মু'আয কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : চল্লিশ রাত বা চল্লিশ দিন। জারীর ও ঈসার হাদীসে "চল্লিশ দিনের" কথা উক্ত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ فَيُكْتَبَانِ، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ».

৬৫৩৬। হুযাইফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাতৃগর্ভে শুক্র সংস্থাপিত হওয়ার চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ দিন পর তার নিকট ফেরেশতা যায়। গিয়ে বলে, হে আমার পরোয়ারদিগার, তাকে বদকারদের মধ্যে লিখবো বা নেক্‌কারদের মধ্যে? আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হয় তাই লিখা হয়। আবার ফেরেশতা বলে, হে আমার রব, পুরুষ লিখবো না নারী? আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হয় তাই লিখা হয়। এ ছাড়া তার আমল, তার পদক্ষেপ ও অবস্থানস্থল, তার বয়স ও জীবনকাল এবং রিযিক লিপিবদ্ধ করা হয়। তারপর দপ্তর গুটিয়ে ফেলা হয়। তাতে কিছু বাড়ানোও হয় না কমানো হয় না।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، فَأَتَىٰ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ، فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَىٰ رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَجَلُهُ؟، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! رِزْقُهُ؟، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَلَا يَنْقُصُ».

৬৫৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদকার সে, যে তার মায়ের গর্ভ থেকে বদকার। পক্ষান্তরে নেককার সে, যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়। আমের ইবনে ওয়াসিলাহ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর নিকট আসলেন। তার নাম ছিল হুযাইফা ইবনে আসীদ গিফারী, তিনি ইবনে মাসউদের এ হাদীস তাকে শোনালেন, তিনি বললেন : আমল ছাড়া কোন লোক কিভাবে বদকার হতে পারে? হুযাইফা বললেন : তুমি কি এতে আশ্চর্যবোধ করছো? আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন : শুক্রের উপর দিয়ে যখন বেয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তার নিকট এক ফেরেশতা পাঠান। সে তার অবয়ব

নির্মাণ করে। এ ছাড়া তার কান, চোখ, চামড়া গোশত ও হাড় তৈয়ার করে। তারপর বলে, পরোয়ারদিগার, সে কি পুরুষ হবে না নারী? আল্লাহ ফায়সালা দিয়ে দেন যা তিনি চান। ফেরেশতা তা লিখে নেয়। লিখে বলে, পরোয়ারদিগার তার বয়স ও জীবনকাল কত হবে? তোমার রব তা বলে, দেন যা তিনি চান। ফেরেশতা তা লিখে নেয়। ফেরেশতা আবার বলে হে পরোয়ারদিগার, তার রিযিক কি হবে? তোমার রব তার ফায়সালা দিয়ে দেন, যেরূপ তিনি ইচ্ছা করেন, অবশেষে ফেরেশতা তার দস্তাবেজ হাতে করে বের হয়ে যায়। তাতে আর কিছু বাড়ায়ও না কমায়ও না।

টীকা : তাকদীর দু'রকম হতে পারে। 'মুবরাম' ও 'মুআল্লাক'। যে তাকদীরে কোন শর্ত শরায়েত আরোপিত হয়নি। যেমন, "সে পাশ করবে না" বা "তার এ রোগ আরোগ্য হবে না"– তাকে তাকদীরে মুবরাম বলা হয়। পক্ষান্তরে যে তাকদীরে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যেমন, চিকিৎসার এ পন্থা অবলম্বন করা হলে এ রোগ আরোগ্য হবে বা এতোবার এভাবে চেষ্টা করলে সে পাশ করবে ইত্যাদি– তাকে তাকদীরে মু'আল্লাক বলে। মানুষ বলতে পারে না কোন বিষয়ে তার তাকদীরে কি রয়েছে। কাজেই আল্লাহর দেয়া এখতিয়ার দ্বারা তার হুকুম অনুযায়ী তদবীর বা কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য; তদবীরের বা প্রচেষ্টার চরম সীমায় না পৌঁছে কেউ কখনো বলতে পারে না যে, তার এ রোগ আরোগ্য হবে না জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা না করে সে বলতে পারে না, সে পাশ করবে না বা পাশ করা তার তাকদীরে নেই। এ হিসেবে তদবীরকে তাকদীরের কুঞ্জী বলা যেতে পারে। এ কারণেই কাজ করার জন্য মানুষকে আল্লাহ ও রাসূল এতো তাগিদ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মময় জীবনই এর উজ্জ্বল আদর্শ। গুনাহর জন্য তাকদীরের ওজর পেশ করা চলে না। তা চললে হযরত আদম (আ) আল্লাহর নিকট ক্ষমা না চেয়ে তাকদীরের ওজরই পেশ করতেন। অবশ্য বিপদে তাকদীরের ওপর নির্ভর করতে হয়। বিপদ কোন ক্রমেই চলে না গেলে মনে করতে হয় যে, এটা তাকদীরেরই লিখন। এরূপ হওয়ারই ছিল, এতে মানুষ হতাশার হাত থেকে রক্ষা পায়। মানুষের মনে স্বস্তি আসে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

৬৫৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও আমর ইবনে হারিস বর্ণিত হাদীসের মতোই পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ حَدَّثَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: «إِنَّ النُّطْفَةَ تَقَعُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ». قَالَ زُهَيْرٌ: حَسِبْتُهُ قَالَ: الَّذِي يَخْلُقُهَا: «فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَذَكَرٌ

أَوْ أُنْثَىٰ؟ فَيَجْعَلُهُ اللهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ؟ فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا رِزْقُهُ؟ مَا أَجَلُهُ؟ مَا خُلُقُهُ؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا».

৬৫৩৯। আবু সারীহা হুযাইফা ইবনে আসীদ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ দু'কান দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন : চল্লিশ দিন যাবত শুক্র মায়ের পেটে এমনি অবস্থান করে। তারপর ফেরেশতা তার ওপর কাঠামো তৈরী করে। যুহাইর বলেন, আমার যদ্দুর মনে পড়ে রাবী বলেছেন : কাঠামো তৈয়ারকারী (ফেরেশতা) বলে, হে আমার রব, সে কি পুরুষ হবে না নারী? আল্লাহ তাকে পুরুষ বা নারী করেন। ফেরেশতা বলে, হে আমার পরোয়ারদিগার, সে কি নিখুঁত হবে না ত্রুটি বিশিষ্ট হবে? আল্লাহ তাকে নিখুঁত করেন বা ত্রুটিপূর্ণ। ফেরেশতা আবার বলে, পরোয়ারদিয়ার, তার রিযিক কি হবে? তার বয়স বা জীবন কাল কত হবে? এবং তার আখলাক ও স্বভাব-চরিত্র কেমন হবে? অবশেষে আল্লাহ তাকে বদকার করেন বা নেককার।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي:

حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ: حَدَّثَنِي أَبِي كُلْثُومٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِالرَّحِمِ، إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا بِإِذْنِ اللهِ، لِبِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً». ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

৬৫৪০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী হুযাইফা ইবনে আসীদ গিফারী হাদীসের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে 'মরফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মাতৃগর্ভের সাথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। আল্লাহ যখন কোন কিছু পয়দা করতে চান তখন উক্ত ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে চল্লিশ রাতের বা (দিনের) কিছু বেশী...। তারপর তাদের মতোই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَرَفَعَ الْحَدِيثَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ! عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ: قَالَ الْمَلَكُ: أَيْ رَبِّ! ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ؟ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

৬৫৪১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মরফু হিসেবেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ জরায়ূর সাথে এক ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। সে ফেরেশতা বলে, হে আমার রব, এখন শুক্র। হে আমার রব, এখন রক্তপিণ্ড। হে আমার রব, এখন গোশতের টুকরা। আল্লাহ যখন কিছু পয়দা করতে মনস্ত করেন, তখন ফেরেশতা বলে, হে আমার রব, এ পুরুষ হবে না নারী? বদকার হবে না নেককার? তার রিযিক কি হবে? তার বয়স কত হবে? যা যা হুকুম হয়, তা-ই মাতৃগর্ভে (থাকাকালীন) লিখে নেয়া হয়।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَىٰ كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾

৬৫৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (মদীনার কবরস্থান) বাকীতে এক জানাযার সাথে ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। তিনি এসে বসলেন। আমরা তাঁকে ঘিরে বসলাম। তাঁর নিকট একটি ছড়ি ছিল। তিনি মাথা ঝুকিয়ে বসলেন। বসে তিনি তাঁর ছড়ি দিয়ে যমিনের বুকে রেখা টানতে লাগলেন। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, তোমাদের মধ্যে এমন কোন (জীবন্ত) লোক নেই যার বেহেশত ও দোযখের বাসস্থান আল্লাহ লিখে দেননি। সে বদকার হবে কি নেককার তাও লিখে দেয়া হয়েছে। একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল তাহলে আমরা কি আমাদের সে লেখার ওপর নির্ভর করবো না? ও আমল ছেড়ে দেবো না? (কারণ, আমল করে কি হবে তাকদীরের বাইরে তো আর যাওয়া যাবে না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

যে নেককারদের অন্তর্গত সে নেককারদের আমলে ও কাজেই অগ্রবর্তী হবে। পক্ষান্তরে যে বদকারদের অন্তর্গত সে বদকাজেই অগ্রবর্তী হবে। তিনি বললেন, আমল করে যেতে থাকো। প্রত্যেককেই সহজতা দান করা হয়েছে। নেককারদের জন্য নেক কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। বদকারদের জন্য বদকাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়লেন : 'ফাআলা মান আতা ওয়াত্তাকা। ওয়া সাদ্দাকা বিলহুসনা। ফাসানুয়াস্ সিরুহু লিল ইউসরা। ওয়া আলা মাম বাখিলা ওয়াস্তাগনা। ওয়া কায্যাবা বিল হুসনা। ফাসানুয়াস্ সিরুহু লিল্ উসরা। অর্থাৎ : 'যে দান করেছে, অন্যায় থেকে পরহেয করেছে ও ভালো কথায় (ইসলামে) সমর্থন জানিয়েছে, তার জন্য আমি বেহেশতের কাজ সহজ করে দিয়েছি। পক্ষান্তরে যে কৃপণতা অবলম্বন করেছেন, দান করা থেকে বিরত থেকেছে ও ভালো কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তার জন্য আমি দোযখের কাজ সহজ করে দিয়েছি। (সূরা লাইল : ৫-১০ আয়াত)।

টীকা : এ হাদীস থেকে এ কথাই সপ্রমাণিত হলো, আমল করা তাকদীরের খেলাফ নয়। আল্লাহ পৃথিবীতে বস্তু-সম্ভার সৃষ্টি করেছেন। এগুলো একটি অপরটির সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন চোখ দেখার কারণ। আবার শোনার কারণ হচ্ছে কান। অনুরূপ নেক আমল বেহেশতের কারণ। বদ আমল দোযখের কারণ। একইভাবে রিযিক প্রত্যেকের ভাগ্যে বণ্টিত ও লিখিত আছে। কিন্তু অর্জন করা হচ্ছে তার কারণ। এটাই আহলে সুন্নতের আকীদা বা বিশ্বাস। এর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব। এর ওপর তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া নিষেধ। কারণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর দেয়া তাকদীরের পূর্ণ রহস্য উদঘাটন করা অসম্ভব।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ، وَقَالَ: فَأَخَذَ عُودًا، وَلَمْ يَقُلْ: مِخْصَرَةً، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৬৫৪৩। মানসূর থেকে একই সনদ সূত্রে সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একখানি লাকড়ী নিলেন, তিনি ছড়ির কথা বলেননি। ইবনে আবু শাইবাহ আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত তার হাদীসে বলেছেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন...।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا، وَفِي يَدِهِ

عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَلِمَ نَعْمَلُ؟ أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ - إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

৬৫৪৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বসা ছিলেন। তার হাতে ছিল একটি লাকড়ী। তিনি তার সাহায্যে (যমিনে) রেখা টানছিলেন। তিনি মাথা তুলে বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা সুনির্দিষ্ট নেই। সাহাবারা বললেন : তাহলে আর আমল কেন? আমরা কি তারই ওপর ভরসা করবো না? তিনি বললেন : না, আমল করতে থাকো। কেননা, প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার পর তিনি পড়লেন : ফাআলা মান আ'তা ওয়াত্তাকা ওয়া সাদ্দাকা বিল্ হুসনা... লিল উসরা।' অর্থাৎ : যে দান করেছে, অন্যায় থেকে পরহেয করেছে ও ভালো কথায় সমর্থন জানিয়েছে, তার জন্য আমি বেহেশতের কাজ সহজ করে দিয়েছি। পক্ষান্তরে যে কৃপণতা অবলম্বন করেছে, দান করা থেকে বিরত থেকেছে ও ভালো কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তার জন্য আমি দোযখের কাজ সহজ করে দিয়েছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ أَنَّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

৬৫৪৫। অপর একটি সনদ সূত্রে আলী (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ» قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟.

قَالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ».

৬৫৪৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সারাকাহ ইবনে মালিক ইবনে জা'শায আসলেন। এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাদেরকে দীনের কথা খুলে বলুন যেন আমরা সবেমাত্র পয়দা হয়েছি। আমরা যা কিছু আমল করছি, তা কি–কলম লিখে শুকিয়ে গেছে ও সে মোতাবেক তাকদীর জারী হয়ে গেছে– তারই ফলশ্রুতি, নাকি ভবিষ্যতে যা কিছু হওয়ার তা-ই হয়ে চলেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না। কলম যা কিছু লিখার লিখে শুকিয়ে গেছে ও সে মোতাবেকই তাকদীর জারী হয়ে গেছে। সারাকাহ বললেন, তাহলে আমলের কি প্রয়োজন? যুহাইর বলেন, আবু যুবাইর কিছু কথা বললেন, আমি তা বুঝতে পারিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি বলেছেন? বললেন : তোমরা আমল করতে থাক। প্রত্যেকের জন্য সহজ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ الضُّبَعِيِّ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قِيلَ: فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

৬৫৪৭। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, দোযখীদের থেকে বেহেশতীরা কি (আলাদাভাবে) সুনির্দিষ্ট আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাবী বলেন, বলা হলো, তাহলে আমলকারীদের আমল করার কি প্রয়োজন? তিনি বললেন : প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وفي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!.

৬৫৪৮। ইয়াযিদ রুশাক থেকে বর্ণিত। তিনিও এ সনদে হাম্মাদের হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়ারেসের হাদীসে রয়েছে : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল...।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ

عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ؟ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالَ: أَفَلَا يَكُونُ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذٰلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا، وَقُلْتُ: كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ اللهِ وَمِلْكُ يَدِهِ، فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ اللهُ! إِنِّي لَمْ أُرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لِأَحْزِرَ عَقْلَكَ، إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ، وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ؟، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ، وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ، وَتَصْدِيقُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴾» [الشمس: ٧، ٨].

৬৫৪৯। আবুল আসওয়াদ দায়ালামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন আমাকে বললেন, এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত যে, মানুষ এখন দুনিয়াতে (ভালো-মন্দ) যা কিছু করছে বা করার চেষ্টায় রত আছে তা কি পূর্বেই তাকদীরে তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে ও ঠিক হয়ে রয়েছে, না কি পরে যখন তাদের নবী তাদের নিকট শরীয়ত নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিকট তার দলিল প্রমাণ প্রকটিত হয়েছে, তখন তারা তা করছে? আমি বললাম : পূর্বেই তাকদীরে তাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে ও ঠিক হয়ে রয়েছে। রাবী বলেন, তিনি বললেন, এটা কি তাহলে যুলুম হবে না? (কেননা কারো তাকদীরে যদি জাহান্নামী লিখে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সে তার বিপরীত আমল করবে কি করে?) এতে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম, আমি বললাম, প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁরই মালিকানাধীন। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করার নেই। পক্ষান্তরে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ইমরান বললেন : খোদা আপনার প্রতি রহম করুন। আমি আপনার জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই এহেন প্রশ্ন করেছি। মুযাইনা গোত্রের দু'জন লোক বললো : হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ এখন দুনিয়াতে (ভালো-মন্দ) যা করছে বা করার চেষ্টারত আছে তা কি পূর্বেই তাকদীরে তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে ও ঠিক হয়ে রয়েছে? না কি পরে যখন তাদের নবী তাদের নিকট শরীয়ত নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিকট তার দলিল-প্রমাণ প্রকটিত হয়েছে, তখন তারা তা করছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, পূর্বেই তাকদীরে তাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে ও ঠিক হয়ে রয়েছে। আল্লাহর কিতাবে এর সমর্থন রয়েছে : যেমন ওয়া নাফসিও ওয়ামা সাউয়্যা-হা। ফাআল্হামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাক্ওয়া-হা। অর্থাৎ : 'মানুষের প্রাণের কসম ও যে শক্তি তাকে সুনিপুণভাবে গঠন করেছেন এবং পূর্বেই তাকে ভালো ও মন্দের ইলহাম করেছেন।" (সূরা শাম্স : ৭-৮, আয়াত)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ [لَهُ] عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

৬৫৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত বেহেশতীদের কাজ (বা নেক আমল) করতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে দোযখীদের আমলের সাথে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অনুরূপ মানুষ সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোযখীদের আমল করতে থাকে। কিন্তু অবশেষে বেহেশতীদের আমলের সাথে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] الْجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [راجع: ٣٠٦]

৬৫৫১। সাহল ইবনে সা'দ সা'এদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ অন্যান্যের দৃষ্টিতে জান্নাতীর ন্যায় কাজ করতে থাকে। অথচ সে জাহান্নামী। অনুরূপ মানুষ অন্যান্যের দৃষ্টিতে জাহান্নামীর মতো কাজ করতে থাকে। অথচ সে জান্নাতী।

অনুচ্ছেদ : ১

আদম ও মূসা (আ)-এর মধ্যে বিতর্ক।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ دِينَارٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ، فَقَالَ مُوسَىٰ: يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُونَا، أَنْتَ خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَىٰ، اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟» فَقَالَ

[النَّبِيُّ ﷺ]: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ».

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَابْنِ عَبْدَةَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: خَطَّ، وَقَالَ الْآخَرُ: كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ.

৬৫৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (রূহের জগতে) আদম ও মূসা (আ) পরস্পর তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। মূসা বললেন : হে আদম, আপনি আমাদের (আদি) পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছেন। আদম (আ) তাকে বললেন : তুমিও তো সে মূসা, যাকে আল্লাহ প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন। আপন (কুদরতী) হাতে তোমার জন্য (তওরাত) লিখেছেন। তুমি কি আমাকে ঐ কাজের জন্য ভর্ৎসনা করছো যা আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ আমার তাকদীরে নির্ধারিত করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আদম (আ) বিতর্কে মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন। ইবনে আবু আমর ইবনে 'আবদাহ্ বলেন, রাবীদের একজন তওরাত লিখেছেন– এর আরবী শব্দ হবে خط এর ব্যবহার করেছেন। আরেকজন ব্যবহার করেছেন : كتب لك التوراة بيده।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟».

৬৫৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আদম মূসার ওপর জয়লাভ করেন। মূসা আদমকে বললেন : আপনি তো সে আদম, যিনি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। তাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। আদম বললেন : তুমিও সে মূসা, যাকে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষের ওপর রিসালাতের দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ। আদম বললেন : তুমি কি ঐ কাজের জন্য আমাকে ভর্ৎসনা করছো, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ هُرْمُزَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ قَالَا:

سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ، قَالَ مُوسَىٰ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ؟ قَالَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَىٰ: بِأَرْبَعِينَ عَامًا، قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ﴾؟ [طه: ١٢١] . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ».

৬৫৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম ও মূসা (আ) তাদের রবের নিকট পরস্পর তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু তর্কে আদম মূসার ওপর জয়ী হলেন। (তার বিবরণ এই যে,) মূসা (আ) আদমকে বললেন : আপনি আদম, যাকে আল্লাহ (বিনা পিতা মাতায়) নিজ কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন ও আপনার মধ্যে (তাঁর পক্ষ থেকে) রূহ সঞ্চার করেছেন। তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা (সালাম) করিয়েছেন। এবং আপনাকে তাঁর জান্নাতে থাকার জন্য স্থান দান করেছিলেন। আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির দ্বারা মানবজাতিকে যমীনে নামিয়ে এনেছেন। আদম আলাইহিস সালাম বললেন : তুমিও তো সেই মূসা, যাকে আল্লাহ রিসালত ও প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তোমাকে এমন 'আলওয়াহ' (তাওরাত লিখিত উক্তিসমূহ) দান করেছেন যাতে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। অধিকন্তু তোমাকে তিনি গোপন আলোচনা দ্বারাও নৈকট্য দান করেছিলেন। (বলো তো দেখি—) আমার সৃষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহ তাওরাত কিতাব লিখেছেন বলে তুমি জানো? মূসা (আ) বললেন : 'চল্লিশ বছর পূর্বে।" আদম (আ) বললেন : তুমি কী তাতে আল্লাহর এ বাণী পেয়েছো : "আদম তার পরোয়ারদিগারের নিকট অপরাধ করলো ও পথ হারালো?" তিনি বললেন : হাঁ। তখন আদম বললেন : তবে কি তুমি আমাকে এমন একটি কাজ করেছি বলে তিরস্কার করছো, যা আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর পূর্বে আমি তা করবো বলে আল্লাহ লিখে রেখেছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কাজেই (এ বিতর্কে) আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর জয়ী হলেন।

টীকা : তাকদীরে লেখা ও তাওরাতে লেখা এক কথা নয়। তাওরাত কিতাব লওহে মাহফুজ থেকে ইয়াকূত নামীয় ধাতুর ফলকে লেখা হয়েছে, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির মাত্র চল্লিশ বছর পূর্বে। তাতে হযরত আদম (আ)-এর ত্রুটির কথা উল্লেখ ছিল। আর মানুষের তাকদীর লেখা হয়েছিল আযল

বা আদি যুগে। অর্থাৎ তাকদীরের সে কথাই পুনরায় তাওরাতে নকল করা হয়েছে। কাজেই উভয় কথার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

হযরত আদম (আ) মানবজাতিকে দুনিয়াতে এনে বিপদে ফেলেছেন। এর জন্যই হযরত মূসা (আ) পিতাকে তিরস্কার করছেন, ত্রুটির জন্য নয়। কারণ যে ত্রুটির জন্য তওবা করা হয়েছে তার জন্য তিরস্কার করা জায়েয নয়। আর হযরত আদম (আ) তার গুনাহর জন্য তওবা করেছিলেন ও আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেছিলেন। এটা হযরত মূসা (আ)-এর অজানা ছিল না। হযরত আদমের গুনাহ বিপদের কারণ হয়েছিল বলেই হযরত মূসা তার উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। এ কারণে হযরত আদমও এ বলে উত্তর দিচ্ছেন না যে, তাকদীরের দরুনই তিনি গুনাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এতে তার কোন এখতিয়ার ছিল না। তাহলে তিনি গুনাহর জন্য মাফ চেয়েছিলেন কেন? বরং এ বলে উত্তর দিচ্ছেন যে, এ বিপদ মানবজাতির তাকদীরে ছিল। তাই আমার গুনাহ এর কারণ হয়েছে। মূসা, তুমি কি জাননা, আল্লাহ মানবজাতিকে তার খলিফারূপে দুনিয়ায় পাঠাবেন– তা আমার সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের বলেছিলেন। কাজেই এ বিপদ সম্পর্কে তাকদীরের ওপর নির্ভর করাই উচিত। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেছেন : হযরত মূসার জীবনকালে তিনি একবার রূহনীভাবে হযরত আদমের সাথে আলমে আরওয়াহতে মোলাকাত করেছিলেন। তখনই আদমকে এরূপ কথা বলেছিলেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟. فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ».

৬৫৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হন। মূসা (আ) তাকে বললেন, আপনি সেই আদম যে, আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনাকে জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিয়েছে। আদম (আ)ও মূসাকে বললেন : তুমিও তো সেই মূসা যে, তোমাকে আল্লাহ তার পক্ষ থেকে রিসালাত ও প্রত্যক্ষ কালামের দ্বারা ধন্য করেছেন। আর তুমিই কিনা আমাকে ঐ কাজের জন্য তিরস্কার করছো, যা আমার সৃষ্টিরও পূর্বে আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়ে ছিল। ফলে আদম মূসার ওপর জয়ী হলেন।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, আমরা যদি গুনাহ করে আদম (আ)-এর ন্যায় জওয়াব দিই, তাহলে আমরা কি তিরস্কার ও শাস্তি থেকে রেহাই পাবো? তার জবাব হচ্ছে, না। কারণ এটা হচ্ছে পার্থিব জগৎ। অথচ আদম (আ) ইন্তেকাল করেছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দিয়েছিলেন। এ জন্য তার ওপর তিরস্কারের অবকাশ নেই।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِهِمْ.

৬৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত রাবীদের হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

৬৫৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত রাবীদের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

৬৫৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তামাম মাখলুকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর।

টীকা : নববী (র) বলেন, এটা হচ্ছে তাকদীর বা ভাগ্যলিপি লিখার সময়কাল, মূল তাকদীরের নয়। তাতো চিরন্তন শাশ্বত। তার কোন শুরু বা সূচনা নেই। এ হাদীস থেকে জানা গেল আসমান যমীনের অস্তিত্বের পূর্ব থেকেই আল্লাহর আরশ ছিল আর তা ছিল পানির ওপর। তারও পূর্বে কোথায় কিভাবে ছিল তা আমাদের জ্ঞান বহির্ভূত। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সে সম্পর্কে আমাদের জানাননি।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هَانِئٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

৬৫৫৯। আবু হানী থেকে বর্ণিত। তিনিও এ সনদে উক্তরূপই বর্ণনা করেছেন, তাতে এটুকন বেশকম আছে যে, তাতে "ওয়া আরশুহূ আলাল মা-ই" অর্থাৎ তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর– এ কথাগুলো নেই।

অনুচ্ছেদ : ২

অন্তর আল্লাহর ইচ্ছার অধীন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كِلاهُمَا عَنِ الْمُقْرِىءِ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ».

৬৫৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন : বনী আদমের অন্তরসমূহের সমস্তই আল্লাহর (কুদরতের) অংগুলিসমূহের দুই অংগুলির মধ্যে মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত (অর্থাৎ তার সম্পূর্ণ অধীন)। তিনি যেমন ইচ্ছা তাকে ঘুরিয়ে থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূবি সাররিফ কুলূবানা আলা তা 'আতিকা'। অর্থাৎ : হে অন্তরসমূহের আবর্তনকারী খোদা, আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও।

টীকা : অর্থাৎ মানুষের অন্তরও তার করায়ও নয়। তা আল্লাহরই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহরই ইচ্ছা ও মর্জি অনুসারে তা হিদায়েত বা গোমরাহীর পথে ধাবিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে বলেন : তোমরা কোন কাজের ইচ্ছাও করতে পারো না যতক্ষণ না আল্লাহ চান।

অনুচ্ছেদ : ৩

প্রত্যেক জিনিসই তাকদীরের অন্তর্গত।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّىٰ الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ».

৬৫৬১। তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগীদের এমন কতেককে পেয়েছি, যারা বলতেন : প্রত্যেক জিনিসই

তাকদীরের অন্তর্গত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কেও আমি বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকল জিনিসই তাকদীরের অন্তর্গত। এমনকি নির্বুদ্ধিতা ও বিচক্ষণতাও। অথবা বলেছেন : 'এমনকি বিচক্ষণতা ও নির্বুদ্ধিতাও'।

টীকা : অর্থাৎ কেউ অসাধারণ বিচক্ষণতা ও প্রতিভা সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেউ বা নির্বোধ ও বোকা হয়ে থাকে। এ সবই খোদা-নির্ধারিত তাকদীরেরই ফল বৈ নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ . إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٨، ٤٩].

৬৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশের কিছু মুশরিক তাকদীর নিয়ে ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তখন এ আয়াত নাযিল হলো : ইয়াওমা ইউস্হাবূনা ফিন্ না-রি 'আলা-উজূহিহিম যূকূ মাস্সা সাকার। ইন্না কুল্লা শাইইন খালাক্নাহু বিকাদার।' অর্থাৎ : যেদিন তারা উল্টাভাবে আগুনে ছেচড়িয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, সেদিন তাদের বলা হবে : এখন আস্বাদন কর জাহান্নামের স্পর্শ স্বাদ। আমরা প্রত্যেকটি জিনিস সুনির্দিষ্ট তাকদীরের অধীন বা একটি পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার : ৪৮-৪৯ আয়াত)

অনুচ্ছেদ : ৪

মানুষের তাকদীরে যেনার অংশ।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى، أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ».

قَالَ عَبْدٌ فِي رِوَايَتِهِ: ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

৬৫৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে বর্ণিত 'লামাম' বা ছোট-খাটো গুনাহ বলতে ওসব গুনাহকেই বুঝানো হয়েছে (বলে আমার একান্ত ধারণা) যার বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রা)। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে তা নিশ্চয় করবে। চোখের ব্যভিচার দেখা। জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা। মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে। আর গুপ্ত অংগ তাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আব্‌দ, তাউস– তার পিতার মাধ্যমে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে বলেছেন : ইবনে আব্বাস থেকে আমি শুনেছি।

টীকা : সংশ্লিষ্ট আয়াতটির তরজমা নিম্নরূপ : "আল্লাহ তা'আলা নেক ও ভালো আচরণ গ্রহণকারীদের শুভ প্রতিফল দিয়ে ধন্য করেন, যারা বড় বড় গুনাহ, প্রকাশ্য স্পষ্ট ও অশ্লীল জঘন্য কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকে– তবে কিছু ছোটখাটো অপরাধ তাদের দ্বারা ঘটে যায়, তোমার খোদার ক্ষমাশীলতা যে অনেক ব্যাপক বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি তোমাদেরকে সে সময় থেকে খুব ভালোভাবেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মা-দের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে, অতএব তোমরা তোমাদের আত্মপবিত্রতার দাবী করো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে তা তিনিই ভালো জানেন। (সূরা নাজম : ৩২ আয়াত)

حَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُتِبَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى، مُدْرِكٌ ذَٰلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَىٰ وَيَتَمَنَّىٰ، وَيُصَدِّقُ ذَٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ».

৬৫৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। সে তা অবশ্যই করবে। দু'চোখ– তাদের ব্যভিচার দেখা, দু'কান– তাদের ব্যভিচার শোনা। জিহ্বা– তা ব্যভিচার কথা বলা। হাত– তার ব্যভিচার ধরা। পা– তার ব্যভিচার চলা। মন– তার চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে। আর গুপ্ত অংগ তাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

অনুচ্ছেদ : ৫

শিশুদের পরিণাম কি হবে? ফিতরাতের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ

شِئْتُمْ: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ﴾

৬৫৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। পরে তাদের পিতামাতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) ইহুদী করে দেয় বা নাসারা করে দেয় অথবা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। যেভাবে পশু নিখুঁত পূর্ণাংগ পশুই প্রসব করে। তাতে তোমরা কোন কান কাটা দেখো কি? (দেখো না মানুষই তার কান কেটে, নাক ছেদন করে বিকলাংগ করে দেয়)। এরপর আবু হুরায়রা বলেন : তোমরা ইচ্ছা করলে (প্রমাণ স্বরূপ) এ আয়াত পড়ে নাও : 'ফিতরাতাল্লাহিল্ লাতী ফাতারান্নাসা 'আলাইহা। লা-তাদীলা লিখালকিল্লাহি। যা-লিকাদ দীনুল কাইয়্যিম। ওয়ালা কিন্না আকসারান্ না-সি লা-ইয়া'লামূন।' অর্থাৎ "হে নবী ও নবীর অনুসারী লোকেরা, একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্য এ দীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর যার ওপর আল্লাহ মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারে না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা। (সূরা রুম : ৩০ আয়াত)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى؛

ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً» وَلَمْ يَذْكُرْ: جَمْعَاءَ.

৬৫৬৬। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনিও এ ইসনাদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : "যেভাবে পশু পশুই প্রসব করে থাকে। তাতে 'পূর্ণাংগ ও নিখুঁত' শব্দের উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ يَقُولُ: اقْرَءُوا: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ﴾ [الروم: ٣٠].

৬৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তিনি বলেন, তোমরা এ আয়াত পড়ো : ফিতরাতাল্লাহিল লাতী ফাতারান নাসা আলাইহা। লা-তাবদীলা লিখাল্‌কিল্লাহি, যা-লিকাদ্ দীনুল কাইয়্যিম। অর্থাৎ : 'আল্লাহর ফিতরাত। এ ফিতরাত বা প্রকৃতির ওপরই আল্লাহ মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারে না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দীন।' (সূরা রূম : ৩০ আয়াত)।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

৬৫৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (বা ইসলাম কবুলের যোগ্যতা)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী করে দেয়। বা খৃস্টান করে দেয়, অথবা মুশরিক করে দেয়। একজন বললো : হে আল্লাহর রাসূল, ঐ বাচ্চা যদি তার আগেই মরে যায়? তিনি বললেন : আল্লাহই জানেন সে (বেঁচে থাকলে) কি কাজ করতো।

টীকা : বালেগ হওয়ার আগেই যেসব শিশু মারা যায়, তাদের পরিণাম ফল ভালো হবে কি মন্দ, সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন, মুসলমানদের সন্তানরা তো নিঃসন্দেহে জান্নাতী। আর মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে। অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে, তারা তাদের পিতা-মাতার সাথে জাহান্নামে যাবে। কেউ কেউ এ সম্পর্কে নীরব থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তবে সঠিক ও নির্ভুল মত হলো, তারা জান্নাতী। বিশেষজ্ঞরা এর ওপর ঐকমত্য পোষণ করেন। তাদের মতে, এ হাদীসে তাদের জাহান্নামী হওয়ার কথা বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছে, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারা কি আমল করতো তা আল্লাহই জানেন। তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি। তাই জান্নাতী।
খিযির (আ) যে বালককে মেরে ফেলেন, তার মাতা-পিতা মুসলমান ছিল। হাদীসে তাকে কাফির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে, সে বড় হলে কাফির হতো ও তার মা বাপকেও কাফির বানিয়ে ছাড়তো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.فِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «إِلَّا عَلَى هٰذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هٰذِهِ الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ».

৬৫৬৯। আ'মাশ (রা) থেকে এ সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে নুমাইরের হাদীসে রয়েছে : প্রত্যেক সন্তানই মিল্লাত (অর্থাৎ মিল্লাতে ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। মু'আবিয়া থেকে বর্ণিত আবু বাক্‌রের রেওয়ায়েতে রয়েছে : এ মিল্লাতের ওপরই জন্মগ্রহণ করে। (এবং এরই ওপর বহাল থাকে) যতক্ষণ না মুখ দিয়ে কথা বলতে শুরু

করে। আবু মু'আবিয়া থেকে আবু কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে রয়েছে নিম্নরূপ : 'লাইসা মিন্ মাওলূদিন, ইউলাদু ইল্লা, 'আলা হা-যিহিল ফিতরাতি হাত্তা, ইউ'আব্বিরা 'আনহু লিসানুহূ।' অর্থাৎ : প্রত্যেক শিশুই এ ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে, যতক্ষণ না তার জিহ্বা কথা বলতে পারে।'

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَىٰ هٰذِهِ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تَنْتِجُونَ الْإِبِلَ، فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ؟ حَتَّىٰ تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

৬৫৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে শিশু জন্মগ্রহণ করে সে ফিতরাতের ওপরই জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায় বা নাসরানী বানায়। যেরূপ উট বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তোমরা তাদের কোন একটিকেও কর্তিত কান দেখতে পাও কি? অবশ্য তোমরাই সেগুলোর কান কেটে দাও। সাহাবারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, যে সকল শিশু ছোট অবস্থায়ই মারা যায় (তাদের পরিণাম কি হবে)? তিনি বললেন : আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কি আমল করতো।

حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبَوَاهُ، بَعْدُ، يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا».

৬৫৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়া প্রতিটি মানুষই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে, পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী করে দেয়, বা নাসারা করে দেয়, অথবা আগুন-পূজারী করে দেয়। শিশুর পিতা-মাতা যদি মুসলমান হয় তাহলে শিশুও মুসলমান থাকে। প্রত্যেক শিশুই যখন মাতৃগর্ভ থেকে প্রসব হয়, তখন শয়তান তার পেটে আঘাত মেরে থাকে। একমাত্র মরিয়ম ও তার পুত্র (ঈসা আ.) এর ব্যতিক্রম। (তাদের প্রতি শয়তান আঘাত হানতে পারেনি)।

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ؟، فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

৬৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : আল্লাহই ভালো জানেন, (বড় হয়ে) তারা কি আমল করতো।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، غَيْرَ، أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْقِلٍ: سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ؟.

৬৫৭৩। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি ইউনুস ও ইবনে আবু যি'ব-এর ইসনাদে তাদের উভয়ের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন। তবে শু'আইব ও মা'কালের হাদীসে রয়েছে : 'সু-ইলা আন্ সারারিল মুশরিকীন। অর্থাৎ : মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো...।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا؟، فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

৬৫৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের ঐসব বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যারা ছোট অবস্থায়ই মারা যায়। তিনি বললেন : আল্লাহই তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে অধিক অবগত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ، إِذْ خَلَقَهُمْ».

৬৫৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : তাদের সৃষ্টির সময়ই আল্লাহ জানেন (বেঁচে থাকলে) তারা কি আমল করতো।

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا».

৬৫৭৬। উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খিযির (আ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, সে ছিল জন্মগত কাফির (অর্থাৎ বড় হয়ে সে কাফির হতো)। সে জীবিত থাকলে তার পিতা-মাতাকে পাপাচার ও কুফরিতে জড়িয়ে ফেলতো।

টীকা : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাকদীরে যদি একথাই লিখা থাকে, উক্ত বালক ছোট বেলায়ই মারা যাবে, তাহলে সে বড় হয়ে কাফির হবে কিভাবে, তার জবাব হলো, তাকদীরে একই সাথে একথাও লিখা ছিল, যদি সে মারা না যায়, তাহলে সে কাফির হবে।

حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ صَبِيٌّ، فَقُلْتُ: طُوبَىٰ لَهُ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَ لَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ لِهٰذِهِ أَهْلًا، وَلِهٰذِهِ أَهْلًا؟».

৬৫৭৭। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বালক মারা গেল। আমি বললাম, তার জন্য বড়ই খুশী ও সৌভাগ্যের বিষয়। সেতো বেহেশতের চড়ুইদের মধ্যে একটি চড়ুই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি জাননা, আল্লাহ বেহেশত সৃষ্টি করেছেন। দোযখও সৃষ্টি করেছেন। এবং উভয়ের জন্যই আলাদা আলাদা মানুষও বানিয়েছেন।

حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! طُوبَىٰ لِهٰذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ! لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ؟، يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا،

خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ».

৬৫৭৮। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক আনসার বালকের জানাযার জন্য দাওয়াত করা হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এর বড়ই খোশ নসীব। বেহেশতের চড়ুইদের সেও একটি চড়ুই। কেননা, সে কোন গুনাহ করেনি বা গুনাহ করার বয়সও পায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর বিপরীত হতে পারে না আয়েশা? আল্লাহ একদল লোককে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি রেখেছেন অথচ তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল। অপরদিকে দোযখের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন– অথচ তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল।

টীকা : হাদীসের শব্দ থেকে সাধারণভাবে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, কারো বেহেশতে বা দোযখে যাওয়া তার নেক বা বদ আমলের ওপর নির্ভর করে না, বরং এটা নির্ভর করে তাকদীরের ওপরই। তাকদীরে যেখানে যাওয়া লিখিত আছে, সেখানেই যাবে। এর জবাব পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'তোমরা আমল করতে থাকো। কেননা প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ، بِإِسْنَادِ وَكِيعٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

৬৫৭৯। তালহা ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি ওয়াকী'র সনদে তারই হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

বয়স, রিযিক ইত্যাদি তাকদীর থেকে বেশ-কম হয় না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ – وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ – قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ! أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ

سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ».

قَالَ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ، قَالَ مِسْعَرٌ: وَأُرَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ».

৬৫৮০। আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ বললেন : অর্থাৎ : হে আল্লাহ, আমাকে তুমি উপকৃত করো আমার স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা। আমার পিতা আবু সুফিয়ানের দ্বারা ও আমার ভাই মু'আবিয়ার দ্বারা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি তো এমন সব জিনিস আল্লাহর নিকট চেয়েছো, যেগুলোর মেয়াদকাল সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। দিন-কাল নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এবং রিযিক বণ্টিত হয়ে গেছে। আল্লাহ যখন যা অনুষ্ঠিত হওয়ার তখনি তা সংঘটিত করে থাকেন। কিছুই তার আগে বা পরে করেন না। তুমি যদি আল্লাহর নিকট জাহান্নামের শাস্তি বা কবরের শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে, তাহলে ভালো হতো বা উত্তম হতো। তাঁর সামনে 'মসখ্' বা বিকৃত হয়ে যাওয়া বানর ও শূকরের আলোচনাও আসলো। তিনি বললেন : আল্লাহ বিকৃত হয়ে যাওয়া (মানুষ বা) প্রাণীদের কোন বংশ বা সন্তানধারা (জারী) রাখেননি। বানর ও শূকরের প্রজাতি তাদের পূর্বেও ছিল।

টীকা : হাদীসে বনী ইসরাইলের অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। যারা খোদার রোষালে পড়ে বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল। তারা তিনদিন পর্যন্ত জীবিত থাকার পর ধ্বংস হয়ে যায়।

حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ بِشْرٍ وَوَكِيعٍ جَمِيعًا: «مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ».

৬৫৮১। ইবনে বিশর ও ওয়াকী' উভয় থেকে বর্ণিত। তারাও অনেকটা পূর্বোক্ত হাদীসের মতোই বর্ণনা করে বলেছেন : 'জাহান্নামের শাস্তি থেকে ও কবরের শাস্তি থেকে (পানাহ চাইলে ভালো হতো)।'

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَتْ

أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ! مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعاوِيَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَا يُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، لَكَانَ خَيْرًا لَكِ».

قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ، هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا، أَوْ يُعَذِّبْ قَوْمًا، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ».

৬৫৮২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হে আল্লাহ, আমাকে তুমি উপকৃত করো আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা। উপকৃত করো আমার পিতা আবু সুফিয়ানের দ্বারা। এবং আমার ভাই মু'আবিয়ার দ্বারা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তুমি তো এমন জিনিস আল্লাহর নিকট চেয়েছ যেগুলোর মেয়াদকাল সুনির্দিষ্ট। পদচিহ্নসমূহ সীমাবদ্ধ ও রিযিক যথারীতি বণ্টনকৃত। এগুলোর কোনটিই আল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ের আগেও করবেন না, পরেও করবেন না। তুমি যদি আল্লাহর নিকট তোমাকে জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বলতে তাহলে তোমার জন্য ভালো হতো। একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল, যেসব লোকের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে বানর ও শুকরের রূপ ধারণ করেছিল তাদের কি অবস্থা বা তাদের বংশ এখনো আছে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ যে কোন কওমকে ধ্বংস করেন বা শাস্তি দেন তাদের কোন বংশ বা উত্তরসূরী রাখেন না। বলাবাহুল্য, বানর ও শূকর তার আগেও ছিল।

حَدَّثَنِيهِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ».

قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ: وَرَوَى بَعْضُهُمْ: «قَبْلَ حِلِّهِ» أَيْ نُزُولِهِ.

৬৫৮৩। সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনিও একই সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি واثار موطوءة এর স্থলে واثار مبلوغة বা 'পদচিহ্ন সমূহ নির্দিষ্ট' বলেছেন। ইবনে মা'বাদ বলেন, কোন কোন রাবী قبل حله اونزوله অর্থাৎ 'সংঘটিত হওয়ার বা নাযিল হওয়ার আগে' বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

তাকদীরের ওপর ঈমান রাখা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

৬৫৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মযবুত ঈমানদার আল্লাহর নিকট দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা প্রিয়। অবশ্য প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তোমার পক্ষে যা উপকারী ও কল্যাণপ্রদ, সে বিষয়ে আগ্রহ করো। আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করো। হিম্মতহারা হয়ো না, কোন বিপদে পড়লে এরূপ বলো না, 'যদি এটা করতাম তাহলে এরূপ এরূপ হতো (বা হতো না)'। বরং একথা বলো : আল্লাহর তাকদীরে এটাই ছিল। তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। কারণ 'যদি' শব্দ শয়তানের কাজ উন্মুক্ত করে দেয়।

টীকা : অর্থাৎ মযবুত ঈমানের অধিকারী হওয়া ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী হওয়াও তাকদীরেরই অন্তর্গত। তাকদীরের ওপর বিশ্বাস রেখে যে কঠোরভাবে ঈমানের দাবী পূরণে অগ্রসর হয় সেই খোদার নিকট অধিক প্রিয়। কাজেই এ নীতি অবলম্বন করাই প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

উনপঞ্চাশতম অধ্যায়

كتاب العلم

কিতাবুল 'ইলম

অনুচ্ছেদ : ১

"মুতাশাবিহ্" আয়াতের অনুকরণ নিষেধ ও অনুসরণকারীর প্রতি সতর্ক করা এবং কুরআনে মতভেদ করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [آل عمران:٧] . قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ».

৬৫৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন : "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আপনার উপর মহাগ্রন্থ (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন যার কিয়দংশ সুস্পষ্ট আয়াত, বস্তুত: এগুলোই কিতাবের মূল অংশ, এবং কিছু অংশ দুর্বোধ। কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা (বিকৃত মনোভাব) রয়েছে তারা তন্মধ্যে দুর্বোধ আয়াতসমূহের অনুকরণ করে বিশৃংখলার উদ্দেশ্যে ও সেগুলোর মূল অর্থ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। অথচ এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। এবং যাঁরা ইলমে দক্ষ ও পরিপক্ক তাঁরা বলেন, আমরা এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এ সবই আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে নাযিলকৃত। বস্তুত: প্রকৃত জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"। তিনি (আয়েশা রা.) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা ওসব লোক দেখতে পাবে যারা দুর্বোধ আয়াতসমূহের পেছনে লেগে আছে (তখন বুঝবে) এরাই ওসব লোক যাদেরকে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা ওদের থেকে সাবধান থাক।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ

ابْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ».

৬৫৮৬। আবু ইমরান জাওহী বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ বিন রিবাহ আনসারী লিখেছেন, আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন, একদিন প্রত্যুষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) এমন দু'ব্যক্তির আওয়াজ শুনলেন যারা কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে মতভেদ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এভাবে বেরিয়ে আসলেন যে, তাঁর পবিত্র চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি আসমানী কিতাবে মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا».

৬৫৮৭। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন পাঠ কর যা তোমাদের অন্তরে খাপ খায়। আর যখন তোমরা এতে মতভেদ কর তখন তা থেকে বিরত থাক।

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا».

৬৫৮৮। আবু ইমরান জাওনী আবদুল্লাহর পুত্র জুনদুব হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন পাঠ কর যা তোমাদের অন্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়, আর যখন তাতে মতভেদ কর তখন তা থেকে বিরত থাক।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا جُنْدَبٌ، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْكُوفَةِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

৬৫৮৯। আবু ইমরান বলেন, আমরা যখন কুফা নগরীতে সবেমাত্র তরুণ যুবক তখন জুন্দুব (রা) আমাদের নিকট বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন পাঠ কর... বাকী তাদের পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ».

৬৫৯০। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় লোক অধিক তর্কবিতর্ককারী ব্যক্তি।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! آلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ «فَمَنْ؟».

৬৫৯১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ও সম্প্রদায়ের নীতি ও পন্থাকে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে (হুবহু) অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও অবশ্য তাদের অনুকরণ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি কি ইয়াহুদী-খৃস্টানদের কথা বলেছেন? তিনি বললেন : তবে আর কারা? (পূর্ববর্তী সম্প্রদায় বলতে তিনি ইয়াহুদী-খৃস্টানকেই বুঝিয়েছেন)।

حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬৫৯২। যায়েদ বিন আসলাম থেকেও এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[قَالَ أَبُو إِسْحَٰقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ [بْنِ يَسَارٍ]، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، نَحْوَهُ.

৬৫৯৩। যায়েদ বিন আসলাম আতা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ

غِيَاثٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ طَلْقِ ابْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا.

৬৫৯৪। আহনাফ বিন কায়েস আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোড়াপন্থী সীমা লংঘনকারীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

অনুচ্ছেদ : ২

শেষ যামানায় 'ইলম উঠে যাওয়া, ছিনিয়ে নেয়া ও বর্বরতা বিশৃংখলা প্রকাশ পাওয়া।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَى».

৬৫৯৫। হযরত আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাতের আলামতসমূহের মধ্যে কতিপয় আলামত এই যে, ইলমে দীন উঠে যাবে ও মূর্খতা বর্বরতা ছেয়ে যাবে, মদ্যপান এবং ব্যভিচার ব্যাপকভাবে দেখা দিবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعَهُ مِنْهُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَى، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ، وَتَبْقَى النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ».

৬৫৯৬। হযরত মালিক বিন আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনাব যা আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? আমার পরে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিজ কানে শুনে তোমাদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করবে না। তা হচ্ছে : কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম আলামত এই যে, ইলমে দীন উঠে যাবে। মূর্খতা প্রকাশিত হবে এবং প্রকাশ্য ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হবে ও মদ্যপানের প্রচলন হবে, পুরুষদের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি ৫০ জন নারীর জন্য একজন স্বামী হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ وَعَبْدَةَ: لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৬৫৯৭। ইবনে বিশর ও আবদাহ বর্ণিত হাদীসে আছে, আমার পরে কেউ তোমাদের নিকট এ হাদীস সরাসরি বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... অতঃপর পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَىٰ فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا، يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ».

৬৫৯৮। আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মুসার সাথে বসা ছিলাম। তখন তারা উভয়ে বললেন, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বে এমন একটা যামানা আসবে যাতে ইলম উঠে যাবে ও মূর্খতা ছেয়ে যাবে এবং রক্তপাত বেড়ে যাবে। "আল্‌হারজু" শব্দের অর্থ কতল বা হত্যাকাণ্ড।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَىٰ، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ.

৬৫৯৯। প্রথমোক্ত সনদে আবদুল্লাহ ও আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... ২য় সনদে শাকীক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসার সঙ্গে তাঁদের বাক্যালাপ

চলাকালে বড় অবস্থায় বসা ছিলাম তখন তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... ওয়াকী ও ইবনে নুমায়েরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحٰقُ الْحَنْظَلِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬৬০০। উপরের সূত্রেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَىٰ، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬৬০১। আবু ওয়ায়েল বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসার সঙ্গে উভয়ের বাক্যালাপ রত অবস্থায় বসা ছিলাম। তখন আবু মূসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... অতঃপর উপরের হাদীস সদৃশ।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ». [راجع: ٣٩٦]

৬৬০২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যামানা ক্রমশঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী হচ্ছে, এবং ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, অরাজকতা বিশৃংখলা প্রকাশ পাবে, (মানুষের অন্তরে) কার্পণ্য ঢেলে দেয়া হবে এবং রক্তপাত বেশী হবে। উপস্থিত সাহাবা জিজ্ঞেস করেন, "আল্ হারজু" কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, কতল বা হত্যাকাণ্ড।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

৬৬০৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যামানা (কিয়ামতের) নিকটবর্তী হচ্ছে এবং ইলম হ্রাস পাবে... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস সদৃশ উল্লেখ করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا.

৬৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যামানা (ক্রমশঃ) কিয়ামতের নিকটবর্তী হচ্ছে এবং ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর বর্ণিত হাদীস্ সদৃশ উল্লেখ করেন। উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا: أَخْبَرَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا: «وَيُلْقَى الشُّحُّ».

৬৬০৫। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে যুহরী হুমায়েদ ও আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কেবল তারা "কার্পণ্য ঢেলে দেয়া হবে" এ কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

৬৬০৬। হিশাম বিন উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ ইলমে দীনকে মানুষ থেকে টেনে উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে

নেবেন। এমনকি যখন কোন আলেমকে বাকী রাখবেন না তখন মানুষ মূর্খ লোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে (দীনের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন তারা ইলম ছাড়া ফতওয়া দিবে। এর ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষকেও পথভ্রষ্ট করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ.

৬৬০৭। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে প্রত্যেকে হিশাম বিন উরওয়া থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, জারীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উমার বিন আলী তাঁর হাদীসে এ কথাটুকুও বলেছেন, "অতঃপর আমি আবদুল্লাহ বিন আমরের সাথে এক বছরের মাথায় সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি এ হাদীসটুকু পূর্বের ন্যায় পুনঃব্যক্ত করলেন এবং বললেন, আমি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি"।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي جَعْفَرٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

৬৬০৮। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... হিশাম বিন্ উরওয়ার হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! بَلَغَنِي: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ، فَالْقَهُ فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كَثِيرًا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ».

قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذٰلِكَ، أَعْظَمَتْ ذٰلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ، قَالَتْ: أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هٰذَا؟

قَالَ عُرْوَةُ: حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَابِلٌ، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ، فَالْقَهُ، ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّىٰ تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ، قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ، فِي مَرَّتِهِ الْأُولَىٰ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذٰلِكَ، قَالَتْ: مَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ.

৬৬০৯। উরওয়া বিন যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আয়েশা (রা) সম্বোধন করে বলেন, হে ভাগ্নে! আমার কাছে খবর এল যে, আবদুল্লাহ বিন আমর আমাদের কাছ দিয়ে হজ্জে যাবেন। অতএব তার সাথে দেখা কর এবং কিছু কথা জিজ্ঞেস কর। কেননা সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক ইলম অর্জন করেছে।

উরওয়া বলেন, অতঃপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন। উরওয়া বলেন, তাঁর উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে ছিল জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইলমে দীনকে মানুষ থেকে টেনে টেনে ছিনিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেবেন। ফলে ইলম তাদের সাথে উঠে যাবে। অবশেষে মানুষের মধ্যে মূর্খ জাহেল নেতা বিদ্যমান থাকবে। তারা বিনা ইলমে ফতওয়া দিবে। এতে তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া বলেন, যখন আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে এ হাদীস শুনালাম, তিনি এ কথাটাকে বিরাট মনে করে অস্বীকার করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর কি তোমার কাছে বলেছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছে? উরওয়া বলেন, এরপর যখন হজ্জ

শেষে আবদুল্লাহ ফিরে আসলেন, তখন হযরত আয়েশা তাকে বললেন, আবদুল্লাহ বিন আমর এসে গেছে। এখন তার সাথে সাক্ষাৎ কর। অতঃপর তাঁর সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে তাঁকে ঐ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা সে ইলম সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। উরওয়া বলেন, তারপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি ঠিক প্রথমবারে যেভাবে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন সেভাবেই উল্লেখ করলেন। উরওয়া বলেন, অবশেষে আমি যখন হযরত আয়েশা (রা)-কে এ বিষয়ে পুনরায় জানালাম তখন তিনি বললেন, আমার মনে হয় সে সত্যই বলেছে, আমার ধারণা সে এতে কিছু বাড়িয়ে বলেনি বা কিছু কমিয়েও বলেনি।

টীকা : হযরত আয়েশা (রা) এ কথাটাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি। যেহেতু কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে এটা একটা অন্যতম আলামত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও ভবিষ্যৎ বাণী অবিকল জানার জন্য তিনি উরওয়াকে দু'বার আবদুল্লাহ বিন আমরের কাছে পাঠিয়েছেন। পরে উরওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি তা গ্রহণ করে নিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩

যে ব্যক্তি সুপ্রথা অথবা কুপ্রথা চালু করে এবং যে সঠিক পথে অথবা ভ্রান্ত পথে আহ্বান করে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَرَأَىٰ سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلى الصَّدَقَةِ، فَأَبْطَؤُوا عَنْهُ، حَتَّىٰ رُؤِيَ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِهِ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّىٰ عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». [راجع: ٢٣٥١]

৬৬১০। জারীর বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কিছুসংখ্যক বেদুঈন কম্বল পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

আসল। রাসূল তাদের দুরবস্থা দেখলেন। তারা ভীষণ অভাবগ্রস্ত ছিল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে সদকার জন্যে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু তারা এ কাজে কিছুটা বিলম্ব করল। এতে নবীজীর চেহারায় কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হল। জারীর বলেন, কিছুক্ষণপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একটা রূপার থলি নিয়ে আসলো। তারপর আর একজন আসলেন। অতঃপর একে একে অনেকে দান করলেন। এতে নবী (সা)-এর চেহারায় প্রসন্নভাব ফুটে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন : যে ইসলামের কোন উত্তম নিয়ম চালু করে যা পরবর্তী সময় মানুষ অনুসরণ করে চলে তার জন্যে অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লিখা হয়। এবং অনুসরণকারীদের পুণ্য থেকে সামান্য কিছুও কমান হয় না। অপর দিকে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নিয়ম চালু করে যা পরবর্তী সময় মানুষ অনুসরণ করে, তার উপর সকল অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পাপ লিখা হয় এবং অনুসরণকারীদের পাপও কোন অংশে কমান হবে না।

حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ. بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

৬৬১১। জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন এবং সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন।... জারীরের পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ» ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

৬৬১২। জারীর বিন আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন বান্দাহ যখন কোন মহৎ আদর্শ স্থাপন করে যা পরবর্তী সময় পালন করা হয়... অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেন।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ [الْأُمَوِيُّ] قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي

قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ.

৬৬১৩। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে উপরোক্ত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحيى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

৬৬১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করে তার জন্যে পরবর্তী সকল অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব নির্ধারিত হবে। এ অতিরিক্ত পুণ্য অনুসারীদের পুণ্যকে মোটেই হ্রাস করবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রান্ত পথে আহ্বান করে তার উপর পরবর্তী সকল অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপ আবর্তিত হবে। তার এ অতিরিক্ত পাপ অনুসারীদের পাপকে মোটেই হ্রাস করবে না।

টীকা : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জগতে যে যেই আদর্শ স্থাপন করবে চাই তা কল্যাণকর হোক বা অকল্যাণকর তাকে তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। যদি তা মহৎ কল্যাণকর হয় তবে সে তার পুরস্কার ও ফলাফল যুগ যুগ ধরে পেতে থাকবে। অন্যথায় সকল পাপের বোঝা তাকে বহন করতে হবে। অবশ্য যারা জেনে শুনে সে আদর্শকে গ্রহণ করবে ও পালন করবে তারাও নিজ কৃতকর্মের সুফল বা কুফল অবশ্যই লাভ করবে।

পঞ্চাশতম অধ্যায়

كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار

যিকির, দু'আ, তওবা ও ইস্তেগফারের বিবরণ

অনুচ্ছেদ : ১

আল্লাহর যিকিরের প্রতি উৎসাহিত করার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». [انظر: ٦٨٢٩، ٦٩٥٢]

৬৬১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে থাকে আমি বান্দার সে ধারণার নিকটেই আছি। অর্থাৎ সে ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি। এবং বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গেই থাকি। বান্দাহ যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে নিজে নিজে স্মরণ করি আর সে যদি কোন জনসমষ্টি নিয়ে স্মরণ করে তবে আমিও বিশেষ দল নিয়ে স্মরণ করি যা তাদের জনসমষ্টি থেকে উত্তম। বান্দাহ যখন এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, তখন আমি একহাত তার নিকটবর্তী হই। আর একহাত অগ্রসর হলে আমি দু'হাত অগ্রসর হই। সে যদি ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হয় তখন আমি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসি।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী হওয়া ও বান্দার দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহ বান্দার প্রতি নাযিল করা। এবং দ্রুত এগিয়ে আসার অর্থও তাড়াতাড়ি রহমত নাযিল করা। কেননা তিনি তো সর্বত্র সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ বান্দার অতি নিকটে বিরাজমান।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا».

৬৬১৬। আবু মুয়াবিয়া 'আমাশ থেকে এ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে তিনি এ কথাটুকু উল্লেখ করেননি "আর যদি বান্দাহ একহাত অগ্রসর হয়, তবে আমি দু'হাত অগ্রসর হই।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدٌ بِشِبْرٍ، تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ، تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ، جِئْتُهُ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ».

৬৬১৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, যখন আমার বান্দা এক বিঘত অগ্রসর হয়ে আমার সাথে মিলিত হয় তখন আমি একহাত অগ্রসর হয়ে তাকে সাক্ষাৎ দান করি। আর যখন এক হাত অগ্রসর হয়ে আমার নিকটে আসে, আমি দু'হাত এগিয়ে সাক্ষাৎ দান করি। আর যখন দু'হাত এগিয়ে আসে তখন আমি তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে তার কাছে আসি।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَىٰ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا، هٰذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ».

৬৬১৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, তখন "জুমদান" নামক একটা পাহাড়ে উপনীত হয়ে তিনি বললেন, তোমরা ভ্রমণ কর, এটি "জুমদান" পাহাড়। (মনে রেখ) নির্জনবাসীরা আগে বেড়ে গেছে। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নির্জনবাসী কারা? উত্তরে বললেন, বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরে রত পুরুষ ও নারী।

অনুচ্ছেদ : ২

আল্লাহর নামসমূহের বর্ণনা ও যারা এগুলো আয়ত্ত করে তাদের মর্যাদার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ [بْنُ عُيَيْنَةَ]

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَاللهُ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: «مَنْ أَحْصَاهَا».

৬৬১৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। অনন্তর আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

ইবনে আবী উমারের রেওয়াতে من حفظها এর পরিবর্তে من احصاها বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّهُ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ».

৬৬২০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর নিরানব্বইট নাম আছে অর্থাৎ এক কম একশত। যে ব্যক্তি এগুলো আয়ত্ত করে নেয় সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হাম্মাম (র) এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন, "আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন"।

অনুচ্ছেদ : ৩

দু'আয় দৃঢ়তা প্রকাশ করা ও 'তুমি যদি ইচ্ছা কর' না বলার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،

جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلِ: اللَّهُمَّ! إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ».

৬৬২১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আল্লাহর কাছে দু'আ করে তখন দৃঢ়তা

সহকারে দু'আ করা উচিৎ এবং এ কথা বলা উচিৎ নয় যে "হে আল্লাহ তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমাকে দান কর" কেননা, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। বান্দাহ পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তাঁর মহান দরবারে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তা অবশ্যই মঞ্জুর করেন। এতে বান্দার মনে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকা উচিৎ নয়। কোন কিছুই আল্লাহর জন্য অসম্ভব নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ

قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ [لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

৬৬২২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে তখন এভাবে বলা উচিৎ নয়, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর যদি তোমার ইচ্ছা হয়। বরং বড় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। কেননা আল্লাহ এমন এক সত্তা যে কোন কিছুই দান করা তাঁর পক্ষে দুষ্কর নয়।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ

ابْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ، لَا مُكْرِهَ لَهُ».

৬৬২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ দু'আ করতে এরূপ কখনও বলবে না, "হে আল্লাহ! তুমি যদি ইচ্ছা কর আমাকে ক্ষমা কর, তুমি যদি ইচ্ছা কর আমার প্রতি অনুগ্রহ কর বরং দৃঢ়তা সহকারে দু'আ করবে। কেননা মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাঁর প্রতি কোন প্রকার চাপ নেই, কোন বাধা নেই।

অনুচ্ছেদ : ৪

কোন কষ্টে নিপতিত হওয়ার দরুন মৃত্যু কামনা করা অনুচিৎ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلِ: اللّٰهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».

৬৬২৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন কষ্টে নিপতিত হওয়ার দরুন কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। একান্তই যদি কামনা করতে হয় তবে এরূপ বলা উচিৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতদিন আমার বেঁচে থাকা মঙ্গলজনক হয়, এবং মৃত্যু দান কর যখন মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়।

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛

ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ».

৬৬২৫। এ সূত্রেও হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস রেওয়ায়েত করেন। কেবল এ সূত্রে বলা হয়েছে : من ضر اصابه ।

حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ:

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ وَأَنَسٌ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ» لَتَمَنَّيْتُهُ.

৬৬২৬। নযর বিন আনাস থেকে বর্ণিত, তখন হযরত আনাসও (রা) জীবিত ছিলেন। নযর বলেন, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা না বলতেন যে, তোমাদের কেউ কখনও মৃত্যু কামনা করবে না, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَىٰ سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَوْ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ، لَدَعَوْتُ بِهِ.

৬৬২৭। কায়েস বিন আবু হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত খাব্বাব (রা) এর নিকট এমতাবস্থায় গেলাম, যখন (তিনি ব্যথা যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন) তাঁর পেটে সাতবার আগুনের সেক লাগিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম।

حَدَّثَنَاه إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৬২৮। উপরের বিভিন্ন সূত্রে প্রত্যেকে ইসমাঈল থেকে এ সূত্রধারা বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا».

৬৬২৯। হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তন্মধ্যে এ কয়টি হাদীসও প্রণিধানযোগ্য– অতঃপর তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি এই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কখনও মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে। ২য় এই যে, তোমাদের কেউ যখন মরে যায় তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। ৩য় এই যে, প্রকৃত মুমিনের আয়ু তার মঙ্গলই বাড়িয়ে দেয় (অর্থাৎ মুমিন বেঁচে থাকাটা তার জন্যে কল্যাণকর, অতএব কখনও মৃত্যু কামনা করা উচিৎ নয়)।

অনুচ্ছেদ : ৫

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে পছন্দ করে আল্লাহও তার মিলনকে পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

৬৬৩০। হযরত উবাদাহ বিন সামিত হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পছন্দ করে আল্লাহও তার মিলনকে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬৬৩১। কাতাদা (রা) বলেন, আমি আনাস বিন মালিককে উবাদাহ বিন সামিত থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি উবাদাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، فَقَالَ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

৬৬৩২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পছন্দ করে আল্লাহও তার মিলনকে পছন্দ করেন আর যে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। এতদশ্রবণে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মৃত্যুকে অপছন্দ করা? আমাদের মধ্যে তো সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করে। রাসূল (সা) বললেন, ব্যাপারটা তা নয়। বরং মুমিন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি ও তাঁর বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী হয়। অতএব আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন।

অপর পক্ষে কাফির ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করে। অতএব আল্লাহও তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন না।

حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ».

৬৬৩৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন, আর যে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাত পছন্দ করেন না। এবং মৃত্যু আল্লাহর সাক্ষাতের পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে।

حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ: حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِيءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

৬৬৩৪। এ সূত্রেও হযরত আয়েশা (রা) শুরাইহকে জানিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ কথা বলেছেন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا، إِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَلٰكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ، وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ، وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ، وَتَشَنَّجَتِ الْأَصَابِعُ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ، مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

৬৬৩৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন এবং যে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাত পছন্দ করেন না।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনাকারী রাবী শুরাইহ্ বলেন, এ হাদীস শুনে আমি হযরত আয়েশার (রা) নিকট এসে বললাম : হে উম্মুল মুমিনীন, আমি আবু হুরায়রাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটা হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যদি ব্যাপারটা এই হয় তবে তো আমরা বরবাদ হয়ে গেলাম। হযরত আয়েশা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী যারা বরবাদ হওয়ার বরবাদ হবে। সে কথা কি? শুরাইহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতের অনুরাগী আল্লাহ তার সাক্ষাতের অভিলাষী। আর যে আল্লাহর সাক্ষাতে অনাগ্রহী আল্লাহও তার সাক্ষাতে অনাগ্রহী। আমাদের মধ্যে তো এমন কেউ নেই যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটুকু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয়, যা তুমি ধারণা করছ। বরং যখন মৃত্যুর পূর্বে চোখ উপরের দিকে উঠে যায়, বুক ধড়ফড় করতে থাকে, লোমকুপ শিউরে উঠে, এবং অঙ্গুলি সংকুচিত হয় ঐ সময় যে আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন এবং যে তখন আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাত পছন্দ করেন না।

টীকা : হযরত আয়েশার ভাষ্য অনুযায়ী এ হাদীস অন্তিম ও মুমূর্ষু অবস্থায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে প্রতিটি বান্দার চোখের সামনে তার শেষ ঠিকানা বেহেশ্ত বা দোযখ উদ্ভাসিত হয়। পুণ্যবান ব্যক্তি তার মনোরম শান্তিময় ঠিকানা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তার আত্মা প্রলুব্ধ হয়। অপরদিকে কাফের ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আযাব ও অশান্তিময় অবস্থা দেখে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে তা থেকে পালাতে চায়। অতঃপর আল্লাহ মুমিন ও পুণ্যবান ব্যক্তির আত্মাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং কাফির ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির আত্মার প্রতি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করে না। উপরোক্ত হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। হযরত আয়েশার ভাষ্যও ঠিক তাই।

حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ [بْنُ إِبْرَاهِيمَ] الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبْثَرٍ. **حَدَّثَنَا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

৬৬৩৬। হযরত আবু মূসা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পছন্দ করে আল্লাহ তার মিলনকে পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করে আল্লাহ তার মিলনকে অপছন্দ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

যিকির, দু'আর ফযিলত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي». [راجع: ٦٨٠٥]

৬৬৩৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে

যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি সে ধারণার নিকটে আছি। অর্থাৎ বান্দার ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি। এবং আমি বান্দার সাথে আছি যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا - أَوْ بُوعًا - وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».

৬৬৩৮। হযরত আনাস বিন মালিক (রা) আবু হুরায়রা থেকে ও আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, আমার বন্দাহ যখন এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি একহাত তার নিকটবর্তী হই আমি দু'হাত তার নিকটবর্তী হই। আর যখন সে আমার দিকে ধীর পদক্ষেপে আর যখন সে এক হাত আমার নিকটবর্তী হয় তখন আমি দ্রুতগতিতে তার দিকে এগিয়ে যাই।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «إِذَا أَتَانِي يَمْشِي، [أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً]».

৬৬৩৯। মু'তামির তার পিতা থেকে এ সূত্রধারায়ই বর্ণনা করেন, তবে তিনি একথাটুকু উল্লেখ করেননি– "যখন আমার দিকে ধীর পদক্ষেপে আসে।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».

৬৬৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি তার ধারণার নিকটেই আছি এবং বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে সমষ্টিগতভাবে স্মরণ করে

তখন আমিও তাকে এমন এক দলের মাঝে স্মরণ করি যা তাদের দল থেকে অতি উত্তম। বান্দাহ যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই। আর যদি সে আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই এবং বান্দাহ যদি আমার দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসে, তবে আমি দ্রুতগতিতে তার দিকে এগিয়ে যাই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».

৬৬৪১। হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মহামহিম আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি একটা পুণ্যের কাজ করে তার জন্যে (আমার কাছে) দশগুণ পুণ্যের সওয়াব নির্ধারিত আছে বরং আমি আরও বর্ধিত করি কিন্তু যে ব্যক্তি একটা পাপের কাজ করে তার জন্যে মাত্র একটা পাপ বরাবর শাস্তি রয়েছে অথবা আমি মার্জনা করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে একহাত অগ্রসর হয় আমি দু'হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে ধীর পদক্ষেপে আসে আমি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি জমিনভর পাপরাশি নিয়ে আমার কাছে আসে অথচ আমার সাথে কোনকিছুকে শরীক করে না আমি সে পরিমাণ মাগফিরাত (ক্ষমা) নিয়ে তার কাছে আসি।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ».

৬৬৪২। আবু মুয়াবিয়া 'আমাশ থেকে এ সূত্রেই অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কেবল তিনি ازيد এর স্থলে او ازيد উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

দুনিয়াতে অগ্রিম শাস্তির জন্য প্রার্থনা করা অসমীচীন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى

الْحَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. كُنْتُ أَقُولُ: اللّٰهُمَّ! مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! لَا تُطِيقُهُ - أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلَا قُلْتَ: اللّٰهُمَّ! آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ، فَشَفَاهُ.

৬৬৪৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমান রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন দেখলেন উক্ত ব্যক্তি শুকিয়ে মুরগীর বাচ্চার ন্যায় হয়ে গেছে। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন কিছুর জন্যে দু'আ করেছিলে অথবা কোন কিছু আল্লাহর কাছে চেয়েছিলে? লোকটি বলল, জি হাঁ। আমি দু'আ করছিলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরকালে যে শাস্তি দিবে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি তো তা সহ্য করতে পারবে না বা তোমার সে ক্ষমতা হবে না। তুমি কেন এ কথা বললে না যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণের ব্যবস্থা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। আবু যার বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির জন্য দু'আ করলেন এবং আল্লাহ পাক তাকে আরোগ্য করলেন।

حَدَّثَنَاه عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ.

৬৬৪৪। হুমায়েদ এ সূত্রে وقنا عذاب النار পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং এর অতিরিক্ত উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ، وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ حُمَيْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللّٰهِ» وَلَمْ يَذْكُرْ: فَدَعَا اللهَ لَهُ: فَشَفَاهُ.

৬৬৪৫। হযরত আনাস (রা) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় তাকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঐ ব্যক্তি শুকিয়ে মুরগীর বাচ্চার ন্যায় হয়ে গেছে। হুমায়েদের হাদীসের সমঅর্থে কেবল এ কথাটুকু ব্যতিক্রম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমার আল্লাহর আযাবকে সহ্য করার কোন ক্ষমতা নেই।" এ

রেওয়ায়েতে আনাস (রা) এ অংশটুকু উল্লেখ করেননি। "অতঃপর তিনি তার জন্যে দু'আ করলেন এবং আল্লাহ তাকে আরোগ্য করলেন।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَالِمُ ابْنُ نوحٍ الْعَطَّارُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

৬৬৪৬। হযরত কাতাদা (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৮

যিকিরের মজলিসের ফযীলত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً، فُضُلًا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّىٰ يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا، أَيْ رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟، قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ! قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟، قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، قَالَ: يَقُولُونَ: رَبِّ! فِيهِمْ فُلَانٌ، عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

৬৬৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহর অসংখ্য ভ্রাম্যমান ফেরেশতা অতিরিক্ত আছে। যাঁরা যিকিরের মজলিশ অন্বেষণ করেন। সুতরাং তাঁরা যখন এমন কোন

মজলিশ পান যেখানে যিকির হচ্ছে তখন তাদের সাথে বসে যান এবং পরস্পর একে অপরকে বাহু দ্বারা ঘিরে ফেলেন। এমনকি প্রথম আসমান ও তাঁদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করে ফেলেন। অতঃপর যখন যিকিরকারীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তখন এসব ফেরেশতা আসমানে উঠে যান। রাসূল বলেন, অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত আছেন– তোমরা কোথা থেকে আসলে? তাঁরা বলেন, জমিনে অবস্থানরত আপনার কিছুসংখ্যক বান্দার নিকট থেকে যারা আপনার তসবীহ পাঠে রত ও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে, এবং আপনার একত্ব ঘোষণা করছে, আপনার প্রশংসায় রত আছে। আর তারা আপনার কাছে প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কি প্রার্থনা করছে? তারা বলেন, তারা আপনার বেহেশত প্রার্থনা করছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার বেহেশত দেখেছে? তাঁরা উত্তর করেন, না হে প্রভু! আল্লাহ বলেন, যদি তারা বেহেশত দেখতে পেত তবে কেমন হতো? ফেরেশতাদল বলেন, এবং তারা আপনার কাছে আশ্রয় চায়। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কিসের থেকে আশ্রয় চায়? তারা বলেন, আপনার দোযখ থেকে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার দোযখ দেখতে পেয়েছে? তারা বলেন, না হে প্রভু! আল্লাহ বলেন, তারা যদি আমার দোযখ দেখতো তবে অবস্থা কেমন হতো?

ফেরেশতা বলেন, এবং তারা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে। রাসূল বলেন, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা যা চেয়েছে তা দান করলাম এবং তারা যে বস্তু থেকে আশ্রয় চেয়েছে তাদেরকে আশ্রয় দান করলাম।

রাসূল বলেন, অতঃপর ফেরেশতারা বলেন, অমুক বান্দাহ গুনাহগার, এ মজলিসের পাশ দিয়ে যেতে এদের সাথে বসে গেছে। তখন আল্লাহ বলেন, তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন একটি পবিত্র দল এ দলের সাহচর্য লাভকারীও বঞ্চিত হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৯

উপরোক্ত দু'আ পড়ার ফযীলত।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا: أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ؟ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ، دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ، دَعَا بِهَا فِيهِ.

৬৬৪৮। হযরত আবদুল আজীজ বিন সুহায়েব বলেন, হযরত কাতাদাহ হযরত আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দু'আ দ্বারা বেশীর ভাগ দু'আ করতেন? হযরত আনাস বলেন, বেশীর ভাগ তিনি এ দু'আ

করতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর ও পরকালেও কল্যাণ বিহিত কর এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।" কাতাদাহ বলেন, হযরত আনাস (রা) যখনই কোন দু'আ করার ইচ্ছা করতেন, এ দু'আ পড়তেন। অন্য কোন দু'আ করতে চাইলে এ দু'আর সাথে করতেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

৬৬৪৯। হযরত সাবিত (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, "হে প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর ও পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

অনুচ্ছেদ : ১০

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলা ও দু'আর ফযীলত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ، مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذٰلِكَ، حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ، مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৬৬৫০। হযরত আবু সালেহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দু'আ– "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইঈন কাদীর। দৈনিক একশ'বার পড়বে তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সওয়াব লাভ হবে ও তার জন্য একটি পুণ্য লিখা হবে, একশ'টি পাপ মোচন করা হবে এবং ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবে। এতটুকু আমল করে কেউ এর চেয়ে উত্তম কিছু পেশ করতে পারেনি কেবল যে এর চেয়ে অধিক আমল করেছে তার কথা স্বতন্ত্র। আর যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী" দৈনিক একশ' বার পাঠ করবে তার যাবতীয় পাপ মিটান হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হোক।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, এবাদত বন্দেগী, যিকির আযকারের দ্বারা যেসব গুনাহ মার্জনা করা হয় তা সগীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। যারা কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে তাদেরই যাবতীয় পাপ নফল এবাদত দ্বারা মাফ হয়ে থাকে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ، حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ».

৬৬৫১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা ও সন্ধ্যা বেলা "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" একশ' বার পড়বে কিয়ামত দিবসে কেউ এর চেয়ে উৎকৃষ্ট তসবীহ পেশ করতে পারবে না একমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে অনুরূপ তসবীহ পাঠ করেছে অথবা এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করেছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

৬৬৫২। হযরত আমর বিন মায়মুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দশবার "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর" এ দু'আ পাঠ করবে সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে, যে হযরত ইসমাঈলের বংশধর থেকে চার ব্যক্তিকে আযাদ করে দেয় (অর্থাৎ দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়)।

وَقَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ [خُثَيْمٍ]، بِمِثْلِ ذٰلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬৬৫৩। ইমাম শা'বী রবী বিন খাইসাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত রবী'কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, আমর বিন মায়মূন থেকে। তিনি (শা'বী) বলেন, অতঃপর আমি আমর বিন মায়মূনের নিকট গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, ইবনে আবী লাইলা থেকে। শা'বী বলেন, অতঃপর আমি ইবনে আবী লাইলার নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে, তিনি সরাসরি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ».

৬৬৫৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (রা) বলেছেন, দু'টি বাক্য এমন আছে যে জিহ্বার জন্য বেশ হাল্কা ও সহজ কিন্তু মিযানে খুব ভারী এবং দয়ালু আল্লাহর নিকট অতিশয় প্রিয়। সে দু'টি বাক্য হচ্ছে "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি" ও "সুবহানাল্লাহিল আযীম"।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ».

৬৬৫৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট এ তসবীহ পাঠ করা– "সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" আমার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু থেকে অধিক প্রিয় যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: عَلِّمْنِي

كَلَامًا أَقُولُهُ، قَالَ «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ». قَالَ: فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي».

قَالَ مُوسَىٰ: أَمَّا عَافِنِي، فَأَنَا أَتَوَهَّمُ وَمَا أَدْرِي، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَىٰ.

৬৬৫৬। হযরত মাসয়াব বিন সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা সা'দ বলেন, জনৈক মূর্খ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু দু'আ শিখায়ে দিন যা আমি নিয়মিত পাঠ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকালাহু, আল্লাহু আকবারু কাবীরা ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরা, ওয়াসুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম।" ঐ ব্যক্তি বলল, এগুলো তো আমার প্রতিপালকের জন্যে পড়ব আমার জন্য কি বলব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী ওয়ার যুক্নী। মূসা বলেন, তবে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গে "আফিনী" বলেছেন কিনা এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ, আমি সঠিক জানিনা। অবশ্য ইবনে আবীল লাইলা তাঁর হাদীসে মূসার এ উক্তিটি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي».

৬৬৫৭। আবু মালিকুল আশজায়ী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা ইসলামে দীক্ষিত হতো তাদেরকে এ দু'আ পাঠ শিখাতেন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ার যুক্নী।"

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي».

৬৬৫৮। আবু মালিকুল আশজায়ী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, কোন ব্যক্তি যখন ইসলামে দীক্ষিত হতো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাকে নামাজ শিখিয়ে দিতেন। তারপর তাকে এ কথাগুলো দিয়ে দু'আ করতে আদেশ করতেন, "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া আফিনী, ওয়ারযুক্নী।"

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي» وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ «فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ».

৬৬৫৯। হযরত আবু মালিক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছেন, একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে গিয়ে কিভাবে বলব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী, ওয়াআফিনী, ওয়ারযুকনী"। এ সময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী ছাড়া বাকী অঙ্গুলী একত্রিত করতেছিলেন, নিশ্চয়ই এ কথাগুলো তোমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাকে একসাথ করবে। (অর্থাৎ এ দু'আর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ হাত্রিল করতে পারবে)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ».

৬৬৬০। হযরত মাসয়াব বিন সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাজারটি পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে? উপস্থিত লোকজন থেকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, কিভাবে কেউ এক হাজার পুণ্য অর্জন করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একশত তসবীহ পাঠ করবে তাহলে তার জন্যে এক হাজার নেকী লিখা হবে ও তার থেকে এক হাজারটি পাপ মুছে দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ : ১১

কোরআন পাঠ ও যিকিরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার ফযীলত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

৬৬৬১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তির পার্থিব কষ্টসমূহের কোন কষ্ট দূর করবে মহান আল্লাহ তার কিয়ামত দিবসের কঠিন বিপদ দূর করবেন। এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন অসুবিধাগ্রস্ত লোকের অসুবিধাকে লাঘব করবে মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অসুবিধা দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আর মহান আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাহর সাহায্যে রত আছেন যতক্ষণ বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত আছে। আর যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে কোন রাস্তায় চলে মহান আল্লাহ তার জন্যে বেহেশতের রাস্তা সহজ করে দেন। আর কোন জনসমষ্টি যখন এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয় যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করবে, তার উপর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদেরকে রহমত আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং মহান আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ মখলুকের অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাঝে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যে ব্যক্তির আমল উপরোক্ত মহৎ কার্যাবলী থেকে পিছনে থাকবে, তার বংশ গৌরব তাকে আগে বাড়িয়ে দেবে না।

অর্থাৎ মহৎ কার্যাবলী দ্বারাই বান্দাহ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। কেবল বংশ গৌরব দ্বারা এ বিশেষ মর্যাদা লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح:
وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ:
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ
حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ.

৬৬৬২। এ সূত্রেও হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বোক্ত হাদীস আবু মুয়াবিয়ার হাদীস সদৃশ বর্ণিত হয়েছে। তবে আবু উসামা বর্ণিত হাদীসে "অসুবিধাগ্রস্ত লোকের অসুবিধা দূর করার" কথা উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنِ
الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛
أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ
اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

৬৬৬৩। শু'বা (রা) বলেন, আমি আবু ইসহাককে আবু মুসলিম আগার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে আবু মুসলিম বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) উভয়ের সপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁরা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন জনসমষ্টি যখন কোথাও বসে সুমহান আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয় তখন রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে ও রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তাদের উপর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয়। তদুপরি মহান আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ মখলুক ফেরেশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا
الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬৬৬৪। এ সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ
ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟

قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ، قَالَ: آللهِ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: **وَاللهِ!** مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، **وَمَا كَانَ** أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَىٰ حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «آللهِ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟» [قَالُوا: وَاللهِ! مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ]، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي؛ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ».

৬৬৬৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) মসজিদে অবস্থানরত একটি দলের নিকট উপনীত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে বসে আছ? তারা উত্তরে বলল, আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে। মুয়াবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, দোহাই আল্লাহর এ উদ্দেশ্যেই বসে আছ? তারা উত্তরে বলল, খোদার কসম, এ উদ্দেশ্যেই আমরা বসেছি। মুয়াবিয়া (রা) বললেন, আমি অবশ্য তোমাদেরকে অপবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের খোদার দোহাই দেইনি। মনে রেখ, আমার সমপর্যায়ের লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি দলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উদ্দেশ্যে বসে আছ? তারা উত্তরে বললেন, আমরা এ উদ্দেশ্যে বসে আছি যে, আল্লাহর যিকির করব এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করব, যেহেতু তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, দোহাই আল্লাহর এ উদ্দেশ্যে তোমরা বসে আছ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মনে রেখ, আমি তোমাদের প্রতি কোন অপবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খোদার দোহাই দেইনি বরং এইমাত্র হযরত জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে সংবাদ দিয়ে গেলেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন।

অনুচ্ছেদ : ১২

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাঁর কাছে বেশী যাচঞা করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

৬৬৬৬। হযরত আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আগার মুযানী থেকে, যিনি রাসূলে করীমের সাহচর্য লাভ করেছেন, বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার অন্তরে অনেক সময় আলস্যভাব জন্মে অথবা অস্থিরতা আসে। অতএব আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশ' বার ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

অনুচ্ছেদ : ১৩

তওবার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَغَرَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ - فِي الْيَوْمِ - مِائَةَ مَرَّةٍ».

৬৬৬৭। আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আগার (রা) থেকে শুনেছি যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের একজন সাহাবী ছিলেন, হযরত ইবনে উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা মহান আল্লাহর নিকট তওবা কর। আমি নিজেও আল্লাহর নিকট দৈনিক একশ' বার তওবা করি।

حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنِي أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৬৬৮। উপরোক্ত সূত্রে প্রত্যেকে শু'বা থেকে রেওয়ায়েত করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ».

৬৬৬৯। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সূত্রে সুলায়মান বিন হাইয়্যান, আবু মুয়াবিয়া, হাফস্ বিন্ গিয়াস প্রত্যেকে হিশাম থেকে এবং হিশাম বিন হাস্সান মুহাম্মদ বিন সিরীন থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) যে তওবা করবে আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করবেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

কতিপয় স্থান ছাড়া ক্ষীণ আওয়াজে যিকির করা উত্তম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَهُ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ» قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

৬৬৭০। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন সঙ্গী লোকেরা উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনি দিতে লাগল। তা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ জানের উপর সহজ কর। তোমরা অবশ্যই কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না বরং এমনি সত্তাকে ডাকছ যিনি সদা নিকটে আছেন এবং সবকিছু শ্রবণ করছেন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। রাবী (আবু মূসা) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে থেকে "লাহাওলা, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলছিলাম। এ শুনে নবী (সা) বললেন, হে আবদুল্লাহ বিন কায়েস! আমি কি তোমাকে বেহেশতের গুপ্ত ধনসমূহের একটি গুপ্তধনের কথা জানিয়ে দেব? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তৎপর তিনি বললেন, তাহলে বল– লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬৬৭১। ইবনে নুমায়ের, ইসহাক, আবু সাঈদ সবাই হাফস্ বিন গিয়াস থেকে এবং তিনি আসেম থেকে এ সূত্রধারায় অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٌ، كُلَّمَا عَلَا ثَنِيَّةً، نَادَىٰ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا» قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَىٰ! أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: مَا هِيَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

৬৬৭২। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন এবং তারা উঁচু টিলায় আরোহণ করতেছিলেন। রাবী (আবু মূসা) বলেন, ঐ সময় এক ব্যক্তি যখনই টিলার উপরে উঠছিল উচ্চস্বরে বলতে লাগল "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"। রাবী বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকছ না। (অতএব এত চিৎকারের প্রয়োজন নেই) রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবু মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ বিন কায়েস! আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য সম্পর্কে জানিয়ে দেব যা বেহেশতের গুপ্তধন? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি হে আল্লাহর রাসূল? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হচ্ছে : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৬৬৭৩। এ সূত্রেও আবু মূসা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর অনুরূপ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِمٍ.

৬৬৭৪। এ সূত্রেও আবু মূসা (রা) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম... এরপর আসেম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ

اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُم»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

৬৬৭৫। এ সূত্রে হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম, এরপর আবু মূসা বাকী হাদীস উল্লেখ করেন। এ বর্ণনায় তিনি রাসূলের এ কথাটুকু উদ্ধৃত করেছেন, "এবং তোমরা যে সত্তাকে ডাকছ তিনি তো তোমাদের অতি নিকটে বিরাজমান এমনকি তোমাদের সওয়ারীর (বাহনের) গর্দ্দানের চেয়েও নিকটে।" অবশ্য তার এ হাদীসে "লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" এ কথার উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَال: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ - أَوْ قَالَ - عَلَىٰ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَىٰ، فَقَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

৬৬৭৬। হযরত আবু মূসা আশ্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য সম্পর্কে জানিয়ে দেব যা বেহেশতের গুপ্তধন? অথবা তিনি বলেছেন, বেহেশতের গুপ্ত ধনসমূহের অন্যতম গুপ্তধন? আমি উত্তরে বললাম, অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, তা হচ্ছে, লাহাওলা, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অনুচ্ছেদ : ১৫

প্রার্থনা ও আশ্রয় চাওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا - وقَالَ قُتَيْبَةُ: كَثِيرًا - وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

৬৬৭৭। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর হযরত আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবু বাক্‌র) রাসূলুল্লাহর নিকট আরজ করলেন, আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাযের মধ্যে নিয়মিত পড়ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল–
"আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফ্সী যুলমান কাবীরা। কুতাইবা বলেন, 'কাসীরা'; ওয়ালা ইয়া গাফিরুয্যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন্ ইন্দিকা ওয়ারহামনী, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।"

وَحدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي وَفِي بَيْتِي، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ظُلْمًا كَثِيرًا»

৬৬৭৮। হযরত আমর বিন হারেস ইয়াজীদ বিন্ হাবীব থেকে এবং তিনি আবুল খায়ের থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবুল খায়ের) হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসকে বলতে শুনেছেন যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, হে রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযের মধ্যে এবং ঘরে নিয়মিত পড়ব। অতঃপর তিনি (আমর বিন আস) লাইসের হাদীস সদৃশ উল্লেখ করেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে তিনি বলেছেন, "যুলমান কাসীরা।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللّٰهُمَّ! فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللّٰهُمَّ! اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». [راجع: ١٣٢٥]

৬৬৭৯। হযরত হিশাম (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আসমূহ পাঠ করতেন : "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দোযখের আশান্তি ও দোযখের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। এবং কবরের অশান্তি ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। এবং ঐশ্বর্যের

মোহজনিত অপকারিতা ও দারিদ্রের অশান্তি জনিত অপকারিতা থেকে আশ্রয় চাই। এবং মসীহ দাজ্জালের বিভ্রান্তির অপকারিতা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমার ত্রুটিসমূহ বরফ ও কুয়াশার স্নিগ্ধ-শীতল পানি দ্বারা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। আমার অন্তরকে কলুষ কালিমা থেকে এভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করে দিয়েছ। তুমি আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝখানে এতুটুকু দুরত্ব সৃষ্টি কর যতটুটু ব্যবধান রেখেছ পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের মাঝখানে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অলসতা, বার্ধক্য, পাপাচার ও ঋণভার থেকে আশ্রয় চাই।"

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৬৬৮০। আবু মুয়াবিয়া ও ওয়াকী হিশাম থেকে এ সূত্রধারায়ই উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

৬৬৮১। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর অশান্তি থেকে আশ্রয় চাই।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا، وَالْبُخْلِ.

৬৬৮২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় বস্তু থেকে আশ্রয় চেয়েছেন, তা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সেই সাথে কার্পণ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ ابْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا هَرُونُ الْأَعْوَرُ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

৬৬৮৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আগুলো পাঠ করতেন :

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কার্পণ্য, অলসতা, নিকৃষ্ট জীবন-যাপন থেকে ও কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর অশান্তি থেকে আশ্রয় চাই।"

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ.

قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا.

৬৬৮৪। হযরত আবু সালেহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগ্যের মন্দ থেকে, দুর্ভাগ্য স্পর্শ করা থেকে, দুশমনদের আত্মপ্রাসাদ লাভ করা থেকে ও বিপদ-আপদের কষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।

হযরত আমর তাঁর হাদীসে বলেন, হযরত সুফিয়ান (রা) বলেছেন– আমার সন্দেহ যে, আমি এর মধ্য থেকে একটা বাড়িয়ে বলেছি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ».

৬৬৮৫। হযরত হারেস বিন ইয়াকুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (রা) তাঁকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি বুসর বিন সায়ীদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি হযরত খাওলা বিনতে হাকীমকে (রা) বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন অবস্থান গাহে অবতীর্ণ হয়ে এ দু'আ পড়ে– "আউজু বি কালেমাতিল্লাহিত্ তা'ম্মাতি মিন্ শাররি মা খালাকা"– কোন কিছুই তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না ঐ স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত।

وحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ،

كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ - قَالَ -: وأَخْبَرَنَا عَمْرٌو وَ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ، ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْهُ». قَالَ يَعْقُوبُ: وَقَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ ذَكْوَانَ،

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ».

৬৬৮৬। হযরত সা'দ আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি (খাওলা) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন মঞ্জিল বা অবস্থানাগারে অবতীর্ণ হয়, তখন এ দু'আ পড়া উচিত। "আউজু বি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা"– তাহলে ওখান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

হযরত ইয়াকুব বলেন, কা'ব বিন হাকীম যাকওয়ান্ থেকে ও যাকওয়ান আবু সালেহ থেকে, আবু সালেহ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গতরাত্রে আমাকে বিছা দংশন করার ফলে আমি কতইনা কষ্ট পেয়েছি! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহা! তুমি যদি সন্ধ্যার সময় এ দু'আটা পড়ে নিতে তবে তোমার কোন ক্ষতি হতো না। "আউজু বি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন্ শাররি মা খালাকা।"

وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَىٰ غَطَفَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

৬৬৮৭। হযরত জা'ফর হযরত ইয়াকুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াকুব তাঁর কাছে উল্লেখ করেছেন যে, গাতফান গোত্রের আজাদকৃত গোলাম আবু সালেহ তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বিছা দংশন করেছে... বাকী ইবনে ওয়াহাবের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ১৬

নিদ্রার সময় দু'আ পড়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ». قَالَ: فَرَدَّدْتُهُنَّ لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

৬৬৮৮। হযরত সা'দ বিন ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা' ইবনে আযিব (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি শয্যাগ্রহণ কর তখন তুমি নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নাও, অতঃপর ডানপাশে কাত হয়ে শয়ন কর। তারপর বল, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসলামতু ওয়াজহিয়া ইলাইকা, ওয়াফাওয়ায্তু আমরী ইলাইকা, ওয়ালজাতু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া বাহবাতাম ইলাইকা, লা-মালজাআ, ওয়ালা-মান্জাআ, মিন্কা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বি কিতাবিকাল্লাজী আন্যাল্তা ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাজী আরসালতা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে তোমার উপর সোপর্দ করলাম, আমি আমার পৃষ্ঠকে তোমারই দিকে ফিরালাম তোমারই কাছে আশা ও ভয় নিয়ে। তোমার কাছ ছাড়া কোন আশ্রয় নেই কোন রক্ষা নেই। আমি তোমার নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তোমার প্রেরিত পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি একথাগুলো (নিদ্রার আগে) তোমার শেষ কথা হিসেবে গ্রহণ কর। এরপর যদি তুমি ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ কর তবে তোমার মৃত্যু স্বভাবধর্ম

ইসলামের উপর হবে। রাবী (বারা ইবনে আযিব) বলেন, এ কথা শুনে আমি এ দু'আগুলো মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে বারবার মুখে আওড়াতে থাকলাম। (শেষের দিকে) আমি বললাম, "আমানতু বিরাসূলিকাল্লাজী আরসাল্‌তা।" নবী (সা) বললেন, বল "আমানতু বিনাবিয়্যিকাল্লাজী আরসালতা।"

وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَنْصُورًا أَتَمُّ حَدِيثًا، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ: «وَإِنْ أَصْبَحَ أَصَابَ خَيْرًا».

৬৬৮৯। হযরত আবদুল্লাহ বিন ইদ্রীস বলেন, আমি হোসাইন থেকে শুনেছি, তিনি হযরত সা'দ বিন উবায়দা (রা) থেকে তিনি বারা' আযিব (রা) থেকে এবং তিনি এ হাদীস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে মনসূর পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া হুসাইনের হাদীসে তিনি এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন– "আর যদি সকালে উঠে তবে সে মঙ্গলপ্রাপ্ত হবে (অর্থাৎ এ দু'আ পড়ে ঘুমালে মৃত্যু হলেও ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে আর জীবিত থাকলেও তার মঙ্গল হবে)।

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ» وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: مِنَ اللَّيْلِ.

৬৬৯০। হযরত আমর বিন মুররাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সা'দ বিন উবায়দা (রা)-কে হযরত বারা' ইবনে আযিব থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে আদেশ করেছেন, যখন সে রাত্রে শয্যাগ্রহণ করে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে তোমারই কাছে সোপর্দ করলাম, আমার চেহারাকে তোমারই দিকে ফিরালাম ও আমার পৃষ্ঠকে তোমারই কাছে রাখলাম এবং আমার কাজকে তোমারই উপর সোপর্দ করলাম একমাত্র তোমারই কাছে ভয় ও আশা নিয়ে। তোমার কাছে ছাড়া আর আমার কোন আশ্রয় ও

রক্ষা নেই। আমি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তোমার প্রেরিত রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এর পর যদি সে মারা যায় তবে তার মৃত্যু স্বভাবধর্মের (ইসলাম) উপর অবশ্যই হবে।

ইবনে বাশ্‌শার অবশ্য তাঁর হাদীসে 'মিনাল-লায়লি' শব্দ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ

عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: «يَا فُلَانُ! إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا».

৬৬৯১। হযরত বারা' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) জনৈক ব্যক্তিকে বলেছেন, "ওহে বাপু! যখন তুমি তোমার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করবে" এরপর আমর বিন মুররার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, তিনি "বিরাসূলিকাল্লাজী আরসালতা" এর স্থলে "বিনাবিয়্যাল্লাজী আরসালতা" বলেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এরপর যদি তুমি ঐ রাত্রেই মৃত্যুবরণ কর, তবে ইসলামের উপরই তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি ভোর বেলায় উঠ তবুও কল্যাণের অধিকারী হবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، قَالَ: «اللّٰهُمَّ! بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

৬৬৯২। হযরত আবু বাক্‌র বিন আবু মূসা (রা) হযরত বারা' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল তিনি যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন– "আল্লাহুম্মা বি ইসমিকা আহইয়া, ওয়া বিইসমিকা আমূতু" এবং যখন তিনি জাগ্রত হতেন, তখন তিনি বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌-নুশূর।"

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

نَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ،

قَالَ: «اللّٰهُمَّ! خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللّٰهُمَّ! [إِنِّي] أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.

৬৬৯৩। হযরত খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিসকে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে আদেশ করেছেন, সে যখন শয্যাগ্রহণ করে তখন যেন বলে, "আল্লাহুম্মা খালাকতা নাফ্সী ওয়াআনতা তাওয়াফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়ামাহইয়াহা। ইন্ আহইয়াইতাহা-ফাহফায্হা, ওয়াইন্ আমাত্তাহ, ফাগফির লাহা। আল্লাহুম্মা আস্আলুকাল আফিয়াতা।

একথা শুনে তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি কি হযরত উমার (রা) থেকে এ কথা শুনেছেন? তিনি (আবদুল্লাহ বিন উমার) উত্তরে বললেন, হযরত উমার (রা) থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর থেকে শুনেছি অর্থাৎ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি।

হযরত নাফে' তাঁর বর্ণনায় "আন্ আবদিল্লাহ ইবনিল হারিস" বলেছেন, 'সামি'তু' উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا، إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللّٰهُمَّ! أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» وَكَانَ يَرْوِي ذٰلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৬৬৯৪। হযরত সুহাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু সালেহ (রা) আমাদেরকে হুকুম দিতেন, যখন আমাদের কেউ ঘুমাতে ইচ্ছা করে সে যেন ডান পাশে কাত হয়ে শয়ন করে, অতঃপর বলে, "আল্লাহুম্মা রাব্বাস্সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদি ওয়ারাব্বাল আরশিল আযীম। রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিকাল

হাব্বি ওয়ান্নাওয়া, ওয়া মুনাযিযলাত্তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিলি ওয়াল ফুরক্বান। আউজুবিকা মিন্ শাররি কুল্লি শাইয়্যিন আনতা আ-খিযুন্ বিনাসিয়াতিহি। আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শাইউন, ওয়াআনতাল আখিরু, ফালাইসা বা'দাকা শাইয়্যুন। ওয়া আনতায্ যাহিরু ফালাইসা ফাওকাকা শাইউন, ওয়াআনতাল বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়্যুন আকদি আন্নাদ্যাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি।"

তদুপরি হযরত আবু সালেহ এ কথাগুলো হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি রেওয়ায়েত করতেন।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا، إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا أَنْ نَقُولَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ: «مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا».

৬৬৯৫। হযরত সুহাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করতেন, যখন আমরা শয্যাগ্রহণ করি যেন আমরা বলি... বাকী জারীরের হাদীসের অনুরূপ।

এর অতিরিক্ত তিনি বলেন, "মিন শাররি কুল্লি দা-ব্বাতিন, আনতা আ-খিযুন বিনাসিয়াতিহা।"

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا «قُولِي: اللّٰهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.

৬৬৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ফাতিমা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে একজন খাদেমের জন্য আবেদন জানালেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি বল– "আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস্ সাবয়ি" সুহাইলের হাদীসের অনুরূপ যা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى

فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ رَبِّي، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».

৬৬৯৭। আবু সা'য়ীদ মাকবরী (রা) তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নিজ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তার উচিৎ সে যেন চাদরের এক কোন্ নিয়ে বিছানাকে ঝেড়ে ফেলে এবং বিসমিল্লাহ পড়ে। কেননা সে জানেনা তার অজান্তে তার পরে তার বিছানায় কি হয়েছে (অর্থাৎ কোন বিষাক্ত কিছু বিছানার ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে)। অতঃপর সে যখন শুতে ইচ্ছা করে তখন ডান পাশে কাত হয়ে শোয়া উচিৎ এবং এ দু'আ পড়া উচিৎ : সুবহানাকা রাব্বী বিকা ওয়াদ্বা'তু জান্‌বী, ওয়াবিকা আরফাউহু। ইন্ আম্‌সাকতা নাফসী ফাগফিরলাহা ওয়াইন ইবাদাকাস্ সালিহীন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «ثُمَّ لْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، فَإِنْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا».

৬৬৯৮। এ সূত্রে হযরত উবায়দুল্লাহ বিন উমার থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং উবায়দুল্লাহ বলেন, অতঃপর বলবে– বিইসমিকা ওদ্বা'তু জান্‌বী; ফাইন আহইয়াইতা নাফসী ফারহাম্‌হা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ».

৬৬৯৯। হযরত সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন, তখন তিনি এভাবে বলতেন, "আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আত্‌য়ামানা, ওয়াসাক্বানা, ওয়াকাফানা, ওয়াআওয়ানা; ফাকাম মিম্মান, লা-কাফিয়া লাহু, ওয়ালা মু'বীয়া।"

অর্থাৎ সকল প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহর যিনি আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন, এবং আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন। অতএব ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি যার কোন দায়িত্ব বহণকারী ও আশ্রয়দাতা নেই।

অনুচ্ছেদ : ১৭

দু'আসমূহের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ اللهَ، قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

৬৭০০। হযরত ফারওয়া বিন নওফল আশযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে কি দু'আ করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলতেন– "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন্ শাররি মা 'আমিলতু ওয়ামিন্ শাররি মা লাম আ'মাল অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিতব্য যাবতীয় পাপ থেকে আশ্রয় চাই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

৬৭০১। হযরত ফারওয়া বিন নওফল (রা) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশাকে (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কৃত ও অকৃত যাবতীয় পাপ থেকে আশ্রয় চাই।"

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ «وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

৬৭০২। এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তবে মুহাম্মদ বিন জা'ফরের এ হাদীসে আছে, ওয়ামিন শাররি মা লাম আ'মাল।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ

نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

৬৭০৩। ফারওয়া বিন নওফল থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'আর মধ্যে প্রায়ই বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিন্ শাররি মা আমেলাতু ওয়াশাররি মালাম আ'লাম।"

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

ابْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ: حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ».

৬৭০৪। হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন "আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াইলাইকা আনাবতু, ওয়াবিকা খাসাম্‌তু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিইয্যাতিকা, লাইলাহা ইল্লা আনতা আন্ তুদিল্লানী। আনতাল্ হাইয়্যুল্লাযী লা-ইয়ামূতু, ওয়াল জিন্নু ওয়াল ইনসূ ইয়ামূতূনা।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে আত্মসমর্পন করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করলাম এবং তোমারই উপর ভরসা করলাম, তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম তোমারই সাহায্যে মোকাবিলা করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার ইয্যতের কাছে আশ্রয় চাই। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। দয়া করে আমাকে গোমরাহ করো না। তুমি এমন চিরজীবি সত্তা যে কখনও মরবে না অথচ জীন ইনসান সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ، يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ».

৬৭০৫। হযরত সুহাইল বিন আবু সালেহ (রা), তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে থাকতেন এবং রাত শেষ হয়ে আসত তখন তিনি

বলতেন, কোন শ্রবণকারী আল্লাহর প্রশংসা শ্রবণ করুক এবং আমাদের উপর উত্তম নেয়ামত সম্পর্কে সাক্ষী থাকুক। হে প্রতিপালক! তুমি আমাদের সঙ্গে থাক ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমি মহান আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয়প্রার্থী।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وعَمْدِي، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي، اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

৬৭০৬। হযরত আবু বুরদাহ বিন আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তার পিতা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ করতেন, "আল্লাহুম্মাগফির লী, খাতীআতী, ওয়াজাহ্লী, ওয়াইসরাফী ফী আমরী, ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লাহুম্মাগফিরলী জাদ্দী, ওয়া হায্লী, ওয়াখাতাঈ, ওয়াআমাদী, ওয়াকুল্লু যালিকা ইন্দি। আল্লাহুম্মাগফিরলী, মা ক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আনতাল মুকাদ্দামু ওয়াআনতাল মুআখ্খারু ওয়াআনতা আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার পাপাচার, অজ্ঞতা, কাজে সীমালংঘন ক্ষমা করে দাও এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশী অবগত সেগুলোও মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি মার্জনা কর আমার ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, পরিকল্পিত ও তামাশাজনিত গুনাহ। এ সবই আমার রয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি মার্জনা কর, যেসব গুনাহ আগে করেছি ও যা পরে করেছি। যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি। আর যেসব গুনাহ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশী অবগত। তুমি সবার আগে ও তুমি সবার পরে এবং তুমি সবকিছুর উপর শক্তিমান।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৭০৭। এ সূত্রে উপরের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْقُطَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ

الْمَاجِشُونِ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ».

৬৭০৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন– "আল্লাহুম্মা আস্‌লেহলী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইস্‌মাতু আমরী, ওয়াআস্‌লিহলী দুনইয়ায়াল্লাতী ফীহা মায়া'শী, ওয়াআস্‌লিহলী আখিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মায়া'দী। ওয়াজ্‌য়ালিল হাইয়াতা যিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খাইরিন, ওয়াজয়ালিল মাওতা রাহাতান লী মিন্ কুল্লি শাররিন।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনকে সুন্দর মার্জিত করে দাও যা আমার যাবতীয় কাজের রক্ষাকবচ এবং আমার দুনিয়াকে সুন্দর মার্জিত করে দাও যার মধ্যে আমার জীবিকা নিহিত আছে এবং আমার পরকালকে সুন্দর মার্জিত করে দাও যার মধ্যে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আমার হায়াতকে আমার জন্য প্রতিটি কল্যাণ পরিবর্ধনের কারণ বানিয়ে দাও এবং মৃত্যুকে আমার জন্যে প্রতিটি অকল্যাণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ».

৬৭০৯। এ সূত্রে আবু ইসহাক আবু আহ্ওয়াস্ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল হুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল্‌'অফাফা ওয়ালগিনা।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সঠিক পথনির্দেশ, খোদাভীরুতা ও চারিত্রিক নির্মলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّىٰ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: «وَالْعِفَّةَ».

৬৭১০। হযরত আবদুর রহমান (রা) হযরত সুফিয়ান (রা) থেকে, তিনি হযরত আবু

ইসহাক থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য এই যে, ইবনে মুসান্না তাঁর রেওয়ায়েতে "ওয়ালইফফাতা" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللّٰهُمَّ! آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا».

৬৭১১। হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আসেম (রা) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিস ও আবু উসমান মাহদী (রা) থেকে– তাঁরা উভয়ে হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রা) বলেন, আমি তোমাদের কাছে অবিকল তাই বলছি যা হযরত রাসূল করীম (সা) স্বয়ং বলতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল ইজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়াল হারামি, ওয়া আযাবিল কাবরি। আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা, ওয়াযাক্কিহা, আনতা খাইরু মান্ যাক্কাহা আনতা ওয়ালিয়্যুহা ও মাওলাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ান্ফায়ূ ওয়ামিন কালবিন লা ইয়াখশায়ূ ওয়ামিন নাফসিন লা তাশবায়, ওয়ামিন দাওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অসামর্থতা, অলসতা, হীনমন্যতা, কার্পণ্য ও বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে খোদাভীরুতা দান কর এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ কর। তুমি আত্মার সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, তুমি আত্মার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! তোমার কাছে এমন ইলম থেকে আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসবে না, এবং এমন অন্তঃকরণ থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, এমন আত্মা থেকে যা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। এবং এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ النَّخَعِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

إِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ [لِلّٰهِ]، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

قَالَ الْحَسَنُ: فَحَدَّثَنِي الزُّبَيْدُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هٰذَا: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّٰهُمَّ! أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ».

৬৭১২। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যার সময় বলতেন, "আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি ওয়ালহামদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু" অর্থাৎ 'আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম ও আল্লাহরই জন্যে রাজ্য ও প্রশংসা, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তাঁর কোন অংশীদার নেই।' হাসান বলেন, যুবায়েদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি এ হাদীসে ইবরাহীম থেকে এ কথাটুকুও মুখস্থ করেছেন, "লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।" অর্থাৎ তাঁরই রাজ্য ও তাঁরই একমাত্র প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান।

"আল্লাহুম্মা আসআলুকা খাইরা হাযিহিল লাইলাতি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি হাযিহিল লাইলাতি ওয়া শাররি মা-বা'দাহা।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কাসালি, ওয়াসূইল কিবরি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিন ফিন্নারি ওয়া আযাবিন ফিল কাবরি।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ রাত্রের কল্যাণ কামনা করি এবং এ রাত্রের অকল্যাণ থেকে ও পরবর্তী সময়ের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা ও অহংকারের খারাপ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দোযখের আযাব থেকে ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، والْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»، قَالَ: أُرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ! أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هٰذِهِ

اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ! أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ! أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ».

৬৭১৩। হযরত আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সন্ধ্যার সময় বলতেন, "আমসাইনা, ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু।"

আমার ধারণা, নবী (সা) এগুলোর সাথে এ কথাও যোগ করেছেন, "লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খাইরি মা-বা'দাহা। ওয়া আউযুবিকা মিন্ শাররি মা-ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়াশাররি মা-বা'দাহা। রাব্বি আউযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সূইল কিবরি, রাব্বি আউযুবিকা মিন্ আযাবিন ফিন্নারি ওয়া আযাবিন ফিল কাবরি।" এবং ভোর বেলায়ও তিনি ঐ দু'আ পড়তেন এবং সাথে বলতেন, "আসবাহ্না ওয়াসবাহাল মুলকু লিল্লাহ।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَىٰ الْمُلْكُ لِلَّهِ، والْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: وَزَادَنِي فِيهِ زُبَيْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

৬৭১৪। এ সূত্রেও আবদুর রহমান বিন্ ইয়াযীদ আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যার সময় বলতেন, "আমসাইনা ওয়া আম্‌সাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু।"

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খাইরি হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খাইরি মা ফীহা, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়াশাররি মা ফীহা।"

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়াসূইল কিবরি ওয়া ফিৎনাতিদ্দুনয়া ওয়া আযাবিল কাবরি।"

হাসান বিন উবায়দুল্লাহ বলেন, যুবায়েদ এখানে এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, আন আবদিল্লাহি রাফায়াহু আন্নাহু কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ

ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ».

৬৭১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এভাবে বলতেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আয়ায্যা জুনদাহু ওয়ানাসারা আবদাহু ওয়া গালাবাল আহ্যাবা ওয়াহদাহু, ফালা শাইআ বা'দাহু।"

অর্থাৎ, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি তাঁর বাহিনীকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, এবং তিনি একই বিপক্ষ দলসমূহকে পর্যুদস্ত করেছেন। এরপর আর কিছু নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا

ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلِ اللّٰهُمَّ! اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهُدَىٰ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ».

৬৭১৬। হযরত আবু বুরদাহ (রা) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আলী! তুমি এভাবে দু'আ কর, "আল্লাহুম্মা ইহদিনী ওয়াসাদ্দিদ্নী।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত কর এবং সোজা রাখ।" আর "হেদায়াত" বলার সময় সঠিক পথে পরিচালিত করার কথা স্মরণ কর ও "সোজা রাখা" বলার সময় তীরের ন্যায় সোজা করার কথা স্মরণ কর।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ،

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلِ اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالسَّدَادَ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৬৭১৭। হযরত আবদুল্লাহ বিন ইদ্রীস (রা) বলেন, আসেম বিন কুলাইব এ সূত্রে আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমাকে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি বল! "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস্সাদাদা।" অতঃপর আসেম পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

দিনের অগ্রভাগে ও নিদ্রার সময় তসবীহ পাঠের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

৬৭১৮। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত 'জুওয়াইরিয়াহ' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুষে ফজরের নামায পড়ে তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন, তখন তিনি (জুয়াইরিয়া) তাঁর জায়নামাযে বসা। অনেকক্ষণ বিলম্ব করে চাশ্তের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে দেখলেন তখনও হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) বসা আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এত সময় ঐ অবস্থায়ই বসা আছ যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে গেলাম? তিনি বললেন, জী হাঁ।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কথা তিনবার বলেছি। সেগুলো এতই মূল্যবান, আজ পর্যন্ত তুমি যত দু'আ পড়েছ, সবগুলো যদি এর সাথে ওজন দেয়া হয়, তবে এগুলোর ওজন ভারী হবে। সেগুলো হচ্ছে, "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, ওয়ারিদা নাফসিহী, ওয়াযিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ: مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ - غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ،

سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

৬৭১৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে নামায পড়ার সময় অথবা ভোরে নামায পড়ার পর তাঁর কাছ দিয়ে গমন করেন... এরপর প্রায় পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করেন, কেবল পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি বলেন, "সুবহানাল্লাহি আদা খালকিহী সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহী, সুবহানল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَىٰ مِنَ الرَّحَىٰ فِي يَدِهَا، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا - وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا - فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَىٰ مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَىٰ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».

৬৭২০। হযরত হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবী লাইলাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদের কাছে হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতিমা (রা) আটার চাক্কি ঘুরাতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেয়েছেন। এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কয়েদীর কাছে গেলেন। এসময় হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। হযরত আয়েশার (রা) সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁকে নিজের অসুবিধার কথা জানালেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তশরীফ আনলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে ফাতেমার (রা) আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমন সময় পৌঁছলেন যখন আমরা শয্যা গ্রহণ করলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে উঠতে যাচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্বস্ব স্থানে অবস্থান করার জন্যে ইশারা করলেন। তিনি এসে আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসে গেলেন যে তাঁর কদম মোবারকের শীতল স্পর্শ আমি আমার বুকে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বলেন আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব যা তোমাদের

আবেদনকৃত বস্তু (খাদেম) থেকে অতি উত্তম। শুন : যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ কর তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়বে ও ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহু পড়বে। এ আমলটুকু তোমাদের জন্যে খাদেম অপেক্ষা অতি উত্তম।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: «إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّيْلِ».

৬৭২১। উপরের বিভিন্ন সূত্রে ওয়াকী, মায়ায ও ইবনুল আবি আদী (র) প্রত্যেকে হযরত শু'বা (রা) থেকে এ সূত্রধারা অবলম্বন করেই বর্ণনা করেছে। এবং মায়াযের হাদীসে আছে, "ইযা আখায্তুমা মাদজায়াকুমা মিনাল লাইলি।"

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَلِيٌّ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قِيلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ.

وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟

৬৭২২। উপরোক্ত উভয় সূত্রে মুজাহিদ (রা) ইবনে আবী লাইলা থেকে, তিনি হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম (সা) থেকে হাকামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যা ইবনে আবী লাইলা থেকে বর্ণিত। তবে শেষোক্ত রেওয়ায়েতে তিনি (আলী) কিছু বাড়িয়ে বলেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা) থেকে একথা (তিন তসবীহর ফযীলত) শোনার পর থেকে কখনও তা ছাড়িনি। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "সিফফীন যুদ্ধের" রাতেও না? তিনি বললেন, সিফফীন যুদ্ধের রাতেও না। আতা বর্ণিত হাদীসে ইবনে আবী লাইলা বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, জঙ্গে সিফফীনের রাতেও না?

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ [يَعْنِي] ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، وَشَكَتِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: «مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا» قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِيْنَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ».

৬৭২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত ফাতিমা (রা) একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একটা খাদেমের জন্য আবেদন করলেন এবং কাজকর্মে নিজ অসুবিধার কথার জানালেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মা! আমার কাছে তো খাদেম পাবে না। তবে আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব যা খাদেম অপেক্ষা অতি উত্তম। তা হচ্ছে, তুমি ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়বে, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে যখন শয্যা গ্রহণ করবে।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৭২৪। সুহাইল (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

মোরগ আওয়াজ করার সময় দু'আ পড়া মুস্তাহাব।

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا».

৬৭২৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের আওয়াজ শোন তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর কেননা সে একজন ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার শব্দ শোন তখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহ চাও কেননা সে শয়তানকে দেখতে পেয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২০

বিপদের সময় দু'আর বর্ণনা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ سَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ:

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ».

৬৭২৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসিবতের সময় এ দু'আ পড়তেন– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমূল হালীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামওয়াতি ওয়াল আরদি, রাব্বুল আরশিল কারীম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَتَمُّ.

৬৭২৭। হিশাম থেকে এ সূত্রধারায় বর্ণিত হয়েছে। তবে মায়ায্ বিন্ হিশাম অধিক পূর্ণাঙ্গ।

وحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ - غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».

৬৭২৮। হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে আবুল আলিয়া রিয়াহী তাদেরকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব দু'আ পড়তেন এবং মুসিবতের সময় এগুলো বলতেন। এরপর মায়ায বিন হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। পার্থক্য এই যে, তিনি বলেছেন, "রাব্বুস সামওয়াতি ওয়াল আরদি"।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ - فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ مَعَهُنَّ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ».

৬৭২৯। আবুল আলিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা

দিত– এতটুকু বলে হযরত মায়াযের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। কেবল এ কথাগুলোর সাথে বাড়িয়েছেন– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল কারীম।"

অনুচ্ছেদ : ২২

'সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী' বলার ফযীলত।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ».

৬৭৩০। আবু আবদুল্লাহ জাসরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনুস্ সামিত থেকে, তিনি আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহকে (সা) কেউ জিজ্ঞেস করল কোন কথাটি সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, যে কথাটি মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্যে অথবা তাঁর বান্দাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। তা হচ্ছে "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ مِنْ عَنَزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ».

৬৭৩১। হযরত আবদুল্লাহ বিন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু যার বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন– আমি কি তোমাকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কথাটুকু জানিয়ে দেব? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কথাটুকু জানিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কথা হচ্ছে– "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামাদহী।"

অনুচ্ছেদ : ২৩

অসাক্ষাতে মুসলমানদের জন্য দু'আ করার ফযীলত।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوَكِيعِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ

أُمّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ». [انظر: ٦٩٣٠]

৬৭৩২। হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান বান্দা যখনই তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে ফেরেশতা সঙ্গে সঙ্গে বলে– "ওয়ালাকা বিমিস্‌লিন" অর্থাৎ তোমার জন্যও তেমন কল্যাণ হোক।

حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلِّمُ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ».

৬৭৩৩। হযরত তালহা বিন্ উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমার নিকট উম্মু দারদা (রা) বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমার কাছে আমার স্বামী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাই মুসলমানের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে, তার সাথে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে– "আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ হোক।"

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ، الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ - بِظَهْرِ الْغَيْبِ - مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». **قَالَ**: فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٦٩٢٧]

৬৭৩৪। ইসহাক বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেন, ঈসা বিন ইউনুস আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আবদুল মালেক বিন আবু সুলায়মান আবু যুবায়ের থেকে,

তিনি আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ানের পুত্র সাফওয়ান থেকে বর্ণনা করেন (এবং দারদার জননী বা কন্যা তাঁর অধীনে ছিল); সাফওয়ান বলেন, আমি "শাম" দেশে এসে আবু দারদার বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে আবু দারদাকে পেলাম না উম্মু দারদাকে পেলাম। তখন উম্মু দারদা জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি এ বছর হজ্জ পালন করতে ইচ্ছা করেন? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যে দু'আ করবেন। হযরত রাসূলে করীম (সা) বলতেন, মুসলমান ব্যক্তির দু'আ তার ভাইয়ের জন্যে যা তার অসাক্ষাতে করা হয় অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। তার মাথার পাশেই একজন ফেরেশতা মোতায়েন আছে। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্যে দু'আ করে মোতায়েনকৃত ফেরেশতা আমীন বলে এবং বলে তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ হোক।

রাবী সাফওয়ান বলেন, এরপর আমি বাজারের দিকে গিয়ে আবু দারদার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমাকে ঐরূপ কথা বলেন, যা নবী করীম (সা) থেকে তিনি বর্ণনা করেন।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ.

৬৭৩৫। ইয়াযীদ বিন হারুন আবদুল মালিক বিন আবু সুলায়মান থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করত। বলতেন, "আন্ সাফওয়ান বিন্ আবদিল্লাহ বিন সাফওয়ান।"

অনুচ্ছেদ : ২৪

পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ - واللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا».

৬৭৩৬। হযরত আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ঐ বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন যে কিছু খাওয়ার পর তজ্জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করার পরও আল্লাহর প্রশংসা করে অর্থাৎ আল্লাহর শোকর আদায় করে।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِهِ.

৬৭৩৭। হযরত সায়ীদ বিন আবু বুরদা (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৫

দু'আকারীর দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যদি বান্দাহ তাড়াহুড়া করে এ কথা না বলে "দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হল না।"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَا - أَوْ فَلَمْ - يُسْتَجَبْ لِي».

৬৭৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত তাড়াহুড়া করে এ কথা না বলে, "আমি দু'আ করলাম, অথচ আল্লাহ কবুল করেননি।"

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ [بْنِ لَيْثٍ]: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي».

৬৭৩৯। হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট হযরত আবু ওবায়েদ (হযরত আবদুর রহমানের আযাদকৃত গোলাম) বর্ণনা করেছেন, যিনি একজন অন্যতম ক্বারী ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে যতক্ষণ না তাড়াহুড়া করে এবং বলে "আমি আমার প্রভুর নিকট দু'আ করলাম অথচ তিনি দু'আ কবুল করেননি।"

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ

اللهِ! مَا الْاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ».

৬৭৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, বান্দার দু'আ সবসময় কবুল হয়ে থাকে যে পর্যন্ত কোন অন্যায় কাজ বা আত্মীয়তা ছেদনের জন্যে দু'আ না করে এবং বেশী তাড়াহুড়া না করে। কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া করার মানে কি? রাসূল বললেন, বান্দাহ বলে, "আমি এত দু'আ করলাম কিন্তু আমার দু'আ কবুল হতে দেখলাম না।" ঐ সময় সে বিরক্তি প্রকাশ করে ও দু'আ করা ছেড়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ : ২৬

অধিকাংশ জান্নাতবাসী (দুনিয়াতে) গরীব এবং অধিকাংশ নরকবাসী নারী জাতি। এবং নারী জাতির ফিৎনার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ، فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ».

৬৭৪১। হযরত উসামা বিন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, (মি'রাজের রাতে) আমি বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, বেহেশতে প্রবেশকারী লোকদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণী। আর দেখলাম সামর্থ্যবান লোকেরা (হিসেবের জন্যে) অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে। তবে যারা দোযখবাসী হিসেবে স্থিরীকৃত হয়েছে তাদেরকে তো দোযখে নেয়ার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। অপরদিকে আমি দোযখের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম দোযখে প্রবেশকারীদের মধ্যে অধিকাংশ নারী জাতি।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ».

৬৭৪২। হযরত আবু রজা আতারদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি বেহেশতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম বেহেশতবাসীদের অধিকাংশ দরিদ্র অনাথ। এবং দোযখের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম দোযখবাসীদের অধিকাংশই নারী জাতি।

টীকা : রাসূলে করীম (সা) যখন মি'রাজে গেলেন, তখন বেহেশত ও দোযখের অবিকল দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তিনি বেহেশত ও দোযখের দৃশ্য অবলোকন করেছেন। তিনি এখানে তাই ব্যক্ত করেছেন।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اطَّلَعَ فِي النَّارِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ.

৬৭৪৩। হযরত আবু রজা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলেন"... এরপর আইউবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৬৭৪৪। হযরত সায়ীদ বিন আবু আরুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু রজাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَانِ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتِ الْأُخْرَىٰ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةَ؟ فَقَالَ: جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ».

৬৭৪৫। হযরত শু'বা (রা) আবু তিয়াহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুতাররফ বিন আবদুল্লাহর দু'জন স্ত্রী ছিল। একবার তিনি এক স্ত্রীর কাছ থেকে আসলে অপর স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি অমুকের (অন্য স্ত্রীর) কাছ থেকে এসেছ? তদুত্তরে মুতাররফ বলেন, আমি হযরত ইমরান বিন হুসাইনের নিকট থেকে আসলাম,

তিনি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই বেহেশতবাসীদের মধ্যে কম সংখ্যক হচ্ছে মেয়েলোক।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ.

৬৭৪৬। আবু তিয়াহ বলেন, আমি মুতাররফকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে তার দু'জন স্ত্রী ছিল।... এরপর মায়াযের হাদীসের সমঅর্থে বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

৬৭৪৭। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম দু'আ ছিল, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন্ যাওয়ালি নি'মাতিকা, ওয়া-তাহাব্বুলি আফিয়াতিকা ওয়া-ফুজা'আতি নিকমাতিকা ওয়া-জামীয়ি সাখাতিকা।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামতের অবসান থেকে, তোমার প্রদত্ত সুস্থতা পরিবর্তিত হওয়া থেকে, অকস্মাৎ তোমার আযাব আপতিত হওয়া থেকে এবং তোমার সব রকমের অসন্তুষ্টি থেকে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً، هِيَ أَضَرُّ، عَلَى الرِّجَالِ، مِنَ النِّسَاءِ».

৬৭৪৮। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার পরে এমন কোন মারাত্মক ফিৎনাহ রেখে যাইনি যা পুরুষদের জন্যে অধিকতর ক্ষতিকর হতে পারে নারীদের ফিৎনাহ অপেক্ষা। অর্থাৎ আমার পরে সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর ফিৎনাই হচ্ছে নারীদের থেকে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ

سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ، فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

৬৭৪৯। হযরত উসামা বিন যায়েদ বিন হারিসাহ ও সায়ীদ বিন যায়েদ বিন আমার বিন নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার পরে মানুষের মধ্যে যেসব ফিৎনাহ রেখে গেলাম তন্মধ্যে পুরুষদের জন্যে নারীদের ফিৎনাহ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর ও মারাত্মক ফিৎনাহ আর কিছু নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬৭৫০। উল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে আবু খালিদ, হুশাইম ও জারীর (রা)-প্রত্যেকে এ সূত্রধারা অবলম্বন করে। সুলাইমান তাইমী (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ».

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ: «لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ».

৬৭৫১। হযরত শু'বা (রা) আবু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন। আবু মুসলিম বলেন, আমি আবু নাদরাকে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় এ দুনিয়াটা একটা মধুর চাকচিক্যময় বস্তু এবং মহান আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। তিনি অবলোকন করছেন, তোমরা কিভাবে কাজকর্ম করছ। অতএব তোমরা

দুনিয়া থেকে সাবধান থাক। এবং নারী জাতি থেকে সাবধান থাক। মনে রেখ, বনি ইসরাঈলের প্রথম ফিৎনাহ ছিল নারীদের সম্পর্কিত। ইবনে বাশারের হাদীসে فينظر كيف تعملون এর স্থলে لينظر كيف تعملون বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

তিনজন গুহাশ্রয়ীর কাহিনী এবং নেক কাজকে উছিলা (মুক্তিপন্থা) করার বর্ণনা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ أَبَا ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَىٰ غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَىٰ فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلهِ، فَادْعُوا اللهَ تَعَالَىٰ بِهَا، لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّٰهُمَّ! إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَىٰ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ، حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي نَأَىٰ بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّىٰ أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ.

وَقَالَ الْآخَرُ: اللّٰهُمَّ! إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّىٰ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيْتُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهَا، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ.

وَقَالَ الْآخَرُ: اللّٰهُمَّ! إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا

قَضَىٰ عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي، قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ.

৬৭৫২। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– একবার তিন ব্যক্তি পথ চলতে চলতে ঝড়বৃষ্টিতে নিপতিত হল। তখন তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটা বিরাট প্রস্তরখণ্ড ঠিক গুহার মুখে পতিত হল এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল। এ অকস্মাৎ ভয়াবহ বিপদে পতিত হয়ে তারা নিরুপায় হয়ে একে অপরকে বলল, তোমরা জীবনে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এমন কোন পুণ্যের কাজ করেছ কিনা তা গভীরভাবে চিন্তা কর এবং সে উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ কর। হতে পারে আল্লাহ তোমাদেরকে এ মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার মাতাপিতাদ্বয় ছিল খুব বৃদ্ধ। এছাড়া আমার স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাদের আমি রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। আর যখন আমি গৃহপালিত পশুদেরকে মাঠ থেকে এনে দোহন করতাম তখন দুগ্ধ দোহন করে ছেলেমেয়ের আগে আমার মাতাপিতাকে পান করাতাম।

একদিন একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ পতিত হয়ে যাতায়াতের পথকে বন্ধ করে দেয়ার ফলে আমার গৃহে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গৃহে ফিরে দেখি মাতাপিতা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্যদিনের ন্যায় এ দিনও আমি দুধ দোহন করে তাঁদের জন্যে নিয়ে আসলাম এবং ওনাদের মাথার পাশে দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একদিকে তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানোও সমীচীন মনে করলাম না অপরদিকে বাচ্চাদেরকে আগে পান করানোও সমীচীন মনে করলাম না। অথচ বাচ্চারা আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় চিৎকার করছে'। এ অবস্থায় ফজর উদিত হল। হে খোদা ! তুমি যদি মনে কর একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যেই আমি একাজ করেছি তবে তুমি দয়া করে এ প্রস্তরখণ্ডের একাংশ সরিয়ে দাও যাতে মুক্ত আকাশ দেখতে পাই। এরপর মহান আল্লাহ একাংশ সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

অপরজন বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাতো বোন ছিল তাকে আমি অত্যধিক ভালবাসতাম এবং তার কাছে যৌন আবেদন জানালাম। কিন্তু সে একশোটা স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করল। অবশেষে আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পর একশোটা স্বর্ণমুদ্রা যোগাড় করে তার কাছে নিয়ে আসলাম। এবার যখন আমি যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম তখন সে বলে উঠল, হে

আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় কর এবং এ আবরণকে ন্যায্য অধিকার ও বৈধ উপায় ছাড়া উন্মুক্ত করো না। এ কথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ উঠে আসলাম। হে খোদা! তুমি যদি জান যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছি, তবে দয়া করে এ পাথরের আরেকটি টুকরো সরিয়ে দাও। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ আরেক খণ্ড সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয় জন বলল, আমি একবার একজন মজদুরকে কিছু ধান চাউলের বিনিময়ে কাজে রেখেছিলাম। সে যখন কাজ শেষ করল বলল, আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন। আমি তার ন্যায্য পাওনা তার কাছে রাখলে সে খুশী হয়েই তা থেকে বিরত থাকল এবং তা নিল না। এরপর আমি ঐ ধান জমিতে চাষ করতে লাগলাম। এমনকি তা দিয়ে অনেক গরু বাছুর জমা করলাম। অতঃপর একদিন সে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় করুন। এবং আমার হক নষ্ট করবেন না। তখন আমি বললাম, যাও, ঐ গরুর বাছুরগুলো নিয়ে যাও। এ কথা শুনে সে বলল, আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেন না। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না, যাও ঐ সব গরু বাছুর তোমার! এগুলো তুমি নিয়ে যাও। তখন সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যে এ কাজ করেছি তবে দয়া করে বাকী অংশটুকুও সরিয়ে দাও। তারপর আল্লাহপাক বাকী অংশটুকুও সরিয়ে দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَرَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَزَادُوا فِي حَدِيثِهِمْ: «وَخَرَجُوا يَمْشُونَ»، وفِي حَدِيثِ صَالِحٍ «يَتَمَاشَوْنَ» إِلَّا عُبَيْدَ اللهِ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ «وَخَرَجُوا» وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا شَيْئًا.

৬৭৫৩। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে মূসা বিন ওকবা, উবায়দুল্লাহ, ওয়ারক্বাবাহ ও সালেহ বিন কাইসান– প্রত্যেকে হযরত নাফে' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু দামরার হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাদের বর্ণিত হাদীসে এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন وخرجوا

يمشون এবং সালেহের হাদীসে আছে "يتماشون" 'ইয়াতামা-শূনা' কিন্তু উবায়দুল্লাহ তার হাদীসে কেবল 'খারাযু' বলেছেন এবং এরপর আর কিছু উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بَهْرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ - قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّىٰ آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَىٰ غَارٍ» - وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: «اللَّهُمَّ! كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ لَا أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا»، وَقَالَ: «فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّىٰ أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ»، وَقَالَ: «فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّىٰ كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَارْتَعَجَتْ». وَقَالَ: «فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ».

৬৭৫৪। ইমাম যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম বিন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) বলেছেন, আমি রাসূল করীমকে (সা) বলতে শুনেছি, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে তিন ব্যক্তি কোথাও রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যাবেলা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল।... এরপর নাফে' বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে ইবনে উমার বলেন, তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, আমার ছিল দুই বৃদ্ধ মাতাপিতা। আমি কখনও তাঁদের আগে পরিবারবর্গকে সন্ধ্যার খাওয়া দিতাম না।

এবং তিনি (ইবনে উমার) বলেন, চাচাতো বোনটি আমার থেকে বিরত থাকল। অবশেষে সে অভাব-অনটনে পতিত হয়ে নিরুপায় হয়ে আমার কাছে আসল। তখন আমি তাকে একশ' বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। এবং তিনি বলেন, আমি তার মজুরীটা বাড়াবার ব্যবস্থা করলাম। যার ফলে অনেক মাল সম্পদ হয়ে গেল এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল। এবং তিনি বলেন, অতঃপর তারা গুহা থেকে বের হয়ে চলতে লাগল।

একান্নতম অধ্যায়

كتاب التوبة

তওবা

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللهِ! لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ».

৬৭৫৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (আমি) আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, আমি আমার বান্দার সে ধারণার পাশাপাশি আছি (অর্থাৎ সে ধারণা মুতাবিক ফল দিয়ে থাকি)। বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি বান্দার সঙ্গেই থাকি (অর্থাৎ আমি বান্দার যিকির সম্পর্কে সাথে সাথে অবহিত হই, অথবা আমার সাহায্য বান্দার সাথেই থাকে)। কসম! মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন যে ব্যক্তি কোন শূন্য মাঠে তাঁর হারানো বস্তু ফিরে পায়।

যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর যখন বান্দাহ আমার দিকে ধীর গতিতে আসে, আমি তার দিকে দ্রুত গতিতে আসি (অর্থাৎ আমার রহমত তার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়)।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي [ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ] الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ، مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ، إِذَا وَجَدَهَا».

৬৭৫৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের কোন ব্যক্তির তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর খুশী হন যে নিজের কোন বস্তু হারিয়ে ফেলার পর আবার পেয়ে যায়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ.

৬৭৫৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের সম অনুরূপ করেছেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ: حَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَلهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامُ حَتَّىٰ أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ».

৬৭৫৮। হযরত হারেস বিন সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহর (রা) অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে দুটো হাদীস শুনিয়েছেন। একটি নিজ তরফ থেকে অপরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর খুশী হন, যে ব্যক্তি ভয়াবহ বিজন মাঠে ভ্রমণ করছে। তার সাথে খাদ্য পানীয় সহ সওয়ারী আছে। অতঃপর সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে দেখল সওয়ারী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর সওয়ারী খুঁজতে খুঁজতে পিপাসায় কাতর হয়ে গেল। অতঃপর কাতর হয়ে মনে মনে বলল, (এ শোচনীয় অবস্থায় বেঁচে থেকে লাভ কি?) আমি আমার পূর্বের জায়গায় গিয়ে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করব। এরপর ঐ স্থানে পৌঁছে মৃত্যুর জন্যে নিজ তাকইয়ার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। (অনেক্ষণ পর) জাগ্রত হয়ে দেখে তার সওয়ারী খাদ্য পানীয় রসদসহ তার পাশেই উপস্থিত। ঠিক তদ্রূপ মহান আল্লাহ মুমিন বান্দার তওবায় এ ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর খুশী হন যে সওয়ারী ও রসদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছে।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «مِنْ رَجُلٍ بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ».

৬৭৫৯। এ সূত্রে হযরত 'আমাশ থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেন, "মিন্ রাজুলিন বিদাবিয়াতিম মিনাল আরদি।"

حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

৬৭৬০। হযরত আম্মারা বিন উমায়ের (রা) বলেন, আমি হারিস বিন সুওয়াইদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ (রা) দু'টি হাদীস শুনিয়েছেন। একটি জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, অপরটি নিজ তরফ থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তার মুমিন বান্দার তওবায় অধিকতর খুশী হন... এ বলে জারীর বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: خَطَبَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ: «لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَىٰ بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ، فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَىٰ شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَىٰ شَرَفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَىٰ شَرَفًا ثَالِثًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّىٰ وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هٰذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَىٰ حَالِهِ».

قَالَ سِمَاكٌ: فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ، أَنَّ النُّعْمَانَ رَفَعَ هٰذَا الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ.

৬৭৬১। আবু ইউনুস সাম্মাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নুমান বিন বশীর (রা) ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর খুশী হন যে ব্যক্তি তার উটের পিঠে করে তার সহায় সম্বল বহন করে সফরে

বের হয়েছে। যেতে যেতে যখন এক জনমানবহীন মাঠে গিয়ে উপনীত হল, তখন তাকে অবসাদ পেয়ে বসল। অতঃপর সে উট থেকে নেমে এক বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করল। অবশেষে গভীর নিন্দ্রায় বিভোর হল। ইতিমধ্যে তার উটটি কোথাও উধাও হয়ে গেল। জাগ্রত হয়ে উট না দেখে এদিক সেদিক দৌড়াতে লাগল। একটা উঁচু জাগাতে গিয়ে চতুর্দিক তাকিয়ে দেখল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তারপর আবার একটা উঁচু স্থানে গিয়ে চতুর্দিক তাকিয়ে দেখল কিছুই দেখতে পেল না। তারপর আবার উঁচু স্থানে গিয়ে চতুর্দিক তাকাল, কিছুই দেখতে পেল না। অবশেষে হতাশ হয়ে তার বিশ্রামের স্থানে ফিরে আসল। ফিরে এসে যখন উক্ত স্থানে বসল হঠাৎ দেখল তার উটটি ধীরে ধীরে তার কাছে চলে এসেছে। এমনকি লাগামটুকু তার হাতে এসে গেছে (তখন সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেল)। এ ব্যক্তি এমতাবস্থায় তার উট পেয়ে যেরূপ খুশীতে আত্মহারা হয়েছে, মহান আল্লাহ তার বান্দার তওবায় তার চেয়েও অধিকতর খুশী হন।

সাম্মাক বলেন, ইমাম শা'বীর ধারণা যে হযরত নুমান বিন বশীর (রা) এ হাদীসের সনদ হযরত নবী করীম (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তবে আমি তাঁর কাছে শুনিনি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ جَعْفَرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا - عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ [بْنِ لَقِيطٍ] عَنْ إِيَادٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّىٰ شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟» قُلْنَا: شَدِيدًا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا، إِنَّهُ وَاللهِ! للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ». قَالَ جَعْفَرٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ.

৬৭৬২। হযরত বা'রা বিন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঐ ব্যক্তির খুশী সম্পর্কে কি মন্তব্য করছ? যার সওয়ারী পালিয়ে গেছে এবং লাগাম চেঁচিয়ে এমন এক জনমানবহীন প্রান্তরে উপনীত হয়েছে যেখানে খাদ্য ও পানীয়ের নামগন্ধ নেই। অথচ বাহনের পৃষ্ঠে তার আহার্য ও পানীয় দ্রব্য মওজুদ রয়েছে। ঐ ব্যক্তি তার সওয়ারী অন্বেষণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল (কিন্তু সন্ধান পেল না) অতঃপর সওয়ারীটা একটা বৃক্ষের শিকড়ের কাছ দিয়ে যেতে উহার লাগাম শিকড় আটকে গেল। ফলে একে গাছে জড়ানো অবস্থায় পেল। তখন তার আনন্দ কেমন? উত্তরে আমরা বললাম, সীমাহীন আনন্দ হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে রেখ খোদার কসম! নিশ্চয় মহান আল্লাহ বান্দার তওবায় এ ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর খুশী সওয়ারী পেয়ে সে যতটুকু খুশী হয়েছে।

হযরত জা'ফর বলেন, উবায়দুল্লাহ বিন আইয়াদ তাঁর পিতা থেকে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: جَمِيعًا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ [عَبْدِ اللهِ بْنِ] أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - وَهُوَ عَمُّهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللّٰهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ».

৬৭৬৩। হযরত ইসহাক বিন আবু তালহা বলেন, হযরত আনাস বিন মালিক (রা) যিনি তাঁর চাচা, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহর বান্দাহ যখন তাঁর কাছে তওবা করে সে বান্দার তওবায় মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর আনন্দিত হন যে ব্যক্তি তাঁর সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে কোন জনমানবহীন প্রান্তরে পৌঁছে যায়। এবং সেখানে পৌঁছে তার থেকে তার সওয়ারীটা উধাও হয়ে গেল। অথচ সওয়ারীর পিঠে তার খাদ্য পানীয় যাবতীয় রসদ রয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তি সওয়ারী থেকে নিরাশ হয়ে একটা বৃক্ষের নিকট এসে বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। হতাশা ও নিরাশার মাঝে সে একাকী শুয়ে আছে। এমন সময় হঠাৎ দেখল তার সওয়ারীটা তারই পাশে দণ্ডায়মান। তখন সে ঝটপট সেটার লাগাম ধরে ফেলল। অতঃপর আনন্দের আতিশয্যে সে বলে ফেলল, "হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দাহ ও আমি তোমার প্রভু।

টীকা : চরম আনন্দের মুহূর্তে অনেক সময় মানুষ ভুল করে ফেলে। এ ব্যক্তিও অত্যধিক আনন্দের ফলে কথাটা উল্টো বলে ফেলেছে। এ ধরনের ভুল করাটা মাত্রাতিরিক্ত আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ। তদ্রূপ মহান আল্লাহ বান্দার তওবায় মাত্রাতিরিক্ত খুশী হন। অবশ্য মহান আল্লাহ বিন্দু পরিমাণ ভুল করেন না।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ».

৬৭৬৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর খুশী হন, যে ব্যক্তি জনমানবহীন প্রান্তরে তার উট হারিয়ে ফেলার পর হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর জাগ্রত হয়ে তা পেয়ে গেছে।

وَحدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ [بْنُ مَالِكٍ] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৬৭৬৫। এ সূত্রেও হযরত আনাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১

ইস্তেগফার ও তওবা দ্বারা গুনাহ মার্জনা হওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ، قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ، يَغْفِرُ لَهُمْ».

৬৭৬৬। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর ইনতিকালের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি এ কথা বলেন, আমি তোমাদের থেকে একটা কথা গোপন রেখেছিলাম যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তবে মহান আল্লাহ আরেকটি মখলুক সৃষ্টি করতেন। যারা গুনাহ করত আর আল্লাহ ক্ষমা করতেন।

حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ، يَغْفِرُهَا اللهُ لَكُمْ، لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ، يَغْفِرُهَا لَهُمْ».

৬৭৬৭। আবু সরমা থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কোন গুনাহ না থাকত যা আল্লাহ মাফ করবেন, তবে মহান আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত এবং আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিতেন। (অতএব, বান্দাহ যদি গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করেন)।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ [اللهَ]، فَيَغْفِرُ لَهُمْ».

৬৭৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঐ মহান সত্তার (আল্লাহর) কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে তদস্থলে আরেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করতঃ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন।

অনুচ্ছেদ : ২

পরকালীন বিষয়ে সর্বদা যিকির-ফিকির ও ধ্যান করার ফযীলত এবং মাঝে মাঝে এগুলো ছেড়ে দেওয়া ও দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَقَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ -

واللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ -: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ: - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يَا حَنْظَلَةُ! قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا تَقُولُ؟ قَالَ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، [حَتَّىٰ] كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ! إِنَّا نَلْقَىٰ مِثْلَ هٰذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، [حَتَّىٰ] كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلٰكِنْ، يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مِرَارٍ.

৬৭৬৯। হযরত আবু উসমান নাহদী থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত হান্যালা উসাইদী

(রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত হান্‌যালা (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন কাতেবে ওহী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সাথে হযরত আবু বাক্‌রের (রা) দেখা হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হে হান্‌যালা? তিনি বলেন আমি বললাম, হান্‌যালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। হযরত আবু বাক্‌র (রা) স্তম্ভিত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ, কি বলছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকলে তিনি আমাদেরকে বেহেশত দোযখের কথা শুনিয়ে আমাদেরকে উপদেশ দেন তখন মনে হয় চাক্ষুষ দেখছি। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে ফিরে এসে নিজ পরিবার-সন্তান-সন্ততি ও জমি-সম্পত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যাই তখন অনেক সময় ওসব কথা ভুলে যাই। এ কথা শুনে হযরত আবু বাক্‌র (রা) বললেন, খোদার কসম! আমরাও তো এ অবস্থার সম্মুখীন হই। অতঃপর আমি ও হযরত আবু বাক্‌র (রা) উভয়ে রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তা কেমন? বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে বেহেশত দোযখের কথা শুনিয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন তখন মনে হয় যেন চাক্ষুষ দেখছি। এরপর যখন আপনার নিকট থেকে এসে পরিবার-পরিজন ও জায়গা জমি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যাই তখন অনেক সময় সেগুলো ভুলে যাই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ মহান সত্তার (আল্লাহর) কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, এ কথা সুনিশ্চিত যে, তোমরা যদি সর্বদা ঐ অবস্থায় থাকতে পারতে যে অবস্থায় আমার কাছে থাক এবং আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকতে, তবে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এসে, তোমাদের চলার পথে এসে তোমাদের সাথে করমর্দন করত। তবে, হে হান্‌যালা! আস্তে আস্তে (চেষ্টা কর)। এ কথা তিনবার বললেন।

حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَعَظَنَا فَذَكَّرَ النَّارَ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلَاعَبْتُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ، فَقَالَ: «مَهْ!؟» فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَقَالَ «يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، لَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، حَتّٰى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ».

৬৭৭০। হযরত আবু উসমান নাহদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত হান্‌যালা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত হান্‌যালা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে উপদেশ দান করতঃ দোযখের আলোচনা করলেন। অতঃপর আমি বাড়িতে আসলাম। এসে দেখি ছেলেপেলে হাসছে, স্ত্রী হাসি-তামাসা করছে। তিনি (হান্‌যালা) বলেন, এরপর আমি বের হয়ে হযরত আবু বাক্‌রের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর কাছে এহেন অবস্থা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি যা উল্লেখ করেছ অনুরূপ অবস্থা তো আমারও। এরপর আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থামো। অতঃপর আমি তাঁর কাছে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। তখন হযরত আবু বাক্‌রও (রা) বললেন, হান্‌যালা যা বলেছে আমার অবস্থাও তাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের বক্তব্য শুনে বললেন, হে হান্‌যালা! ধীরে ধীরে চেষ্টা কর। যদি তোমাদের মনের অবস্থা ঠিক এরূপ থাকত যেরূপ আল্লাহর যিকিরের সময় থাকে, তবে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে প্রকাশ্যে করমর্দন করত। এমনকি ফেরেশতারা তোমাদেরকে প্রকাশ্যে রাস্তায় সালাম করত।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيمِيِّ الْأُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَّرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

৬৭৭১। হযরত আবু উসমান নাহদী থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত হান্‌যালা তামীমী উসাইদী (কাতেব ওহী) (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম তখন তিনি আমাদেরকে বেহেশত ও দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।... অতঃপর জা'ফর ও আবু আবদুস সামাদ বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ : ৩

আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা এবং তাঁর রহমত তাঁর অসন্তোষের উপর বেশী হওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».

৬৭৭২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মখলুককে সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি তাঁর কিতাবে লিখে দিয়েছেন যা আরশের উপর তাঁর কাছে সংরক্ষিত আছে, "নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার অসন্তোষের উপর গালেব (জয়ী)।"

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي».

৬৭৭৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ বলেছেন, আমার রহমত আমার গযবের (অসন্তুষ্টি) উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».

৬৭৭৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ যখন সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন নিজ কিতাবে নিজস্ব ব্যাপারে লিখে রাখলেন যা তাঁর কাছে সংরক্ষিত আছে, "নিশ্চয় আমার রহমত আমার গযবের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।"

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ [التُّجِيبِيُّ]: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ».

৬৭৭৫। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সায়ীদ বিন মুসাইয়াব (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ "রহমতকে" একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র একভাগ জমিনের বুকে নাযিল করেছেন। ঐ এক ভাগের ফলেই সমুদয়

সৃষ্টজীব দয়ামায়ায় কাতর হয়ে পড়ে। এমনকি কোন কোন প্রাণী নিজ সন্তানকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজ পায়ের নখর উপরে উঠিয়ে দেয় (যাতে করে নখরের আঘাতে বাচ্চার কোন ক্ষতি না হয়।)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ، وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً».

৬৭৭৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ একশ' ভাগ রহমত সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে একভাগ রহমত সমস্ত মখলুকের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন এবং নিজের কাছে বাকী নিরানব্বই ভাগ গুপ্ত রেখেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৬৭৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহর একশোটি রহমত আছে। তন্মধ্যে মাত্র একটা রহমত মানব-দানব জীব-জন্তু, কীট পতঙ্গ সবার মাঝে বণ্টন করে জমিনের বুকে নাযিল করেছেন। এ একভাগের ফলেই সমগ্র সৃষ্ট জীব একে অপরকে মায়াডোরে আবদ্ধ করে, এর কারণেই পরস্পর একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে থাকে। এ কারণেই বন্য পশু তার সন্তানের প্রতি এত স্নেহ পরায়ণ হয়ে থাকে। বাকী নিরানব্বই ভাগ রহমত মহান আল্লাহ তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। সেগুলো দ্বারা কিয়ামত দিবসে তিনি তাঁর বান্দাহদের প্রতি দয়া করবেন।

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ».

৬৭৭৮। হযরত আবু উসমান (রা) হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সালমান) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়

মহান আল্লাহর একশোটা রহমত আছে। তন্মধ্যে একটা রহমত সৃষ্টিজগতে দেয়া হয়েছে, যার কারণে সমস্ত সৃষ্টজীব পরস্পর একে অপরের প্রতি দয়া করে। আর নিরানব্বইটা রহমত কিয়ামত দিবস বা পরকালের জন্যে বরাদ্দকৃত।

وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، مِائَةَ رَحْمَةٍ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَىٰ وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ».

৬৭৭৯। আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন একশোটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও জমিনের মাঝখানে স্তর বিশিষ্ট। তন্মধ্যে জমিনের বুকে (সমগ্র সৃষ্টিকুলের মাঝে) মাত্র একটি রহমত দান করেছেন। এরই তাগিদে জননী তার সন্তানের প্রতি এতটুকু স্নেহ পরায়ণা হয়ে থাকে। এবং বন্য পশু-পক্ষী একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়। যখন কিয়ামত দিবস অনুষ্ঠিত হবে তখন মহান আল্লাহ এ একভাগকেও নিরানব্বই ভাগের সাথে মিলিয়ে একশ' পরিপূর্ণ করবেন।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ -: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ [قَالَ]: قُدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِسَبْيٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ، تَبْتَغِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا، وَاللهِ! وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا».

৬৭৮০। হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রা) তার পিতা থেকে এবং তিনি হযরত উমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট কিছু বন্দী আসল। বন্দীদের মধ্যে একজন মেয়েলোক কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে। কতক্ষণ

পর যখন সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল, তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে তার বুকের সাথে মিলিয়ে নিল এবং তাকে দুধ পান করাল। তখন আমাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ধারণা করছ? এ মেয়েলোকটি কি তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা উত্তরে বললাম, না খোদার কসম, সে ফেলবেও না এবং ফেলতে সক্ষমও নয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে রেখ নিশ্চয়! মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এর চেয়েও বেশী দয়াবান যেরূপ এ মেয়েলোকটি তার সন্তানের প্রতি স্নেহশীল।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ».

৬৭৮১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি মুমিন ব্যক্তি জানত আল্লাহর কাছে কত শাস্তি আছে তবে কেউ বেহেশতের আশা করত না। আর কাফির ব্যক্তি যদি জানত আল্লাহর কাছে কত বেশী রহমত আছে তবে তাঁর বেহেশত থেকে কেউ নিরাশ হতো না।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بِنْتِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ، لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ، لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، يَا رَبِّ! وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ».

৬৭৮২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি জীবনে কোন পুণ্যের কাজ করেনি, সে মৃত্যুর সময় তার পরিবারস্থ লোকদেরকে বলল, আমার মৃত্যুর পর আমার দেহকে জ্বালিয়ে ছাই করতঃ তার আধা স্থলভাগে বাতাসে উড়িয়ে দিও এবং বাকী আধা সমুদ্রে নিক্ষেপ করো। খোদার কসম, যদি আল্লাহ পুনঃ একত্রিত করতে সক্ষম হন তবে তো অবশ্যই এমন কঠিন শাস্তি দিবেন, যা বিশ্বজগতের কেউ দিতে পারবে না (অন্যথায় বেঁচে

গেলাম)। যখন ঐ ব্যক্তি মারা গেল তখন তার আত্মীয়-স্বজনরা তার কথা মত যা কিছু করার করল। অতঃপর মহান আল্লাহ স্থলভাগকে হুকুম দিলে স্থলভাগ তার দেহের বিক্ষিপ্ত অংশকে একত্রিত করল এবং সমুদ্রকে হুকুম দিলে সমুদ্রে মিশ্রিত অংশকে একত্রিত করল। অতঃপর তাকে জীবিত করে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করলে? উত্তরে সে বলল, তোমার ভয়ে হে প্রভু! তুমি তো জান! অবশেষে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে মাফ করে দিলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَىٰ بَنِيهِ فَقَالَ: «إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ أَذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي، لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، قَالَ: فَفَعَلُوا ذَٰلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ، يَا رَبِّ! أَوْ قَالَ - مَخَافَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ بِذَٰلِكَ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّىٰ مَاتَتْ [هَزْلًا]». قَالَ الزُّهْرِيُّ: ذَٰلِكَ، لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ، وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ.

৬৭৮৩। হযরত মা'মার বলেন, আমাকে ইমাম যুহরী (রা) বলেন, আমি কি তোমাকে দু'টি বিস্ময়কর হাদীস শুনাব? যুহরী বলেন, আমাকে হুমাইদ বিন আবদুর রহমান (রা) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি সীমাহীন পাপ করেছে। অবশেষে যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল তখন তার ছেলেদেরকে অসিয়্যৎ করে বলল, যখন আমি মরে যাই তখন আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে এবং ছাইয়ে পরিণত করবে। অতঃপর প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দেবে ও সমুদ্রে মিশিয়ে ফেলবে। এরপর কসম আল্লাহর, আমার প্রভু যদি আমাকে পুনরুজ্জিবিত করতে সমর্থ হন তবে তো অবশ্যই তিনি আমাকে এমন কঠোর শাস্তি দেবেন যা কাউকে দেননি। রাবী (আবু হুরায়রা) বলেন, অতঃপর তার সন্তানরা তার কথানুযায়ী কাজ করল। অতঃপর মহান আল্লাহ জমীনকে আদেশ করলেন হে জমীন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা এক্ষুণি ফিরিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি উঠে দাঁড়ালো। তখন

মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করেছ? উত্তরে সে বলল, তোমার ভয়ে হে প্রভু! এ কথায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

হযরত ইমাম যুহরী (রা) বলেন, হযরত হুমাইদ আমাকে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন এবং আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন মেয়েলোক একটা বিড়ালের কারণে দোযখে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটাকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ তাকে কোন আহারও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যে জমিনের ঘাসপাতা খেয়ে কোন রকম জীবন রক্ষা করবে। এমতাবস্থায় বিড়ালটির মৃত্যু হল। ইমাম যুহরী (রা) বলেন, এ হাদীস দু'টো এ জন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে করে কোন মানুষ আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে পাপরাশিতে ডুবে না থাকে অপরদিকে আযাবের ভয়ে তার রহম থেকে নিরাশ হয়ে না যায়।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ» بِنَحْوِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «فَغَفَرَ اللهُ لَهُ».

وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ.

وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: «فَقَالَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]، لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا: أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ».

৬৭৮৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, এক বান্দাহ সীমাহীন পাপ করেছিল, মা'মারের হাদীস সদৃশ "فَغَفَرَ اللهُ لَه" পর্যন্ত।

অবশ্য তিনি বিড়ালের কাহিনী সম্পর্কিত মেয়েলোকটির হাদীস উল্লেখ করেননি। এবং যুবাইদীর হাদীসে তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে লক্ষ্য করে বললেন, যারা তার দেহের সূক্ষ্মাংশকে গ্রহণ করেছে, ফিরিয়ে দাও যা কিছু গ্রহণ করেছ।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ؛ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لَأُوَلِّيَنَّ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ، إِذَا أَنَا مُتُّ، فَأَحْرِقُونِي - وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ - ثُمَّ اسْحَقُونِي، فَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا، وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ

يُعَذِّبَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي! فَقَالَ اللهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا».

৬৭৮৫। হযরত শু'বা (রা) হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা ওকবাহ বিন আবদুল গাফেরকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে শুনেছি, তিনি নবী করীম (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক যথেষ্ট ধন ও জন দান করেছেন। সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করব তা অবশ্যই পালন করবে, নতুবা আমি আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি অন্যকে দান করব।

যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে। আমার বেশীর ভাগ ধারণা তিনি বলেছেন, অতঃপর তোমরা আমাকে ছাই করতঃ বাতাসে উড়িয়ে দিও। কেননা আমি আল্লাহর নিকট কোন ভাল কাজ জমা করতে পারিনি। আর আল্লাহ আমাকে এ অবস্থায় আযাব দান করতে সক্ষম। রাবী বলেন, অতঃপর সে তাদের থেকে শক্ত ওয়াদা নিয়েছে অতএব তারা তার মৃত্যুর পর তার কথা অনুযায়ী কাজ করল। এরপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে এরূপ করলে? সে উত্তরে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ বললেন, এ জঘন্য অপরাধের সংশোধন এ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হতে পারে না।

[و]حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ [لِي] أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوا جَمِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ، وفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي عَوَانَةَ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا».

وَفِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ: «فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا» قَالَ فَسَّرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا، وفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ: «فَإِنَّهُ، وَاللهِ! مَا ابْتَأَرَ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا» وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: «مَا امْتَأَرَ» بِالْمِيمِ.

৬৭৮৬। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে হযরত কাতাদা, আবু বকর বিন আবু শাইবা, হাসান বিন মূসা, শাইবান বিন আবদুর রহমান, ইবনে মুসান্না, আবুল ওয়ালীদ, আবু আওয়ানা, সবাই হযরত শু'বার সূত্র অবলম্বন করে তাঁর হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন। শাইবান ও আবু আওয়ানার হাদীসে আছে, "আন্না রাজুলাম মিনান্নাসি রাগাসাহুল্লাহু মালাও ওয়া ওয়াদাদা", তাইমীর হাদীসে আছে, "ফাইন্নাহু লাম ইয়াবতাইর ইন্দাল্লাহি খাইরা"। তিনি বলেন, হযরত কাতাদা (রা) এর ব্যাখ্যা করেছেন, সে আল্লাহর নিকট

কোন ভাল কাজ জমা করেনি। হযরত শাইনের হাদীসে আছে, "ফাইন্নাহু ওয়াল্লাহি মা ইবতায়ারা ইন্দাল্লাহি খাইরা" এবং আবু আওয়ানার হাদীসে আছে, "মা ইম্তায়ারা"– সবকয়টি রেওয়ায়েতই সমঅর্থে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪

বার বার গুনাহ্ করা ও তওবা করা সত্ত্বেও তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، قَالَ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ»

قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: لَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ».

৬৭৮৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে ঐ কথাটুকু বর্ণনা করেন যা নবী করীম (সা) মহীয়ান-গরীয়ান প্রভু আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন বান্দাহ যখন গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়ে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ মার্জনা কর। তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ গুনাহ করেছে, তার জানা আছে যে, তার একজন প্রভু আছে তিনি গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং গুনাহর শাস্তিও দিতে পারেন। অতঃপর আবার গুনাহ করে বলে, হে আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ কর। তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ গুনাহ করে ফেলেছে এবং তার বিশ্বাস আছে যে, তার একজন প্রভু আছে যিনি গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং গুনাহর শাস্তি দিতে পারেন। অতঃপর আবার গুনাহ করে বলে, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মার্জনা কর তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আবার গুনাহ করে ফেলেছে এবং তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, তার এমন একজন প্রভু আছে যিনি গুনাহ মার্জনা করেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন। যাও তুমি যা ইচ্ছা কর। আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। আবদুল আ'লা বলেন, আমার জানা নেই তৃতীয় বারে না চতুর্থবারে বলেছেন "যা ইচ্ছা কর"।

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويه [الْقُرَشِيُّ]الْقُشَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৭৮৮। আবু আহমদ বলেন, মুহাম্মাদ যানজুইয়াহ আমাকে এবং আবদুল আ'লা তাকে এ সূত্রে হাদীস শুনিয়েছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ:

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا» بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَذَكَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَفِي الثَّالِثَةِ: قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ.

৬৭৮৯। হযরত ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন তালহা বলেন, মদীনা শরীফে একজন গল্পকার ছিল যিনি আবদুর রহমান বিন আবু উমরাহ নামে অভিহিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা থেকে শুনেছি; তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি; তিনি বলেন, একজন বান্দাহ গুনাহ করেছে... হাম্মাদ বিন সালমার হাদীসের অনুরূপ। ইনি তিনবার "আয্নাবা যাম্বান" বলেছেন এবং তৃতীয়বারে বলেছেন "ক্বাদ গাফারতু লিআবেদী ফালইয়ামাল মাশা-আ।" অর্থাৎ আমি আমার বান্দাহকে মাফ করে দিয়েছি। তার যা ইচ্ছা করুক।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

৬৭৯০। হযরত আমর বিন মুররাহ বলেন, আমি আবু উবায়দাকে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবু মূসা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ রাত্রিভাগে নিজ হস্তকে প্রসারিত করে দেন যাতে করে দিবাভাগে পাপকারী বান্দাহ তওবা করে এবং দিবাভাগে নিজ হস্ত প্রসারিত করেন যাতে রাতে পাপকারী বান্দাহ তওবা করে যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তওবা করার সুযোগ রয়েছে।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬৭৯১। হযরত শু'বা (রা) এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

আল্লাহ্ তা'আলার ঘৃণাবোধ এবং অশ্লীল কাজ হারাম করার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ».

৬৭৯২। হযরত আবু ওয়াইল হযরত আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ থেকে আত্মপ্রশংসাকে বেশী পছন্দকারী আর কেউ নেই। এ জন্যেই তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন। অপরদিকে মহান আল্লাহ থেকে অন্যায় অশ্লীল কাজের প্রতি বেশী ঘৃণাবোধকারীও আর কেউ নেই। এ জন্যেই তিনি অশ্লীল কথা ও কাজকে হারাম করে দিয়েছেন, প্রকাশ্যে হউক বা গোপনে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ».

৬৭৯৩। এ সূত্রে হযরত শাকীক আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর চেয়ে বেশী ঘৃণা পোষণকারী আর কেউ নেই। এ জন্যই তিনি যাবতীয় অশ্লীল কাজকে হারাম করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয় সব। আর এমন কেউ নেই যে আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মপ্রশংসাকে পছন্দ করে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ - قَالَ قُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَرَفَعَهُ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ».

৬৭৯৪। আমর বিন মুররাহ (রা) বলেন, আবু ওয়াইলকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে বলতে শুনেছি। আমর বলেন, আমি আবু ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে শুনেছ? তিনি বললেন হাঁ! এরপর তিনি সরাসরি বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ থেকে অধিক ঘৃণা পোষণকারী কেউ নেই এজন্যেই তিনি যাবতীয় অশ্লীল কাজ প্রকাশ্য হোক অথবা গোপনীয়, হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং আত্মপ্রশংসাকে পছন্দকারী আল্লাহর চেয়ে অধিক আর কেউ নেই। এ জন্যেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ».

৬৭৯৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর চেয়ে প্রশংসাকে অধিক পছন্দকারী অন্য কেউ নেই। এ কারণেই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক ঘৃণা পোষণকারী আর কেউ নেই। এ কারণেই তিনি অশ্লীল কাজসমূহকে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক ওজর আপত্তি পছন্দকারী আর কেউ নেই। এ কারণেই তিনি কিতাব নাযিল করেছেন ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ يَحْيَىٰ: وَحَدَّثَنِي أَبُو

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ». [انظر: ٦٩٩٩]

قَالَ يَحْيَىٰ: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [انظر: ٦٩٩٨]

৬৭৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ জেদ করেন, মুমিন বান্দাহ জেদ করে। এবং মুমিন ব্যক্তির নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করা আল্লাহর জেদের কারণ।

ইয়াহইয়া বলেন, আমাকে আবু সালমা হাদীস শুনিয়েছেন যে, উরওয়া বিন যুবায়ের তাঁকে জানিয়েছেন যে, আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) তাঁকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন; তিনি বলেন, মহান আল্লাহর চেয়ে জেদ পোষণকারী অন্য কিছুই নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ، حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ.

৬৭৯৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাজ্জাজের রেওয়ায়েত সদৃশ বিশেষ করে আবু হুরায়রার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। এবং তিনি আসমার হাদীস উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [راجع: ٦٩٩٦]

৬৭৯৮। হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ থেকে অধিক জেদ পোষণকারী কেউ নেই।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ، وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا». [راجع: ٦٩٩٥]

৬৭৯৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ঘৃণা পোষণকারী।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৬৮০০। হযরত শু'বা বলেন, আমি এ সূত্রে হযরত আলা' থেকে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ : ৬

আল্লাহর বাণী : নিশ্চয় পুণ্যের কাজ গুনাহসমূহকে দূর করে দেয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ -: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ فَنَزَلَتْ: ﴿أَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـَٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤]. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ هَٰذِهِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي».

৬৮০১। আবু উসমান হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একজন মেয়েলোককে চুমু খেয়েছিল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানিয়ে দিলেন। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তখন এ আয়াতটুকু নাযিল হয় "আকিমিস্ স্বালাতা তারাফাইন্নাহারি ওয়া যুলাফা মিনাল লাইলি, ইন্নাল হাসানাতি ইউযহিব্নাস্ সাইয়্যিয়াতি, যালিকা যিকরা লিয্যাকিরীন।"

অর্থাৎ, "দিনের উভয় অংশে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় পুণ্যময় কার্যাবলী পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। এ হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে উপদেশের বিষয়।" রাবী (ইবনে মাসউদ) বলেন, ঐ লোকটা জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতটুকু কি আমার জন্যে (নাযিল হয়েছে)? রাসূলুল্লাহ বললেন, আমার উম্মাতের যতলোক এর উপর আমল করবে তাদের সকলের জন্যে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ، إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئًا، كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ.

৬৮০২। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লমের খেদমতে হাযির হয়ে জানাল যে সে একজন মেয়েলোককে চুমু খেয়েছে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করেছে, অথবা অন্যকিছু করেছে, সে এর কাফফারা বা ক্ষতিপূরণের কথা জানতে চাচ্ছে। রাবী বলেন, তখনই মহান আল্লাহ নাযিল করলেন।... অতঃপর তিনি ইয়াযীদের হাদীস সদৃশ হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ شَيْئًا دُونَ الْفَاحِشَةِ، فَأَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَىٰ أَبَا بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ وَالْمُعْتَمِرِ.

৬৮০৩। হযরত উসমান বিন আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত জারীর (রা) সুলায়মান তাইমী থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একজন মেয়েলোকের শ্লীলতা হানি না করে চুমু বা স্পর্শ এমন কিছুতে লিপ্ত হয়েছিল। অতঃপর সে অনুতপ্ত হয়ে হযরত উমারের (রা) কাছে গেল, তিনি তা কঠিন মনে করলেন। অতঃপর হযরত আবু বাক্‌রের (রা) কাছে গেল। তিনিও তা কঠিন মনে করলেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি নবী করীমের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা ব্যক্ত করল।... ইয়াযীদ ও মো'তামের বর্ণিত হাদীস সদৃশ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هٰذَا، فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا دَعَاهُ، وَتَلَا عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤]. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هٰذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً».

৬৮০৪। হযরত ইবরাহীম আলকামা ও আসওয়াদ থেকে এবং তাঁরা আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন; আবদুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মদীনার দূরবর্তী এলাকায়

একটা মেয়েলোক কাবু করার জন্যে চেষ্টা তদবীর করেছিলাম। এবং যিনার পর্যায়ে না পৌছলেও ধরা ছোয়া চুমু খাওয়ার পর্যায়ে অবশ্যই পৌছেছি। এখন আমি হাযির। আমার সম্পর্কে যা ইচ্ছা ফয়সালা করুন। একথা শুনে হযরত উমার (রা) তাকে বললেন, তুমি যদি নিজের দোষ গোপন করতে, তবে আল্লাহ তোমার দোষ গোপন রাখতেন।

রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন উত্তর করলেন না। অনেকক্ষণ পর লোকটি উঠে রওয়ানা হল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পেছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডাকালেন এবং এ আয়াতটুকু পাঠ করলেন : আকিমিস সালাতা তারাফাইন্নাহারি, ওয়া যুলাফাম মিনাল্লাইলি, ইন্নাল হাসানাতি ইউযহিবনাস্ সাইয়্যিয়াত, যালিকা যিকরা লিয্‌যাকিরীন।

অর্থাৎ, তুমি দিনের দু'অংশে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় পুণ্যের কাজসমূহ পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়। এ হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশের বাণী।

অতঃপর উপস্থিত লোকদের একজন জিজ্ঞেস করল, এ কথাটা কি এর জন্যেই বিশেষ করে? রাসূল (সা) উত্তরে বললেন, না, বরং সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِهِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا لِهٰذَا خَاصَّةً، أَوْ لَنَا عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لَكُمْ عَامَّةً».

৬৮০৫। হযরত শু'বা (রা) সাম্মাক বিন হারব থেকে বর্ণনা করেছেন; সাম্মাক বলেন, আমি হযরত ইবরাহীমকে খালিদ বিন আসওয়াদ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। হযরত খালিদ আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবুল আহ্‌ওয়াস্ বর্ণিত হাদীসের সমার্থসূচক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি তাঁর হাদীসে বলেছেন, হযরত মায়ায (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতটুকু কি এ ব্যক্তির জন্যেই বিশেষ করে না কি আমাদের সকলের জন্যে প্রয়োযোজ্য? রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, বরং তোমাদের সকলের জন্যে প্রয়োযোজ্য।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا

قضى الصَّلاَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ، قَالَ: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قَدْ غُفِرَ لَكَ».

৬৮০৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো হদ্দের (শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) উপযুক্ত হয়ে গেছি। অতএব আমার উপর হদ্দ কায়েম করুন। হযরত আনাস (রা) বলেন, এ সময় নামাযের সময় উপস্থিত হল এবং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ল। নামায শেষ হওয়ার পর সে ব্যক্তি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি হদ্দের উপযুক্ত হয়ে গেছি। অতএব আমার উপর আল্লাহর আইন কায়েম করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সাথে নামাযে হাযির ছিলে না? সে বলল হাঁ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে।

টীকা : শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তির বিধানকে "হদ্দ" বলা হয়। যেমন চুরির শাস্তি হাত কাটা, যিনার শাস্তি পাথর মেরে সংহার করা। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা এসব জঘন্য অপরাধ প্রমাণিত হলে শরীয়তের বিধান মুতাবিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত না হলে হদ্দ কায়েম করা যাবে না। উপরোক্ত হাদীসে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তা তার নিজস্ব স্বীকারোক্তি মাত্র। এর উপর কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না। তাই নবী করীম (সা) তার উপর হদ্দ কায়েম করেননি। দ্বিতীয়তঃ লোকটি প্রকৃত পক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি বরং ব্যভিচারে সহায়ক কোন কাজে (যেমন চুম্বন, স্পর্শ) লিপ্ত হয়েছিল এবং আল্লাহর ভয়ে উপস্থিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছেন যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি। তাই তার উপর হদ্দ কায়েম করার আদেশ করেননি।

তৃতীয়তঃ সে যতটুকু অপরাধ করেছে, এ অপরাধের জন্যে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহর সাথে নামায পড়েছে। তাই আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই হদ্দ কায়েম করার কোন প্রয়োজন নেই। কবীরাহ গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না বটে, ছগীরা গুনাহসমূহ এবাদতের দ্বারাই আল্লাহ পাক মাফ করে দেন।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شَدَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ ثَالِثَةً، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ، وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى

الرَّجُلِ، فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ، أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟» قَالَ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ، أَوْ قَالَ - ذَنْبَكَ».

৬৮০৭। হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হদ্দের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। অতএব আমার উপর হদ্দ কায়েম করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হদ্দের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, অতএব আমার উপর তা কায়েম করুন। এবারও রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব থাকলেন। তৃতীয়বার যখন বলল তখন নামাযের সময় হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজে চলে গেলেন। যখন নবী করীম (সা) নামাজ শেষ করে রওয়ানা হলেন, (আবু উমামা বলেন) লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে চলল। আমিও রাসূলুল্লাহর পেছনে চললাম এ উদ্দেশ্যে যে দেখব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে কি জওয়াব দেন? অতঃপর লোকটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটে পৌঁছে আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি হদ্দের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, অতএব আমার উপর তা কায়েম করুন। আবু উমামা বলেন, এবার তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা! বলতঃ তুমি যখন তোমার ঘর থেকে বের হয়েছ, তখন কি ভাল করে ওযু করে বের হওনি? লোকটি বলল, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারপর কি তুমি আমাদের সাথে নামাযে উপস্থিত হওনি? সে বলল, জী হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু উমামা বলেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে মহান আল্লাহ তোমার হদ্দ অথবা তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

হত্যাকারীর তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা যদিও বহু হত্যা হয়ে থাকে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ

الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ تَعَالَىٰ فَاعْبُدِ اللهَ تَعَالَىٰ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَىٰ اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ، فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ».

قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَىٰ بِصَدْرِهِ.

৬৮০৮। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে। অবশেষে (তওবার উদ্দেশ্যে) সে তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম অন্বেষণ করতে লাগল। লোকে তাকে একজন বিশিষ্ট আলেম দেখিয়ে দিলে সে তাঁর নিকট গিয়ে জানাল যে সে (তার জীবনে) নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করেছে, এখন তার জন্যে তওবার কোন পথ আছে কি? আলেম উত্তরে বললেন, "না"। তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকেও হত্যা করে একশোজন পুরাল। তারপর আবার তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম অনুসন্ধান করলে মানুষ একজন বিশিষ্ট আলেমের সন্ধান দিল। সে তাঁর কাছে গিয়ে জানাল যে, সে (জীবনে) একশোজন মানুষ হত্যা করেছে, এখন কি তার জন্যে তওবার কোন পথ আছে? আলেম ব্যক্তি বললেন, হাঁ আছে, তবে এমন কেউ আছে কি যে তাকে তওবার আগে (ভূখণ্ডের কোন কোন এলাকা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনবে? যাও অমুক অমুক এলাকায় যাও। তথায় দেখবে কতগুলো মানুষ আল্লাহর উপাসনায় রত আছে তাদের সাথে গিয়ে উপাসনা কর। নিজ ভূমিতে ফিরে এসো না। কেননা তা কলুষিত হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সে রওয়ানা হল। রওয়ানা হয়ে অর্ধেক রাস্তায় যেতেই তার মৃত্যুর সময় হয়ে গেল। তখন তার রূহ কবযের ব্যাপারে দু'দল ফেরেশতা রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মাঝে বিতর্ক দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতা বললেন, এ ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়ে তওবার উদ্দেশ্যে এসেছে তাই আমরা তার রূহ কবয করব। আযাবের ফেরেশতা বললেন, এ ব্যক্তি জীবনে কোন নেক কাজ করেনি। তাই এর রূহ আমরা কবয করব।

এমন সময় একজন ফেরেশতা মানুষের ছবি ধরে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখে তারা উভয় দলে তাঁদের মধ্যস্থ বানালেন। তখন মধ্যস্থ ফেরেশতা বললেন, আচ্ছা! তোমরা এখান থেকে দু'টি ভূখণ্ডের দূরত্ব পরিমাপ কর। (নিজ ভূখণ্ড ও যাত্রাকৃত ভূখণ্ড) এ দুটি ভূখণ্ডের মাঝে যেটি নিকটবর্তী হবে সে অনুসারেই তার ফায়সালা হবে। অতঃপর তাঁরা পরিমাপ করে দেখলেন, সে ঐ ভূখণ্ডেরই বেশী নিকটবর্তী যেখানে পৌছার জন্যে সংকল্প করেছে। অতঃপর রহমতের ফেরেশতাই তার রূহ কবয করলেন।

হযরত কাতাদা (রা) বলেন, হযরত হাসান বলেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তার মৃত্যু আসল তখন ভয়ে তার বুক শুকিয়ে গেল।

টীকা : মানুষ হত্যা মহাপাপ। ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের জন্যে কুরআন ও হাদীসে কঠিন শাস্তির উল্লেখ আছে। এমনকি একজন মুমিনকে হত্যা করার দায়ে চিরকাল জাহান্নামে দগ্ধিভূত হওয়ার কথা কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু উপরের হাদীসে একশ'জন লোককে হত্যা করার পরও তার সুপরিণতির বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

সম্ভবতঃ তখনকার ধর্মীয় বিধানে হত্যা এত জঘন্য ও অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হতো না। অথবা লোকটি প্রথমে কাফির ছিল পরে দীন গ্রহণ করেছে। তাই মহান আল্লাহ হয়তো পূর্ববর্তী পাপরাশির ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথবা তওবার গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে এ বিশেষ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এতই দয়ালু ও ক্ষমাশীল যে, বান্দাহ জঘন্যতম অপরাধ করেও খাঁটি তওবা করলেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন। এরই দৃষ্টান্তস্বরূপ এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الصِّدِّيقِ النَّاجِيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ. فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا».

৬৮০৯। হযরত শু'বা (রা) হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু মাদিক নাজীকে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে। অতঃপর সে অনুতপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল তার জন্যে তওবার কোন পথ আছে কিনা? এতদুদ্দেশ্যে সে একজন বিশিষ্ট আলেমের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার জন্যে তওবা নেই। একথা শুনে সে আলেম ব্যক্তিকেও হত্যা করল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করতে লাগল তার জন্যে তওবার কোন পথ আছে কিনা? অতঃপর এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাত্রা করল যেখানে পুণ্যবান এক সম্প্রদায় পুণ্যে নিয়োজিত রয়েছে। যখন সে যাত্রা করে কিছু দূর গেল; পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল এবং হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে সে মারা গেল।

এরপর তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল! অবশেষে দেখা গেল সে পুণ্যবান সম্প্রদায় ও দেশের দিকে এক বিঘত পরিমাণ বেশী অগ্রসর। অতএব তাকে ঐ দেশের নেককার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ - وَزَادَ فِيهِ: «فَأَوْحَى اللهُ إِلَىٰ هٰذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَىٰ هٰذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي».

৬৮১০। এ সূত্রে হযরত কাতাদা (রা) থেকে হযরত শু'বা মায়ায বিন মায়াযের হাদীস সদৃশ হাদীস রেওয়ায়েত করেন। এবং এ রেওয়ায়েতে এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন– "অতঃপর মহান আল্লাহ এদেশের প্রতি প্রত্যাদেশ নাযিল করলেন, যে দূরে সরে যাও এবং ওদেশের প্রতি আদেশ করলেন নিকটে ঘনিয়ে আস।"

অনুচ্ছেদ : ৮

মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত এবং প্রতিটি মুসলমানকে প্রতিটি কাফিরের বিনিময়ে দোযখ থেকে মুক্তিদান।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ».

৬৮১১। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিবস অনুষ্ঠিত হবে, তখন মহান আল্লাহ প্রতিটি মুসলমানের নিকট একজন ইয়াহুদী অথবা খৃস্টানকে পাঠিয়ে দিয়ে বলবেন, এ হচ্ছে তোমার দোযখ থেকে মুক্তির বিনিময়। অর্থাৎ তোমাকে এ ব্যক্তির বিনিময়ে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হল এবং তোমার পরিবর্তে তাকে দোযখে ফেলা হল।

টীকা : মহান আল্লাহ ইচ্ছে করলে সবাইকে আযাব দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করে ঈমানদার বান্দাহদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন। মুক্তি দেয়ার পূর্বে দোযখের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা ছিল তোমার দোযখের ঠিকানা এ ভয়াবহ স্থান থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম এবং এখানে কোন কাফিরকে স্থলাভিষিক্ত করে দিলাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ، النَّارَ، يَهُودِيًّا أَوْ

نَصْرَانِيًّا» قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ! ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَحَلَفَ لَهُ، قَالَ: فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَىٰ عَوْنٍ قَوْلَهُ.

৬৮১২। হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আওন ও সায়ীদ বিন আবু বুরদাহ (রা) উভয়ে তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়ে হযরত আবু বুরদার নিকট হাযির ছিলেন, যখন আবু বুরদাহ তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করতঃ হযরত উমার বিন আবদুল আজীজকে (রা) হাদীস শুনাচ্ছিলেন। তাঁর পিতা (আবু মূসা আশ্‌য়ারী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলমান ব্যক্তি যখনই মৃত্যুবরণ করে, সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ তার দোযখের ঠিকানায় কোন ইয়াহুদী বা নাসরানীকে (কাফির) নিক্ষেপ করেন।

রাবী বলেন, এরপর হযরত উমার বিন্ আবদুল আজীজ (র) তিনবার তাঁকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যিনি ছাড়া আর কোন প্রভু নেই, যে তার পিতা কি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁকে এ হাদীস শুনিয়েছে? রাবী বলেন, তখন তিনি শপথ করে বলেছেন। রাবী বলেন, আমাকে অবশ্য সায়ীদ এ কথা জানাননি যে হযরত উমার বিন আবদুল আজীজ তাকে শপথ করিয়েছেন। এবং তিনি আওনের কথা অস্বীকার করেননি।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَفَّانَ، وَقَالَ: عَوْنُ بْنُ عُتْبَةَ.

৬৮১৩। এ দীর্ঘ সনদেও হযরত আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে একদল মুসলমান পাহাড় সমতুল্য পাপরাশি নিয়ে হাযির হবে। পরম দয়ালু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং এসব পাপরাশি ইয়াহুদী ও নাসারাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। আমার ধারণানুযায়ী আবু রাওহ্ বলেন, আমি জানিনা কার তরফ থেকে এ সন্দেহ, আবু বুরদাহ (রা) বলেন, আমি হযরত উমার বিন আবদুল আজীজ (র)-কে এ হাদীস শুনেয়েছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা কি সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) থেকে বর্ণনা করে তোমাকে এ হাদীস শুনিয়েছে? আমি বললাম, জী হাঁ।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شَدَّادٌ، أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَجِيءُ،

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» فِيمَا أَحْسِبُ أَنَا.

قَالَ أَبُو رَوْحٍ: لَا أَدْرِي مِمَّنِ الشَّكُّ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: أَبُوكَ حَدَّثَكَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

৬৮১৪। হযরত কাতাদা (রা) সাফওয়ান বিন মুহাররাজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। সাফওয়ান বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন তত্ত্বের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন, তা আপনি কিরূপ শুনেছেন? ইবনে ওমার বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাহকে তার মহান প্রতিপালকের অতি নিকটে নিয়ে আসা হবে, এমনকি মহাপ্রভু তার উপর নিজ রহমতের বাহু প্রসারিত করে দেবেন। অতঃপর তার থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকৃতি নেবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন হে বান্দাহ! এগুলো কি স্বীকার করছ? মুমিন বান্দাহ বলবে হে প্রভু স্বীকার করছি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার এ পাপ দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলাম এবং আজকের এ কঠিন দিনে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তাকে তার পুণ্য-সনদ (আমলনামা) দান করা হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদের সব সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে বলা হবে, এরা হচ্ছে ঐসব খোদাদ্রোহী বান্দাহ যারা আল্লাহর শানে মিথ্যা কথা বলেছে।

অনুচ্ছেদ : ৯

কা'ব ইবনে মালিক ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের তওবা।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ [عَزَّ وَجَلَّ]، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: [أَيْ] رَبِّ! أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ».

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو [بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو] بْنِ سَرْحٍ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ، مِنْ بَنِيهِ، حِينَ عَمِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ، إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتّٰى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ، عَلٰى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلٰى الْإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَبَرِي، حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللهِ! مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ، حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ - يُرِيدُ، بِذَلِكَ، الدِّيوَانَ -.

قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ، يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفٰى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلٰى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادٰى بِي حَتّٰى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ

أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ، إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ، بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَىٰ لِي أُسْوَةً، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي [رَسُولُ اللهِ ﷺ] حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟» قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَىٰ ذٰلِكَ رَأَىٰ رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ!»، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ.

فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ، حَضَرَنِي بَثِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، حَتَّىٰ عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ، إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ، حَتَّىٰ جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّىٰ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي، وَاللهِ! لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلٰكِنِّي، وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ، لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ

أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ، وَاللهِ! مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَاللهِ! مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا هٰذَا، فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ» فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمَا اعْتَذَرَ [بِهِ] إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ، اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ.

قَالَ: فَوَاللهِ! مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ، قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.

قَالَ: وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ.

قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، أَوْ قَالَ، تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّىٰ تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ، أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّىٰ إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذٰلِكَ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ! مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا

قَتَادَةَ! أَنْشُدُكَ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ، حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ.

فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، حَتَّىٰ جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا، فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ، حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهٰذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَىٰ صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ، قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ «لَا، وَلٰكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ» فَقَالَتْ: إِنَّهُ، وَاللهِ! مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَىٰ شَيْءٍ، وَوَاللهِ! مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، إِلَىٰ يَوْمِهِ هٰذَا.

قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ؟ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، قَالَ: فَلَبِثْتُ بِذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ،

سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَىٰ عَلَىٰ سَلْعٍ يَقُولُ، بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ! أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ.

قَالَ: وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا، حِينَ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعَىٰ سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأَوْفَىٰ عَلَىٰ الْجَبَلِ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ، وَاللهِ! مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ، حَتَّىٰ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ؛ [وَ]حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، وَاللهِ! مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ.

قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ.

قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ فَقَالَ «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ» وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، قَالَ: فَوَاللهِ! مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ [إِلَىٰ يَوْمِي هٰذَا]، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللهُ

[بِهِ]، وَوَاللهِ! مَا تَعَمَّدْتُ كَذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَىٰ يَوْمِي هٰذَا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيَ.

قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٧ و١١٨] [حَتَّىٰ بَلَغَ]: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

قَالَ كَعْبٌ: وَاللهِ! مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلْإِسْلَامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي، مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ، شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ، وَقَالَ اللهُ: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦].

قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا، أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ، عَنْ أَمْرِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّىٰ قَضَى اللهُ فِيهِ، فَبِذٰلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟﴾. وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا، تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

৬৮১৫। বনি উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবু তাহির আহমদ ইবনে আমর ইবনে সারাহ্ বর্ণনা করে বলেন, আমাকে ইবনে ওয়াহাব জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ইউনুস আমাকে ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করে জানিয়েছেন। ইবনে শিহাব বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। অথচ তিনি রোমান সাম্রাজ্য ও সিরিয়ার আরব খৃস্টানদের মোকাবিলার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। ইবনে শিহাব বলেন, আবদুর রহমান (রা) আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব

ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করে জানিয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব (রা) যিনি হযরত কা'ব (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুত্রদের মধ্যে তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন, বলেছেন : আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনে মালেকের কাছে ঐ সময়কার কাহিনী বর্ণনা করতে শুনেছি যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন।

কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেছনে ছিলাম না। কেবল বদরের যুদ্ধে (বিশেষ কারণে) পেছনে ছিলাম। আর ইতিপূর্বে যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কখনও রাগ করেননি– শাসাননি। তাছাড়া বদর যুদ্ধের ব্যাপারটা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ কুরাইশদের বাণিজ্য দলকে ধাওয়া করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা অনির্ধারিতভাবে তাদেরকে ও শত্রুপক্ষকে বদর প্রান্তরে পরস্পর একত্রিত করে দিয়েছেন।

কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, আকাবায় শপথের রাতে যখন আমরা ইসলামের জন্যে বজ্র কঠিন শপথ নিয়েছিলাম তখনও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।

তবে আমি এ কথাটুকু কামনা করিনি যে, আকাবার বাইয়াতের সঙ্গে বদরযুদ্ধ সংঘটিত হোক যাতে আমাকে শরীক হতে হয়। যদিও বদর যুদ্ধ মানুষের মাঝে আকাবার বাইয়াত অপেক্ষা অধিকতর উল্লেখযোগ্য।

আমার ইতিবৃত্ত হচ্ছে এই : আমি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেছনে থাকাকালে (সবদিক থেকে ভাল ছিলাম) শারীরিক দিক থেকেও পূর্বের চেয়ে বলিষ্ঠ ও আর্থিক দিক থেকেও অধিক সচ্ছল ছিলাম যা ইতিপূর্বে কখনও ছিলাম না। খোদার শপথ, আমি এর আগে কখনও দুটা বাহন একসাথে জমা করতে পারিনি কিন্তু এ যুদ্ধে জমা করেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় এ যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিলেন তখন ভীষণ গরম ছিল, মরুভূমির উপর দিয়ে বহুদূরের সফরে যাত্রা করেছিলেন, সামনে বিরাট শত্রুবাহিনী। অতএব এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কাছে একথাটুকু পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে, তাদেরকে যুদ্ধের জন্যে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। এরপর তিনি (রাসূল) তাদেরকে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। মুসলমানের সংখ্যাও রাসূলুল্লাহর সাথে বিপুলসংখ্যক ছিল। অবশ্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণকারী কোন কিতাব বা দপ্তর তাদেরকে একত্রিত করেনি (অর্থাৎ তাদের কোন পরিসংখ্যান ছিল না)। হযরত কা'ব বলেন, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই এ ধারণায় আত্মগোপন করার ইচ্ছা করেনি যে ব্যাপারটা হয়তো ওহী নাযিল হওয়া পর্যন্ত গোপন থাকতে পারে, তারপর থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক ঐ সময় এ যুদ্ধাভিযান চালিয়েছেন যখন ফলন খুব ভাল হয়েছিল এবং মওসুম খুব ভাল ছিল। আর আমি ফসলের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম

মুজাহিদরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। আমিও তাদের সাথে প্রস্তুতি নেয়ার উদ্দেশ্যে সকালে গিয়ে ফিরে আসলাম। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে মনে মনে বললাম, আমি তো যখনই ইচ্ছা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে সক্ষম। ব্যাপারটা এভাবে বিলম্বিত হতে লাগল। এদিকে সব লোক যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে নিয়ে পরদিন সকালে রওয়ানা হলেন। কিন্তু আমি কোন প্রস্তুতি নিলাম না। অতঃপর আমিও সকালে গিয়ে ফিরে আসলাম। কোন সিদ্ধান্ত নিলাম না। এভাবে আমার যাত্রা বিলম্বিত হতে হতে তাঁরা রণপ্রান্তরে পৌঁছে গেলেন এবং যুদ্ধ প্রকট আকার ধারণ করল। এরপরও আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁদের সাথে শরীক হওয়ার কথা ভাবলাম কিন্তু আফসোস! শরীক হলাম না। অতঃপর শরীক হওয়া আর আমার ভাগ্যে জুটল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর (আমার অবস্থা এরূপ হল) আমি যখন লোক সমাজে বের হতাম, চরম মানসিক দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়তাম। নীতিগতভাবে দু'ব্যক্তির যে কোন এক ব্যক্তির সাথে আমি আমার অবস্থার মিল দেখতে পেলাম। যে ব্যক্তির উপর মুনাফেকীর কলম লেপন করা হয়েছে অথবা যাকে আল্লাহ অক্ষম লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এদিকে তাবুকে পৌঁছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা স্মরণ করেননি। অবশেষে তাবুক প্রান্তরে সাথীদের সাথে বসা অবস্থায় (এক পর্যায়ে স্মরণ হলে) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব ইবনে মালিক কোথায়? বনি সালমার জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁকে তার পোষাক ও বাহুযুগলের প্রতি দৃষ্টি একাজ থেকে বিরত রেখেছে। এ কথা শুনে মায়ায ইবনে জাবাল (রা) বললেন, তুমি খুব খারাপ কথা বললে : খোদার শপথ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাঁর সম্পর্কে ভালই ধারণা করে আসছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এমতাবস্থায় তিনি সাদা পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আবু খাইসামা? কাছে আসলে দেখলেন, তিনি আবু খাইসামা আনসারী যিনি মুনাফিকরা দুর্নাম রটনা করলে এক সা' খুরমা দান করে ফেলেন।

কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, যখন আমার কাছে খবর পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে (মদীনাভিমুখে) যাত্রা করেছেন, আমার মাথায় দুশ্চিন্তার উদ্রেক হল এবং মিথ্যা অজুহাতের কথা স্মরণ করতে লাগলাম।

ভাবলাম, এমন কিছু কথা বলব যাতে আগামীকাল অন্ততঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পাই। এ ব্যাপারে আমার আপনজনের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তাদের কাছেও সাহায্য চাইলাম যখন আমাকে কেউ বলল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেছেন তৎক্ষণাৎ আমার থেকে অসৎ বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল এবং বুঝলাম এসব বাহানা দিয়ে আমি কিছুতেই নবী (সা) থেকে রেহাই পাব না। অতঃপর আমি তাঁর কাছে, সত্য কথা বলার জন্যে কৃতসংকল্প হলাম। ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ এনেছেন। তাঁর অভ্যাস ছিল সফর থেকে তশরীফ আনলে তিনি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত

নামায আদায় করে অতঃপর লোকদেরকে নিয়ে বসতেন। যখন তিনি একাজ সম্পন্ন করলেন, তাঁর কাছে পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকেরা এসে অজুহাত পেশ করতে শুরু করলেন এবং কসম খেতে লাগলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল তিরাশী থেকে নব্বইয়ের মাঝামাঝি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বাহ্যিক অজুহাত গ্রহণ করে নিয়ে তাদেরকে বাইয়াত করলেন। এবং তাদের জন্যে ইস্তেগফার করলেন এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলেন। এরপর আমি এসে সালাম করলাম। যখন সালাম করলাম তিনি রোষভরে আমার প্রতি মুচকি হাসি হেসে বললেন, এসো। আমি ধীরে ধীরে এসে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কারণে পিছে রইলে? তুমি কি (বাইয়াত করে) নিজ পৃষ্ঠ সপে দাওনি? কা'ব বলেন, আমি বলতে শুরু করলাম, হে আল্লাহ রাসূল! খোদার কসম, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার মানুষের নিকট বসতাম, তবে আপনি অবশ্যই দেখতেন যে আমি কোন অজুহাতে তার রোষ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যেতাম। আমাকে অবশ্যই বাকপটুতা দান করা হয়েছে। কিন্তু খোদার শপথ, আমি নিঃসন্দেহে জানি যদি আজ আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলি যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তবে অচিরেই মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি আপনাকে নারাজ করে দেবেন। আর যদি আমি আপনার কাছে সত্য কথা বলি যাতে আপনি আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হন তবুও আমি আল্লাহর কাছে শুভ পরিণামের দৃঢ় আশা পোষণ করি। খোদার কসম! আমার তেমন কোন অসুবিধে ছিল না। খোদার শপথ! আপনার থেকে পেছনে থাকাকালে শারীরিক ও আর্থিক দিক থেকে আমি মোটামুটি ভালই ছিলাম। ববং ইতিপূর্বে কখনও এত বলিষ্ঠ ও সচ্ছল ছিলাম না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি সত্য কথাই বলেছে। যাও তোমার ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা করবেন। এরপর আমি উঠে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বনি সালমার কতিপয় লোক উঠে গেল এবং আমার পেছনে চলতে লাগল তারা আমাকে বলল, খোদার কসম! আমরা তো আপনাকে ইতিপূর্বে কখনও কোন অপরাধ করতে দেখিনি।

আপনি এ ব্যাপারে এতটুকু অক্ষম ও নিরুপায় হয়ে গেলেন! পশ্চাতে অবস্থানকারী অপর লোকেরা যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অজুহাত খাড়া করে বেঁচে গেছে, তাদের ন্যায় আপনি কি কোন অজুহাত পেশ করতে পারলেন না? (কোন গুনাহ হলে) আপনার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তেগফারই যথেষ্ট হতো। তিনি বলেন, খোদার কসম! এ ব্যাপারে তারা আমাকে একাধারে দোষারোপ করতে থাকল। এমনকি আমার ইচ্ছে হল আবার ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মিথ্যা কথা বানিয়ে বলি। অতঃপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার সাথে আর কেউ কি এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? তারা বলল, হাঁ! আপনার সাথে আরো দু'ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়েছে। তাঁরাও আপনার ন্যায় সত্য কথা বলেছেন এবং তাদেরকেও আপনার ন্যায় জওয়াব দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তারা কে? বলল, মুরারাহ ইবনে রবীয়া'হ আমেরী ও হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফী (রা)। তারা এমন দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ

করল যারা আদর্শবান ও বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। এ দু'জন মহান ব্যক্তির উল্লেখ করলে আমি (আর বেশী চিন্তা না করে) চলে আসলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে থাকা লোকদের মধ্য থেকে কেবল আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলতে সব সঙ্গীদেরকে নিষেধ করে দিলেন। ফলে সব লোক আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল অথবা বললেন, আমাদের প্রতি বিগড়িয়ে গেল। এতে এ পৃথিবীটা আমার কাছে অপ্রীতিকর বোধ হল। মনে হচ্ছিল এটা সেই আমার চেনা পরিচিত জগত নয়। এ অবস্থায় দীর্ঘ পঞ্চাশটি দিন অতিবাহিত করলাম। এদিকে আমার দু'সাথী ভাইয়ের অবস্থা হচ্ছে, তারা নিরুপায় হয়ে নিজ গৃহে বসে বসে কাঁদছিলেন। অবশ্য আমি সবার মধ্যে যুবক বয়সের ও শক্তিশালী ছিলাম। (তাই একেবারে ভেঙ্গে পড়িনি) আমি যথারীতি ঘর থেকে বের হয়ে নামাযে হাযির হতাম এবং বাজারে ঘুরাফেরা করতাম। অথচ আমার সাথে কেউ কথাবার্তা বলতেন না। তদুপরি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে তাঁকে সালাম করতাম যখন দেখতাম তিনি নামাযের পর মজলিশে বসে আছেন। তখন মনে মনে ভাবতাম ও লক্ষ্য করতাম সালামের জওয়াবে তিনি ঠোঁট হেলায়েছেন কিনা? অতঃপর তাঁর কাছে থেকে নামায পড়তাম এবং চুপি চুপি তাঁর পানে তাকিয়ে দেখতাম। যখন আমি নামাযে মনযোগ দিতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন আর যখন আমি তাঁর পানে তাকাতাম, তিনি আমার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে মুসলিম ভাইদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ যখন দীর্ঘায়িত হল, তখন আমি একদিন আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদার (রা) দেয়ালের ছাদের উপর উঠে তাঁকে সালাম করলাম। তাঁর সাথে আমার গভীর ভালবাসা ছিল। কিন্তু খোদার কসম! (তিনি) সে আমার সালামের জওয়াব দিলো না। তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে খোদার দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জাননা আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? কিন্তু সে চুপ থাকল। তারপর আবার খোদার দোহাই দিয়ে বললাম, সে নীরব রইল। তারপর আবার দোহাই দিলাম। এবার সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ কথা শুনে আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হল এবং ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেয়াল টপকিয়ে চলে আসলাম। একবার আমি মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম, এমন সময় সিরিয়ার একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ীর সাথে দেখা হল। সে মদীনায় খাদ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে আগত ব্যবসায়ীদের একজন। সে জিজ্ঞেস করছিল, কে আছে আমাকে কা'ব ইবনে মালিকের সন্ধান বলে দিবে? তখন লোকেরা তাকে আমার দিকে ইশারা করে জানিয়ে দিলে সে আমার কাছে আসল। এসে আমার নিকট সিরিয়ার অধিপতির একখানা চিঠি দিল। আমার লেখাপড়া জানা ছিল। আমি পড়ে দেখি তাতে লিখা আছে : ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সংবাদ এই, আমরা খবর পেলাম তোমার সাথী তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অথচ আল্লাহ তোমাকে এত তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ঘরে সৃষ্টি করেননি। অতএব তুমি আমাদের সাথে যোগ দাও আমরা তোমাকে যথাযথ মর্যাদা দিব। কা'ব (রা) বলেন, আমি এ চিঠি পড়ে মন্তব্য করলাম, এটাও মহাপিবদ। এরপর চিঠিখানা চুলার মধ্যে ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। এভাবে যখন চল্লিশ দিন গত হল এবং ওহী আসতে বিলম্ব হল, তখন একদিন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন, তোমাকে আল্লাহর রাসূল (সা) আদেশ করছে যেন তুমি তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্ত্রীকে কি তালাক দিয়ে দেব না কি করব? বললেন না, তালাক নয় বরং স্ত্রী থেকে আলাদা থাক, স্ত্রীর নিকটে যেও না– কা'ব (রা) বলেন, আমার সাথীদ্বয়ও আমার কাছে এধরনের খবর পাঠিয়েছেন। এরপর আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার আপনজনের কাছে চলে যাও এবং এ বিষয়ে আল্লাহ কোন ফয়সালা করা পর্যন্ত তুমি তাদের নিকট অবস্থান কর। তিনি বলেন, এ আদেশের পর হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া একজন জয়ীফ বৃদ্ধ। তার কোন খাদেম নেই। আমি তার খেদমত করলে আপনি কি অপছন্দ করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না! তবে সে যেন তোমার সাথে সহবাস না করে। স্ত্রী বলল, খোদার কসম হে রাসূল! তার কোন কিছুর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। খোদার কসম! সে তো এ ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত শুধু অনবরত কাঁদছে। এদিকে, আমার কোন আত্মীয় আমাকে বলল, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি চাইতে তবে ভাল হতো। তিনি তো হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রীকে তার খেদমতের অনুমতি দিয়েছেন। কা'ব বলেন, আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব না। আর আমার জানা নেই, এ ব্যাপারে অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) কি জওয়াব দেন। এছাড়া আমি একজন যুবক। এরপর আরো দশ দিন অপেক্ষা করলাম। মোট পঞ্চাশ দিন আমাদের এক গৃহের উপরে কাটিয়ে দিলাম। একদিন এ শোচনীয় অবস্থায় বসা ছিলাম, যে অবস্থার কথা আল্লাহ (কুরআনে) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এমন অবস্থা যে, আমার উপর জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এবং বিশাল জগত আমার কাছে অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। হঠাৎ একটা আওয়ায শুনতে পেলাম। একজন লোক সালা' নামক একটা পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলছে, হে কা'ব ইবনে মালিক! তোমার প্রতি শুভ সংবাদ! এ কথা শুনামাত্র আমি সেজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম এতক্ষণে হয়তো বিপদ কেটে গেছে। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায সম্পন্ন করে আমাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের (মার্জনা) কথা মানুষকে জানিয়ে দিলেন অতঃপর লোকজন আমাদেরকে সুসংবাদ শুনাতে বের হয়ে গেল। আমার সাথীদ্বয়ের নিকট সুসংবাদ দাতাগণ চলে গেল আর এক ব্যক্তি আমার দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসল। আর "আসলাম" গোত্রের এক ব্যক্তি আমার দিকে দৌড়ে আসল এবং পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। ঘোড়ার চেয়েও দ্রুততর গতিতে আওয়াযটুকু ভেসে আসল। যার আওয়ায শুনেছি সে যখন সুসংবাদ পৌঁছবার উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার দুটো কাপড় খুলে (তার সুসংবাদের বিনিময়ে) তাকে পরিয়ে দিলাম। খোদার কসম! এ সময় আমার কাছে এ দুটো কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। কাজেই আর দুটো কাপড় ধার করে আমি পরলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে লোকজন দলে দলে

আমার সাথে দেখা করে আমাকে তওবার ব্যাপারে মোবারকবাদ জানাচ্ছে এবং বলছে তোমার উপর আল্লাহর 'তওবাহ' (গুনাহ মার্জনা) ধন্য হোক। এমতাবস্থায় মসজিদে ঢুকে পড়লাম। মসজিদে ঢুকে দেখি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসে আছেন, চতুর্দিকে লোকজন। আমাকে দেখেই তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) দৌড়ে এসে আমার সাথে করমর্দন করলেন এবং আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। খোদার কসম! তিনি ছাড়া মুহাজিরদের মধ্য থেকে আর কেউ উঠে আসেনি। এ জন্যে কা'ব (রা) তালহাকে (রা) জীবনে কোনদিন ভুলতে পারেননি। কা'ব (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম তখন তার মোবারক চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি বললেন, তোমার প্রতি সুসংবাদ! তুমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ যতগুলো দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, তন্মধ্যে এ দিনটি সবচেয়ে উত্তম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না! আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে যেত। মনে হতো যেন চেহারা মুবারক একখণ্ড পূর্ণিমার চাঁদ। আমরা তা অতি সহজেই বুঝতে পারতাম। কা'ব (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবার নিদর্শন স্বরূপ আমি মনস্থ করেছি আমার ধন-সম্পদকে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দান করে উজাড় করে দিব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু মাল-সম্পদ নিজের কাছে রক্ষিত রাখ, এটা তোমার জন্য মঙ্গল হবে। তখন আমি বললাম, আমি আমার ঐ অংশটুকু রেখে দেব যা খাইবারে আমি লাভ করেছি। কা'ব (রা) বলেন, এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কথা নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহ আমাকে সত্য কথা বলার দরুন (এ গ্লানি থেকে) রক্ষা করেছেন। আমার দৃঢ় সংকল্প হচ্ছে, আমি যতদিন বাঁচি সত্য কথা বলা কখনও ছাড়ব না। কা'ব (রা) বলেন, খোদার শপথ! আমি জানিনা, এ যাবৎ কোন মুসলমানকে সত্য কথা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ এর চেয়ে চরম পরীক্ষায় ফেলেছেন কিনা, যে পরীক্ষায় আমাকে তিনি ফেলেছেন। খোদার শপথ! আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করার পর থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত কখনও মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছাও পোষণ করিনি। এবং আমি দৃঢ় আশা রাখি, মহান আল্লাহ আমাকে বাকী জীবনেও তা থেকে হেফাজত করবেন। কা'ব (রা) বলেন, এরপর মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন :

নিশ্চয় মহান আল্লাহ মহানবী (সা) এবং সেসব মুহাজির ও আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যারা কঠিন সংকট মুহূর্তে মহানবীর অনুসরণ করছে।"... আয়াতের শেষভাবে পৌঁছে বলেছেন : "নিশ্চয় তিনি বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। এবং তাদের নিকট জীবনটা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে আল্লাহ ছাড়া আর তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যাতে তারা খাঁটি তওবা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী পরম

দয়ালু। হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।”

কা’ব (রা) বলেন, খোদার কসম! মহান আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথে হেদায়েত করার পর আমার উপর কখনও এমন কোন নেয়ামত অর্পণ করেননি যা আমার অন্তরে এর চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, যাতে আমি কখনও মিথ্যা না বলি। তাহলে মিথ্যাবাদীরা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে আমিও তাদের ন্যায় ধ্বংস হয়ে যাব। বস্তুতঃ আল্লাহ ওহী নাযিল হওয়ার যামানায় মিথ্যাবাদীদেরকে লক্ষ্য করে এমন নিকৃষ্ট ভাষা প্রয়োগ করেছেন যা কারও জন্যে প্রয়োগ করেননি। এবং তিনি বলেন, অচিরেই তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; যাতে তোমরা তাদের থেকে ফিরে থাক। হাঁ! তোমরা তাদের থেকে ফিরে থাকো। এরা অপবিত্র, এবং এদের ঠিকানা জাহান্নাম, এদের স্বেচ্ছায় অর্জিত পাপের শাস্তি স্বরূপ। এরা (মিথ্যাবাদীগণ) তোমাদের কাছে এসে কসম খায় যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। যদিও তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও কিন্তু আল্লাহ পাপিষ্ঠ লোকদের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হন না।

কা’ব (রা) বলেন, আমরা তিনজন সেই লোকদের সুবিধা থেকে পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম যারা রাসূলুল্লাহর কাছে কসম করার পর তিনি তাদের ওযর গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে বাইয়াত করেছেন এবং তাদের জন্যে ইস্তেগফার করেছেন। আর আমাদের ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ (সা) স্থগিত রেখেছেন। অবশেষে আল্লাহ এ বিষয়ে ফয়সালা দিয়েছেন। এ মর্মেই মহান আল্লাহ বলেছেন, وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا আল্লাহ যে আমাদের পিছনে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন, তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে অপর লোকদের পেছনে রাখা হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারটা ওদের থেকে বিলম্ব করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে কসম খেয়েছে, ওযর পেশ করেছে, এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَوَاءً . **وَحَدَّثَنِي** عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ ، مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَزَادَ فِيهِ ، عَلَىٰ يُونُسَ : فَكَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا، حَتَّىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ.

وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، أَبَا خَيْثَمَةَ وَلُحُوقَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ.

৬৮১৬। ইবনে শিহাব থেকে "ইউনুস আন্ যুহরী" এ সূত্রে সমান সমান বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব (তাঁর পিতা) কা'ব দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পর তার পথ- নির্দেশকারী ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি (আমার পিতা) কা'ব (রা) থেকে ঐ সময়কার কাহিনী বর্ণনা করতে শুনেছি যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পিছনে রয়ে গেছেন।... এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় ইউনুসের বর্ণনার উপর এতটুকু বাড়িয়েছেন– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, কদাচিৎ তা ঘোষণা করতেন বরং তা যথাসম্ভব গোপন রাখতেন। এমনিভাবেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য আমার ভাতিজা যুহরী আবু খাইসামার কথা ও রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে তার যোগ দেয়ার কথা উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ، حِينَ أُصِيبَ بَصَرُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ قَوْمِهِ وَأَوْعَاهُمْ لِأَحَادِيثِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، يُحَدِّثُ: أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ، غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَاسٍ كَثِيرٍ يَزِيدُونَ عَلَىٰ عَشَرَةِ آلَافٍ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانُ حَافِظٍ.

৬৮১৭। যুহরী বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে কা'বের পুত্র আবদুর রহমান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর চাচা উবায়দুল্লাহ ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি কা'ব ইবনে মালিকের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার পর তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন নিজ দেশের শীর্ষ স্থানীয় আলেম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের কাহিনী সম্পর্কে অধিকতর অবগত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে শুনেছি যিনি ঐ তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি যাদের তওবা গৃহীত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন– তিনি মাত্র দু'টি যুদ্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর কোন যুদ্ধে কখনও পিছনে ছিলেন না। এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় তিনি এ কথাটুকুও বলেছেন– এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপুল সংখ্যক লোকজন নিয়ে যাদের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী

ছিল শরীক হয়েছেন। অবশ্য এর সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষণকারী কোন রেজিষ্টারে ছিল না।

অনুচ্ছেদ : ১০

অপবাদ প্রদান এবং অপবাদকারীর তওবা কবুলের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: وَالسِّيَاقُ حَدِيثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ وابْنِ رَافِعٍ قَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَىٰ لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ، مَسِيرَنَا، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوِهِ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّىٰ جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَىٰ الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَىٰ بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ.

قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُهَبَّلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ،

إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ ما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ، قَدْ عَرَّسَ، مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللهِ! مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّىٰ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِيءَ عَلَىٰ يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْجَيْشَ، بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ، حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» فَذَاكَ يَرِيبُنِي، وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّىٰ خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التَّنَزُّهِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِي، حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا،

قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ! أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ، فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَىٰ مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ! مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ [فَـ]قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ! هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ! لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا؟. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ! هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ؟» قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي» فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ. يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ

سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلٰكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ: [كَذَبْتَ]، لَعَمْرُ اللهِ! لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ، فَقَامَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ! لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِيَ الْمُقْبِلَةَ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّهُ [قَدْ] بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ: فَقَالَ: وَاللهِ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: وَاللهِ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي، وَاللهِ! لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهٰذَا حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُونِّي، وَإِنِّي، وَاللهِ! مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾.

قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا، وَاللهِ! حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلٰكِنْ، وَاللهِ! مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَىٰ، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَىٰ، وَلٰكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُرَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللهِ! مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ، فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي، يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ» فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النور: ١١] . عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْآيَاتِ بِبَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ! لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ [النور: ٢٢] . إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾.

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هٰذِهِ أَرْجَىٰ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَمْرِي: «مَا عَلِمْتِ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهٰذَا مَا انْتَهَىٰ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ.

وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ.

৬৮১৮। ইমাম যুহরী বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উ'তবা ইবনে মাসউদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশার (রা) (অপবাদের) কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। অপবাদকারীরা যখন তাঁর প্রতি কিছু (অবাঞ্ছিত) কথা বলেছিল, তখন মহান আল্লাহ তাদের কথিত অপবাদ থেকে তাঁকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত করেছেন। এদের প্রত্যেকে আমাকে কাহিনীর কিছু অংশ বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এ ছাড়া ঘটনা সম্পর্কে তাদের একে অপরের চেয়ে বেশী অবহিত ও বর্ণনার দিক থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য ছিলেন। আমি অবশ্য তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে, যতটুকু বর্ণনা করেছেন, মনোযোগ সহকারে শুনেছি। আর তাঁদের একের বর্ণনা অন্যের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করে।

তাঁরা বর্ণনা করেছেন : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে বের হতে ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের লটারীর (ভাগ্য পরীক্ষা) ব্যবস্থা করতেন। আমিও তাতে উপস্থিত থাকতাম। লটারীতে যার নাম উঠত তাকে নিয়ে সফরে বের হয়ে যেতেন। আয়েশা (রা) বলেন, এক যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি লটারী ধরলে তাতে আমার নাম উঠল। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে বের হলাম। এটা ছিল পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। এ সফরে আমাকে উটের পিঠে পালকিতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং পালকিতেই উঠানামা করা হয়েছিল। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রাত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেককে নিজ নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করতে আদেশ করলেন। এ ঘোষণার পর আমি উঠে গেলাম এবং কিছু দূর পায়ে হেঁটে মুজাহিদ বাহিনীকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি সওয়ারীর নিকট আসলাম। সওয়ারীর নিকট এসেই হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে দেখি ইয়ামান দেশের 'যাফার' অঞ্চলের তৈরী আমার হারখানা কোথায় হারিয়ে গেছে। অতঃপর হার খুঁজতে গিয়ে পিছনে ফিরে গেলাম। এ খোঁজাখোঁজিতে আমার বেশ বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে যারা আমাকে সওয়ারীতে উঠিয়ে দিত, তারা এসে আমার পালকিটা বহন করে আমি যে উটে আরোহণ করতাম তাতে উঠিয়ে দিল তাদের ধারণা যে আমি পালকীর ভিতরেই আছি। আয়েশা (রা) বলেন, মহিলারা ঐ সময় হালকা পাতলা ছিল।

মাংসপেশীতে পরিপূর্ণ মোটা ও ভারী ছিল না। কেননা তারা অল্প পরিমাণ শুকনো খাদ্যগ্রহণ করত। এ জন্যেই সঙ্গী লোকেরা যখন পালকী উঠিয়ে উটের পিঠে স্থাপন করছিল তেমন ভারী বোধ করেননি। এ ছাড়াও আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা তরুণ বালিকা। তারা তো যথারীতি উট হাঁকিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে গেল। এদিকে বাহিনী প্রস্থান করার পর আমি আমার হার খুঁজে পেলাম এবং তাদের অবস্থান স্থলে আসলাম। এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। ডাকার লোকও নেই, জওয়াব দেয়ার লোকই নেই। অতঃপর আমি যে স্থানে অবস্থান করেছিলাম সেখানেই ফিরে যেতে মনস্থ করলাম এবং ধারণা করলাম লোকেরা আমাকে না পেয়ে অবশ্যই আমার নিকট ফিরে আসবে। এমতাবস্থায় আমি আমার অবস্থানের জায়গায় বসে আছি। কিছুক্ষণ পর চোখে নিদ্রা জড়িয়ে আসলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এদিকে সাফওয়ান ইবনে মু'য়াত্তাল নামক এক ব্যক্তি, যে মুজাহিদদের সবার পিছনে রাতের শেষাংশে রওয়ানা হয়েছিল, রাতের অন্ধকারে চলতে চলতে আমার অবস্থান স্থলের কাছে পৌঁছে গেল এবং ঘুমন্ত মানুষের কালো ছায়া দেখতে পেল। আমার কাছে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারল। ইতিপূর্বে পর্দার হুকুম প্রবর্তিত হওয়ার আগে সে আমাকে দেখেছিল। আমাকে চিনতে পেরে "ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন" বলে উঠল। শব্দ শুনে আমি জাগ্রত হলাম এবং চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম।

খোদার শপথ! আমার সাথে সে একটি কথাও বলেনি আর আমিও তার ইন্নালিল্লাহর শব্দ ছাড়া কোন কথা শুনিনি। অবশেষে সে নিজ সওয়ারীকে আমার জন্য ঝুঁকিয়ে দিয়ে এর সামনের পায়ের কাছে নিজ পা বাড়িয়ে দিলে আমি (তাতে ভর করে) আরোহণ করলাম। অতঃপর সে সওয়ারীকে টেনে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকল। চলতে চলতে আমরা আমাদের কাফেলার নিকট পৌঁছে গেলাম। তারা যখন দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে একস্থানে সওয়ারী থেকে নেমে পড়ল, এর একটু পরেই আমরা পৌঁছলাম। এরপর আমার (অপবাদের) ব্যাপারে জড়িত হয়ে কিছু লোক নিজেদের অধঃপতন ডেকে এনেছে আর যে ব্যক্তি এর প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তার নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল।

এরপর আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। মদীনায় পৌঁছার পর আমি অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ একমাস যাবৎ ভুগলাম। এদিকে লোকেরা অপবাদ রটনাকারীদের কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছিল। কিন্তু আমি এসব ব্যাপারে কিছুই অবগত ছিলাম না। আমার দারুণ অসুস্থতার ভিতরে অবশ্য এ কথাটুকু আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল যে– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে তেমন অনুরাগ দেখতে পেতাম না যা ইতিপূর্বে অসুস্থ হলে তার মাঝে দেখতে পেতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে প্রথমে সালাম করতেন পরে জিজ্ঞেস করতেন তোমরা কেমন আছ? এ কথাটুকু আমাকে সংশয়ে ফেলে দিয়েছে। আমি খারাপ কিছু বুঝতেই পারিনি। অবশেষে একটু সুস্থ বোধ করার পর আমি উম্মু মেসতাহকে সাথে নিয়ে মানাসে'র দিকে যা আমাদের মলসূত্র ত্যাগের স্থান, বের হলাম। আমরা অবশ্য (মলমূত্র ত্যাগের জন্য) রাতে রাতেই বের হতাম। আর এ প্রথা আমাদের গৃহের কাছাকাছি

পায়খানা নির্মাণের পূর্বে প্রচলিত ছিল। পেশাব-পায়খানার ব্যাপারে আমাদের নিয়ম ও প্রাচীন আরবের নিয়ম এক ছিল। আমরা গৃহের কাছে পায়খানা তৈরী করাকে কষ্টকর মনে করতাম।

যা হোক আমি আর উম্মু মেসতাহ্ রওয়ানা হলাম। তিনি হলেন আবু রুহম ইবনে মুত্তালিবের কন্যা, তাঁর মা সাখার ইবনে আমেরের কন্যা আবু কবর সিদ্দীকের (রা) খালা। তাঁর ছেলে মেসতাহ ইবনে আসাসা। আমি ও আবু রুহমের কন্যা উভয়ে আমাদের কাজ সেরে গৃহের দিকে ফিরছিলাম। হঠাৎ উম্মু মেসতাহ কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে গেলেন এবং বলে ফেললেন, মেসতাহ নিপাত যাক! এ কথা শুনে আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো খুব খারাপ কথা বললেন! আপনি এমন ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন যে বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। তখন উম্মে মেসতাহ বললেন, ওহে! তুমি কি শোননি মেসতাহ কি বলাবলি করেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কি? তখন তিনি আমাকে অপবাদ রটনাকারীরা যা বলাবলি করছে তা জানালেন। এসব শুনে আমার রোগ আরো বৃদ্ধি পেল। অতঃপর যখন গৃহে ফিরে গেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। এসে সালাম করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে কি পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? তিনি (আয়েশা) বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল (পিত্রালয়ে গিয়ে) মাতাপিতার কাছ থেকে এসব খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলে আমি আমার মাতাপিতার কাছে চলে গেলাম। গিয়ে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা! লোকেরা কি বলাবলি করছে? আম্মা বললেন, প্রিয় কন্যা! তোমার ব্যাপারে আমাকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দাও! খোদার কসম! এমন সুশ্রী সুন্দরী রমণী খুবই কম আছে যাকে স্বামী অন্তর দিয়ে ভালবাসে অথচ তার সতীন আছে (নির্ভেজাল থাকতে পারে) বরং সতীনরা তার প্রতি (ঈর্ষান্বিত হয়ে) দু'চার কথা বলেই। আমি অবাক হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ! তাহলে কি সত্যই লোকেরা আমার সম্পর্কে বলাবলি করছে? তিনি বলেন, ঐদিন সারারাত কাঁদলাম। ভোর হয়ে গেল তবুও আমার কান্না বন্ধ হল না। চোখে সামান্য তন্দ্রাও আসেনি। তারপরও কাঁদতে থাকলাম। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী আসতে বিলম্ব দেখে পরিবার থেকে পৃথক থাকার ব্যাপারে পরামর্শের উদ্দেশ্যে আলী ইবনে আবু তালেব (রা) ও উসামা ইবনে যায়িদকে (রা) ডাকলেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, এঁদের মধ্যে উসামা ইবনে যায়েদ তো ঐ আকীদা ও বিশ্বাস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিলেন যা তিনি রাসূলের পরিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে পোষণ করতেন এবং তাঁদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা হৃদয়ে উপলব্ধি করতেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এঁরা তো আপনারই পরিবার। এঁদের সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি ভালই জানি। কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বললেন, হে রাসূল! আল্লাহ তো আপনার প্রতি কোন কিছু সংকীর্ণ করেননি। এ ছাড়াও তো নারী অনেক আছে। আপনি যদি কোন তরুণীকে বিয়ে করতে চান, তবে যে কেহ আপনার কাছে নিজেকে সপে দিবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসী বারীরাহকে ডাকলেন। ডেকে

জিজ্ঞেস করলেন, হে বারীরাহ! তুমি কি আয়েশা থেকে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ? বারীরাহ বলল, ঐ খোদার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমি যদি বদনাম করার মত কোন কাজ তাঁর থেকে কখনও দেখে থাকি তবে বেশীর ভাগ এতটুকু দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা তরুণী হিসেবে অনেক সময় পরিবারস্থ লোকের জন্য আটা গুলে ঘুমিয়ে পড়তেন, এদিকে কাক এসে খেয়ে যেত।

আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! কে আছে যে, ঐ ব্যক্তির কৈফিয়ত গ্রহণ করবে যার তরফ থেকে আমার পরিবারের ব্যাপারে যথেষ্ট মানসিক আঘাত পৌঁছেছে? খোদার কসম! আমি আমার পরিবারের উত্তম চরিত্রের কথাই জানি। অপবাদ রটনাকারীরা এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান) উল্লেখ করেছে, যার সচ্চরিত্র সম্পর্কে আমি ভালভাবে অবগত আছি। সে কখনও আমার সাথে ছাড়া আমার স্ত্রী মহলে প্রবেশ করেনি। এরপর সা'দ ইবনে মায়া'য আনসারী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার থেকে কৈফিয়ত চাইব। যদি উক্ত ব্যক্তি 'আওস' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। আর যদি 'খাযরাজ' গোত্রের আমাদের কোন ভাই হয়ে থাকে, তবে আপনি যা আদেশ করবেন, তা-ই পালন করব।

আয়েশা (রা) বলেন, এরপর 'খাযরাজ' গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) দাঁড়ালেন। তিনি সাধু ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু গোত্রীয় মনোভাব তাকে বোকা বানিয়ে ফেলেছে (তাই তাঁর থেকে সে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে)। তিনি সা'দ ইবনে মায়া'যকে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি তাকে কতল করতে পারবে না, আর কতল করতে সক্ষমও হবে না। এরপর উসায়েদ ইবনে হুযায়ের যিনি সা'দ ইবনে মায়াযের চাচাতো ভাই, দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে সা'দ ইবনে উবাদাকে লক্ষ্য করে বললেন, বাহুল্য কথা; আল্লাহর কসম! আমরা তাকে কতল করবই। তুমি মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে তর্ক করছ। এভাবে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়ানো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যথাসাধ্য বারণ করছিলেন। অবশেষে তারা চুপ হল এবং তিনিও চুপ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঐদিন সারাদিন কাঁদলাম, আমার অশ্রুধারা বন্ধ হল না আর সামান্য পরিমাণ ঘুমও আসল না। তারপর সামনের রাতও সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম। অশ্রুও থামল না তিল পরিমাণ ঘুমও হল না। আমার মাতাপিতা ধারণা করছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। আমি কাঁদছিলাম আর আমার মাতাপিতা আমার কাছে বসা। এমন সময় আনসারদের মধ্য থেকে একজন মহিলা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও ভয়ে কাঁদতে লাগল। আমরা এ অতাবস্থায় ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আগমন করলেন। এসেই তিনি সালাম করে বসে গেলেন। আয়েশা

(রা) বলেন, যখন থেকে আমার সম্পর্কে এসব বাদানুবাদ হচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আর বসেননি। দীর্ঘ একমাস তিনি ওহীর জন্য অপেক্ষা করলেন, কিন্তু আমার এ ব্যাপারে কিছুই অবতীর্ণ হল না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসলেন, তখন প্রথমে তাশাহুদ পাঠ করে পরে বললেন, আম্মাবাদ! (আল্লাহর গুণগানের পর) হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এমন ধরনের কথাবার্তা আমার কাছে এসে পৌঁছলো! তুমি যদি নির্দোষ হও, তবে অচিরেই আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণিত করবেন। আর যদি কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। নিশ্চয়, বান্দা যখন নিজ গুনাহের কথা স্বীকার করে এবং তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অজান্তে চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল। আমি আমার পিতাকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহর কথার জওয়াব দিন। তিনি বললেন, খোদার কসম! আমি বুঝিনা রাসূলুল্লাহকে কি জওয়াব দিব। তারপর আম্মাকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর কথার জওয়াব দিন। তিনিও বললেন, খোদার কসম! আমি বুঝিনা রাসূলুল্লাহকে কি জওয়াব দিব। অতঃপর আমি নিজেই বলতে শুরু করলাম, অথচ তখন আমি অল্প বয়স্কা একটি বালিকা, কুরআনের অনেকাংশ পড়াশুনা করিনি– "খোদার কসম! আমি বুঝতে পেরেছি আপনারা এ বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছেন এবং তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তা বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। এরপর আমি যদি বলি, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, আর আল্লাহ জানেন, আমি সত্যিই নির্দোষ, তবুও আপনারা এ কথা হয়তো বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি আপনাদের কাছে কোন দোষ স্বীকার করে নেই অথচ আল্লাহ জানেন, আমি নির্দোষ তবে অবশ্যই আপনারা বিশ্বাস করে ফেলবেন। খোদার কসম! আমি আমার ও আপনাদের জন্য একমাত্র এ কথা ছাড়া আর কোন উদাহরণ খুঁজে পাই না। যেরূপ হযরত ইউসুফের (আ) পিতা বলেছিলেন "ফাসাবরুন জামীল, ওয়াল্লাহুল মুসতায়া'নু আ'লা-মা-তাসিফূন" অর্থাৎ, চরম ধৈর্যগ্রহণ করলাম এবং যা কিছু তোমরা বর্ণনা করছ– এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সহায়।" আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, খোদার কসম! তখনও আমার স্থির বিশ্বাস, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণিত করবেন। তবে খোদার কসম! আমার ধারণা ছিল না যে আমার ব্যাপারে তিলাওয়াতযোগ্য ওহী অবতীর্ণ হবে। আমার ব্যাপারটা আমার নিকট এতই ক্ষুদ্র তুচ্ছ মনে হচ্ছিল যে, আমি ধারণা করিনি যে, মহান আল্লাহ আমার ব্যাপারে তিলাওয়াতযোগ্য কোন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। বরং আমি এ আশা পোষণ করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে নির্দোষ প্রমাণিত করবেন। তিনি বলেন, এরপর খোদার শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থান ত্যাগ না করতেই এবং পরিবারস্থ লোকদের কেউ বিদায় না হতেই মহান আল্লাহ আপন নবীর উপর ওহী নাযিল করলেন এবং ওহী নাযিল হওয়াকালীন যে ধরনের কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে তা তাঁর উপর বিরাজ

করছিল। এমনকি তাঁর উপর অবতীর্ণ কালামের গুরুভারে ভীষণ শীতের দিনেও সাদা মুক্তার ন্যায় ঘামের বিন্দুসমূহ টপটপ করে গড়িয়ে পড়ত। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ অবস্থার অবসান হল তখন তিনি হাসছিলেন। এরপর তিনি প্রথম যে কথাটি উচ্চারণ করলেন, তা হচ্ছে এই– তিনি বললেন, হে আয়েশা! তোমার প্রতি সুসংবাদ! শোন! আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন। (এ সুসংবাদ শুনে) আমার আম্মা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহর কাছে উঠে যাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে এখন যাব না আর আল্লাহ ছাড়া কারও প্রশংসা করব না যিনি আমার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ (এ ব্যাপারে) এ আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন– "যেসব লোক অপবাদে জড়িত হয়েছে, তারা তোমাদেরই আত্মীয়। এ ব্যাপারটিকে তোমরা নিজেদের অকল্যাণ মনে করো না বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" এখান থেকে দশ আয়াত। মহান আল্লাহ এ আয়াতসমূহ আমার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, এরপর আমার পিতা আবু বাক্‌র (রা) যিনি মেসতাহের জন্য আত্মীয়তাহেতু ও দারিদ্রের কারণে যথেষ্ট খরচ করতেন, কসম খেয়ে বললেন, আয়েশার প্রতি এমন অশোভনিয় উক্তি করার পর আমি আর কখনও তার প্রতি কোন প্রকার সাহায্য করব না। এরপর মহান আল্লাহ আবার এ আয়াত নাযিল করলেন "তোমাদের মধ্যে সামর্থবান সচ্ছল ব্যক্তিরা যেন এরূপ কসম না করে যে (অভাবগ্রস্ত) আত্মীয়-স্বজনকে দান করবে না।"... এ আয়াত পর্যন্ত "তোমরা কি কামনা কর না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন।"

হাব্বান ইবনে মূসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছেন, এ আয়াতটুকু কিতাবুল্লার মধ্যে সবচেয়ে আশাব্যাঞ্জক আয়াত। এরপর আবু বাক্‌র সিদ্দিক (রা) বললেন, খোদার কসম! আমি অবশ্যই কামনা করি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। অবশেষে মেসতাহের প্রতি পূর্বে যে ব্যয়ভার বহন করতেন তা পুনরায় চালু করে দিলেন এবং বললেন, আমি আর কখনও এ ব্যয় বন্ধ করব না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অপর স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশকে আমার বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি জান বা কি মনে কর? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার কান ও চোখকে মিথ্যা থেকে বাঁচাতে চাই। খোদার কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছু জানিনা। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র যয়নাবই আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত ছিলেন। তাঁকে আল্লাহ খোদাভীতির ফলে (অপবাদ থেকে) রক্ষা করেছেন। অথচ তাঁর বোন হামনা বিনতে জাহাশ এ ব্যাপারে তাঁর সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হল (অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে কিছু না বলার দরুন ক্ষেপে গেল)।

অতঃপর সেও অধঃপতনে ও রসাতলে গেল। ইমাম যুহরী বলেন, এতটুকই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাহিনী আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

রাবী ইউনুসের হাদীসে যুহরী احتملته الحمية এর স্থলে اجتهلته الحمية উল্লেখ করেছেন। উভয় বাক্যাংশের অর্থ প্রায় একই।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِمَا.

وَفِي حَدِيثِ فُلَيْحٍ: اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ كَقَوْلِ يُونُسَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: قَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ. وَتَقُولُ: إِنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

وَزَادَ أَيْضًا: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ، قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدًا.

وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مُوعِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مُوغِرِينَ.

قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا قَوْلُهُ مُوغِرِينَ؟ قَالَ: الْوَغْرَةُ شِدَّةُ الْحَرِّ.

৬৮১৯। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা (ইবরাহীম) সালেহ ইবনে কাইসান থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তাঁরা উভয়ে যুহরী থেকে ইউনুস ও মা'মারের হাদীস সদৃশ হাদীস তাঁদেরই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ফালিহের হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, "ইজতাহালাতহুল হামিয়্যাতু" অর্থাৎ তাঁকে গোত্রীয় প্রেরণা বোকা বানিয়েছে। এবং সালেহের হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, "ইহতামালাত্হুল হামিয়্যাতু" অর্থাৎ গোত্রীয় মনোভাব তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশ্য সালেহের হাদীসে এ বর্ণনাটুকু তিনি বাড়িয়ে বলেছেন, উরওয়াহ (রা) বলেন, আয়েশা (রা) এ কথাটা খুবই অপছন্দ করতেন যে, তাঁরই কাছে হাসসান রাসূল সম্পর্কে কটূক্তি করুক। তিনি বলেন, হাসসান এ কথা বলেছে, "উবাই ও তার পিতা এবং আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদের মর্যাদার রক্ষাকবচ। সালেহর হাদীসে এ কথাটাও বাড়িয়েছেন– "উরওয়াহ (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে অশোভনীয় উক্তি করা হয়েছে, তিনি তার জওয়াবে এ কথা বলেছেন, সুবহানাল্লাহ! ঐ মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, আমি জীবনে কখনও কোন নারীর আবরণকে উন্মুক্ত করিনি। আয়েশা (রা)

বলেন, এর পরেই তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন।" ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীমের হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে- "মূআ'রীনা-ফী-নাহরিয্যাহীরাহ" আর আবদুর রায্যাক বলেছেন, "মুগারীনা।" আবদ ইবনে হুমাহিদ বলেন, আমি আবদুর রায্যাককে জিজ্ঞেস করলাম, "মুগারীনা" এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, "ওয়াগরাহ" শব্দের অর্থ প্রচণ্ড উত্তাপ (অতএব মুগারীনা অর্থ উত্তপ্ত)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايْمُ اللهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَأَبَنُوهُمْ، بِمَنْ، وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِي فَسَأَلَ جَارِيَتِي، فَقَالَتْ: وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّىٰ تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ عَجِينَهَا، أَوْ قَالَتْ خَمِيرَهَا - شَكَّ هِشَامٌ- فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَىٰ تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ.

وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أُنْثَىٰ قَطُّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ: وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ وَحَسَّانُ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، وَحَمْنَةُ.

৬৮২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার ব্যাপারে নানা কথা আলোচিত হচ্ছিল, আর আমি এ বিষয় কিছুই জানিনা, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে প্রথমে তাশাহুদ পাঠ করে আল্লাহর প্রশংসা ও যথোপযুক্ত গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন, আম্মা বাদ! (অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানের পর) তোমরা আমাকে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে পরামর্শ দাও

যারা আমার পরিবারের প্রতি অপবাদ দিয়েছে। অথচ খোদার কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে কখনও কোন খারাপ কিছু দেখতে পাইনি। তদুপরি তারা আমার পরিবারের ব্যাপারে এমন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিয়েছে যার সম্পর্কে কখনও কোন খারাপ কিছু আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে কখনও আমার উপস্থিতি ছাড়া আমার গৃহে প্রবেশ করেনি। এবং যে কোন সফরে আমি বাড়ী থেকে অনুপস্থিত ছিলাম সেও আমার সাথে অনুপস্থিত ছিল। এরপর পূর্ণ বৃত্তান্তসহ অবশিষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় আছে (আয়েশা বলেন), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করে আমার দাসীকে (বারীরাহ) আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে বলল, খোদার কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে কোন প্রকার দোষের কথা এতটুকু ছাড়া জানিনা যে, তিনি অনেক সময় শুয়ে থাকতেন, তার অজ্ঞাতে বকরী এসে আটার গোল্লা বা খামির খেয়ে যেত। এমন সময় জনৈক সাহাবী দাসীকে ধমক দিয়ে বললেন, সাবধান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (অপবাদ সম্পর্কিত ব্যাপারে) সঠিক কথা বল। তাঁরা দাসীকে ব্যাপারটা খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন। তখন দাসী বলল, সুবহানাল্লাহ! খোদার কসম! আমি তো তাঁর চরিত্র সম্পর্কে এরূপ খাঁটি বলেই জানি যেরূপ অভিজ্ঞ স্বর্ণকার লাল খাটি সোনা সম্পর্কে নিখুঁত বলে জানে। এ বিষয়টা ঐ ব্যক্তির কাছে, যার সম্পর্কে অশোভন উক্তি করা হয়েছে, পৌঁছলে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! খোদার কসম! আমি জীবনে কখনও কোন নারীর আবরণকে উন্মুক্ত করিনি। আয়েশা (রা) বলেন, এরপরই ঐ ব্যক্তি (সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেন।

এ বর্ণনায় এ কথাটুকুও অতিরিক্ত আছে, "যারা এ অপবাদে নানা উক্তি করেছেন তারা প্রধানতঃ তিনজন। মেসতাহ, হামনাহ ও হাসসান। আর মুনাফিক ব্যক্তি হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে-ই ঐ ব্যক্তি যে দোষ খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করত এবং সেই এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। আর দ্বিতীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে 'হামনাহ'।

অনুচ্ছেদ : ১১

নবী করীমের (সা) গৃহবাসীদের পবিত্রতা।

حَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ، مَا لَهُ ذَكَرٌ.

৬৮২১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মু ওয়ালাদের (দাসী) সাথে অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা) আদেশ করলেন, যাও তার গর্দান উড়িয়ে দাও। আলী (রা) তার কাছে গিয়ে দেখেন সে একটি কূপে নেমে গোসল করছে। আলী (রা) তাকে কূপ থেকে বেরিয়ে আসতে বললে সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। অতঃপর আলী (রা) তাকে কূপ থেকে বের করে এনে দেখেন লোকটি কর্তিত লিঙ্গ বিশিষ্ট, তার লিঙ্গ নেই। তাই আলী (রা) তার থেকে বিরত রইলেন। পরে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি তো কর্তিত লিঙ্গ বিশিষ্ট। তার কোন লিঙ্গ নেই।

টীকা : যার লিঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে তাকে আরবীতে "মাজবুব" বলে। এমন ব্যক্তিকে কতল করার আদেশ বিশেষ কারণে হতে পারে। হয়তো লোকটি মুনাফিক ছিল, মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করত। অথবা মাজবুব বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না।

বায়ান্নতম অধ্যায়

كتاب صفات المنافقين وأحكامهم

মুনাফিকদের নিদর্শনাবলী ও তাদের ব্যাপারে বিধি-বিধান

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَٰقَ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لِأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ.

قَالَ زُهَيْرٌ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ.

وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَٰلِكَ، فَأَرسَلَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقِي: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ﴾.

قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَ: فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، وَقَوْلُهُ: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ﴾. وَقَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ.

৬৮২২। আবু ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তিনি যায়েদ ইবনে আরকামকে (রা) এ কথা বলতে শুনেছেন : আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বের হয়েছিলাম, এ সফরে লোকদের খুব কষ্ট হয়েছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা রাসূলুল্লাহর সঙ্গী সাথীদের প্রতি সাহায্য করো না, তাহলে তারা তাঁর আশপাশ থেকে সরে পড়বে। যহীর বলেন, প্রচলিত কেরাত অনুসারে "মিন্ হাওলিহী" (হরফে জার বিশিষ্ট) হবে। (অবশ্য অন্য কেরাতে "মান্ হাওলাহু" এভাবেও পড়া জায়েয আছে) তদুপরি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে পরে অবশ্যই আমাদের সবল ও মর্যাদাশীল লোকেরা দুর্বল ও হীন লোকদের মদীনা থেকে বের করে দিবে। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে জানালাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে কসম খেয়ে অস্বীকার করতে সচেষ্ট হল এবং বলল, যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। এতে আমার মনে বেশ কষ্ট পৌছল। অবশেষে আমার

স্বপক্ষে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন "ইযা জা-আ-কাল মুনাফিকুনা।" যায়েদ বলেন, এরপর ইস্তেগফারের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন কিন্তু তারা ঘাড় ফিরিয়ে বিরত থাকল। নাযিলকৃত আয়াতের একাংশ এটাও "কাআন্নাহুম খুশবুম মুসান্নাদাহ" অর্থাৎ মনে হয় তারা যেন স্থির অবিচল হেলানো কাঠ।

যায়েদ বলেন, দেখতে শুনতে তারা ছিল বেশ সুন্দর মানুষ। (যদিও ভিতরটা ছিল কুটিলতায় পরিপূর্ণ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو؛ [أَنَّهُ] سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

৬৮২৩। সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জাবির (রা) কে বলতে শুনেছেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর তার কবরের কাছে এসে তাকে কবর থেকে উঠায়ে তাকে নিজ হাঁটুর উপর রেখে নিজ থুথু তার গায়ে মেখে দিলেন এবং নিজ জামা তাকে পরিয়ে দিলেন।

টীকা : এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই একজন কুখ্যাত মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তার প্রতি এমন হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করার কারণ কি? এমনকি তিনি তাকে নিজ জামা মোবারক পরিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য ইস্তেগফার করেছেন। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মানুষের প্রতিই অতিশয় দয়ালু ও সহানভূতিশীল ছিলেন। তাই তার সীমাহীন দয়া ও করুণা থেকে কাফির ও মুনাফিকও বঞ্চিত হয়নি।

(২) অথবা তার প্রতি এ বিশেষ করুণা প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্যান্য কাফির মুশরিকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল।

(৩) অথবা তার সুযোগ্য পুত্র আবদুল্লাহর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এটা করেছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহর একজন প্রিয় সাহাবী ছিলেন।

(৪) অথবা উপকারের প্রতিদান স্বরূপ এটা করেছিলেন। যেহেতু বদরের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহর শ্রদ্ধেয় চাচা আব্বাস বন্দী হয়েছিলেন এবং কনকনে শীতে কাঁপছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে নিজ জামা দিয়েছিল। তার প্রতিদান হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি এ অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন। তদুপরি তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তবে যখন থেকে আল্লাহর তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তিনি আর ক্ষমা প্রার্থনা করেননি।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ

ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

৬৮২৪। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমাকে আমর ইবনে দীনার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) এ কথা বলতে শুনেছি : "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরের গুহায় প্রবেশ করানোর পর তার কাছে গেলেন।" এরপর বর্ণনাকারী বাকী হাদীস সুফিয়ানের হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ [ابْنُ سَلُولَ]، جَاءَ ابْنُهُ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَسَأَزِيدُهُ عَلَىٰ سَبْعِينَ» قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ﴾ [التوبة: ٨٤].

৬৮২৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল, তার পুত্র আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর সমীপে এ মর্মে আবেদন জানাল তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেন তার পিতাকে কাফন দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর জামা মুবারক দান করেন। এ আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা দান করলেন। এরপর সে তার প্রতি জানাযার নামায পড়াবার জন্যে আবেদন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে তৎক্ষণাৎ উমার (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় ধরে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তার প্রতি নামায পড়বেন? অথচ আল্লাহ তার প্রতি নামায পড়তে নিষেধ করেছেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, এটা আল্লাহ আমার ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আপনি তাদের জন্য ইস্তেগফার করুন আর নাই করুন, যদি সত্তরবারও ইস্তেগফার করেন (তাদের গুনাহ মাফ হবে না), আমি সত্তর বারেরও বেশী করব। উমার (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক!

এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে নামায পড়লেন। অতঃপর মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন : "এরপর যখন কোন মুনাফিক মারা যায়, তারপর আপনি কখনও জানাযার নামায পড়বেন না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ - وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

৬৮২৬। এ সূত্রে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এতটুকু বাড়িয়েছেন, "এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি নামায পড়া পরিত্যাগ করেছেন।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ، قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ وَقَالَ الْآخَرُ: يَسْمَعُ، إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ، إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ، إِذَا جَهَرْنَا، فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ الْآيَةَ [فصلت: ٢٢].

৬৮২৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি কা'বা গৃহের নিকট একত্রিত হল। দু'জন কুরাইশ বংশীয়, একজন "সাকীফ" গোত্রের অথবা দু'জন সাকীফ গোত্রের, একজন কুরাইশ বংশের। তাদের অন্তরের জ্ঞানশক্তি কম পেটের চর্বি বেশী (অর্থাৎ দৈহিক দিক থেকে মোটাতাজা কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি কম)– তাদের একজন বলল, তোমরা কি ধারণা করছ যে– তুমি যা বল তা আল্লাহ শুনেন? অপরজন বলল, আমরা শব্দ করে বললে তিনি শুনেন, আর মনেমনে বললে শুনেন না। অপরজন বলল, শব্দ করে বললে যদি তিনি শুনেন, তবে গোপনে বললেও তিনি শুনবেন। এরপরই মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন : "বরং তোমরা যা কিছু এ ভয়ে গোপন কর যে, তোমাদের কান চোখ ও চামড়া (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাও তিনি জানেন ও শুনেন।"

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ:

حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ.

৬৮২৮। এ সূত্রে আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ أُحُدٍ، فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ [النساء: ٨٨].

৬৮২৯। শু'বা আদি ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদকে (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, পথিমধ্যে তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে কিছু লোক (মুনাফিক) ফিরে চলে আসল। তখন তাদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দু'দল হয়ে গেল। একদল বললেন, আমরা তাদেরকে কতল করব, অপর দল বললেন, না কতল করা হবে না। তখন এ আয়াত নাযিল হল : "তোমাদের কি হল? তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে?"

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬৮৩০। এ সূত্রে শু'বা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

৬৮৩১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদল মুনাফিকের ভূমিকা রাসূলুল্লাহর যুগে এ ছিল, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে যেতেন, তারা পিছনে থেকে যেত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

পেছনে অবস্থান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন, তাঁর কাছে গিয়ে অজুহাত পেশ করত এবং কসম খেত। এবং তারা যে কাজ করেনি তার উপরও প্রশংসা অর্জন করতে উদগ্রীব হতো। এ সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হল : "হে রাসূল! যারা নিজেদের অপকীর্তির উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং যা তারা করে না তার উপর প্রশংসাভাজন হতে আগ্রহী হয়, তাদেরকে কখনও ভাল মনে করবেন না এবং মনে করবেন না যে তারা আযাব থেকে বেঁচে যাবে।"

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ: اذْهَبْ، يَا رَافِعُ!- لِبَوَّابِهِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِىءٍ مِنَّا فَرِحَ بِمَا أَتَىٰ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ الْآيَةِ؟ إِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ﴾ [آل عمران: ١٨٧] هٰذِهِ الْآيَةَ. وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟﴾ [آل عمران: ١٨٨]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ، وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْا، مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ، مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ.

৬৮৩২। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবনে আবু মুলাইকা জানিয়েছেন যে, তাঁকে হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (রা) জানিয়েছেন যে, মারওয়ান তার দারোয়ানকে বলল, হে রাফে'! তুমি ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে বল, আমাদের যে কেহ নিজ কর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং যা করেনি তা দ্বারা প্রশংসাভাজন হতে আগ্রহ প্রকাশ করে, সে যদি শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে আমরা সবাই শাস্তিপ্রাপ্ত হব। রাফে' একথা বললে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এ আয়াতের সাথে তোমাদের সম্পর্ক কি? এ আয়াত তো আহলে কিতাবের (ইয়াহুদী খৃস্টান) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করলেন : "ঐ সময় উল্লেখযোগ্য, যখন আল্লাহ আহলে কিতাবদের এ মর্মে পাকাপোক্ত ওয়াদা নিয়েছেন যে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর কিতাবকে পরিষ্কারভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।" এরপর ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতটুকুও তিলাওয়াত করলেন : "হে রাসূল! আপনি

কখনও ওসব লোকদেরকে যারা নিজ কৃতকর্মের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং যা করেনি, তা দ্বারা প্রশংসাভাজন হতে আগ্রহী হয়, কখনও ভাল মনে করবে না।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাদেরকে (আহলে কিতাব) কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা গোপন করল এবং তাকে বিপরীত খবর দিল। এরপর তারা এমনভাবে বের হল যেন তারা (ভাবভঙ্গিতে) প্রকাশ করছে যে, জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কেই তারা রাসূলুল্লাহকে খবর দিয়েছে। এর মাধ্যমেই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রীতিভাজন হওয়ার প্রয়াস পেল এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়কে গোপন করার ভূমিকা গ্রহণ করে তারা বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمَّارٍ: أَرَأَيْتُمْ صَنِيعَكُمْ هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ، أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَلٰكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا، فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ» لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ.

৬৮৩৩। কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম হযরত আলীর (রা) ব্যাপারে আপনারা যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন এ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? এটা কি আপনাদের নিজেদের গৃহীত সিদ্ধান্ত? নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আপনাদের অঙ্গীকারাবদ্ধ কোন বিষয়? আম্মার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এমন কোন বিশেষ অঙ্গীকার রাখেননি যা কেবল আমাদের জন্য প্রযোজ্য, অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে হুযাইফা (রা) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে আমাকে একটা কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমার সহচরদের মধ্যে বারজন মুনাফিক আছে। তন্মধ্যে আটজন কস্মিনকালেও বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তা এমনই অসম্ভব যেমন সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা। এদের আটজনের জন্য দোযখের জ্বলন্ত অগ্নিশিখাই যথাযোগ্য শাস্তি।" আর বাকী চারজনের ব্যাপারে শু'বা কি বলেছেন, তা আমার স্মরণ নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ – وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ – قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: قُلْنَا لِعَمَّارٍ: أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ، أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ؟ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِىءُ وَيُصِيبُ، أَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي أُمَّتِي».

قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ.

وَقَالَ غُنْدَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: «فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ، سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ».

৬৮৩৪। কায়েস ইবনে আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আম্মার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ যুদ্ধ সম্পর্কে [যা আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)– এ দু'য়ের মাঝে সংঘটিত হয়েছে] ধারণা কি? এটা কি আপনাদের নিজেদের গৃহীত সিদ্ধান্ত? আর (এ কথা অনস্বীকার্য যে) সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় কখনও সঠিক হয়, নাকি এমন কোন অঙ্গীকার আছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের কাছে রেখে গেছেন?

আম্মার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এমন বিশেষ কোন অঙ্গীকার রেখে যাননি যা সাধারণ লোকদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আম্মার (রা) আরও বললেন, হাঁ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে..." শু'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, আমাকে হুযাইফা (রা) বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।...

গুন্দর বলেন, আমার ধারণা তিনি, বলেছেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে বারজন মুনাফিক আছে। তারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং বেহেশতের বাতাসও পাবে না। এটা এরূপ অসম্ভব যেরূপ সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা। এদের আটজনের জন্য (শাস্তি স্বরূপ) দোযখের জ্বলন্ত দীপশিখাই যথেষ্ট, যা প্রথমতঃ তাদের কাঁধে আত্মপ্রকাশ করবে এবং পরে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তাদের অন্তঃকরণকে ছেয়ে ফেলবে।"

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ - قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ، قَالَ: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ - فَإِنْ كُنْتُ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ

عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وَعَذَرَ ثَلَاثَةً، قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ، وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَىٰ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ، فَلَا يَسْبِقُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ» فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ، فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

৬৮৩৫। আবু তোফায়েল (রা) বলেন, আকাবায় (তাবুকের রাস্তায় অবস্থিত) অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি ও হযরত হুযাইফার (রা) মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্য ছিল যা সাধারণতঃ মানুষের মাঝে হয়ে থাকে। ঐ ব্যক্তি হুযাইফাকে (রা) বলল, আপনাকে খোদার দোহাই দিচ্ছি বলুন, আকাবার সাথীরা কতজন ছিল। উপস্থিত লোকেরা হুযাইফাকে (রা) বলল, এ ব্যক্তি যখন জানতে চাচ্ছে তাকে দয়া করে জানিয়ে দিন। হুযাইফা (রা) বললেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছিল যে তাদের সংখ্যা চৌদ্দজন। আর তুমিও যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে তাদের সংখ্যা হবে পনের। এ প্রসঙ্গে আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাদের মধ্যে বারজন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন পার্থিব জীবনে ও কিয়ামতের দিবসে– যেদিন সাক্ষ্য কায়েম হবে। তিন ব্যক্তিকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়েছে যারা বলেছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারীর কথা শুনিনি আর বাহিনীর উদ্দেশ্য জানতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ তখন "হাররা"তে ছিলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে চললেন এবং বললেন, পানির বড় অভাব। অতএব (লক্ষ্য রাখবে) পানির স্থলে কেউ যেন আমার আগে পৌছতে না পারে। পানির স্থলে গিয়ে দেখেন, কিছু লোক আগেই ওখানে পৌছে গেছে। রাসূল তাদেরকে ঐদিন অভিশাপ দিয়েছেন।

টীকা : অভিশপ্ত লোকেরা ছিল মুনাফিক। তারা রাসূলকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ধোকা থেকে রক্ষা করেছেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ، ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ» فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا [لَهُ]: تَعَالَ، يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ.

قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ.

৬৮৩৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুদাইবিয়ার নিকটবর্তী "সানিয়াতুল মুরার" নামক) একটি উপত্যকার কাছে পৌঁছে বললেন, কারা এ উপত্যকায় আরোহণ করবে? এতে যে আরোহণ করবে তার গুনাহ মার্জনা করা হবে যেভাবে বনি ইসরাইলের গুনাহ মার্জনা করা হয়েছে। জাবির (রা) বলেন, (একথা শুনে) সর্বপ্রথম আমাদের খাযরাজ গোত্রের ঘোড় সওয়াররাই তাতে আরোহণ করল। এরপর অন্য লোকেরা তাদের অনুসরণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, লাল উটে আরোহণকারী ছাড়া এক ব্যক্তি তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আমরা ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললাম, আস, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেগফার (গুনাহ মাফ চাওয়া) করবেন। এর জওয়াবে সে বলল, খোদার কসম, আমার হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়া আমার কাছে তোমাদের সাথীদের ইস্তেগফার অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। জাবির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তার হারানো বস্তু খোঁজাখুঁজি করছিল।

টীকা : এ লোকটি ছিল একজন মুনাফিক, তার নাম জুদ ইবনে কায়েস।

وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَصْعَدُ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ أَوِ الْمَرَارِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ جَاءَ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ.

৬৮৩৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সানিয়াতুল মুরার" বা "সানিয়াতুল মারারে" কে আরোহণ করবে?... বাকী মায়াযের হাদীসের অনুরূপ। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, জাবির বলেন, হঠাৎ দেখা গেল, একজন বেদুঈন এসে তার হারানো কোন বস্তু খোঁজ করছে।

টীকা : উপরোক্ত বেদুঈন ব্যক্তি পূর্বের হাদীসে উল্লিখিত মুনাফিক। তার নাম জুদ ইবনে কায়েস।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّىٰ لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَرَفَعُوهُ، قَالُوا: هٰذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ، فَأُعْجِبُوا بِهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَىٰ وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ، فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَىٰ وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ، فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَىٰ وَجْهِهَا،

فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا.

৬৮৩৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বনি নাজ্জারের এক ব্যক্তি ছিল সে সূরায়ে বাকারাহ ও আলে ইমরান পাঠ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাতিব (লিখক) ছিল। হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে সে পালিয়ে চলে গেল এবং আহলে কিতাবের (ইয়াহুদী) সাথে যোগ দিল। জাবির (রা) বলেন, তারা তাকে সসম্মানে নিয়ে গেল এবং বলল, এ ব্যক্তি তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখকের কাজ করত। অতএব তোমরা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ কর। এরপর অবশ্য বেশী দিন বিলম্ব হয়নি। মহান আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা তার জন্য কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল। কিন্তু জমিন তাকে ভিতর থেকে নিক্ষেপ করে উপরে উঠিয়ে দিল। এরপর তারা আবার কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল। এবারও জমিন তাকে উপরে নিক্ষেপ করে ফেলে দিল। তারপর আবার তারা কবর খুঁড়ে দাফন করল। এবারও জমিন উপরে উঠিয়ে ফেলে দিল। এরপর তারা তাকে আর দাফন না করে নিক্ষিপ্ত অবস্থায়ই রেখে দিল।

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ» فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ، مِنَ الْمُنَافِقِينَ، قَدْ مَاتَ.

৬৮৩৯। আবু সুফিয়ান (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরে এসে যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলেন, এমন সময় একটা প্রবল দমকা হাওয়া প্রবাহিত হল, বাতাস এমন প্রবল বেগে আরম্ভ হল যে, আরোহীদের (ধূলাবালিতে) ঢেকে ফেলার উপক্রম হল। তখন জাবির (রা) মনে মনে ভাবলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দমকা হাওয়া কোন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে প্রবাহিত হয়েছে। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছে গেলেন দেখলেন মুনাফিকদের মধ্য থেকে একজন বড় মুনাফিক মারা গেছে।

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا مَوْعُوكًا. قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَشَدَّ حَرًّا،

فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ هٰذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ» لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

৬৮৪০। আইয়াস ইবনে মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমাকে আমার পিতা রেওয়ায়েত করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একজন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলাম। গিয়ে আমি আমার হাতটা তার গায়ে রাখলাম এবং বললাম উহ! খোদার কসম! আজকের এ ব্যক্তির ন্যায় আর কাউকে এত গরম দেখিনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি এর চেয়ে অধিক উত্তাপ বিশিষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাব? যারা কিয়ামতের দিন উত্তাপে ছটফট করবে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে তখন দু'ব্যক্তির প্রতি নির্দেশ করে বললেন, এই দুই আরোহী ব্যক্তি যারা ফিরে যাচ্ছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَىٰ هٰذِهِ مَرَّةً، وَإِلَىٰ هٰذِهِ مَرَّةً».

৬৮৪১। এ সূত্রে নাফে' ইবনে উমার (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত দুই নর ছাগলের মাঝে অস্থিরচিত্ত বকরীর ন্যায়। একবার এটার দিকে অস্থির হয়ে দৌড়ে আবার অন্যটির দিকে দৌড়ে।

টীকা : এ হাদীসে মুনাফিককে দুই নরের মাঝে অস্থির বকরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বকরী যেমন দুটি নরকেই সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে এবং এতদুদ্দেশ্যে সে পেরেশান ও অস্থির থাকে। তদ্রূপ মুনাফিক ব্যক্তিও দু'দিক সামলাতে গিয়ে সদা অস্তির ও পেরেশান থাকে।

অনুচ্ছেদ : ১

কিয়ামত ও বেহেশত দোযখের বর্ণনা।

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ عِنْدَ اللهِ. اقْرَءُوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا﴾» [الكهف: ١٠٥].

৬৮৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মোটা বিশালাকায় মানুষ এভাবে উপস্থিত হবে যে আল্লাহর নিকট একটা মশার ডানা পরিমাণ ওজনও হবে না। তোমরা কুরআনের এ আয়াতটুকু পাঠ কর : "আপনি তাদের কোন পরিমাপ কায়েম করতে পারবেন না।"

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ اللهَ [تَعَالَىٰ] يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ، تَصْدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

৬৮৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ইয়াহুদী আলেম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ, অথবা বলল, হে আবুল কাসেম! সর্বশক্তিমান আল্লাহ কিয়ামতের দিন আকাশমণ্ডলীকে এক অঙ্গুলীর উপর ও ভূমন্ডলকে এক অঙ্গুলীর উপর, পাহাড় পর্বত ও বৃক্ষরাজিকে এক অঙ্গুলীর উপর ও সাগর সমুদ্র ও পাতালপুরীকে এক অঙ্গুলীর উপর এবং সমস্ত সৃষ্টিকূলকে এক অঙ্গুলীর উপর ধারণ করবেন। অতঃপর এদেরকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেন, আমিই (সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী) একমাত্র সম্রাট। উক্ত আলেমের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে হাসলেন। মনে হল তিনি তার কথায় সায় দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন "এবং তারা মহান আল্লাহর সঠিক মূল্যায়ন করেনি" এবং সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে এবং আকাশমণ্ডল তাঁর হাতে একত্রে ভাঁজকৃত অবস্থায় থাকবে। তিনি সম্পূর্ণ পাকপবিত্র এবং তাদের যাবতীয় শির্ক থেকে অনেক উর্ধ্বে সমাসীন।

টীকা : উল্লিখিত ইয়াহুদী আলেমের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন ও সমর্থন করলেন। এর দুটি কারণই হতে পারে। (১) তার কথা পবিত্র কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া তিনি হেসে তা সমর্থন জানিয়েছেন। (২) অথবা তার বিকৃত মনোভাব বুঝতে পেরে হাসলেন। কেননা ইয়াহুদীদের ধর্মমতে আল্লাহ আকার বিশিষ্ট। আল্লাহর হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব আছে। এ ভ্রান্ত আকীদা সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই সে কথাগুলো বলেছিল।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ: عَنْ مَنْصُورٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ.
وَقَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ: تَصْدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ وَتَلَا الْآيَةَ.

৬৮৪৪। মানসূর (রা) থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের একজন আলেম একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল... বাকী ফুজাইলের হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি "সুম্মা ইয়াহুযযু হুন্না" এ কথাটা উল্লেখ করেননি এবং অতিরিক্ত বললেন : অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম তিনি এমনভাবে হাসলেন, যে তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ পেল। তিনি তার কথায় অবাক হলেন এবং সায় দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- "তারা মহান আল্লাহর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেনি"- এ আয়াতটুকু পাঠ করলেন।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، قَالَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

৬৮৪৫। আ'মাশ বলেন, আমি ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আলকামাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বলেছেন : আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ আকাশমণ্ডলীকে এক অঙ্গুলীর উপর ভূমণ্ডলকে এক অঙ্গুলীর উপর, এবং বৃক্ষরাজি ও পাতালপুরীকে এক অঙ্গুলীর উপর এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলকে এক অঙ্গলীর উপর স্থাপন করে অতঃপর বললেন, আমি একমাত্র রাজাধিরাজ! আমিই রাজাধিরাজ! আবদুল্লাহ বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার কথা শুনে) হাসলেন যাতে তাঁর সামনের দন্তসমূহ প্রকাশিত হল। এরপর তিনি পাঠ করলেন, আয়াত : "তারা মহান আল্লাহর সঠিক মূল্যায়ন করেনি।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: وَالْخَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَلَٰكِنْ فِي حَدِيثِهِ: وَالْجِبَالَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: تَصْدِيقًا لَهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ.

৬৮৪৬। এ সূত্রে উসমান ইবনে আবু শাইবা বর্ণনা করে বলেন, আমাদেরকে জারীর এবং সবাই আ'মাশ থেকে এ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তবে এদের সকলের হাদীসে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে : "ওয়াশশাজারা আ'লা ইসবায়িন ওয়াস্ সারা আ'লা ইসরায়িন" অর্থাৎ বৃক্ষরাজি এক অঙ্গুলীর এবং পাতাল এক অঙ্গুলীতে। অবশ্য জারীরের হাদীসে "ওয়াল খালায়িকা আলা ইসরায়িন" (সৃষ্টিকুল এক অঙ্গুলীতে) এ কথাটা নেই। তবে তাঁর হাদীসে আছে "ওয়ান জিবালা ইসবায়িন" (পাহাড়সমূহ এক অঙ্গুলীতে) আর জারীরের হাদীসে এ অংশটুকু বেশী আছে– "তাসদীকান লাহু তায়াজুবান্ লিমা কা-লা" (তার কথায় আশ্চর্যবোধ করতঃ সায় দিচ্ছিলেন)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْبِضُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ».

৬৮৪৭। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ কিয়ামতের দিন জমিনকে হাতের মুঠোতে নিবেন, আকাশকে সঙ্কুচিত করে হাতে নিবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই একমাত্র রাজাধিরাজ কোথায় জমিনের বাদশাহরা?

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَطْوِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ

الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟».

৬৮৪৮। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রথমে আকাশমণ্ডলীকে সঙ্কুচিত করেন ডান হাতে ধারণ করবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই একমাত্র অধিপতি। কোথায় দুনিয়ার প্রতাপশালীরা! কোথায় অহংকারীরা! এরপর ভূমণ্ডলকে বাম হাতে সঙ্কুচিত করে বলবেন, আমিই একমাত্র অধিপতি। কোথায় দুনিয়ার প্রতাপশালীরা! কোথায় অহংকারীরা!

টীকা : মহান আল্লাহর সত্তা হচ্ছে সকল কিছু উর্ধে। কোন কিছুর সাথে তাঁর সাদৃশ্য হতে পারে না। এতদসত্বেও কুরআন ও হাদীসে কোথাও তাঁর হাত পা চোখ কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ আছে। এটা নিছক মানুষের উপলব্ধি ও বোধগম্যতার জন্যই বলা হয়েছে। মানুষ কোন কিছুর রূপক ও দৃষ্টান্ত ছাড়া হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এজন্যই শুধু এসব শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে। অন্যথায় মহান আল্লাহকে কোন বস্তুর সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। এবং তুলনা হতেও পারে না।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ؛ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْخُذُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ- وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا - أَنَا الْمَلِكُ» حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّىٰ إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬৮৪৯। উবাইদুল্লাহ ইবনে মুকসাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাব-ভঙ্গী নকল করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতদ্বারা সংকেত দিয়ে বললেন, মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে এভাবে আসমান ও যমীনকে ধারণ করবেন এবং বলবেন, “আমিই আল্লাহ!” এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ আঙ্গুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করছিলেন। “আমিই একমাত্র অধিপতি।” রাসূলুল্লাহ যখন এ কথা বলছিলেন তখন আমি মিম্বারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তা নিচে স্থাপিত বস্তু থেকে খুব নড়াচড়া করছে। এমনকি আমি মনে মনে ভাবছিলাম, না জানি মিম্বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে উপড়ে পড়ে যায়।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَأْخُذُ الْجَبَّارُ، عَزَّ وَجَلَّ، سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

৬৮৫০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে উপবিষ্ট দেখলাম, তিনি নিজ হাতের সংকেত দ্বারা বলছেন, মহান আল্লাহ আসমান ও জমিনকে এভাবে নিজ হাতে গ্রহণ করবেন।... এরপর ইয়াকুবের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ، [عَزَّ وَجَلَّ]، التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَىٰ اللَّيْلِ».

৬৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা জমিনকে সৃষ্টি করেছেন শনিবার দিন। এবং জমিনের বুকে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন রবিবার এবং গাছ-পালা সৃষ্টি করেছেন সোমবারে এবং নিকৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে এবং জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবারে। এবং জমিনে জীব জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন বৃহস্পতিবারে এবং আদম আলাইহিস্ সালামকে জুম'আর দিন আসরের পর সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বশেষ মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো, জুম'আর দিবসের শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ আসর থেকে রাত পর্যন্ত এ সময়ের মাঝামাঝি সৃষ্টি করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ، عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ».

৬৮৫২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে সাদা-তামাটে বর্ণের বিশাল সমতল ভূমিতে একত্রিত করা হবে যা বিশাল রুটি খণ্ডের ন্যায় সমানভাবে বিছানো হবে। তাতে কারও কোন চিহ্ন থাকবে না (কারো কোন আবাস বা স্থাপত্যের চিহ্ন মাত্র থাকবে না)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ﴾ [إبراهيم:٤٨]. فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «عَلَى الصِّرَاطِ».

৬৮৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহর এ বাণী "যেদিন এ জমিনকে বিপরীত যমীন ও আসমানে রূপান্তরিত করা হবে" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে ঐদিন সব মানুষ কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বললেন, পুলসিরাতের উপর থাকবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَكْفَؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكْفَؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ». قَالَ: فَأَتَىٰ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ، أَبَا الْقَاسِمِ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ» قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً - كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: «بَلَىٰ» قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا هٰذَا؟ قَالَ: «ثَوْرٌ وَنُونٌ، يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا».

৬৮৫৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন বেহেশতবাসীদের আপ্যায়নের বস্তু হিসেবে এ ভূমণ্ডলটা একটা বিশাল রুটির আকার ধারণ করবে। পরাক্রমশালী আল্লাহ নিজ কুদরত দ্বারা একে মসৃণ ও সমতল করে নেবেন যেরূপ তোমাদের কেউ সফরে যেতে রুটিকে সমান করে তৈরী করে। রাবী বলেন, এমন সময় জনৈক ইয়াহুদী এসে বলল, করুণাময় আল্লাহ আবুল কাসেমকে (মুহাম্মাদ সা.-কে) তোমার প্রতি মঙ্গলময় করুন। আমি কি তোমাকে কিয়ামতের দিন বেহেশতবাসীদের আপ্যায়নের সামগ্রী সম্পর্কে বলব? তিনি বললেন, আচ্ছা বল! সে বলল, ঐদিন এ বিশাল জমিনটা একটা রুটিতে পরিণত হবে। যেমন

আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন! রাবী বলেন, তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন যাতে তাঁর সামনের দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা গেল। সে আবার বলল, আমি তোমাকে বেহেশতীদের তরকারী সম্পর্কে বলব? তিনি বললেন, আচ্ছা বল! সে বলল, তাঁদের তরকারী হবে বালাম ও নুন নামক খাবার। উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করল, তা কি? বলল, ষাড় ও মাছ। এদের কলিজার অতিরিক্ত অংশ থেকেও সত্তর হাজার লোক খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে।

টীকা : ইয়াহুদী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে চিনতে পারেনি তাই সে এরূপ সম্বোধন করার প্রয়াস পেয়েছে। আর রাসূলুল্লাহও নিজ পরিচয় না দিয়ে কৌতূহল সহকারে তার কথা শুনেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন তার মুখে সঠিক কথাটা ফুটে উঠে কিনা? যখন দেখলেন, সঠিক বলেছে তখন তা অস্বীকার করেননি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ تَابَعَنِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ يَبْقَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا يَهُودِيٌّ إِلَّا أَسْلَمَ».

৬৮৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি এরা না হতো অর্থাৎ দশজন ইয়াহুদী আলেম না থাকত, তবে ধরাপৃষ্ঠে একজন ইয়াহুদীও থাকত না। সব মুসলমান হয়ে যেত।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ، وَهُوَ مُتَّكِيءٌ عَلَىٰ عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالُوا: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوحِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ مَكَانِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

৬৮৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করছিলাম তিনি একটা খেজুরের ডালে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে কতিপয় ইয়াহুদী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। নবী (সা)-কে দেখে তারা একে অপরকে বলল : চল, এই ব্যক্তিকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তাদের কেউ বলল, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করার কি দরকার, জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তোমরা অপ্রীতিকর কিছুর সম্মুখীন হও না কি? অবশেষে সবাই

বলল, চল জিজ্ঞেস করি। অতঃপর তাদের একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, রূহ কি জিনিষ? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন জওয়াব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। এই ভেবে আমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যখন ওহী নাযিল হয়ে গেল, তিনি পাঠ করলেন– "ওয়া ইয়াস্ আলুনাকা আনির রূহ, কুলিররূহু মিন্ আমরি রাব্বী; ওয়ামা-উতি'তুম মিনাল ইলমে ইল্লা কালীলা।"

অর্থাৎ "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের একটা আদেশ। তোমাদেরকে সীমাহীন জ্ঞানের কিঞ্চিৎ মাত্র দান করা হয়েছে।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ حَفْصٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى [بْنِ يُونُسَ]: وَمَا أُوتُوا، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ خَشْرَمٍ.

৬৮৫৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার এক শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করছিলাম... এরপর হাফসের হাদীসের অনুরূপ। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, ওয়াকী'র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "ওয়ামা উতীতুম মিনাল ইল্লা কালীলা" আর ঈসার হাদীসে ইবনে খাশরামের রিওয়ায়েতে আছে– "ওয়ামা উতূ" অর্থাৎ তাদের (কিঞ্চিৎ জ্ঞান) দান করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَخْلٍ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَسِيبٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

৬৮৫৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বাগানে একটা খেজুরের ডালে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন... এরপর আ'মাশ থেকে বর্ণিত তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন– "ওয়ামা-উতীতুম মিনাল ইলমি ইল্লা কালীলা।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَنْ أَقْضِيَكَ حَتَّىٰ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ.

قَالَ وَكِيعٌ: كَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ، قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [مريم: ٧٧] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾.

৬৮৫৯। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমি কিছু টাকা পাওনা ছিলাম। তাই ঐ টাকা আদায়ের জন্য আমি তার কাছে গেলাম। তখন সে বলল, আমি এ টাকা ঐ পর্যন্ত পরিশোধ করব না যে পর্যন্ত তুমি মুহাম্মাদকে (সা) অস্বীকার না কর। একথা শুনে আমি তাকে বললাম, আমি কস্মিনকালেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করব না যে পর্যন্ত তার মৃত্যু না হয় এবং তুই পুনরুজ্জীবিত না হচ্ছিস, তখন সে বলল, তাহলে আমি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হব? আচ্ছা! পুনরুজ্জীবিত হয়ে যখন আমি আমার ধন-জনের কাছে ফিরে আসব তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করব। ওয়াকী ও আ'মাশ বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে, "আপনি কি ঐ নরাধমকে দেখেছেন যে আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বলছে আমাকে অবশ্যই আমার ধনজন (মৃত্যুর পর) আবার দেয়া হবে?... শেষ আয়াত "ওয়া ইয়াঅতিনা ফারদান" পর্যন্ত নাযিল হয়েছে।

টীকা : আস্ ইবনে ওয়ায়েল একজন অভিশপ্ত (মুনাফিক) কাফির। পরকালের প্রতি তার কোন বিশ্বাস ছিল না। এ জন্যই টালবাহানা করে ঋণ পরিশোধ করেনি বরং হযরত খাব্বাব (রা)-এর সাথে এ ধরনের ব্যাঙ্গোক্তি করার প্রয়াস পেয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ.

৬৮৬০। এ সূত্রে সবাই আ'মাশ থেকে ওয়াকীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে জারীরের হাদীসে আছে, খাব্বাব (রা) বলেছেন, জাহেলিয়াত যুগে আমি একজন

লৌহমিস্ত্রি ছিলাম, তখন আমি আস ইবনে ওয়ায়েলের কিছু কাজ করে দিয়েছিলাম। তার মজুরীর টাকা আদায় করার জন্য তার কাছে গেলাম।...

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الزِّيَادِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ : اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [الأنفال: ٣٣، ٣٤] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

৬৮৬১। আবদুল হামিদ যিয়াদী থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন : একবার আবু জেহেল বলল, হে আল্লাহ! এটা (কুরআন) যদি তোমার তরফ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ কর অথবা, কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব দাও। তখন এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল— "এঁদের মধ্যে আপনি বর্তমান থাকতে আল্লাহ কখনও ওদের উপর (আসমানী) আযাব নাযিল করবেন না। আর এরা ইস্তেগফারে রত থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে চরম শাস্তি দিবেন না।" অন্যথায় আল্লাহ এদেরকে শাস্তি না দেয়ার কি কারণ থাকতে পারে যখন তারা মানুষকে সবচেয়ে পবিত্র মসজিদ মসজিদে হারাম থেকে বিরত রাখছে।...

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ الْقَيْسِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ : نَعَمْ، فَقَالَ : وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ! لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكِصُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا».

قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - لَا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ : ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ۝ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ۝ أَرَءَيْتَ

ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ۝ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ۝ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ، ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۝ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ۝ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا لَا تُطِعْهُ﴾ [العلق : ٦-١٩].

زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ.

وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، يَعْنِي: قَوْمَهُ.

৬৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নরাধম আবু জেহেল (তার সঙ্গীদেরকে) জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মাদ (সা) কি তোমাদের সামনে (প্রকাশ্যে) তার চেহারাকে মাটিতে রগড়ায় (সেজদা করে)? কেউ বলল, হাঁ! তখন সে "লাত" ও "উয্যা"র কসম করে বলল, আমি যদি তাকে এরূপ করতে দেখি, তবে অবশ্যই তার গর্দানকে পদদলিত করব অথবা তার চেহারা মাটিতে রগড়ায়ে দিব। আবু হুরায়রা বলেন, এরপর এসে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় দেখে মনস্থ করল তাঁর গর্দানকে পদদলিত করবে। একটু অগ্রসর হয়ে হঠাৎ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পিছনে সরে আসল এবং দু'হাত দিয়ে নিজেকে (সমূহ বিপদ থেকে) বাঁচাতে লাগল। এ অবস্থা দেখে তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হল? প্রতি উত্তরে সে বলল, আমি দেখলাম আমার ও মুহাম্মাদ (সা)-এর মাঝে বিস্তৃত আগুনের খন্দক ও ভয়াবহ অবস্থা এবং অসংখ্য ডানা প্রসারিত (তাই পিছনে সরে আসলাম)। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; যদি সে আমার নিকটে আসত তবে আল্লাহর ফেরেশতারা তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। রাবী বলেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন। আবু হাযেম বলেন, আমাদের জানা নেই, এ কথাটা আবু হুরায়রার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নাকি তাঁর কাছে প্রাপ্ত খবর? "নিশ্চয়ই, নির্দিষ্ট মানুষটি (আবু জেহেল) এ জন্যই সীমালংঘন করছে বা খোদাদ্রোহিতার কাজে লিপ্ত হচ্ছে যে, সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করছে। নিশ্চয়ই তাকে আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে। আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি মনে করেন? যে আল্লাহর বিশেষ বান্দাকে (মুহাম্মাদ সা.) নামায পড়তে দেখলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে (তার পরিণাম কত ভয়াবহ হবে)? (তার পরিণতি সম্পর্কে) আপনার কি ধারণা? বিশেষ করে ঐ বান্দা যখন সঠিক পথে কায়েম আছে এবং মানুষকে খোদাভীরুতার আদেশ করছে?"

এ খোদাদ্রোহী ব্যক্তি (আবু জেহেল) যেখানে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ও সত্য পথ থেকে ফিরে যাচ্ছে তার সম্পর্কে কি ধারণা? সে কি জানেনা যে, মহাপ্রভু আল্লাহ সব কার্যকলাপ দেখছেন? থাক! সে যদি খোদাদ্রোহিতা থেকে বিরত না হয়, তবে ঐ খোদাদ্রোহী মিথ্যাবাদী ব্যক্তির মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিব। এরপর সে যদি তার দলবল

ডাকে, তবে আমি আমার ফেরেশতাদেরকে ডাকব (এবং তাদেরকে ধ্বংস করার আদেশ করব)। আপনি তার কথামত চলবেন না (বরং আপনি নিজ আদর্শের উপর অটল অবিচল থাকুন)।

উবাইদুল্লাহ তার হাদীসে এতটুকু বাড়িয়েছেন : রাবী (আবু হুরায়রা রা.) বলেন, তাঁর (রাসূল) আদেশ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী (প্রযোজ্য)। ইবনু আবদুল আ'লা বাড়িয়েছেন قَوْمَه অর্থাৎ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوسًا، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّ قَاصًّا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ، وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ، مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ، لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]. إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا رَأَىٰ مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ» قَالَ: فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَىٰ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَـٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الدخان: ١٠ و١١] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ﴾.

قَالَ: أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ؟ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ [الدخان: ١٦]. فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانِ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ، وَآيَةُ الرُّومِ.

৬৮৬৩। মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) নিকট বসা ছিলাম এবং তিনি আমাদের মাঝখানে শোয়া ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! কূফা নগরীর কান্দার দ্বারপ্রান্তে

এক গল্পকার গল্প করছে এবং বলছে, কিয়ামতের পূর্বে নিদর্শনসমূহের মধ্যে ধুঁয়ার নিদর্শন প্রকাশ পেলে তা কাফিরদের জান কবয (হরণ) করবে। এবং তার কিছু অংশ সর্দ্দীর আকারে ঈমানদারদের উপরও ছড়িয়ে পড়বে (এতে আক্রান্ত হয়ে তারাও মারা যাবে)।

এ কথা শুনে হযরত (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) রাগান্বিত হয়ে শোয়া থেকে বসে পড়লেন এবং বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয় জানে, সে যতটুকু জানে ততটুকুই বলা উচিৎ। আর যে ব্যক্তি জানেনা, তার বলা উচিৎ আল্লাহই সর্বজ্ঞ। কেননা তিনিই সব বিষয় অবগত। তোমাদের কেউ যে বিষয় জানেনা তার বলা উচিৎ– আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন। কেননা, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবীকে বলেছেন, আপনি বলুন! আমি (দীনপ্রচারের বিনিময়ে) তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এবং আমি লৌকিকতার আশ্রয়গ্রহণকারী নই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের চরম উদাসীনতা ও ধর্মবিমুখতা দেখলেন তখন মর্মাহত হয়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সময়কার দুর্ভিক্ষের ন্যায় সাত বছর ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ দাও। অতঃপর তাদের উপর দারুণ দুর্ভিক্ষ আসল যা সবকিছুকে নিঃশেষ করে দিল। এমনকি তারা ক্ষুধার তাড়নায় চামড়া ও মুর্দ্দা খেতে আরম্ভ করল। তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে আকাশ ধুঁয়ার আকারে দেখত। অতঃপর রাসূলুল্লাহর কাছে আবু সুফিয়ান এসে বলল, হে মুহাম্মাদ (সা) তুমি এসেছ মানুষকে আল্লাহর বন্দেগীর আদেশ করতে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার উপদেশ দিতে। এদিকে তোমার দেশবাসী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ কর। মহান আল্লাহ বললেন, "হে রাসূল! আপনি ঐ সময়ের অপেক্ষা করুন যখন আকাশ প্রকাশ্য ধূয়ায় আচ্ছন্ন হবে এবং সব মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এটা হচ্ছে পীড়াদায়ক শাস্তি... শেষ কথা "অবশ্যই তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে" এ পর্যন্ত।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, পরকালের শাস্তি কি একবার মওকুফ করে আবার দেয়া হবে? (অতএব এ শাস্তি দুনিয়াতেই হবে) অনুরূপ এ আয়াতে 'বড় ধরনের পাকড়াও' বদরের দিন বাস্তবায়িত হয়েছে। কাজেই "দুখান" (ধূয়া), "আল-বাত্‌শাহ" (পাকড়াও), "লিযাম" (অনিবার্য শাস্তি) এবং আয়াতে রুম (রোমকদের পরাজয়) এসব নিদর্শন কায়েম হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ إِلَى

عَبْدِ اللهِ رَجُلٌ فَقَالَ: تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ، يُفَسِّرُ هٰذِهِ الْآيَةَ: (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) قَالَ: يَأْتِي النَّاسَ يومَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ فَيَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ، حَتَّىٰ يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ، لِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ: اللهُ أَعْلَمُ، إِنَّمَا كَانَ هٰذَا، أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجُهْدٌ، حَتَّىٰ جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَيَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ، وَحَتَّىٰ أَكَلُوا الْعِظَامَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِرِ اللهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَقَالَ: «لِمُضَرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ» قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ [الدخان: ١٥].

قَالَ: فَمُطِرُوا، فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ، قَالَ: عَادُوا إِلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الدخان: ١٠، ١١]. ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ [الدخان:١٦]. قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ.

৬৮৬৪। মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) নিকট এসে বলল, আমি মসজিদে এক ব্যক্তিকে রেখে আসলাম, সে নিজ খেয়াল খুশীমত কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। সে এ আয়াতের "ইয়াওম ইয়াঅতিস সামাঈ"... ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছে– কিয়ামতের দিন সকল মানুষের উপর একটা ধূয়া ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের প্রাণ হরণ করে নেবে তদুপরি ধূয়ার কিছু অংশ সর্দ্দীর আকারে দেখা দিয়ে তাদের প্রাণ বের করে নেবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কোন ব্যক্তি কোন বিষয় ভালভাবে জানলে তা বলা উচিৎ। আর যে ব্যক্তি জানেনা, তার বলা উচিৎ– আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন। মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, তার যা জানা নেই সে সম্পর্কে বলে দেবে 'আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন'। উক্ত আয়াত নাযিলের কারণ ও এর মূল তাৎপর্য এই যে, কুরাইশগণ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর খুব নির্যাতন চালাল, তখন তিনি তাদের জন্য ইউসূফ আলাইহিস সাল্লামের সময়কার ভীষণ দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষের দু'আ করলেন। অতঃপর তাদের উপর নেমে আসল ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও অসাধারণ দুর্যোগ। অবশেষে লোক আসমানের দিকে তাকাতে শুরু করল, এবং ভীষণ কষ্টের দরুন তারা তাদের ও আসমানের মাঝখানে ধুয়ার আকার দেখতে পেল। এমনকি তারা শুকনো হাড় খেয়ে

জীবন ধারণ করল। অতঃপর এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'মুদার' গোত্রের জন্যে (ইস্তেগফার) আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করুন। কেননা, তারা ধ্বংসের মুখোমুখি পৌছে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুদার'কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি তো বড়ই নির্ভীক। অতঃপর তিনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, এরপর মহান আল্লাহ নাযিল করলেন : "আমি আপাতত কিছু সময়ের জন্য তোমাদেরকে শাস্তিমুক্ত করলাম। তোমরা অবশ্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।"

রাবী বলেন, এরপর (আল্লাহর হুকুমে) বৃষ্টিপাত হল (এবং দুর্ভিক্ষের অবসান হল)। যখন তাদের সুখ-শান্তি ফিরে এল, তখন তারা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এল (অর্থাৎ নাফরমানিতে ডুবে গেল) তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন : "আপনি ঐ দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আসমান প্রকাশ্য ধূয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সব মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এটা হচ্ছে পীড়াদায়ক শাস্তি। এ ছাড়া يوم نبطش البطشة الكبرى منتقمون এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, বদরের দিন এ পাকড়াও ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ، وَاللِّزَامُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَالْقَمَرُ.

৬৮৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটা ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ধূয়া, অনিবার্য শাস্তি, রুমের বিজয়, ভীষণ পাকড়াও এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ড করণ।

حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬৮৬৬। আবু সাঈ'দ, ওয়াকী, আ'মাশ এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ﴾ [السجدة: ٢١]. قَالَ: مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، أَوِ الدُّخَانُ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ فِي الْبَطْشَةِ أَوِ الدُّخَانِ -.

৬৮৬৭। মহান আল্লাহর বাণী "আলানুযীকান্নাহুম্ মিনাল্ আযাবিল আদনা দূনাল আযাবিল আকবারি" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত

হয়েছে– "আযাবুল আদনা" মানে পার্থিব বিপদ-আপদ ও রুমের পরাজয়, বদরে পাকড়াও, অথবা দুর্ভিক্ষজনিত ধূয়া। শু'বা পাকড়াও অথবা ধূয়া এ দুটোর মাঝে সান্দিহান যে কোন্‌টি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২
চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِقَّتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشْهَدُوا».

৬৮৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত লোকদেরকে) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ – وَاللَّفْظُ لَهُ –: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى، إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشْهَدُوا».

৬৮৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা-মিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হল। একখণ্ড পাহাড়ের পিছনে পতিত হল আর একখণ্ড সামনের দিকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত লোকদেরকে) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [بْنِ مَسْعُودٍ] قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِلْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ».

৬৮৭০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় (তাঁর মোজেযা স্বরূপ) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। একখণ্ড সমগ্র পাহাড়কে ঢেকে ফেলেছে অপর খণ্ড পাহাড়ের উপর পরিলক্ষিত হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৬৮৭১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে উমার কর্তৃক পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ: فَقَالَ: «اشْهَدُوا، اشْهَدُوا».

৬৮৭২। মুহাম্মাদ ইবনে বাশার ও ইবনু আবী আদী উভয়ে "ইবনে মায়াজ আন শু'বা" এ সূত্রে শু'বা থেকে তার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে আবী আদীর হাদীসে আছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ، مَرَّتَيْنِ.

৬৮৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কাবাসীরা তাদেরকে একটা "মোজেযা" বা অলৌকিক নিদর্শন দেখাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলে তিনি আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে দু'বার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ شَيْبَانَ.

৬৮৭৪। আনাস (রা) থেকে এ সূত্রে সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: انْشَقَّ

الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ. وَفِي حديثِ أَبِي دَاوُدَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬৮৭৫। এ সূত্রে আনাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইনশাক্কাল কামারু ফিরাকাতাইনে আর আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "ইন্‌শাককাল কামারু আলা আহদি রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" (সবগুলোর ভাবার্থ একই)।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ بكْرِ بْنِ مُضَرَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَىٰ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬৮৭৬। এ সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

কাফিরদের সম্পর্কে বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ، وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ، ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ».

৬৮৭৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যথাদায়ক কথা ও কাজ শ্রবণ করে সহ্য করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ থেকে অধিক সহনশীল আর কেউ নেই। তাঁর সাথে শরীক করা হয়, তাঁর জন্য সন্তান দাবী করা হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে নিরাপদ রাখেন তদুপরি তাদেরকে জীবিকা দান করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: «وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ» فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

৬৮৭৮। এ সূত্রেও আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীস সদৃশ রিওয়ায়েত করেন। কেবল "ওয়া ইয়ুয'আলু লাহুল ওয়ালদু" – এ কথাটুকু তিনি উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا، وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ».

৬৮৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যথাদায়ক কথা ও কাজ শ্রবণ করে সহ্য করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ থেকে অধিক সহনশীল কেউ নেই। মানুষ (কোন মাখলুককে) আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং তাঁর সন্তান প্রমাণ করে। এদতসত্ত্বেও তিনি তাদের জীবিকা দান করেন ও তাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং (প্রয়োজনীয় বস্তু) দান করেন।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ - أَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ».

৬৮৮০। আনাস ইবনে মালিক (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেছেন : মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ দোযখের সবচেয়ে সহজ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলবেন, যদি পৃথিবী ও তার মাঝের যাবতীয় বস্তু তোমার হয়ে যেত তাহলে কি এ আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তা দিয়ে ফিদইয়া বা বিনিময় করতে? তখন ঐ ব্যক্তি বলবে, হাঁ! তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে অনেক সহজ কাজ পেতে চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের (আ) ঔরসে ছিলে। তা হচ্ছে এই যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, এবং আমি তোমাকে দোযখে ফেলব না। কিন্তু (দুর্ভাগ্য বশতঃ) তুমি তা অস্বীকার করে শিরককেই গ্রহণ করেছ।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: «وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ» فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

৬৮৮১। আবু ইমরান বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে "ওয়ালা উদ্খিলাকান্ নারা"– এ কথাটা তিনি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذٰلِكَ».

৬৮৮২। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহর তরফ থেকে) কাফির ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, আচ্ছা কি বল, যদি পৃথিবী পরিপূর্ণ স্বর্ণ তোমার হয়ে যেত তবে কি তা এ আযাবের বিনিময়ে দান করতে? কাফির বলবে, হাঁ! তখন তাকে বলা হবে, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ কাজ চেয়েছিলাম (অর্থাৎ শির্ক থেকে বিরত থাকা)।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُ: كَذَبْتَ، قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذٰلِكَ».

৬৮৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, তিনি (রাসূল) বলেন, অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি তো অবাস্তব কথা বললে। আমি তো এর চেয়ে অনেক সহজ কাজ তোমার কাছে চেয়েছিলাম (শিরক থেকে বিরত থাকা)।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَىٰ، وَعِزَّةِ رَبِّنَا!

৬৮৮৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কাফিরকে কিয়ামতের দিন কিভাবে

উপুড় করে হাযির করা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে দু'পায়ে ভর করে হাঁটার ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে চেহারার উপর ভর করে হাঁটাতে সক্ষম নন? কাতাদাহ (রা) বলেন, আমাদের মহান প্রতিপালকের ইজ্জতের কসম! নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَىٰ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً: ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ! يَا رَبِّ! وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ».

৬৮৮৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন দোযখবাসীদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে যে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী ছিল। অতঃপর তাকে দোযখের মধ্যে একবার ফেলে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও সুখশান্তি দেখেছ? তোমার কাছে কি কখনও কোন নেয়ামত বা শান্তির উপকরণ পৌঁছেছিল? তখন সে প্রতি উত্তরে বলবে, "না, কসম আল্লাহর হে প্রতিপালক!" এর বিপরীত বেহেশতবাসীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে (হাশরের দিন) উপস্থিত করা হবে যে দুনিয়াতে সবচেয়ে সংকটময় ও কষ্টকর জীবন-যাপন করেছিল। তাকে বেহেশতের অফুরন্ত সুখ সম্ভোগ দান করে অবশেষে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও কোন কষ্ট দেখেছ? তোমার প্রতি কি কখনও কোন অশান্তি পৌঁছেছিল? প্রতি উত্তরে সে বলবে, "না আল্লাহর কসম হে প্রতিপালক! আমার উপর কখনও কোন কষ্ট পৌঁছেনি আর আমি কখনও কোন কষ্ট দেখিনি।"

অনুচ্ছেদ : ৪

মুমিন ব্যক্তির নেকীর ফল দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ আর কাফিরের সৎকাজের ফল দুনিয়াতেই লাভ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيَجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ

فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ إِذَا أَفْضَىٰ إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَىٰ بِهَا».

৬৮৮৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুমিন ব্যক্তির নেকীর ব্যাপারে কোন অবিচার (অবমূল্যায়ন) করেন না। তার নেকীর বিনিময়ে তিনি তাকে দুনিয়াতেও ফল দিয়ে থাকেন এবং পরকালে যথাযথ প্রতিফল দান করবেন। কিন্তু কাফির ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সৎকাজ করলে দুনিয়াতেই তার ফল ভোগ করে থাকে। যখন সে পরকালে পৌঁছবে তখন তার এমন কোন পুণ্যই বাকী থাকবে না যার প্রতিফল সে পেতে পারে।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا، عَلَىٰ طَاعَتِهِ».

৬৮৮৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন : কাফির ব্যক্তি যখন পুণ্যের কাজ করে, তাকে দুনিয়ায় কোন উপভোগ্য বস্তু দান করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ মুমিন ব্যক্তির নেকীসমূহ পরকালের জন্য জমা করে রাখেন। অবশ্য তিনি তার ইবাদতের বিনিময়ে দুনিয়াতেও কিছু জীবিকা অগ্রিম দিয়ে থাকেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِهِمَا.

৬৮৮৮। আনাস (রা) কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাম্মান ও সুলায়মানের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫

মুমিনের উদাহরণ কচি ফসলের ন্যায় এবং মুনাফিক ও কাফিরের উদাহরণ শুকনা ধান গাছের ন্যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ، لَا تَهْتَزُّ حَتَّىٰ تُسْتَحْصَدَ».

৬৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের দৃষ্টান্ত কচি ফসলের ন্যায় সব সময় প্রবল বাতাস একে দোলা দিতে থাকে। অনুরূপভাবে মুমিন ব্যক্তির উপর সদাসর্বদা বিপদ-আপদ পৌছতে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত শুকনো ধান গাছের ন্যায়। তা কাটা পর্যন্ত সহজে হেলে পড়ে না। তদ্রূপ, কাফির মুনাফিকদের উপর এমন ঝাপটা আসে না যাতে তারা ভেঙ্গে পড়বে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَكَانَ قَوْلِهِ تُمِيلُهُ - «تُفِيئُهُ».

৬৮৯০। যুহরী থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুর রাযযাকের হাদীসে "তুমিলুহু" স্থলে "তুকিউহু" বর্ণিত হয়েছে। উভয়ের অর্থ একই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفِيئُهَا الرِّيحُ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَىٰ، حَتَّىٰ تَهِيجَ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَىٰ أَصْلِهَا، لَا يُفِيئُهَا شَيْءٌ، حَتَّىٰ يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً».

৬৮৯১। কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনের উদাহরণ কচি ফলস সদৃশ, একে প্রবল বাতাস খুব দোলা দিয়ে থাকে। একবার মাটির সাথে বিছিয়ে ফেলে, আবার সোজা করে শুকানোর আগ পর্যন্ত। আর কাফিরের দৃষ্টান্ত মূলের উপর শুকানো ধান গাছের ন্যায় তাকে কিছু হেলায় না। একবারেই উহার মূল উৎপাটন করা হয়।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ، الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ، حَتَّىٰ يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً».

৬৮৯১(ক)। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রা) তাঁর পিতা কা'ব ইবনে **মালিক** (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের উদাহরণ কচি শস্যের ন্যায়, প্রবল বাতাস একে আন্দোলিত করে থাকে। একবার মাটিতে বিছিয়ে ফেলে আবার সোজা করে। নির্দিষ্ট সময় আসা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত শুকানো ধান গাছের ন্যায়, এতে তেমন কোন ক্ষতি পৌঁছে না। কেবল একবারেই এর মূল উৎপাটন হয়ে থাকে।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّ مَحْمُودًا قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ بِشْرٍ: «وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ» وَأَمَّا ابْنُ حَاتِمٍ فَقَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ» كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

৬৮৯২। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক তার পিতা কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। কেবল মাহমুদ তার রেওয়ায়েতে বলেছেন عَنْ بِشْرٍ।

আর কাফিরের দৃষ্টান্ত শক্ত ধান গাছের ন্যায়। অবশ্যই ইবনে আবু হাতিম বলেছেন– مَثَلُ الْمُنَافِقِ যেমন যুহায়ের বলেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَقَالَا جَمِيعًا فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ يَحْيَىٰ: «وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ».

৬৮৯৩। কা'ব ইবনে মালিকের পুত্র তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী রাবীদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে তাঁদের হাদীসে বলেছেন, عَنْ يَحْيٰ وَمَثَلُ الكَافِرِ مَثَلُ الاَرْزَةِ।

অনুচ্ছেদ : ৬

মুমিনের দৃষ্টান্ত খেজুর গাছ সদৃশ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ

الْمُسْلِمِ ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ فَقَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، قَالَ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَ: هِيَ النَّخْلَةُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

৬৮৯৪। ইসমাঈল (ইবনে জা'ফর) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে দীনার জানিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক প্রকার গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না, এবং তা হচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টান্ত। আচ্ছা! তোমরা বলতো সে গাছটি কি? তখন উপস্থিত সবাই বাগানের বিভিন্ন গাছের কথা ভাবতে লাগল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার মনে জাগল যে তা খেজুর গাছ হবে। এটা ভেবে আবার সঙ্কোচ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সবাই বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলে দিন সে গাছটি কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ বলেন, এরপর আমি এ কথাটা উমার (রা)-এর নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর কথার উত্তরে তোমার "খেজুর গাছ" বলা আমার কাছে অনেক অনেক কিছু থেকে অধিক প্রিয় ছিল।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: «أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ، مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ» فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِي.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأُلْقِيَ فِي نَفْسِي أَوْ رُوعِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا، فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ ، فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا سَكَتُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

৬৮৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা একটা গাছ সম্পর্কে আমাকে বল যার উদাহরণ মুমিনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ কথা শুনে সকলে বাগানের বিভিন্ন গাছের কথা স্মরণ করতে লাগল। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার অন্তরে জাগল যে সেটা খেজুর গাছ। এই মনে করে আমি বলতে ইচ্ছা করেছিলাম। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে বয়স্ক লোকদেরকে দেখে বলতে ইতস্তত: করলাম। যখন সবাই চুপচাপ, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ، فَذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

৬৮৯৬। মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে মদীনা পর্যন্ত সফরের সাথী ছিলাম। এর মধ্যে তাঁকে আমি একটি হাদীস ছাড়া আর কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন তিনি খেজুর গাছের ভিতরের নরম হাড় থেকে এক টুকরা নিয়ে আসলেন।... এরপর তাদের পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন ব্যক্তিকে খেজুর গাছে সাথে তুলনা করেছেন। কেননা কল্যাণকর বস্তু হিসেবে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। খেজুর গাছের মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত আছে। (যেমন এর মনোরম ও সুস্বাদু ফল উপাদেয় খাদ্য), এর ছায়া পথিকের আশ্রয়, তাজা ডালা পশুর খোরাক, শুকনো ডালা জ্বালানী ও ঘরের ছাউনী, এর খোসা রশি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মুমিনের যাবতীয় কাজ কল্যাণকর। যেমন তার এবাদত বন্দেগী, দান-খয়রাত, সুন্দর আচার-ব্যবহার, মার্জিত চরিত্র ইত্যাদি।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُمَّارٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

৬৮৯৭। মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের ভিতরের এক টুকরা নরম হাড় নিয়ে উপস্থিত হলেন... এরপর তিনি পূর্ববর্তী রাবীদের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ شِبْهِ، أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَعَلَّ مُسْلِمًا قَالَ: وَتُؤْتِي [أُكُلَهَا]، وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضًا: وَلَا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

৬৮৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে এমন একটা গাছ সম্পর্কে বলতো, যা মুসলিম ব্যক্তির ন্যায় অথবা মুসলিম ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যার পাতা ঝরে পড়ে না।

ইবরাহীম বলেন, সম্ভবতঃ মুসলিম (র) বলেছেন : এবং তা সবসময় ফল দিয়ে থাকে। অন্যদের নিকট এরূপও পেয়েছি। তা সব সময় ফল দান করে না। ইবনে উমার (রা) বলেন, এ প্রশ্নের পর আমার অন্তরে জাগল তা অবশ্যই খেজুর গাছ হবে। কিন্তু আমি এই মনে করে কিছু বলতে অথবা মন্তব্য করতে সমীচীন মনে করলাম না যে আমি দেখলাম আমার মুরুব্বি আবু বকর (রা), উমার (রা) চুপচাপ, কোন কথা বলছেন না। পরে উমার (রা) (আমার মনোভাব জানতে পেরে) বললেন, তোমার এ কথাটা ব্যক্ত করা আমার কাছে অনেক অনেক কাজ থেকেও শ্রেয় ছিল (অর্থাৎ ব্যক্ত করলেই আমি অধিক খুশী হতাম)।

অনুচ্ছেদ : ৭

শয়তানের উসকানি ও তার দলকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রেরণ এবং প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন শয়তান সঙ্গী থাকার বিবরণ।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ».

৬৮৯৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : অভিশপ্ত শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব ভূখণ্ডে নামাযী মুসলমানরা তার পূজা করবে। তবে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর উত্তেজনা সৃষ্টি করার ব্যাপারে সে সচেষ্ট (এ ব্যাপারে সে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে)।

وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬৯০০। আবু কুরাইব ও আবু মুয়াবিয়াহ উভয়ে উপরোক্ত হাদীস আ'মাশ থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ

الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً».

৬৯০১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : ইবলীসের সিংহাসন সমুদ্রের উপরে স্থাপন করে সে তার দলকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর তার কাছে ঐ ব্যক্তি অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফিৎনাহ (বিভ্রান্তি) সৃষ্টিকারী (ইবলীস তাকেই অধিক মর্যাদা দিয়ে থাকে)।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّىٰ فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ». قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ».

৬৯০২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইবলীস তার সিংহাসন পানির উপর স্থাপন করে। অতঃপর সে তার দলকে (ফিৎনাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেয়। এরপর মর্যাদার দিক থেকে তার কাছে অধিকতর নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি যে যত বড় ফিৎনাহ সৃষ্টিকারী। তাদের কেউ এসে বলে, আমি এই এই কাজ করেছি। তখন সে বলে, তুমি তেমন (গুরুত্বপূর্ণ) কিছু করনি। এরপর একজন এসে বলে, আমি তাকে ঐ পর্যন্ত ছাড়িনি যে পর্যন্ত তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয়েছি (শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছি) এ শুনে সে তাকে নিজের নিকটে বসায় এবং বলে, হাঁ তুমি বেশ করেছ। আ'মাশ বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন : অতঃপর সে তাকে আলিঙ্গন করে।

টীকা : যত রকম পাপের কাজ আছে তন্মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটানো সবচেয়ে জঘন্য কাজ। পিতা পুত্রের মাঝে, ভাই ভাই, স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সামাজিক শৃংখলাকে সবচেয়ে অধিক বিঘ্নিত করে। তাই এ কাজটা ইবলীসের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয়। কাজেই যে এ কাজ করতে সমর্থ হয়, তাকে শয়তান অধিক মর্যাদা দিয়ে থাকে।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً».

৬৯০৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : শয়তান (ইবলীস) তার দলকে মানুষের মাঝে ফিৎনাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী হয় যে, সবচেয়ে বড় ফিৎনাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ اللهُ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلم، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ».

৬৯০৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই (যে শয়তান থেকে মুক্ত) বরং প্রতিটি ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা একজন জিনকে (শয়তান) তার সঙ্গী হিসেবে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি আছে? রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেন, হাঁ! আমার সাথেও আছে। তবে মহান আল্লাহ আমাকে তার উপর বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন তাই সে আমার অনুগত বাধ্যগত হয়ে গেছে। অতএব সে আমাকে ভাল ছাড়া কখনও খারাপ কাজের পরামর্শ দেয় না।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِيَان ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : (وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ).

৬৯০৫। ইয়াহইয়া ইবনে আদাম ও আম্মার ইবনে যুরাইক উভয়ে মনসুর থেকে জারীর সূত্রে তার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেবল সুফিয়ানের হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– "প্রতিটি ব্যক্তির সাথে একজন জ্বিন সঙ্গী নিয়োজিত করেছেন এবং একজন ফেরেশতা সঙ্গী নিয়োজিত করেছেন।"

টীকা : শয়তান সঙ্গী সর্বদা কুপরামর্শ দিয়ে থাকে এবং ফেরেশতা সঙ্গী নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

حَدَّثَنِي هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا، قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَىٰ مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ يَا عَائِشَةُ! أَغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَمَعَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ «نَعَمْ، وَلٰكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ».

৬৯০৬। ইবনে কুসাইত বলেন, উরওয়াহ (রা) তার কাছে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিবেলা তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, এতে আমি তাঁর প্রতি রাগ বা অভিমান করলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি এসে আমার কার্যকলাপ বা ভাবভঙ্গি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে হে আয়েশা? তুমি কি অভিমান করেছ? আমি বললাম, কি হবে? আমার মত নারী আপনার মত পুরুষের প্রতি অভিমান করবে না? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার কাছে কি তোমার শয়তানটা এসেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথে কি শয়তান আছে? নবী (সা) বললেন, হাঁ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই আছে? বললেন, হাঁ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথেও কি আছে ইয়া রাসূলাল্লাহ? বললেন, হাঁ! তবে আমার প্রভু আমাকে তার উপর গালেব করে দিয়েছেন। তাই সে আমার অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : ৮

কেউ নিজ নেক আমলের সাহায্যে বেহেশতে যেতে পারবে না বরং আল্লাহর রহমতেই যাবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» قَالَ رَجُلٌ: وَلَا إِيَّاكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلَا إِيَّايَ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، وَلٰكِنْ سَدِّدُوا». [انظر: ٧١٢٠]

৬৯০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে তার নেক আমল আল্লাহর আযাব থেকে কিছুতেই মুক্তি দিতে পারবে না (আমলের সাহায্যে মুক্তি পাবে না)! এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও না? তিনি বললেন, না! আমাকেও না। একমাত্র উছিলা এই যে, মেহেরবান

খোদা তাঁর অশেষ রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। তবে তোমরা সঠিক পথে চলতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর।

টীকা : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কুরআন ও হাদীসে এ মর্মে বহু আয়াদ ও হাদীস রয়েছে যে, নেক আমল দ্বারা বেহেশত লাভ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ হাদীস তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর জওয়াব কয়েক প্রকারে হতে পারে। (১) মহান আল্লাহর উপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। কাউকে মুক্তি দেয়া বা বেহেশত দান করা তাঁর পক্ষে জরুরী নয়। বরং এটা তাঁর একমাত্র করুণা। যাদের আমল তিনি দয়া করে কবুল করবেন তারাই মুক্তি পাবে। অন্যথায় শত আমলও কাজে আসবে না। (২) আল্লাহর রহমত ব্যতিত আমল করা সম্ভব নয়। তাই বুঝতে হবে যাদেরকে আমলের তৌফিক দেয়া হয়েছে তা পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকেরই বিশেষ রহমত। (৩) নেক আমলের উছিলায় মুক্তি পেতে হলেও আল্লাহর রহমত একান্ত আবশ্যক। নেক আমল করা বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য। কর্তব্য পালন করে কেউ দাবী করতে পারে না যে তাকে মুক্তি দিতে হবে অথবা বেহেশত দিতে হবে। বরং আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করাই আমলের একমাত্র লক্ষ্য।

وَحَدَّثَنِيهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» وَلَمْ يَذْكُرْ: «وَلَكِنْ سَدِّدُوا».

৬৯০৮। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমাকে উমার ইবনুল হারিস বুকাইর ইবনুল আশাজ্জু থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, তিনি বলেছেন, برحمة منه وفضل এবং তিনি ولكن سددوا এ কথাটা উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» فَقِيلَ: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ».

৬৯০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কেউ নেই যে, তার আমল তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারে। কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও না? তিনি বললেন, না। আমিও না। একমাত্র আশা যেন আমার প্রতিপালক আমাকে রহমত দ্বারা ঢেকে ফেলেন (তাঁর রহমত দ্বারা মুক্তি পাব)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ».

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِيَدِهِ هَٰكَذَا، وَأَشَارَ عَلَىٰ رَأْسِهِ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ

يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ».

৬৯১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে তার আমল (পরকালের আযাব থেকে) মুক্তি দিতে পারে।" উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আপনিও কি (আমল দ্বারা) মুক্তি পাবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, আমিও না। তবে একমাত্র আশা মহান আল্লাহ আমাকে মাগফিরাত ও রহমত দ্বারা ঢেকে ফেলবেন (যা দ্বারা মুক্তি পাব)।

ইবনে আওন যখন ولا انا ۔ لا ان يتغمد نى الله بمغفرة ورحمة রাসূলুল্লাহর এ উক্তিটুকু উদ্ধৃত করছিলেন, তখন নিজ হাত দ্বারা মাথার উপর ইশারা করে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ».

৬৯১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কেউ নেই যাকে তার আমল (আযাব থেকে) মুক্তি দিতে পারে। সাথীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনিও না? বললেন, আমিও না। একমাত্র আশা এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত দ্বারা আমাকে সহায়তা করবেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ».

৬৯১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকে তার নেক আমল কখনও বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও না? উত্তরে তিনি বললেন, আমিও না। তবে এতটুকু আশা যেন মহান আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে আশ্রয় দান করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ».

৬৯১৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সঠিক পথে কায়েম থাক অথবা কমপক্ষে তার কাছাকাছি থাক এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের কেউ তার আমল দ্বারা (আল্লাহর আযাব থেকে) রেহাই পাবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও না? উত্তরে তিনি বললেন, আমিও না। হাঁ এতটুকু আশা যেন, মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে ঢেকে রাখেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ, عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. (انظر : ٧١٢١)

৬৯১৪। জাবির (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، كَرِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

৬৯১৫। জারীর আ'মাশ থেকে উভয় সূত্রে ইবনে নুমাইরের রেওয়ায়েতের ন্যায় রেওয়ায়েত করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ - وَزَادَ: «وَأَبْشِرُوا». [راجع: ٧١١١]

৬৯১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেবল এ সূত্রে একটা শব্দ وابشروا অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ، وَلَا أَنَا، إِلَّا بِرَحْمَةٍ [مِنَ] اللهِ». [راجع: ٧١٠٨]

৬৯১৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কাউকে তার আমল বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারবে না এবং দোযখ থেকে বাঁচাতে পারবে না। এবং আমি নিজেও বাঁচতে পারব না আল্লাহর রহমত ছাড়া।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ».

৬৯১৮। মূসা ইবনে উকবা (রা) বলেন, আমি আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমানকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় (নেক) আমল তাই যা সবচেয়ে স্থায়ী হয়ে থাকে যদিও তা কম হোক।

وَحَدَّثَنَاه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ «وَأَبْشِرُوا».

৬৯১৯। আবদুল আজীজ ইবনে মুত্তালিব মূসা ইবনে উকবা (রা) থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি وابشروا এ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ৯

আমলকে বাড়াতে থাকা এবং ইবাদতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَٰذَا؟ وَقَدْ غَفَرَ [اللهُ] لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟».

৬৯২০। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে পড়তে তাঁর কদম মুবারক ফুলে গেল। তখন তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত কষ্ট করছেন? অথচ আপনার আগের ও পরের যাবতীয় গুনাহ (ত্রুটি) মার্জনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হিসেবে পরিগণিত হব না?

টীকা : মহানবী (সা) একদিকে যেমন সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন সবচেয়ে অধিক শোকরগুজার বান্দা। তাঁর এ মূল্যবান উক্তি থেকে আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আমরা যেন অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে পরিচিত না হই। বস্তুতঃ আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থেকে তার ইবাদত না করা চরম অকৃতজ্ঞতা। তাই শোকরগুজারীর উদ্দেশ্যে তাঁর এবাদত বন্দেগী করতে হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ: سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ وَرِمَتْ قَدَمَاهُ، قَالُوا: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟».

৬৯২১। যিয়াদ ইবনে আলাকা মুগীরা ইবনে শু'বাকে (রা) বলতে শুনেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর কদম মুবারক ফুলে গেল। তখন সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার তো আগের ও পরের যাবতীয় গুনাহই আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন (তাহলে এত কষ্ট করছেন কেন)? মহানবী (সা) বললেন, আমি তাঁর শোকরগুজার বান্দা হব না?

حَدَّثَنَا هَـٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَـٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا صَلَّىٰ، قَامَ حَتَّىٰ تَفَطَّرَتْ رِجْلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَصْنَعُ هٰذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟».

৬৯২২। উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমন কি তাঁর পা মুবারক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বলতাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করছেন? অথচ আপনার আগে-পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। উত্তরে তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমি কি শোকরগুজার বান্দা হব না?

অনুচ্ছেদ : ১০

উপদেশ দানে মধ্যপন্থা অবলম্বন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللهِ نَنْتَظِرُهُ، فَمَرَّ

بِنَا يزيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ، فَقُلْنَا: أَعْلِمْهُ بِمَكَانِنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

৬৯২৩। শাকীক (রা) বলেন, আমরা একবার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) দরজার পাশে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া নাখঈ' আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে বললাম, দয়া করে আবদুল্লাহ (রা)-কে আমাদের অবস্থিতি সম্পর্কে খবর দিন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করার পর আর বিলম্ব হয়নি। একটু পরই আবদুল্লাহ (রা) আমাদের নিকট আসলেন। এসে বললেন, আমাদের আপনাকে অবস্থিতি সম্পর্কে খবর দেয়া হয় কিন্তু সাথে সাথে আপনাদের নিকট বেরিয়ে আসতে একটা কথাই আমাকে বাঁধা দেয় যে, আমি আপনাদেরকে অধিক উপদেশ দিয়ে বিরক্ত করতে পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে দিন নির্ধারণ করে দিতেন যাতে আমাদের মধ্যে বিরক্তির ভাব সৃষ্টি না হয়।

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

وزَادَ مِنْجَابٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ.

৬৯২৪। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে ইবনে ইদ্রিস, ইবনে মুসহার, ঈসা ইবনে ইউনুস, সুফিয়ান প্রত্যেকে এ সূত্রে আ'মাশ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মিনজাব ইবনে মুসহার সূত্রে তার বর্ণনায় এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন, "আ'মাশ বলেন, আমাকে আমর ইবনে মুররাহ শাকীক থেকে তিনি আবদুল্লাহ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।"

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ

وَنَشْتَهِيهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ ، كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

৬৯২৫। শাকীক আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবার উপদেশ দিতেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা আপনার কথা পছন্দ করি এবং শুনতে আগ্রহী। আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহ আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে উপদেশ শুনাবেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, প্রতিদিন তোমাদেরকে কথা শুনাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে একমাত্র তোমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে দিন তারিখ নির্ধারণ করতেন। আমাদের মধ্যে বিরক্তি ভাব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় প্রতিদিন ওয়াজ করতেন না।

টীকা : এ হাদীসে আমাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে কুরআন-হাদীস বর্ণনা তথা ধর্মীয় আলোচনা করতে শ্রোতাদের মানসিক অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রোতাদের আগ্রহ-অনাগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কুরআন ও হাদীস আলোচনা করা উচিত। অন্যথায় শ্রোতাদের মধ্যে অনাগ্রহ বা অনাসক্তি সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় কুরআন ও হাদীসের অবমাননা হতে পারে। এবং আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। বরং এতে সুফল থেকে কুফলের আশঙ্কাই বেশী। এ জন্যেই সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)ও এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তিপ্পান্নতম অধ্যায়

كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها

বেহেশত ও তার অধিবাসী এবং বেহেশতের নিয়ামতের বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ».

৬৯২৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতকে কতগুলো কষ্টকর জিনিষের দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। আর দোযখকে কতগুলো লোভনীয় বস্তু দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।

টীকা : এ হাদীসটুকু অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। পরকালে বেহেশত লাভ করতে হলে দুনিয়াতে কিছু কষ্টসাধ্য কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেতে হবে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ তথা যাবতীয় দীনি দায়িত্ব পালন কষ্টসাধ্য কাজ। এসব দায়িত্ব পালন করলেই বেহেশতের পথ সুগম হবে। অপর পক্ষে কু-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্যায় ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হলে এবং লোভ-লালসাকে চরিতার্থ করার জন্যে অবৈধ ও হারাম কাজে আত্মনিয়োগ করলে তার পরিণামে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৬৯২৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَقَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ».

مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

৬৯২৮। আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ (বেহেশতের বর্ণনায়) বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী করে রেখেছি

যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি। এ কথার সপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বাণী রয়েছে– "কোন প্রাণী জানেনা যে বেহেশতবাসীদের জন্যে কত চোখ জুরানো নিয়ামত গুপ্ত রাখা হয়েছে ওসব সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপ যা তারা দুনিয়াতে করেছিল।"

حَدَّثَنِي هَـٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْرًا، بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ».

৬৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ (বেহেশতের নিয়ামত সম্পর্কে) পবিত্র কুরআনে তোমাদেরকে যতটুকু অবহিত করেছেন তাছাড়াও (পরোক্ষ ও ওহীর মাধ্যমে) তিনি এরশাদ করেছেন : আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য পূঁজিস্বরূপ এমন কিছু তৈরী করে রেখেছি যা কোনদিন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْرًا، بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾.

৬৯৩০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য তাদের পূঁজিস্বরূপ এমন সব (নিয়ামত) তৈরী করে রেখেছি, যা কোনদিন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি। আল্লাহ তোমাদেরকে (কুরআনে) যতটুকু অবহিত করেছেন, তাছাড়া (পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে) তিনি এ কথাগুলোও বলেছেন। এরপর তিনি এ আয়াতটুকু পাঠ করেছেন– "কোন প্রাণী জানেনা, বেহেশতবাসীদের জন্য চক্ষুশীতলকারী কতসব নেয়ামত গুপ্ত রাখা হয়েছে।"

حَدَّثَنَا هَـٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَـٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ؛ أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ، حَتَّى انْتَهَىٰ، ثُمَّ قَالَ [ﷺ] فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: «فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَ» ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٦ و١٧].

৬৯৩১। আবু সাখার বলেন, আবু হাযেম তাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনে সা'দকে (রা) এ কথা বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম যেখানে তিনি বেহেশতের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনা শেষ করে তাঁর বক্তব্যের শেষ ভাগে তিনি বললেন, বেহেশতে এমন সব নেয়ামত বিদ্যমান যা কোনদিন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি।

অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন— "তাঁদের (খোদাপ্রেমিক) পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং তাঁরা তাঁদের প্রভুকে ভয়ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডাকে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে। কোন প্রাণী জানেনা, বেহেশতবাসীদের জন্য তাদের কৃত সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান স্বরূপ কত চোখ জুড়ানো নেয়ামত গোপন করে রাখা হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ».

৬৯৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : বেহেশতের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর ভ্রমণ করতে পারে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ - وَزَادَ: «لَا يَقْطَعُهَا».

৬৯৩৩। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেবল لَا يَقْطَعُهَا এ শব্দটি বাড়িয়েছেন। এর অর্থ— তাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ

اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا». قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ، مِائَةَ عَامٍ، مَا يَقْطَعُهَا».

৬৯৩৪। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তার বিস্তৃত ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। আবু হাযিম বলেন, আমি নো'মান ইবনে আবু আইয়াশের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমাকে আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– বেহেশতে একটা বিশাল বৃক্ষ আছে যা দ্রুতগামী শক্তিশালী সুদক্ষ অশ্বারোহী একশ' বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَرُونُ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ، رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ؟ يَا رَبِّ! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

৬৯৩৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ পরকালে বেহেশতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে বেহেশতের অধিবাসীগণ! তারা উত্তরে বলবে, আমরা হাযির হে প্রভু! আনুগত্যের জন্য হাযির! যাবতীয় কল্যাণ তোমারই আওতাধীন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন– তোমরা কি খুশী হয়েছ? তারা বলবে, কেন খুশী হব না হে প্রভু? তুমি আমাদেরকে এতসব নিয়ামত দান করেছ যা তোমার কোন মখলুককে দান করনি। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট

নিয়ামত দান করব? তখন তারা অবাক হয়ে বলবে, প্রভু! এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ামত আর কি? আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তোষ নাযিল করছি, এরপর আর কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ». **قَالَ** فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْغَرْبِيِّ». [انظر: ٧١٤٤]

৬৯৩৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতের অধিবাসীরা নিচ থেকে উপরের কক্ষবাসীদেরকে এরূপ স্পষ্ট দেখতে পাবে যেরূপ তোমরা আকাশে নক্ষত্রকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ। সাহল বলেন, আমি এ হাদীস নো'মান ইবনে আবু আইয়াশের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি : "যেরূপ তোমরা মুক্তার ন্যায় (উজ্জ্বল) নক্ষত্রকে আকাশের পূর্ব কোণ অথবা পশ্চিম কোণ থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ।

وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

৬৯৩৭। উহাইব আবু হাযিম থেকে উভয় সূত্রে ইয়াকূবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ ما بَيْنَهُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ، لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: «بَلَىٰ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ». [راجع: ٧١٤٢]

৬৯৩৮। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতের অধিবাসীরা তাদের উপরে উপবিষ্ট কক্ষবাসীদেরকে এরূপ স্পষ্ট দেখতে পাবে যেরূপ তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম কোণ থেকে ধাবমান মুক্তাসদৃশ নক্ষত্রকে স্পষ্ট দেখতে পাও। সবাই সবাইকে পরস্পর সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার কারণে এরূপ দেখবে। উপস্থিত সঙ্গীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো নবীদের মর্যাদা! এ পর্যায়ে তো অন্যেরা পৌঁছতে পারবে না। রাসূল (সা) বললেন, না, বরং ঐ আল্লাহর কসম, যার আয়ত্তে আমার জীবন, তারা ওসব লোক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে বিশ্বাস করেছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِيَ حُبًّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ».

৬৯৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক ভালবাসা পোষণকারী একদল লোক আমার পরে আসবে যারা তাদের পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদের বিনিময়েও আমাকে দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا».

৬৯৪০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতে একটা মেলা হবে। বেহেশতবাসীরা উক্ত মেলায় (সপ্তাহের) প্রতি জুম'আর দিন একত্রিত হবে। এরপর উত্তরের প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদে দোলা লাগাবে। এতে তাদের সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য অনেক বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য নিয়ে তাদের আপনজনের কাছে ফিরে আসবে। তখন আপনজনেরা তাদেরকে বলবে, খোদার কসম, আমাদের (থেকে পৃথক হওয়ার) পর তোমাদের সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য

অনেক বেড়ে গেছে। প্রতি উত্তরে তারাও বলবে, খোদার শপথ, আমাদের যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও চাকচিক্যও বেড়ে গেছে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ - [قَالَا]: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا: الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوَ لَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَىٰ مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبٌ».

৬৯৪১। মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা পরস্পর গর্ব কর অথবা আলোচনা কর (তাতে কোন লাভ নেই)। বেহেশতে পুরুষের সংখ্যা বেশী না মেয়েলোকের সংখ্যা? আবু হুরায়রা (রা) এ কথা শুনে বলেন, আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি? সর্বপ্রথম দল যারা বেহেশতে যাবে তাঁরা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে এবং এর পিছনের দল আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুইজন স্ত্রী এমন হবে যাদের মাংসপেশীর ভিতর থেকে হাড়ের মগজ পরিষ্কার দেখা যাবে। এবং বেহেশতে কোন অবিবাহিত ব্যক্তি থাকবে না।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ: أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ؟ فَسَأَلُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

৬৯৪২। ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পুরুষ ও নারী উভয় সম্প্রদায় এ বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হল যে, এদের মধ্যে কোন শ্রেণীর সংখ্যা বেহেশতে বেশী হবে? অতঃপর তারা আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তরে বললেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এরপর তিনি ইবনে উলাইয়ার হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

টীকা : উপরোক্ত হাদীসে পুরুষ ও নারী শ্রেণীর মধ্যে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিপদ্য বিষয় হচ্ছে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাদের সংখ্যা বেহেশতে বেশী হবে? এর জওয়াবে আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি এ কথাই প্রমাণ করলেন যে বেহেশতে নারীদের সংখ্যাই বেশী হবে। কারণ, প্রত্যেক পুরুষের জন্যে যদি কমপক্ষে দু'জন নারী হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ থেকে আসার পর ব্যক্ত করেছেন যে দোযখে নারীদের সংখ্যাই বেশী দেখেছেন।

দু'টো কথাই যথাস্থানে ঠিক আছে। নারীদের সংখ্যা উভয় স্থানেই বেশী হবে। অথবা রাসূলুল্লাহর সামনে যে দৃশ্য দেখান হয়েছে তাতে তিনি নারীদের সংখ্যা বেশী দেখেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ] وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَىٰ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ، فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، [وَ]مَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ، وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَىٰ خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا، فِي السَّمَاءِ».

৬৯৪৩। প্রথম সূত্রে : আবু যারআহ্ বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সূত্র পরিবর্তন– ২য় সূত্রে : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে, এবং তাদের পিছনে যারা যাবে তারা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের পেশাব পায়খানা হবে না, কফ থুথু হবে না, নাকে ময়লা হবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের, তাদের ঘাম মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। তাদের (ছড়ানো) সুগন্ধি হবে 'আলুয়া' নামক এক প্রকার সুগন্ধি। তাদের স্ত্রী হবে ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর। তাদের আচার-আচরণ হবে এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের আকৃতি বিশিষ্ট ষাট হাত দীর্ঘকায় যা আসমানে বিদ্যমান। অথবা তাদের গঠন হবে তাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের ন্যায় ষাট হাত দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَىٰ أَشَدِّ نَجْمٍ، فِي السَّمَاءِ، إِضَاءَةً، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ، لَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْزُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَىٰ

خُلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَلَىٰ خُلُقِ رَجُلٍ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِمْ.

৬৯৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারপর এদের পিছনে যারা যাবে তারা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তদুপরি তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : তারা পেশাব পায়খানা করবে না, কফ ফেলবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের, তাদের সুগন্ধি হবে 'আলুয়া' নামক এক প্রকার সুবাস, তাদের ঘাম মেশকের ন্যায় সুবাসিত। তাদের গঠন হবে তাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের ন্যায় ষাট হাত দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট।

ইবনু আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, 'আলা খুলুকি রাজুলিন' আর আবু কুরাইব বর্ণনা করেছেন "আলা খালকি রাজুলিন" এবং ইবনে আবী শাইবা আরো বলেছেন 'আলা সুরাতি আবীহিম'।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُوَرُهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَىٰ مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا».

৬৯৪৫। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণনা করে শুনিয়েছেন এটাও তার অন্তর্ভুক্ত। এই বলে তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটা হাদীস এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা বেহেশতে থুথু ফেলবে না, কফ ফেলবে না, পায়খানা করবে না। তাদের ভাণ্ডবাসন ও চিরুনী স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত হবে। তাদের সুগন্ধি দ্রব্য 'আলুয়া' নামক এক প্রকার দ্রব্য। তাদের ঘাম মেশ্কের ন্যায় সুগন্ধি যুক্ত। তাদের প্রত্যেকের দু'জন স্ত্রী হবে যাদের অপরূপ সৌন্দর্যের দরুন মাংসপেশীর ভিতর থেকে হাড়ের মগজ স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হবে। তাদের

মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ ও কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সবার অন্তঃকরণ একই অন্তর হবে। তাঁরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ» قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ».

৬৯৪৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, বেহেশতবাসীরা বেহেশতে পানাহার করবে। তবে থুথু ফেলবে না, পেশাব পায়খানা করবে না, কফ ফেলবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন তাহলে খাওয়া-দাওয়ার কি অবস্থা? (এগুলো কিভাবে হযম হবে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বললেন, তা সামান্য ঘামে পরিণত হবে এবং মেশ্কের ফোটার ন্যায় সামান্য এক ফোটা হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারা এভাবে তাসবীহ, তাহমীদ আদায় করবে যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বিনিময় করছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «كَرَشْحِ الْمِسْكِ».

৬৯৪৭। এ সূত্রে আ'মাশ থেকে كَرَشْحِ المِسْكِ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - قَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَ التَّحْمِيدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ».

قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ: «طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ».

৬৯৪৮। আবু যুবায়ের জানান যে তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতবাসীরা বেহেশতে পানাহার করবে। তবে তারা পায়খানা করবে না, পেশাব করবে না এবং থুথু ফেলবে না। বরং তাদের ভুক্ত দ্রব্য তথায় মেশ্কের ক্ষুদ্রফোটার ন্যায় এক ফোটা ঘামে

পরিণত হবে। তারা তথায় তাসবীহ ও তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্) এভাবে আদায় করবে যেভাবে তোমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে থাক। হাজ্জাজের হাদীসে আছে– طَعَامُهُم ذَالِكَ ।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ».

৬৯৪৯। জাবির (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কেবল পার্থক্য এই যে, এখানে তিনি বর্ণনা করেছেন : তাদের দ্বারা এভাবে তাসবীহ ও তাকবীর আদায় হবে যেভাবে তোমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে থাকে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَىٰ ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ».

৬৯৫০। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেছেন, যে একবার বেহেশতে প্রবেশ করবে সে অনন্ত সুখের অধিকারী হবে, কষ্টের লেশমাত্র থাকবে না। তথায় তাদের কাপড় চোপড় কখনও পুরানো হবে না, এবং যৌবন কখনও ফুরাবে না (চিরকাল যুবক থাকবে)।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ – وَاللَّفْظُ لِإِسْحَٰقَ – قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَٰقَ أَنَّ الْأَغَرَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا» فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَنُودُوٓا أَن تِلۡكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣].

৬৯৫১। আবু ইসহাক জানিয়েছেন যে, আগার তাকে আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রার (রা) সূত্রে হাদীস শুনিয়েছেন, তাঁরা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালে একজন ঘোষণাকারী বেহেশতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করবেন, "তোমাদের জন্য সুসংবাদ এই যে, তোমরা সুস্থতা লাভ করবে এরপর আর কখনও অসুস্থ ও

রোগগ্রস্ত হবে না। এবং তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা জীবন লাভ করবে এরপর আর কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। এবং তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা যৌবন লাভ করবে এরপর আর কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা সুখী হবে এরপর আর কখনও কোন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে না। এ মর্মেই মহান আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে- "এবং (বেহেশতবাসীদেরকে) আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণা করে দেয়া হবে, এই হচ্ছে (পরম সুখের স্থান) বেহেশত। তোমাদেরকে এর মালিক (স্বত্বাধিকারী) বানিয়ে দেয়া হয়েছে যেহেতু তোমরা দুনিয়াতে সৎকাজে নিয়োজিত ছিলে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

৬৯৫২। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন, ঈমানদার (নেককার) ব্যক্তির জন্যে বেহেশতের মাঝখানে খোলা এমন একটা হীরক খণ্ডে তৈরী বিশাল ছাউনী হবে যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। তার জন্যে সেখানে বহুসংখ্যক রমণী থাকবে। সে তাদের সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে যাবে। অথচ তাদের (রমণীরা) একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না।

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ، مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ».

৬৯৫৩। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতের মাঝখানে ফাঁকা এরূপ মুক্তার একটা বিশাল ছাউনি হবে যার বিস্তৃতি হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে রমণীকূল বিরাজমান যারা পরস্পর একে অন্যকে দেখবে না। তাদের সাথে মুমিন ব্যক্তি ঘুরে ঘুরে দেখা করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي

مُوسَى بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ، طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ، لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ».

৬৯৫৪। আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা ইবনে কায়েস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, কথিত ছাউনি মুক্তানির্মিত হবে, এর দৈর্ঘ্য উপরের দিকে ষাট মাইল হবে। এর প্রত্যেক কোণে মুমিন ব্যক্তির জন্যে পরিবার বিদ্যমান, যারা একে অন্যকে দেখতে পাবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ، كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ».

৬৯৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাইহান ও জাইহান দু'টি নদ এবং ফোরাত ও নীল দু'টি নদের প্রত্যেকটিই বেহেশতের নহরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা : এখানে চারটি নদীর উল্লেখ করে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেন যে, এগুলো বেহেশতের নহরের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথমোক্ত দু'টি নদ আরমেনিয়াতে অবস্থিত এবং নীলনদ মিসরে ও ফোরাত নদী ইরাকে অবিস্থত। এসব নদীর বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন কারণ হতে পারে। (১) এগুলো অনেক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নদী, এগুলোর সাথে নবী রাসূলগণের অনেক স্মৃতি বিজড়িত। (২) বেহেশতের নহরগুলো সর্বদা প্রবহমান থাকবে। এ নদীসমূহের প্রবাহও কখনও বন্ধ হয়নি। তাই বেহেশতের নহরের সাথে এগুলোর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। (৩) কাজী ইয়ায় বলেছেন, যেহেতু এগুলোর উৎস হচ্ছে বেহেশত। বেহেশত হতেই এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে তাই সবশেষে এগুলো বেহেশতের নহরে পরিণত হবে (সহীহ মুসলিম কিতাবুল ঈমান দ্রষ্টব্য)। (৪) সহীহ বুখারীতে আছে, ফোরাত ও নীল নদ সিদরাতুল মুনতাহার মূল থেকে উৎসারিত এবং বেহেশত সিদরাতুল মুনতাহার পাশেই অবস্থিত। অতএব এ দু'টি নদী বেহেশতের নহরে পরিণত হবে।

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ».

৬৯৫৬। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

নবী (সা) বলেছেন : কিছু লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর পাখীর অন্তরের ন্যায়।

টীকা : কতিপয় বেহেশতীদের অন্তরকে পাখীর অন্তরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কয়েকটি কারণে এ তুলনা করা হয়েছে।

(১) এদের অন্তর পাখীর অন্তরের ন্যায় নরম ও কোমল। সাধারণতঃ পাখীর অন্তর খুবই নরম ও কোমল। অনুরূপভাবে খোদাপ্রেমিকদের হৃদয়ও নরম ও কোমল হয়ে থাকে।

(২) পাখির অন্তরে ভয়ভীতি খুব বেশী থাকে। তদ্রূপ পরহেজগার ও খোদাভীরু লোকদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়ভীতি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

(৩) পাখীদের মধ্যে অত্যধিক তাওয়াক্কুল বিরাজ করে। তারা জীবিকা উপার্জনের জন্য মোটেই ব্যাকুল ও অস্থির হয় না। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বের হয় এবং যা কিছু পায় তা-ই খেয়ে জীবন ধারণ করে। অনুরূপভাবে সাধু দরবেশরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সাধারণভাবে জীবন-যাপন করে থাকেন, জীবিকার জন্যে তেমন চিন্তিত ও ব্যাকুল হন না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا [بِهِ] أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولٰئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ بِهِ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ: فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ».

৬৯৫৭। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন তা এই... এরপর হাম্মাম কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ হযরত আদম আলাইহি ওয়াসালামকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে ষাট হাত লম্বা করে সৃষ্টি করেছেন। যখন আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে আদেশ করলেন, হে আদম! সামনে এগিয়ে ঐ দলকে সালাম কর। ওখানে একদল ফেরেশতা বসা ছিলেন। তারা কিভাবে তোমাকে সালাম জ্ঞাপন করে তা শুনে নাও। এবং এ পদ্ধতিই হবে তোমার ও তোমার বংশধরদের সালামের পদ্ধতি। অতঃপর তিনি এগিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম! এর উত্তরে তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ। অর্থাৎ তাঁরা ওয়ারাহমাতুল্লাহ বাড়িয়ে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যত মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা সবাই আদম আলাইহিস্ সালামের গঠন ও আকৃতি

বিশিষ্ট হবে। আর তিনি ছিলেন ষাট হাত লম্বা। আদম (আ)-এর পর থেকে এ পর্যন্ত মানুষ ক্রমশই খাট হয়ে আসছে।

অনুচ্ছেদ : ১

জাহান্নামের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا».

৬৯৫৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঐদিন (হাশরের দিন) জাহান্নামকে এভাবে হাযির করা হবে যে এর সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نَارُكُمْ هَٰذِهِ - الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ - جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ». قَالُوا: وَاللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا».

৬৯৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের এ আগুন যা আদম সন্তান জ্বালিয়ে থাকে, জাহান্নামের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন খোদার কসম! এ আগুনই তো যথেষ্ট ছিল হে আল্লাহ রাসূল? নবী (সা) বললেন, এ আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনকে উনসত্তর গুণ অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক গুণ এ আগুনের উত্তাপ সমতুল্য।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا».

৬৯৬০। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে আবু যানাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে পার্থক্য এতটুকু, এখানে বলেছেন, كلهن مثل حرها।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا

مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَدْرُونَ مَا هٰذَا؟» قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هٰذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَعْرِهَا».

৬৯৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটা বিকট শব্দ শুনলেন : তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এ আওয়াজ কিসের? আমরা বললাম, আল্লাহ ও রাসূল অধিক জ্ঞাত। নবী (সা) বললেন, এটা একটা পাথরের শব্দ। পাথরটি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সত্তর বছর আগে। তা সত্তর বছর যাবৎ নিম্নে পতিত হতে হতে এই মাত্র উহার তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «هٰذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا».

৬৯৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় তিনি (নবী সা.) বলেছেন : ওই পাথরটা তার তলদেশে পতিত হয়েছে। তাই তোমরা বিকট শব্দ শুনতে পেয়েছ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ».

৬৯৬৩। সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর নবীকে (সা) বলতে শুনেছেন, কিছু সংখ্যক মানুষকে দোযখের আগুন পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত স্পর্শ করবে, আর কিছু মানুষকে কোমর পর্যন্ত এবং কিছু মানুষকে গর্দ্দান পর্যন্ত স্পর্শ করবে।

টীকা : গুনাহের তারতম্য হিসেবে এ পার্থক্য হবে। যারা অপেক্ষাকৃত কম গুনাহ করেছে তাদের শুধু গোড়ালী পর্যন্ত আগুন স্পর্শ করবে। যারা অধিক পাপ করেছে তাদের যথাক্রমে কোমর, বুক, গর্দ্দান এবং সারাদেহ দোযখে দগ্ধীভূত হবে।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ».

৬৯৬৪। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু সংখ্যক মানুষকে দোযখের আগুন পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত স্পর্শ করবে, কিছুসংখ্যককে দোযখের আগুন হাঁটু পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আবার কিছু সংখ্যক মানুষকে দোযখের আগুন কোমর পর্যন্ত আর কিছু সংখ্যককে গলা পর্যন্ত স্পর্শ করবে।

حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ - مَكَانَ «حُجْزَتِهِ - حِقْوَيْهِ».

৬৯৬৫। এ সূত্রে সাঈদ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি حجزته এর স্থলে حقوته উল্লেখ করেছেন। উভয় শব্দ সমঅর্থে ব্যবহৃত।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِهَذِهِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ -. وَقَالَ لِهَذِهِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا».

৬৯৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশত ও দোযখ উভয়ে তর্কে লিপ্ত হল। অতঃপর একটি (জাহান্নাম) বলল, আমার মাঝে প্রবেশ করবে অত্যাচারী অহংকারী লোকগণ। অপরটি (বেহেশত) বলল, আমার মাঝে প্রবেশ করবে যত দুর্বল ও অসহায় লোক সকল। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। কখনও বলেছেন, যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা বিপদে ফেলব। আর বেহেশতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত (করুণা), আমি যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা রহমত (দয়া) করব। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই পেট ভর্তি হবে' (দুটোই পরিপূর্ণ হবে)।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي،

وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِىءُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ».

৬৯৬৭। আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন : (অদৃশ্য জগতে) বেহেশত-দোযখ উভয়ে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। অতঃপর দোযখ বলল, আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অহংকারী অত্যাচারীদের দ্বারা। এবং বেহেশত বলল, আমার কি হল? আমার মধ্যে কেবল দুর্বল, অসহায় হীন ও অক্ষম লোকেরাই প্রবেশ করবে? তখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বেহেশতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করি, তোমার দ্বারা রহমত করব এবং দোযখকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার আযাব। আমি বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা আযাব প্রদান করব। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই পেট ভর্তি হবে। কিন্তু দোযখের পেট ভরবে না। তখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাঁর কুদরতী পা উহার উপর স্থাপন করবেন। এবার বলবে, হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে (অর্থাৎ কোন অংশই আর খালি থাকবে না)।

টীকা : বেহেশত ও দোযখ পরস্পর তর্কে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ পাকের অদৃশ্য জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তা অদৃশ্যভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এটাই ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। এ হাদীসে জাহান্নামের উপর আল্লাহর পা সংস্থাপনের বিষয়টি দুর্বোধ্য। যেহেতু আল্লাহ পাকের হাত, পা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই কল্পনা করা যায় না। এর উত্তরে মুহাক্কিকগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

(১) কেউ বলেছেন, আল্লাহর কুদরতী পা যা তার জন্যে সমীচীন।
(২) কেউ বলেছেন, পা রাখার অর্থ হচ্ছে তার উপর চাপ প্রয়োগ করা। যেমন কাউকে অনুগত ও বশীভূত করতে চাপ সৃষ্টি করা হয়।
(৩) কেউ বলেছেন, কদম দ্বারা একদল মাখলুককে বুঝান হয়েছে, তাদেরকে দিয়ে দোযখের ক্ষুধা মিটানো হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ» - وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ.

৬৯৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (অদৃশ্য জগতে) বেহেশত ও দোযখ তর্কে লিপ্ত হয়েছে... এরপর অবশিষ্ট হাদীস আবু যানাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ

وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ؟ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِىءُ حَتَّىٰ يَضَعَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - رِجْلَهُ، تَقُولُ: قَطْ قَطْ [قَطْ]. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ، وَيُزْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنْشِىءُ لَهَا خَلْقًا».

৬৯৬৯। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা যা বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে এই : এরপর তিনি কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটা এই– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (অদৃশ্য জগতে) বেহেশত ও দোযখ বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তখন দোযখ বলল, আমাকে মনোনীত করা হয়েছে অহংকারী ও অত্যাচারীদের জন্য। এবং বেহেশত বলল, আমার কি হল? আমার মধ্যে কেবল দুর্বল, অসহায়, হীন, উদাসীন, সাদাসিধে লোকেরাই প্রবেশ করবে? তখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বেহেশতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি অবশ্যই আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা রহমত করব। এবং দোযখকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি অবশ্যই আমার শাস্তি। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা শাস্তি দিব। অবশ্য তোমাদের প্রত্যেকের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করা হবে। এরপরও অবশ্য দোযখের পেট ভরপুর হবে না। অবশেষে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাঁর পা (প্রভাব) এর উপর রাখলে সে বলে উঠবে– "হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।" তখন সে পরিপূর্ণ হবে এবং উহার একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে একাকার হয়ে যাবে (কোন অংশই খালি থাকবে না)। আল্লাহ অবশ্য তাঁর মাখলুকের কারও প্রতি সামান্য অবিচারও করবেন না (কারও কোন হক নষ্ট করা হবে না)। এদিকে বেহেশতের (শূন্যস্থান পূরণের) জন্য মহান আল্লাহ অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا»، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ.

৬৯৭০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশত ও দোযখ বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে... এরপর আবু হুরায়রার হাদীসের অনুরূপ এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন "তোমাদের উভয়ের জন্য আমার কাছে পরিপূর্ণতার ব্যবস্থা আছে"। এর পরের অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، وَعِزَّتِكَ! وَيُزْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ».

৬৯৭১। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নাম সর্বদা বলতে থাকবে আর আছে কি? অবশেষে মহান ও কল্যাণময় প্রভু তাতে তাঁর কুদরতী পা রাখবেন, অমনি সে বলে উঠবে, হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, হে খোদা তোমার ইজ্জতের কসম! এবং আল্লাহ এর একাংশকে অপর অংশের সাথে মিলিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ شَيْبَانَ.

৬৯৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শায়বানের হাদীসের সমঅর্থে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠] فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَىٰ فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّىٰ يُنْشِىءَ اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ».

৬৯৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ রুমী বলেন, আমাদেরকে আবদুল ওহাব ইবনে আতা মহান আল্লাহর বাণী يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُوْلُ مِنْ زَيْدٍ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সাঈ'দ থেকে, তিনি কাতাদাহ (রা) থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে জানিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামে অনবরত পাপীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে আর জাহান্নাম বলতে থাকবে– আর আছে কি? (কিছুতেই তার চাহিদা মিটবে না) অবশেষে মহান প্রভু

উহাতে তাঁর (কুদরতী) পা রাখলে সে সবদিক মিলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! তোমার ইজ্জত ও করমের শপথ, এবার যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। অনুরূপ বেহেশতেও সদাই কিছু অতিরিক্ত জায়গা অবশিষ্ট থাকবে তা পূরণার্থে আল্লাহ কোন মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে উক্ত খালি জায়গায় আবাসের ব্যবস্থা করবেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَبْقَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَىٰ، ثُمَّ يُنْشِىءُ اللهُ تَعَالَىٰ لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ».

৬৯৭৪। সাবিত (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন, বেহেশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকবে যতটুকু আল্লাহর ইচ্ছা। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত কোন মাখলুককে তা পূরণের জন্য সৃষ্টি করবেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ - زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ - فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيثِ - فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَٰذَا الْمَوْتُ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا؟ قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَٰذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ». قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مريم: ٣٩] وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا.

৬৯৭৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে এভাবে হাযির করা হবে যেন তা একটা সাদা দুম্বা। আবু কুরাইব এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন– "অতঃপর একে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করানো হবে... অবশিষ্ট হাদীসে উভয়ে (আবু বাক্‌র ও আবু কুরাইব) একমত। রাবী (আবু সাঈদ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ বেহেশতবাসীদেরকে

লক্ষ্য করে বলবেন, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা কি জান এটা কি? অতঃপর তারা মাথা উঁচিয়ে তাকিয়ে বলবে, হাঁ। এই তো মৃত্যু। এরপর দোযখবাসীদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করা হবে– তোমরা কি জান এটা কি? রাবী বলেন, তখন তারাও মাথা উঁচিয়ে তাকিয়ে বলবে, হাঁ! এ হচ্ছে মৃত্যু? অতঃপর উহাকে জবেহ্ করার আদেশ করা হবে এবং জবেহ করা হবে। রাবী বলেন, এরপর বেহেশতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হবে, তোমরা চিরকাল বেঁচে থাকবে আর কখনও মৃত্যু হবে না। অনুরূপ, দোযখবাসীদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হবে, তোমরা চিরকাল বেঁচে থাকবে আর কখনও মৃত্যু হবে না। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেছেন, "ওয়া-আন্যারাহুম ইয়াওমাল হাসরাতি ইয্ কুদিয়াল আমরু ওয়াহুম ফী গাফলাতিন্ ওয়াহুম লা-ইউ'মিনূন" এবং নিজ হাত দ্বারা দুনিয়ার দিকে ইশারা করলেন। আয়াতের অর্থ এই : আল্লাহ তাদেরকে অনুশোচনার দিন সম্পর্কে যেদিন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করা হবে, হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে রয়েছে এবং তারা ঈমান গ্রহণ করছে না।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ!» - ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ» وَلَمْ يَقُلْ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ الدُّنْيَا.

৬৯৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন বেহেশতবাসীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে এবং দোযখবাসীদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে, তখন ঘোষণা করা হবে "হে বেহশতবাসীগণ।" এরপর তিনি (আবু সাঈদ) আবু মুয়াবিয়ার হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, তিনি বলেছেন, "এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী।" এবং তিনি এরূপ বলেননি, "অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেছেন।" আর এ কথাও উল্লেখ করেননি– "এবং তিনি হাত দ্বারা দুনিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।"

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ،

وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ».

৬৯৭৭। নাফে' বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বেহেশতবাসীদের বেহেশতে ও দোযখবাসীদের দোযখে প্রবেশ করানোর পর একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে দেবে, হে বেহেশতের অধিবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু নেই, হে দোযখবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু নেই। প্রত্যেকে যে যেখানে আছ চিরকাল থাকবে।

حَدَّثَنِي هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّىٰ يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ».

৬৯৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদের (ইবনে আবদুল্লাহ) পুত্র উমার (ইবনে মুহাম্মাদ) জানিয়েছেন, তাঁর পিতা তাকে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে চলে যাবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে চলে যাবে তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে রাখা হবে, অতঃপর একে জবেহ করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করবে "হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু নেই, হে দোযখবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু নেই।" এতে বেহেশতবাসীদের আনন্দ বহুগুণ বেড়ে যাবে আর দোযখবাসীদের চিন্তা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هَٰرُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ - أَوْ نَابُ الْكَافِرِ - مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ».

৬৯৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামে কাফিরের দাঁত উহুদ পাহাড়ের ন্যায় প্রকাণ্ড হবে এবং চামড়া তিনদিনের দূরত্ব পরিমাণ মোটা হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ
قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ
قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ، مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِلرَّاكِبِ
الْمُسْرِعِ». وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَكِيعِيُّ «فِي النَّارِ».

৬৯৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটুকু সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামে কাফিরের দেহ এত বিশাল হবে যে, তার দু'কাঁধের মাঝখানের দূরত্ব তিনদিনের রাস্তা বরাবর হবে যতদূর একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী অতিক্রম করতে পারে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا
أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ؛
[أَنَّهُ] سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ.
قَالَ [ﷺ]: «كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ». ثُمَّ قَالَ:
«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: «كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ».

৬৯৮১। মা'বাদ ইবনে খালিদ জানিয়েছেন যে, তিনি হারিসা ইবনে ওয়াহাব থেকে শুনেছেন এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বেহেশতবাসীদের (নিদর্শন) সম্পর্কে বলব? উপস্থিত সঙ্গীরা বলল, অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, যেসব লোক সাধারণতঃ দুর্বল, নম্র, বিনয়ী বা যাদেরকে দুর্বল ও তুচ্ছ মনে করা হয়। এমন লোক যদি আল্লাহর কাছে (তাঁর রহমতের আশায় কোন বিষয়ে কসম করে বসে, তবে আল্লাহ তার কসমকে ঠিক রাখেন (অর্থাৎ তার কথাকে ব্যর্থ করেন না)। অথবা আল্লাহর কাছে কোন জোর আবদার জানায় তবে আল্লাহ তার আবদারকে রক্ষা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ আবার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদেরকে দোযখবাসীদের (নিদর্শন) সম্পর্কে বলব? সঙ্গীরা বলল, হাঁ বলুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেসব লোক খুব ঝগড়াটে অথবা নিষ্ঠুর হৃদয়, কৃপণ, স্বার্থপর, লোভী এবং অহংকারী, আত্মম্ভরী।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বেহেশতী ও দোযখীদের যে কতিপয় নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, এগুলোই চূড়ান্ত নিদর্শন নয়। এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নিদর্শন রয়েছে যা অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মোটামুটি কয়েকটি নিদর্শন ব্যক্ত করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ».

৬৯৮২। এ সূত্রে শু'বা অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি বর্ণনা করেছেন 'আলা আদুল্লুকুম'।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ».

৬৯৮৩। মা'বাদ ইবনে খালিদ বলেন, আমি হারিসা ইবনে ওয়াহাব থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে বেহেশতবাসীদের সম্পর্কে বলব? তারা হচ্ছে যেসব লোক সাধারণতঃ দুর্বল, কোমল হৃদয় বিনয়ী অথবা যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হয়। এরূপ লোক যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন কসম করে বসে, তবে আল্লাহ তার কসমকে ঠিক রাখেন। অথবা, আল্লাহর কাছে কোন কিছু আবদার করে বসে, তবে আল্লাহ তার আবদার রক্ষা করেন (তা বিফল করেন না)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে দোযখবাসীদের সম্পর্কে বলব? তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা কৃপণ, লোভী, স্বার্থপর, জারজ, অহংকারী।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

৬৯৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অনেক জীর্ণশীর্ণ লোক যাদেরকে মানুষের দ্বার থেকে বিতাড়িত করা হয় (তুচ্ছ মনে করে স্থান দেয়া হয় না) তারা যদি আল্লাহর কাছে কোন আবদার করে বসে, তবে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান না করে তা রক্ষা করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ: ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾: انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ» ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ: «إِلَىٰ مَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ؟» - فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ «جَلْدَ الْأَمَةِ» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ «جَلْدَ

الْعَبْدِ - وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ» ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ: «إِلَى مَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ».

৬৯৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে গিয়ে সালেহ আলাইহিসসালামের উষ্ট্রীর উল্লেখ করলেন এবং ঐ ব্যক্তিরও উল্লেখ করেছেন যে একে হত্যা করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআনের এ আয়াতের اذا انبعث اشقها উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, তাকে হত্যার জন্য উদ্যত হল এমন এক ব্যক্তি যে আবু যাম'আর মত তার দলের মধ্যে বেশ বলিষ্ঠ, অসভ্য-বর্বর ও স্বার্থপর ছিল। অতঃপর তিনি মহিলাদের উল্লেখ করলেন। তাদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে অবশেষে এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেউ কি করে তার স্ত্রীকে অযথা প্রহার করে! আবু বাক্‌রের রিওয়ায়েতে আছে جلد الامة। অর্থাৎ দাসীর ন্যায় আবু কুরাইবের রিওয়ায়েতে আছে جلد العبد। ভৃত্যের ন্যায়। অথচ সম্ভবতঃ দিনের শেষ ভাগেই স্ত্রীর সাথে একসাথে রাত যাপন করবে! এরপর তিনি বাদগরমের ব্যাপারে হাসি-তামাসা করা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন যাতে হাসাহাসি না করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে কাজ সে নিজে করে সে কাজে সে কি করে হাসতে পারে?

টীকা : এ হাদীসে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। (১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে মারধর করার ব্যাপারে তিনি পুরুষদের নিরুৎসাহ করেছেন বরং এ কাজকে তিনি অপছন্দ করেছেন। কেননা এ কাজ মানবতা ও শালীনতা বিরোধী। কাজেই অকারণে বা ছোটখাট ব্যাপারে মারধর করা কখনও উচিৎ নয়। চরিত্রহীনতা, শরীয়ত বিরোধী কাজের জন্য শাসন করা যেতে পারে এবং তাও যথাসম্ভব হুমকী-ধমকী, ও ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। (২) বাদগরম বা পিছনের রাস্তা দিয়ে গরম হাওয়া নির্গত হওয়া মানুষের জন্মগত স্বভাব। এ থেকে কেউ অব্যাহতি পেতে পারে না। তবে তা যথাসম্ভব সংযতভাবে ত্যাগ করা উচিৎ। লক্ষ্য রাখা উচিৎ যাতে উপস্থিত লোকদের কষ্ট না হয়। একান্তযদি কখনও অনিচ্ছাকৃত বের হয়ে যায় তবে উপস্থিত লোকদের এ ব্যাপারে হাসাহাসি করা উচিৎ নয়। বরং তা এড়িয়ে যাওয়া ও না জানার ভান করা উচিৎ কেননা এতে হাসাহাসি করলে ঐ ব্যক্তি স্বভাবতই লজ্জিত হবে ও মনে আঘাত পাবে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو ابْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ، أَبَا بَنِي كَعْبٍ هٰؤُلَاءِ، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ».

৬৯৮৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি বনী কা'ব গোত্রের পিতৃ পুরুষ আমর ইবনে লুহাইকে দেখলাম, সে দোযখে তার নাড়ী টেনে বের করছে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ

ابْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلَا يَحْتَلِبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَأَمَّا السَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ».

৬৯৮৭। ইবনে শিহাব বলেন, আমি সাঈদ ইবন মুসাইয়াবকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, “বাহীরাহ” নামক জানোয়ার যার দুধ দেবতাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হত, তার দুধ অন্য কোন মানুষ দোহন করত না এবং সায়েবাহ নামক জানোয়ার যাকে মুশরিকগণ তাদের দেবতার জন্যে ছেড়ে দিত উহার উপর কোন বোঝা বহন করা হতো না (এসব ছিল জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার)।

ইবনে মুসাইয়াব বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমর ইবনে আমের খুযাঈকে দোযখের মধ্যে দেখলাম সে তার নাড়ী টেনে বের করছে। সেই ছিল প্রথম ব্যক্তি যে, সায়েবাহ্ জানোয়ারের প্রথা চালু করেছে।

টীকা : উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে উল্লেখিত আমর ইবনে লুহাই ও আমর ইবনে আমের উভয়ে মুশরিক ছিল। যারা “বাহীরাহ” ও “সায়েবাহ” জানোয়ারের প্রবর্তক ছিল। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখে আযাবে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। এ দেখা সম্ভবতঃ মি'রাজে দেখেছেন, অথবা স্বপ্নযোগে দেখেছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». [راجع: ٥٥٨٢]

৬৯৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, দু'শ্রেণী দোযখের বাসিন্দা হবে যাদেরকে আমি দেখিনি। একদল যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় দড়ি থাকবে, তা দিয়ে তারা মানুষকে (নির্বিচারে)

পিটাবে। আর এক শ্রেণীর নারী, যারা পাতলা কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ প্রায়, মানুষকে (নিজের দিকে) আকৃষ্টকারিণী, নিজেরাও পর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের মাথা উটের ঝুঁকে পড়া কুহানের ন্যায় খাড়া ও খানিক হেলে পড়া। এরা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং বেহেশতের গন্ধও পাবে না। অথচ বেহেশতের খুশবু (সুগন্ধি) বহু বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।

টীকা : উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ভবিষ্যতবাণী ব্যক্তি করেছেন। তা বাস্তবায়িত হয়েছে। বনী উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফাতকালে কোন কোন অত্যাচারী শাসক এ ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। সাম্প্রতিককালেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর শাসকবর্গ ইসলামপন্থীদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বিচারে কাউকে হত্যা করছে, কাউকে বেত্রাঘাত করে করে ধুকে ধুকে মারা হচ্ছে। এ ছাড়া ফিলিস্তিন, লেবানন ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন, হত্যা, জেল, ফাসী বেত্রদণ্ড অহরহ চলছে।

দ্বিতীয়তঃ নারীদের বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, এবং উশৃংখল আচার-আচরণ প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করছে। এক শ্রেণীর নারী অতিশয় পাতলা কাপড়-চোপড় পরিধান করে সাজসজ্জা করে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বেপরোয়া ও স্বাধীনভাবে সমাজের বুকে চলাফেরা করছে। যাদের রূপসজ্জা দেখে মানুষ স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এসব নারী অপর পুরুষকে নিজের প্রতি প্রলুব্ধ করে থাকে এবং নিজেও অপরের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। এদেরকে মহানবী (সা) জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَىٰ قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ».

৬৯৮৯। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমার আযাদকৃত দাস আবদুল্লাহ ইবনে রাফে বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ সময় খুব বেশী দূরে নয়, অচিরেই তোমরা এক সম্প্রদায় দেখতে পাবে যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় ডাণ্ডা থাকবে (তা দিয়ে মানুষকে মারধর করবে। তারা আল্লাহর অভিসম্পাতের মধ্যে সকাল অতিবাহিত করবে এবং আল্লাহর অভিসম্পাতের মধ্যে সন্ধ্যা যাপন করবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَوْشَكَ أَنْ تَرَىٰ قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ».

৬৯৯০। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমার আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে রাফে বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : অনতিবিলম্বে তোমরা এক সম্প্রদায় লোক দেখতে পাবে যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভিতর সকাল অতিবাহিত করছে এবং আল্লাহর অভিসম্পাতের মধ্যে সন্ধ্যা যাপন করছে। (তাদের নিদর্শন) তাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় ডাণ্ডা থাকবে (তা দিয়ে নিরীহ মানুষকে অযথা মারধর করবে)।

অনুচ্ছেদ : ২

কিয়ামতের দিন দুনিয়া ফানা হবে এবং সকল মানুষ একত্রিত হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ! مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ [أَحَدُكُم] بِمَ تَرْجِعُ؟».

وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا، غَيْرَ يَحْيَىٰ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَٰلِكَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي بَنِي فِهْرٍ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: قَالَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِالْإِبْهَامِ.

৬৯৯১। উপরের বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস, মুহাম্মাদ ইবনে বিশর, মূসা, আবু উসামা প্রত্যেকে ইসমাঈল ইবনে খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল বলেন, কায়েস বলেছে, আমি বনী ফিহির গোত্রের প্রধান মুস্তাওরাদকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর কসম! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় এত তুচ্ছ ও নগণ্য যেমন তোমাদের কেউ এ অঙ্গুলী– ইয়াহইয়া শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করলেন– সমুদ্রের অথৈ পানিতে ডুবায়ে উঠায় এবং তাতে যৎকিঞ্চিৎ পানি দেখতে পায়। ইয়াহইয়াহ ব্যতিত তাদের সকলের বর্ণনায় বলা হয়েছে– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি। আবু উসামা মুস্তাওরাদ সূত্রে যে বর্ণনা করেছেন সে বর্ণনায় এও আছে, ইসমাঈল (আ) বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছেন।

حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالَ [ﷺ]: «يَا عَائِشَةُ! الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ».

৬৯৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামতের ময়দানে সকল মানুষকে খালি পা, খালি গা ও খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। এ কথা শুনে আমি (অবাক হয়ে) বললাম, এ কেমন? পুরুষ ও নারী সকলে একে অপরের দিকে তাকাবে (এ তো লজ্জাকর ব্যাপার)! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! ব্যাপারটা এর চেয়ে অনেক কঠিন ও ভয়াবহ হবে। এমতাবস্থায় একে অপরের দিকে তাকানো কল্পনাই করা যায় না (কেননা এমতাবস্থায় কারও হুঁশ থাকবে না)

وحَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ «غُرْلًا».

৬৯৯৩। আবু খালিদ আহমার হাতিম ইবনে আবু সগীরা থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় ‘গুরলা’ শব্দ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: يَخْطُبُ.

৬৯৯৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষণদানরত অবস্থায় বলতে শুনেছেন, তিনি বলছেন, তোমরা (হাশরের দিন) আল্লাহর সামনে খালি পা, উলঙ্গ খাতনাবিহীন অবস্থায় পায়ে হেঁটে হাযির হবে। যুহায়ের তাঁর বর্ণনায় ‘ইয়াখতুবু’ শব্দ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَىٰ اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَلَا! وَإِنَّهُ - سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُصَيْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾» [المائدة: ١١٧، ١١٨] قَالَ: «فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ».

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَمُعَاذٍ: «فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

৬৯৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে উপদেশমূলক ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে উপস্থিত লোক সকল! অবশ্যই তোমরা (হাশরের দিন) মহান আল্লাহর নিকট খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় হাযির হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন “যেভাবে আমি (তোমাদেরকে) প্রথমে সৃষ্টি করেছি ঐভাবেই আমি পুনঃসৃষ্টি করব। আমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই আমি এ প্রতিশ্রুতি পালন করবই।” মনে রাখ, কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকূলের মাঝে সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরিয়ে দেয়া হবে তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। মনে রাখ! সেদিন আমার উম্মাতের মধ্য থেকে একদল মানুষকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যারা বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না এরা আপনার পরে কি কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সেরূপ জওয়াব দিব যেরূপ নেককার বান্দাহ (ঈসা আলাইহিস সালাম) জওয়াব দিয়েছিলেন। বলব, “আমি তো তাদের দেখাশুনা করতাম যতদিন তাদের মধ্যে জীবিত ছিলাম। যখন আপনি আমাকে মৃত্যুদান করেছেন, তখন থেকে আপনিই একমাত্র তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী আছেন এবং আপনি সবকিছুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চান তবে দিতে পারেন যেহেতু তারা আপনারই বান্দা! আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে (আপনার অশেষ অনুগ্রহ),

নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী। অতঃপর আমাকে জানিয়ে দেয়া হবে যে, আপনি তাদের নিকট থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকে এরা ইসলাম থেকে সরে গেছে এবং মুরতাদ হয়ে কুফরীর আশ্রয় নিয়েছে।

ওয়াকী ও মা'য়াজের বর্ণনায় আছে, অতঃপর বলা হবে, আপনি অবশ্য জানেন না আপনার পরে তারা কোন্ পন্থা গ্রহণ করেছে?

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا: وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا».

৬৯৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে উঠান হবে। এক শ্রেণী (আল্লাহর রহমতের) আশা পোষণকারী ও (আযাবের ভয়ে) ভীত সন্ত্রস্ত (এ দল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দল)। দ্বিতীয় শ্রেণী দু'জন এক উটে, তিনজন এক উটে, চারজন এক উটে এবং দশজন এক উটে আরোহণকারী হবে। তৃতীয় শ্রেণী অবশিষ্ট লোক যাদেরকে আগুন এক জায়গায় একত্রিত করবে। শেষোক্ত দল যেখানে যাবে আগুন তাদের সাথে থাকবে, যেখানেই আশ্রয় নিবে আগুন তাদের আশ্রয়স্থলে যাবে, যেখানেই তারা সকাল বেলা থাকবে আগুন তাদের সাথে থাকবে। যেখানেই তারা সন্ধ্যা বেলা থাকবে আগুন তাদের সাথে থাকবে।

টীকা : এখানে যে তিন শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের প্রথমোক্ত দল আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী, দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ নেককারদের দল। এরা তাদের নেকীর তারতম্য হিসেবে সওয়ারী পাবে। তৃতীয় শ্রেণী বদকারের দল। জাহান্নামের আগুন তাদেরকে সর্বদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে। তা থেকে তারা কোন প্রকারে অব্যাহতি পাবে না। অনেকের মতে এ আগুন কিয়ামতের পূর্বে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: «حَتَّى يَقُومَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَىٰ أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّىٰ قَالَ: ﴿يَقُومُ ٱلنَّاسُ﴾ لَمْ يَذْكُرْ ﴿يَوْمَ﴾.

৬৯৯৭। নাফে‘ (রা) জানিয়েছেন, তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "যেদিন সকল মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে"– এ প্রসঙ্গে তিনি (মহানবী) বলেন, এমনকি তাদের কেউ কেউ তার ঘামের মধ্যে কান বরাবর ডুবে যাবে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ইবনে মুসান্নার রিওয়ায়েতে يقوم الناس বলেছেন, يوم শব্দ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَصَالِحٍ: «حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَىٰ أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ».

৬৯৯৮। উপরের বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন বর্ণনাকারী সকলে সর্বশেষ এ সূত্রে– "নাফে ইবনে উমার থেকে, ইবনে উমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে" নাফে সূত্রে উবাদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, মূসা ইবনে উকবা ও সালেহ-এর বর্ণনায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে– "হাত্তা ইয়াগীবা আহাদুহুম ফী রাশহিহী" অর্থাৎ হাত্তা "ইয়াকুমা"র স্থলে হাত্তা "ইয়াগীবা" যার অর্থ– ডুবে যাবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَرَقَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ - لَيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَىٰ آذَانِهِمْ» يَشُكُّ ثَوْرٌ أَيَّهُمَا قَالَ.

৬৯৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন ঘাম যমিনের উপর দিয়ে একশ’ চল্লিশ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়ে

বয়ে যাবে এবং তা মানুষের মুখ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত পৌঁছবে। 'সূর' সন্দেহ করেন এ দুয়ের মধ্যে কোনটি বলেছেন।

حَدَّثَنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنِي الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِيلٍ».

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ! مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي يُكْحَلُ بِهِ الْعَيْنُ.

قَالَ: «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا».

قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [بِيَدِهِ] إِلَىٰ فِيهِ.

৭০০০। মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের অতি নিকটবর্তী করা হবে। এমনকি তা এক মাইল পরিমাণ তাদের নিকটে হবে। সুলাইম ইবনে আমের বলেন, কসম খোদার! আমি জানিনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "كل مال نحلته عبدا حلال" শব্দ দ্বারা কি বুঝিয়েছেন। যমিনের দূরত্ব, নাকি ঐ সলাকা যা দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়। তিনি বলেন, অতঃপর মানুষ তাদের (পাপ কাজের) আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত কারো কোমর পর্যন্ত হবে। আবার কাউকে ঘাম পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে। রাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ হাত দ্বারা) মুখের দিকে ইশারা করলেন (অর্থাৎ কারো মুখ পর্যন্ত ডুবে যাবে)।

অনুচ্ছেদ : ৩

যেসব গুণাবলী বা নিদর্শন দ্বারা দুনিয়াতে বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদেরকে চেনা যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ وَابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا! إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هٰذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ وَمُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ - قَالَ -: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَىٰ لَهُ طَمَعٌ- وَإِنْ دَقَّ - إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ «وَالشِّنْظِيرُ: الْفَحَّاشُ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ: «وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ».

৭০০১। ইয়ায্ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর ভাষণে বললেন, জেনে রাখ! আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাদেরকে শিখিয়ে দেই যা কিছু তোমরা জাননা যেসব তথ্য মহান আল্লাহ আজ পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন : যেসব সম্পদ আমি বান্দাকে দান করেছি, তা হালাল এবং নিশ্চয়ই আমি আমার সকল বান্দাকে (জন্মগতভাবে) নিষ্কলুষ করে তথা সঠিক পথের অনুসারী করে সৃষ্টি করেছি। এরপর শয়তান তাদের নিকট এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং আমি যা তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছি শয়তান তা তাদের উপর হারাম করে দিয়েছে। তদুপরি শয়তান আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার আদেশ দিয়েছে, যে সম্পর্কে আমি কোন দলিল প্রমাণ নাযিল করিনি। এবং মহান আল্লাহ যমিনের অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আরব অনারব সবার প্রতি (তাদের কার্যকলাপে) ক্রোধান্বিত হলেন। কেবল আহলে কিতাবদের কিছুসংখ্যক লোক যারা

সঠিক পথকে ধরে রেখেছে (তারা স্রষ্টার রোষ থেকে বেঁচে গেল)। এবং মহান আল্লাহ বলেছেন : আমি "আপনাকে পরীক্ষা করা" ও "আপনার দ্বারা জগদ্বাসীকে পরীক্ষা করা" এ দু'উদ্দেশ্যে আপনাকে জগতে পাঠিয়েছি। এবং আমি আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না। তা আপনি শয়নে জাগরণে সর্বাবস্থায় পাঠ করতে পারেন। এবং মহান আল্লাহ আমাকে কুরাইশ সম্প্রদায়কে (খোদাদ্রোহীদেরকে) জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করেছেন। তখন আমি বললাম, হে প্রভু! এরূপ করলে তারা আমার মাথাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে অবশেষে রুটির ন্যায় বিছিয়ে ফেলবে। তখন আল্লাহ বললেন, তাদের বহিষ্কারের চেষ্টা করুন, যেরূপ তারা আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমি যুদ্ধে সহায়তা করব। আপনি ব্যয় করুন, অচিরেই আপনার উপর ব্যয় করা হবে। আপনি বাহিনী পাঠান, আমি এরূপ পাঁচ গুণ বাহিনী পাঠিয়ে দিব। আপনি আপনার অনুগামীদেরকে নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করুন।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন : বেহেশতের অধিবাসী তিন শ্রেণীর লোক হবে। (১) এমন ক্ষমতাশালী সামর্থবান ব্যক্তি যে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও নেক কাজে সহায়তাকারী। (২) এমন দুয়ালু ব্যক্তি যার হৃদয় সকল আত্মীয় অনাত্মীয় তথা প্রতিটি মুসলমান ভাইয়ের জন্য বিগলিত হয়। (৩) এমন ব্যক্তি যার সন্তান-সন্তুতি আছে এবং তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ এবং পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকার জন্য সাধ্যনুযায়ী চেষ্টা করেন।

তিনি বলেন, জাহান্নামবাসীরাও পাঁচ প্রকার। (১) এমন নিঃস্ব বিবেকহারা ব্যক্তি, যার ভাল মন্দ হালাল-হারামের জ্ঞান নেই। এ শ্রেণীর লোক তোমাদের মাঝেই পশ্চাতে থাকে। তারা পরিবার ও মাল আহরণের কোন চেষ্টা তদবীর করে না। (২) পরধন আত্মসাৎকারী ব্যক্তি, যার লোভ-লালসা গোপন থাকে না। লোভনীয় বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক সে আত্মসাৎ করে। অথবা তার লোভ প্রকাশ পায়না অথচ ক্ষুদ্র ও সামান্য কিছুও খেয়ানত করে। (৩) আর এক ব্যক্তি সকাল বিকাল সর্বাবস্থায় তোমার ধন জনের ব্যাপারে তোমার সাথে প্রতারণা করে। (৪) চতুর্থতঃ তিনি কৃপণতা বা মিথ্যা কথার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কৃপণ ও মিথ্যাবাদী এ দু'শ্রেণীও জাহান্নামের যোগ্য। (৫) বদ মেজাজী ও বদস্বভাবী লোক।

আবু গাসসান তার বর্ণনায় وَانْفِقْ فَسَيُنْفِقْ عَلَيْكَ এ কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

وحدَّثناه مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ: «كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلَالٌ».

৭০০২। সাঈদ কাতাদা (রা) থেকে এ সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় كُلُّ مَال نَحَلْتُه عَبْدًا حَلَالٌ এ কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ يَحْيَىٰ: قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هَٰذَا الْحَدِيثِ.

৭০০৩। ইয়ায ইবনে হিমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ভাষণ দিয়েছেন... এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং শেষ ভাগে বলেছেন, قَالَ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا।

وحَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مَطَرٍ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي» وَسَاقَ الْحَدِيث بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ - وَزَادَ فِيهِ: «وَإِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ». وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «وَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا».

فَقُلْتُ: فَيَكُونُ ذَٰلِكَ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! قَالَ: نَعَمْ، وَاللهِ! لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَىٰ عَلَى الْحَيِّ، مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا.

৭০০৪। বনি মুজাশি' এর অন্যতম ব্যক্তি ইয়ায্ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন বললেন, মহান আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন... এরপর কাতাদাসূত্রে হিশাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন। তবে এ বর্ণনায় ইয়ায্ এ কথাগুলো বেশী বর্ণনা করেছেন— মহান আল্লাহ আমার নিকট ওহী নাযিল করে এ আদেশ করেছেন : তোমরা বিনয়ী হও, কেউ কারো উপর গর্ব করবে না এবং কেউ কারো প্রতি যুলুম করবে না। আর ইয়ায্ তার এ বর্ণনায় এরূপ বলেছেন— এবং তারা তোমাদের মধ্যে পশ্চাৎবর্তী থাকে, পরিবার পরিজনা, মাল-সম্পদ তালাশ করে না। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি এরূপ হবে? হে আবু আবদুল্লাহ! মুতাররাফ বললেন, হাঁ! খোদার কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে জাহেলিয়াত যুগে দেখতে পেয়েছি। আর এরূপ ব্যক্তি গোত্রের দেখাশোনা করে, তার কোন সম্বল নেই, পরিবার নেই, তাদেরই কোন দাসীর সাথে সঙ্গম করে।

টীকা : উপরোক্ত হাদীসে বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের যেসব নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো ছাড়াও আরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। এখানে কতিপয় নিদর্শন ব্যক্ত করা হয়েছে যা সাধারণতঃ এদের

মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, অথবা ইসলামের প্রথম যুগে এসব নিদর্শন দেখে তাদেরকে পার্থক্য করা যেত। বর্তমান যুগেও সমাজে এ ধরনের যথেষ্ট লোক আছে যাদেরকে আমরা এসব নিদর্শনের মাপকাঠিতে ভালমন্দ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। যদিও জান্নাতী ও জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ৪

মৃত ব্যক্তির নিকট বেহশ্ত ও দোযখের ঠিকানা পেশ করা হয়, আর কবরের আযাব সঠিক।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ: هَٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৭০০৫। নাফে' আবু উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেহ মারা যায়, তার কাছে সকাল সন্ধ্যায় তার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি বেহেশতবাসী হয় তবে, বেহেশতের ঠিকানা পেশ করা হয়। আর যদি দোযখের অধিবাসী হয়, তবে দোযখের ঠিকানা। ঠিকানা পেশ করে বলা হয়, এই তোমার ঠিকানা। অবশেষে তোমাকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ এ ঠিকানায় পাঠাবেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَالنَّارُ» قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: هَٰذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৭০০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মারা যায়, তার নিকট তার ঠিকানা সকাল সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে বেহেশতের ঠিকানা আর যদি দোযখের অধিবাসী হয়, তবে দোযখের ঠিকানা পেশ করা হয়। রাবী বলেন, অতঃপর তাকে বলা হয়, এই তোমার ঠিকানা যেখানে তোমাকে কিয়ামতের দিন পাঠান হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَمْ أَشْهَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ، عَلَىٰ بَغْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ - قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ - فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَٰذِهِ الْأَقْبُرِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «فَمَتَىٰ مَاتَ هٰؤُلَاءِ؟» قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ. فَقَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» فَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» فَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

৭০০৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, আবু সাঈদ (রা) বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস সরাসরি শুনিনি। বরং যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাজ্জার গোত্রের বাগানে তাঁর খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ খচ্চরটি লাফাতে শুরু করল, এমনকি রাসূলুল্লাহকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম হল। দেখলাম, সেখানে ছয়টি কবর অথবা পাঁচটি অথবা চারটি। রাবী বলেন, আবু সাঈদ জুরাইরীও এরূপ বলছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কে জানে এ কবরসমূহের বাসিন্দা কারা? এরা কখন মারা গেছে? লোকটি বলল, শেরেকী অবস্থায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদী) তাদের কবরে আযাবে গ্রেফতার হবে। যদি এরূপ আশঙ্কা না হতো যে তোমরা মৃতদেরকে দাফন করবে না, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবর আযাবের শব্দ শুনিয়ে দেন, যা আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি চাও। তখন সবাই বলল, আমরা আল্লাহর নিকট দোযখের আযাব থেকে মুক্তি চাই। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবর আযাব থেকে মুক্তি চাও।

তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট কবর আযাব থেকে মুক্তি চাই। এরপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ফিৎনাহ থেকে আশ্রয় চাও। তখন তাঁরা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় ফিৎনাহ থেকে আশ্রয় চাই। এরপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে দাজ্জালের ফিৎনাহ থেকে আশ্রয় চাও। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট দাজ্জালের ফিৎনাহ থেকে আশ্রয় চাই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

৭০০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি এ আশঙ্কা না করতাম যে তোমরা (কবর আযাবের ভয়ে) মুর্দাকে দাফন করবে না, তবে আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনিয়ে দেন।

টীকা : উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে এ সত্যটুকু তুলে ধরেছেন যে, নিশ্চিতভাবে কবরে আযাব হবে এবং তা তিনি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন ও শুনেছেন। আর মূক জীব জানোয়ার তার আওয়ায শুনতে পায়।

"আমি যদি এ আশঙ্কা না করতাম যে, তোমরা মুর্দারকে দাফন করা থেকে বিরত থাকবে তাহলে তা শুনিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম"– এ কথার তাৎপর্য এই যে, আমি জানি যদি তোমরা কবরের আযাব দেখতে বা শুনতে তবে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মুর্দাকে দাফন করা ছেড়ে দিতে। এ জন্যেই তা শুনিয়ে দেয়ার জন্য আমি দোয়া করলাম না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا».

৭০০৯। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। শেষোক্ত বর্ণনায় আওন ইবনে আবু হুজাইফা তাঁর পিতা থেকে, তিনি বারা ইবনে আযিব থেকে, তিনি আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে বললেন, ইয়াহুদীদেরকে তাদের কবরে আযাব করা হচ্ছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ». قَالَ: «يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟». قَالَ: «فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ» قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا».

قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

৭০১০। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, আল্লাহর নবী (মুহাম্মাদ সা.) বলেছেন : কোন বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী সাথী ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাকে ছেড়ে চলে আসে তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। তিনি বলেন, তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। বসিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে (মৃতের সামনে রাসূলুল্লাহর ছবি হাযির করে)– তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি ঈমানদার হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি বলেন, অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের ঠিকানা তাকিয়ে দেখ। মহান আল্লাহ দয়া করে তা বেহেশতের ঠিকানা দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর সে উভয় ঠিকানাই দেখতে পাবে। কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, তার জন্য তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হবে, এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরকে সবুজ শ্যামল তরুলতায় আচ্ছাদিত করে রাখবেন (তথায় সে কিয়ামত পর্যন্ত সুন্দর মনোহর দৃশ্য দেখে তন্ময় ও বিভোর হয়ে থাকবে)।

[و]حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا».

৭০১১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং (দাফন করে) আত্মীয় স্বজনরা প্রত্যাবর্তন করে, তখন মৃত ব্যক্তি অবশ্যই তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ.

৭০১২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : (মৃত) বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার সঙ্গী সাথী আত্মীয়-স্বজনরা প্রত্যাবর্তন করে... এরপর তিনি কাতাদা সূত্রে শায়বান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সদৃশ উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ﴾».

৭০১৩। বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন : "মহান আল্লাহ ঈমানদার বন্দাদেরকে সঠিক কথার উপর সুদৃঢ় রাখবেন"– এ কথাটা কবর আযাব প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ঈমানদার মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার প্রভু কে? তখন বলবে, আমার প্রভু আল্লাহ ও আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর এ বাণীর সঠিক তাৎপর্য, يثبت الله اللذين امنوا بالقول الثابت فـى الحيـوة الدنيـا وفـى الاخـرة। (অর্থ) মহান আল্লাহ ঈমানদার বান্দাদেরকে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সঠিক কথার উপর মজবুত ও সুদৃঢ় রাখবেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنُونَ ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ﴾، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

৭০১৪। বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخـرة এ আয়াতটুকু কবর আযাব প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا».

قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا، وَذَكَرَ الْمِسْكَ.

قَالَ: «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ [عَزَّ وَجَلَّ] ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ».

قَالَ: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنًا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَيْطَةً، كَانَتْ عَلَيْهِ، عَلَىٰ أَنْفِهِ، هٰكَذَا.

৭০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন মুমিন ব্যক্তির রূহ বের হয়ে যায়, তখন তা দু'জন ফেরেশতা সাদরে গ্রহণ করে আসমানে আরোহণ করে। হাম্মাদ বলেন, অতঃপর তিনি (আবু হুরায়রা) তার সুগন্ধি ও মেশকের **উল্লেখ** করেছেন। তিনি বলেন, (আসমানে আরোহণ করলে) আকাশবাসীরা বলে, **উহ! কি** পবিত্র আত্মা যমিনের দিক থেকে এসেছে! আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত **করুন এবং ঐ** দেহের প্রতি রহমত করুন, যাকে তুমি সঞ্জীবিত রেখেছিলে (যে দেহে তুমি বিরাজ করছিলে)। অতঃপর তাকে তার প্রভুর কাছে নিয়ে যায়। প্রভুর কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, একে চিরকালীন উর্ধ জগতে (ইল্লিয়্যীন) নিয়ে যাও। রাবী (আবু হুরায়রা) বলেন, আর কাফিরের রূহ যখন বের হয়... হাম্মাদ বলেন, তিনি তার দুর্গন্ধ ও অভিশাপের কথা উল্লেখ করেন : (উক্ত রূহ আসমানে গেলে) আকাশবাসীরা বলে, ছিঃ! কি অপবিত্র আত্মা যমিনের দিক থেকে এসেছে! তখন বলা হয়ে থাকে একে চিরকালীন অধঃজগতে (সিজ্জীন) নিয়ে যাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ কথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শরীরের চাদর অথবা রুমাল নিজ নাকের উপর এভাবে ঢেকে দিলেন।

টীকা : কাফিরের রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হবে। আকাশবাসীদের নাকে সে দুর্গন্ধের ছোঁয়া লাগবে তারা ছিঃ ছিঃ করবে এবং লানৎ করতে থাকবে। এ অবস্থাটুকু প্রকাশ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকে কাপড় দিয়ে ঘৃণার ভাব প্রকাশ করলেন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ؛ ح: وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ [بْنُ الْمُغِيرَةِ]: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَتَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ، قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَىٰ فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ: «هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَأُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ! ويَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ! هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ حَقًّا».

قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا».

৭০১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার মক্কা ও মদীনার মাঝখানে উমারের (রা) সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা সবাই নূতন চাঁদ দেখার চেষ্টা করলাম। তন্মধ্যে আমি ছিলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। তাই আমি দেখতে পেলাম। আমি ছাড়া আর কেউ দেখছে বলে দাবী করছে না। তিনি বলেন, তখন আমি উমার (রা)-কে বলতে লাগলাম, আপনি কি দেখছেন না? উমার (রা) চেষ্টা করেও দেখতে পেলেন না। তিনি বলছিলেন, আমি আমার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লে শীঘ্রই দেখতে পাব। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বদরবাসীদের সম্পর্কে বর্ণনা করে শুনাতে আরম্ভ করলেন। বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বদরে অংশগ্রহণকারী কাফিরদের হত্যার স্থল (আগে থেকেই) দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। গতকাল তিনি বলছিলেন, এ স্থান আগামী কাল ইনশাআল্লাহ অমুকের হত্যাস্থলে পরিণত হবে (এখানে অমুককে হত্যা করা হবে)।

এরপর উমার (রা) বলেন, ঐ আল্লাহর কসম, যিনি তাঁকে সত্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যে সীমারেখা নির্ধারণ করে

দিয়েছেন, তাদের হত্যা এর চেয়ে একটুকুও ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন, এরপর তাদেরকে (নিহত কাফির) একের পর এক কূপে নিক্ষেপ করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাদের লাশের কাছে পৌঁছে বলতে লাগলেন, হে অমুকের বেটা অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে যে (পরিণামের) কথা শুনিয়েছেন, তা তোমরা কি সঠিক পেয়েছ? আমার আল্লাহ আমাকে যে প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়েছেন, তা আমি অক্ষরে অক্ষরে সঠিক পেয়েছি। উমার (রা) (এ ধরনের বাক্যালাপ শুনে) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব মৃতদেহ যাতে রূহ নেই এগুলোর সাথে কিভাবে কথা বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাদের সাথে যে কথা বলছি, তা তারা যতটুকু শুনছে এর চেয়ে তোমরা অধিক শুনছ না। তবে পার্থক্য এই, তারা আমার কথার জওয়াব দিতে সক্ষম নয়।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ! يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ! يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ! يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ! أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّىٰ يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلٰكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا». ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

৭০১৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে নিহত কাফিরদেকে একে একে তিনবার ফেলে গেলেন। অতঃপর ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে ওদেরকে ডেকে ডেকে বললেন : হে আবু জাহেল ইবনে হিশাম! হে উমাইয়া ইবনে খালাফ! হে উতবা ইবনে রবীয়াহ! হে শায়বা ইবনে রবীয়াহ! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা কি তোমরা সঠিক পাওনি? আমি তো আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি যথাযথ পেয়েছি। উমার (রা) নবী করীমের (সা) এরূপ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কিভাবে আপনার কথা শুনবে? আর কিরূপে জওয়াব দিবে? অথচ তারা তো মরে ভূত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ মহান আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদেরকে যা বলছি, তা তারা যতটুকু শুনছে এর চেয়ে তোমরা অধিক শুনছ না। তবে, তারা কথার জওয়াব দিতে সক্ষম নয়। অতঃপর তিনি তাদের লাশ সরিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তখন তাদের লাশ টেনে নিয়ে বদরের পার্শ্ববর্তী কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

টীকা : মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায় কিনা? এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক ইমামদের মতে, শুনতে পায়। তাঁরা উপরোক্ত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে

থাকেন। ইমাম বুখারী, ইমাম শাফেয়ী এ মতের অনুসারী। ইমাম আবু হানিফা ও তার অনুসারীদের মতানুসারে মৃতব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায় না। তবে আল্লাহ যদি কোন বিশেষ মুর্দাকে শুনিয়ে দেন, তবে আলাদা কথা। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "হে রাসূল ! আপনি মৃত ব্যক্তিকে কথা শুনাতে পারবেন না এবং যারা কবরবাসী তাদেরকেও শুনাতে পারবেন না।"

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিগণ সাধারণত জীবিতদের কথা শুনতে পায় না। আমাদের ইমামদের মতে উপরোক্ত হাদীসের বিভিন্ন জওয়াব হতে পারে।

(১) এ হাদীস একমাত্র বদরে নিহত কাফিরদের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে নিজ কুদরত দ্বারা রাসূলুল্লাহর কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নবী রাসূলদেরকে তাদের মৃত্যুর পর উম্মাতের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করেন।

(২) বদরে নিহত কাফিরদেরকে শাসাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক ক্ষণিকের জন্য তাদেরকে শ্রবণ শক্তি দান করেছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহর এ উক্তি কেবল ঐ বিশেষ সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

(৩) রাসূলুল্লাহর বাণী শুনা তার বিশেষ মু'জিযা বা অলৌকিক শক্তি যা আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন। অন্যদের জন্য তা মোটেই প্রযোজ্য নয়।

এবার মৃত ব্যক্তির আত্মায় সওয়াব পৌছানো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মৃত ব্যক্তি তা বুঝতে পারে কি না? এ সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মৃত ব্যক্তি ফেরেশতা সূত্রে তা অবহিত হয়ে থাকে। যখন আত্মায় শান্তি অনুভব করে তখন জিজ্ঞেস করে অথবা বিনা জিজ্ঞাসায় ফেরেশতাগণ তাকে জানিয়ে দেন।

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا - وَفِي حَدِيثِ رَوْحٍ، بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا - مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَأُلْقُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ.

৭০১৮। কাতাদা (রা) বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আবু তালহা সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু তালহা (রা) বলেন, যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং আল্লাহর নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের উপর বিজয়ী হলেন, (কাফিররা পরাস্ত হল ও তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (নিহত হল) রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় তেইশ জনের অধিক নিহত, রাওহের বর্ণনায় চব্বিশ ব্যক্তি, সম্পর্কে আদেশ করলেন তাদেরকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করার জন্য। অতঃপর তাদেরকে বদরের পার্শ্ববর্তী কোন গভীর আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে... এরপর কাতাদা (রা) অবশিষ্ট হাদীস আনাস সূত্রে সাবিত কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

হিসাব অবধারিত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حُوسِبَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عُذِّبَ» فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨] فَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ، إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ».

৭০১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহ কি (পবিত্র কুরআনে) বলেননি? "অচিরেই (নেককারদের) সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাতো হিসাব নয়, তা হচ্ছে (স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে) আমলনামা পেশ করা মাত্র। কিয়ামতের দিন যার তন্ন তন্ন হিসাব নেয়া হবে সে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৭০২০। আইউব এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿حِسَابًا يَسِيرًا﴾؟ قَالَ: «ذَاكِ الْعَرْضُ، وَلَٰكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْمُحَاسَبَةَ هَلَكَ».

৭০২১। আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা) বলেন, যে কোন ব্যক্তি তার (পূর্ণ) হিসাব নেয়া হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ কি বলেননি যে, (নেককারদের) সহজ হিসেব নেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ বললেন, তা হচ্ছে শুধু আমলনামা পেশ করা (হিসাব নয়) কিন্তু যার তন্ন তন্ন হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ.

৭০২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন, যার তন্ন তন্ন হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে... অতঃপর রাবী আবু ইউনুসের হাদীস সদৃশ উল্লেখ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

মৃত্যুকালে আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করার আদেশ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ، يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ».

৭০২৩। জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যুর তিনদিন আগে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে কখনও মৃত্যুবরণ না করে (আল্লাহর প্রতি সুধারণা করেই মৃত্যুবরণ করা উচিত)।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৭০২৪। উপরোক্ত রাবীদের প্রত্যেকে এ সূত্রে আ'মাশ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ [عَزَّ وَجَلَّ]».

৭০২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ওফাতের তিনদিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি। তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে কিছুতেই মৃত্যুবরণ না করে।

وحَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ».

৭০২৬। জাবির (রা) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি : প্রতিটি বান্দাকে পরকালে ঐ ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের উপর উঠানো হবে যার উপর তার মৃত্যু হয়েছে।

حَدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ.

৭০২৭। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী সুফিয়ান থেকে এবং তিনি আ'মাশ থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন– "নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত।" 'সামি'তু' বা 'আমি শুনেছি' এরূপ বলেননি।

حَدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ».

৭০২৮। হামযা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার জানিয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে আযাব দিতে ইচ্ছা করেন, তখন ঐ সম্প্রদায়ে যতলোক আছে সবাই ঐ আযাবে লিপতিত হয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজ নিজ আমলের উপর পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

টীকা : দুনিয়াতে যেসব বিপদ-আপদ আসে, তা সাধারণতঃ ভাল-মন্দ সকলের উপর আপতিত হয়ে থাকে। কিন্তু পরকালের শান্তি বা শাস্তি কৃতকর্ম অনুসারেই ভোগ করবে।

চুয়ান্নতম অধ্যায়

كتاب الفتن وأشراط الساعة

বিভিন্ন ফিৎনা ও কিয়ামতের নিদর্শন

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ» وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».

৭০২৯। যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘুম থেকে জেগে বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আরব জাহানের নিকট ঘনায়মান আশু অকল্যাণের জন্য বড়ই পরিতাপ! ইয়াজুজ-মাজুজ বেষ্টিত প্রাচীরটির এ পরিমাণ খোলা হয়ে গেছে।" এ কথা বর্ণনাকালে সুফিয়ান (নিজ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত অঙ্গুলির মাথাকে একত্র করে) হাতের অঙ্গুলী দ্বারা দশের গিট তৈরী করলেন। যয়নাব বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমরা হালাক হয়ে যাব? অথচ আমাদের মাঝে অনেক নেককার বিদ্যমান থাকবে। রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেন, হাঁ! যখন পাপাচার অধিক পরিমাণে বেড়ে যাবে (তখন নেককার বদকার সবাই হালাক হয়ে যাবে)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ - وَزَادُوا فِي الإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.

৭০৩০। উল্লিখিত রাবীদের ভাষ্য, সুফিয়ান যুহরী থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তারা সূত্রধারাকে বাড়িয়ে এভাবে বলেছেন : যয়নাব বিনতে আবু সালমা থেকে বর্ণিত। তিনি হাবীবা থেকে, তিনি উম্মু হাবীবা থেকে এবং তিনি যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَزِعًا، مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ» وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ، وَالَّتِي تَلِيهَا.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».

৭০৩১। উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা) জানিয়েছেন, যয়নাব বিনতে আবু সালমা জানিয়েছেন যে, তাঁকে উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান জানিয়েছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বিগ্ন ও চেহারা রক্তিম বর্ণ অবস্থায় বের হলেন। বের হয়েই বলতে লাগলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু! আরব জাহানের আসন্ন অকল্যাণের দরুন বড়ই পরিতাপ যা কিছুটা ঘনিয়ে এসেছে। আজ ইয়াজূজ-মাজুজ পরিবেষ্টিত দেয়ালটির এ পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে।" এ সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও এর পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলি দ্বারা 'বেড়' তৈরী করলেন। যয়নাব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাও কি হালাক হয়ে যাব? অথচ আমাদের মাঝে অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ! যখন পাপাচার অধিক বেড়ে যাবে (তখন নেককার-বদকার সবাই হালাক হবে)।

টীকা : আরববাসীগণ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত অঙ্গুলির অগ্রভাগকে এক সাথে মিলিয়ে 'দশ' বুঝিয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংকেত দেখিয়ে এ কথাটুকু বুঝিয়েছেন যে, ঐ দেয়ালটি এ পরিমাণ খোলা হয়ে গেছে, দশ বুঝাতে যে পরিমাণ ফাঁক হয়ে থাকে।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي إِسْنَادِهِ.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ» وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ.

৭০৩২। আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজ ইয়াজুজ-মাজুজ পরিবেষ্টিত প্রাচীরের এ পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এ সময় রাবী (ওহাইব) নিজ হাতের (অঙ্গুলি) দ্বারা নব্বই সংখ্যার গিরা বা বেড়ী তৈরী করেছেন (বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগকে এক সাথে করে হালকা বানিয়েছেন)।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত হাদীসসমূহে যে ফাঁক বা ছিদ্রের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা ফাঁক বা ছিদ্র বুঝান হয়নি। বরং তা দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, প্রাচীর ভেঙ্গে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে তারা যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা কিছুটা সফল হয়েছে। অথবা তাদের বের হওয়ার যে নির্ধারিত সময় তা কিছু নিকটবর্তী ও ঘনিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ এখানে পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীস। একটিতে দশের গিরা অন্যটিতে নব্বইয়ের গিরা উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এতে বিরোধ নেই। (ক) সম্ভবতঃ নবী (সা) একই রকম দেখিয়েছেন কিন্তু রাবীগণ তাদের ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন (খ) অথবা যেহেতু উভয় গিরাই কাছাকাছি। তাই কখনও এরূপ কখনও ওরূপ দেখিয়েছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ، وَأَنَا مَعَهُمَا، عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ نِيَّتِهِ». وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.

৭০৩৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে কাবাতিয়া বলেন, হারিস ইবনে আবু রবীয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান উভয়ে উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমার নিকট গেলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। অতঃপর তাঁরা তাঁকে ঐ বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা যমিনের নীচে তলিয়ে যাবে (এ ঘটনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের যামানায় বাস্তব রূপ লাভ করেছে)। উম্মু সালমা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন আশ্রয় গ্রহণকারী পবিত্র কাবা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলে তার নিকট এক বাহিনী পাঠানো হবে। যখন তারা এক সমতল ভূমিতে (মদীনার পার্শ্ববর্তী সমতল ভূখণ্ডে) পৌঁছবে, তখন যমিন তলিয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি তাদের কার্যকলাপকে অপছন্দ করবে তার কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন, সেও তাদের সাথে তলিয়ে যাবে। তবে তাকে কিয়ামতের দিন তার নিয়ত অনুসারে ভাল বা মন্দ অবস্থায় উঠানো হবে। আবু জাফর বললেন, তা মদীনার সমতল ভূমি।

حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيعٍ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ: إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ: بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَلَّا، وَاللهِ! إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.

৭০৩৪। আবদুল আজীজ ইবনে রফী, এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, আমি আবু জাৎফরের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, উম্মু সালমা (রা) তো بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ বলেছেন। আবু জাফর বললেন, সে যাই হোক, তা অবশ্যই মদীনার সমতল ভূমি খোদার শপথ।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ؛ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَؤُمَّنَّ هَٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ، فَلَا يَبْقَىٰ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ».

فَقَالَ رَجُلٌ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَىٰ حَفْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَىٰ حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

৭০৩৫। উমাইয়া ইবনে সাফওয়ান (রা) তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (রা)-এর কাছে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) জানিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : একদল শত্রুবাহিনী এ কা'বাগৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। অতঃপর যখন তারা এক সমতল ভূখণ্ডে পৌঁছবে তখন দলের মধ্যম ভাগ (আল্লাহর হুকুমে) যমিনে তলিয়ে যাবে। এ সময় অগ্রগামী দল পশ্চাৎগামী দলকে ডাকতে থাকবে। অবশেষে তারা সবাই তলিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত একমাত্র বার্তাবাহক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সে বাহিনীর সংবাদ পৌঁছাবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠল (আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ানকে লক্ষ্য করে), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি হাফ্সা (রা) সম্পর্কে মিথ্যা বলেননি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হাফসা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলেননি।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَعُوذُ بِهٰذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ، يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ».

قَالَ يُوسُفُ: وَأَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ: أَمَ وَاللهِ! مَا هُوَ بِهٰذَا الْجَيْشِ.

قَالَ زَيْدٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجَيْشَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ.

৭০৩৬। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমা (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ পবিত্র ঘর অর্থাৎ কাবা শরীফে অচিরেই এক সম্প্রদায় আশ্রয় নিবে যাদের কাছে আত্মরক্ষা করার মত কোন হাতিয়ার, প্রয়োজনীয় সহায় ও সম্বল থাকবে না। (তাদের ওপর হামলার উদ্দেশ্যে) একদল শত্রুবাহিনী পাঠানো হবে। অবশেষে তারা যখন এক সমতল ভূখণ্ডে পৌঁছবে, তখন তারা যমিনে তলিয়ে যাবে। ইউসুফ বলেন, সিরিয়াবাসীরা তখনকার দিনে মক্কায় আসা-যাওয়া করত। আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান বললেন, খোদার কসম, এরা সেই দল নয়। যায়িদ বলল, আমাকে আবদুল মালিক আমেরী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি আবদুর রহমান ইবনে সাবিত থেকে, তিনি হারিস ইবনে রবীয়া থেকে, তিনি উম্মুল মুমিনীন থেকে ইউসূফ ইবনে মাহাকের হাদীস সদৃশ রিওয়ায়েত করেছেন, কেবল পার্থক্য এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান যে বাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তিনি তা উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ: «الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ. قَالَ: «نَعَمْ، فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ؛ وَالْمَجْبُورُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّىٰ، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ».

৭০৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের মধ্যে নেচে উঠলেন। (জাগ্রত হলে) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি ঘুমন্ত অবস্থায় এমন কাজ করেছেন, যা ইতিপূর্বে আর করেননি। তখন তিনি বললেন : আশ্চর্য! দেখলাম, আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক কুরাইশের এক ব্যক্তি যে (আত্মরক্ষার জন্যে) কা'বাঘরে আশ্রয় নিয়েছে মারার উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরের দিকে যাত্রা করেছে। যখন তারা সমতল ভূমিতে পৌছল তখন যমিনের নীচে তলিয়ে গেল। (আমার পরে এরূপ ঘটবে) আমরা জিজ্ঞেস করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ধ্বংসলীলা কি সমবেত সব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে? তিনি বলেন, হাঁ! তাদের মধ্যে আছে 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি' যে স্বেচ্ছায় এ কাজে জড়িত হবে। 'নিরুপায়' যে অনিচ্ছাকৃত চাপে পড়ে জড়িত হবে। 'পথিক' যার এ দলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

তারা সবাই একই ধ্বংসলীলার শিকার হয়ে হালাক হয়ে যাবে। অবশ্য কিয়ামতের দিন তারা বিভিন্ন ঠিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে। মহান আল্লাহ তাদের নিয়ত অনুসারে বিভিন্ন অবস্থায় তাদেরকে জীবিত করবেন (তাদের ঠিকানা বিভিন্ন হবে)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَىٰ أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَىٰ؟ إِنِّي لَأَرَىٰ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ، كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ».

৭০৩৮। উসামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দালানসমূহের একটা দালানের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। অতঃপর বলেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যা আমি দেখতে পাচ্ছি? আমি তোমাদের ঘরসমূহের মাঝে অসংখ্য ফিৎনার উৎস বৃষ্টিধারার ন্যায় দেখতে পাচ্ছি।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজিযাহ বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। এ হাদীস তার অন্যতম প্রমাণ। তিনি তাঁর অন্তরচক্ষু ও অলৌকিক শক্তি দ্বারা অনাগত ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা অবলোকন করেছেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর জগতে কি কি ফিৎনাহ দেখা দিবে তা তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে বাস্তবায়িত হতে থাকবে। এ হাদীসে যেসব ফিৎনা সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন তা অনেকের মতে হযরত ওসমানের শাহাদাত, হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব কহল এবং কলহকে কেন্দ্র করে অবাঞ্ছিত যুদ্ধ, জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফ্ফীন সংঘটিত হওয়া, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইত্যাদি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৭০৩৯। এ সূত্রে যুহরী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ».

৭০৪০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই বহুবিধ ফিৎনা আত্মপ্রকাশ করবে। ওসব ফিৎনার মাঝে দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে বসা ব্যক্তি উত্তম হবে। এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম এবং ধীরে চলা ব্যক্তি দ্রুত চলা ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। যে ব্যক্তি এর নিকটবর্তী হবে অথবা এর প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে তা তাকে জড়িয়ে ফেলবে। ঐ সময় যে ব্যক্তি ওসব ফিৎনা থেকে বাঁচার কোন উপায় বা আশ্রয়স্থল পায় তাতে আশ্রয় নেয়া বাঞ্ছনীয়।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَٰذَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ: «مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ، مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

৭০৪১। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইবনে মুতী থেকে, তিনি নাওফল ইবনে মুয়াবিয়া (রা) থেকে আবু হুরায়রার উপরোক্ত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন। তবে আবু বাক্‌র এ কথাটা বাড়িয়ে রিওয়ায়েত করেছেন– নামাযের মধ্যে একটা নামায আছে, যে ব্যক্তি তা হারিয়ে ফেলেছে তার যেন ধনজন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে (অর্থাৎ ধনজন সব ধ্বংস হলে সে যত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ নামায থেকে বিরত থাকলেও সে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে)।

টীকা : শেষের অংশটুকু নামাযের অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এশার নামায। সাধারণত মানুষ এ নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। অতএব এ নামাযের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে তা সঠিকভাবে নিয়মিত পড়ার জন্যে তাকিদ করা হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ

الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ».

৭০৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সামনে বিরাট ফিৎনাহ সৃষ্টি হবে। ফিৎনার সময় নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। তদ্রূপ, জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তির চেয়ে ও দাঁড়ান ব্যক্তি দ্রুত চলা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। অতএব যে ব্যক্তি (ফিৎনা থেকে বাঁচার মত) কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল পাবে তার সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত হবে।

টীকা : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব হাদীসে ভীষণ ফিৎনার কথা উল্লেখ করে তার প্রতিক্রিয়া ও তা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রতের চেয়ে, ও জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তির চেয়ে এবং দাঁড়ান ব্যক্তি দৌড়ান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। অর্থাৎ যে যতটুকু ফিৎনাকে এড়িয়ে ও নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারবে সে ততটুকু নিরাপদ, নির্ভেজাল ও মুক্ত থাকতে পারবে। আর কোন ব্যক্তি নাক গলাতে গেলেই তাতে জড়িয়ে পড়বে এবং ফিৎনার শিকার হয়ে যাবে। অতএব যথাসম্ভব ফিৎনাকে এড়িয়ে যাওয়া ও ফিৎনা থেকে দূরে থাকাই হবে বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তার কাজ।

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ إِلَىٰ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ فِي أَرْضِهِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا؟ قَالَ: قَالَ نَعَمْ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، أَلَا! ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي [فِيهَا]، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا! فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَىٰ سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَىٰ حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّىٰ يُنْطَلَقَ بِي إِلَىٰ أَحَدِ الصَّفَّيْنِ، أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

৭০৪৩। উসমান শাহ্হাম বলেন, আমি এবং ফারকাদ উভয়ে মুসলিম ইবনে আবু বাক্রার নিকট তাঁর দেশে গেলাম। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার পিতার নিকট একটা হাদীস শুনেছেন, যা তিনি ফিৎনা সম্পর্কে বর্ণনা করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি আবু বাক্রাকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বহু ফিৎনা সৃষ্টি হবে, মনে রেখ এরপরও একের পর এক ফিৎনা হতে থাকবে। ঐসব ফিৎনার মাঝে বসা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে (নিরাপদ থাকবে) এবং চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। মনে রেখ, যখন ওসব অবতীর্ণ হবে অথবা, আত্মপ্রকাশ করবে, তখন, যার উট (গবাদি পশু) থাকবে তার উটের সাথে মিশে নির্ভেজাল সময় অতিবাহিত করা বাঞ্ছনীয় হবে। যার বকরীর পাল থাকবে, তার বকরী নিয়ে নিরিবিলি থাকাই সমীচীন হবে। যার যমিন আছে, তার যমিনের কাজে রত থাকাই ঠিক (বুদ্ধিমত্তার) কাজ হবে। রাবী বলেন (এ হাদীস শুনে) এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আচ্ছা বলুন! যার উট, বকরী, ও যমিন কিছুই নেই? (সে কি করবে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তার তরবারী নিয়ে পাথর দিয়ে এর ধার নষ্ট করে দিবে, অতঃপর যথাসম্ভব ফিৎনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে। হে আল্লাহ! আমি কি আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিলাম (এবং দায়মুক্ত হলাম)? হে আল্লাহ! আমি কি (প্রয়োজনীয় কথা) পৌঁছিয়ে দিলাম? হে আল্লাহ! আমি কি (প্রয়োজনীয় কথা) পৌঁছে দিতে পারলাম? রাবী বলেন, এরপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল? আচ্ছা বলুন! যদি আমার উপর বলপ্রয়োগ করতঃ দু'প্রতিপক্ষের একপক্ষে নিয়ে যায়, অথবা, দু'দলের একদলে নিয়ে যায়, অতঃপর কোন ব্যক্তি আমাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করে, অথবা আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে আমাকে হত্যা করে, তখন আমি কোন ভূমিকা পালন করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তখনও নীরব থাকবে) এমতাবস্থায় হত্যাকারী ব্যক্তি তার পাপ ও তোমার পাপ সব পাপের ভাগী হবে এবং সে জাহান্নামবাসী হবে।

টীকা : এ হাদীসে ফিৎনাকালীন অবস্থায় যে ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। যখন দু'দল বা প্রতিপক্ষের মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, এবং উভয় দল অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এমতাবস্থায়, অথবা কোন দল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, কেবল এ অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন অথবা তা থেকে দূরে থাকার জন্যে আদেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এমতাবস্থাকেই ফিৎনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্যথায় যদি জানা থাকে দু'দলের একদল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অপর দল অন্যায় অবিচারে লিপ্ত, তাহলে নির্লিপ্ত থাকা ও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করার জন্যে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি। বরং এ অবস্থায় যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ও হক প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করছে তাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করা এবং অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এরশাদ করেছেন, "তোমরা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হও" "তোমরা যে পর্যন্ত না ফিৎনার মূল উৎপাটিত হয়, যুদ্ধ করতে থাক।"

প্রকৃতপক্ষে, একজন ঈমানদার মুসলমান ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-অসত্যের সংগ্রামে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। বরং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করা তার ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া ও তা

থেকে দূরে সরে পড়া মুনাফেকী বৈ আর কিছুই না। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল কখনও এ অনুমতি দেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَىٰ آخِرِهِ وَانْتَهَىٰ حَدِيثُ وَكِيعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: «إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ». وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৭০৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও ইবনু আবী আদী উভয়ে উসমান শাহহাম থেকে (এবং উসমান এ সূত্রে ইবনে আবী আদীর হাদীসের অনুরূপ) হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ওয়াকী'র হাদীস "إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ" এ কথা পর্যন্ত শেষ হয়েছে এবং তিনি তার পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَٰذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ يَا أَحْنَفُ! قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي عَلِيًّا، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحْنَفُ! ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالَ: فَقُلْتُ - أَوْ قِيلَ -: يَا رَسُولَ اللهِ! هَٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ».

৭০৪৫। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে আবু বাক্রার (রা) সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আহনাফ! কোথায় কি উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই অর্থাৎ আলী (রা) এর সাহায্যার্থে রওয়ানা হয়েছি। এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন, হে আহনাফ! ফিরে যাও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান নিজ নিজ তরবারী নিয়ে (যুদ্ধের জন্য) একে অপরের সম্মুখীন হয় (এবং একে অপরকে হত্যা করে) তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় দোযখে প্রবেশ করবে। রাবী বলেন, (এ শুনে) আমি বললাম অথবা কেউ বলল, হে আল্লাহ রাসূল! হত্যাকারী ব্যক্তির দোযখে প্রবেশ করা তো যুক্তিসঙ্গত তবে নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটা বুঝে আসল না (সে কেন দোযখে যাবে?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, এ ব্যক্তিও অবশ্যই তার প্রতিপক্ষ ব্যক্তিকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে (সুযোগ পেলে এ ব্যক্তিও তাকে হত্যা করত)।

টীকা : এ হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের শাস্তির মাঝে কিছু পার্থক্য হবে বটে, কিন্তু উভয়েই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কেননা, উভয়েই ফিৎনায় জড়িত হয়েছে এবং হত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধের জন্য প্রবৃত্ত হয়েছিল। তন্মধ্যে একজন সুযোগ পেয়েছে অপরজন সুযোগ পায়নি। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পাপের সংকল্প ও পাপ, এবং আল্লাহর নিকট নিয়ত অনুসারেই ফলাফল অর্জিত হবে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন "নিয়ত অনুসারেই আমলের ফলাফল বর্তিয়ে থাকে"। ভাল কাজের সংকল্প করে তা না করতে পারলেও আল্লাহ তা'আলা সওয়াব দান করবেন। কোন ব্যক্তি হজ্জ করার সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়ে পথে মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তাঁকে হজ্জের সওয়াব দান করবেন। তদ্রূপ, মন্দ কাজের সংকল্প করল ও তার উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করলে আযাব ভোগ করতে হবে। উপরোক্ত হাদীস তার প্রমাণ।

وحدّثناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوب وَيُونُسَ وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ».

৭০৪৬। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন দু'জন মুসলমান নিজ নিজ তরবারী নিয়ে (একে অপরকে হত্যার উদ্দেশ্যে) পরস্পর মিলিত হয়, (এবং একজন অপর জনকে হত্যা করে) তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয় দোযখে প্রবেশ করবে।

وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ، إِلَى آخِرِهِ.

৭০৪৭। মা'মার আইউব (রা) থেকে এ সূত্রে আবু কামেলের হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন, যা আবু কামেল হাম্মাদ সূত্রে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا».

৭০৪৮। উভয় সূত্রে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন দু'জন মুসলমানের একজন অপর ভাইয়ের উপর অস্ত্রধারণ করে তখন

তারা জাহান্নামের কিনারায় উপনীত হয়। তারপর যখন, একজন অপর জনকে হত্যা করে তখন উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করে (অর্থাৎ এ অপরাধের কারণে উভয়ে জাহান্নামে যাবে)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ». [راجع: ٣٩٦]

৭০৪৯। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তা এই... এই বলে তিনি যে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ঐ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত দুই বিরাট বাহিনী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়, যাদের মধ্যে বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। উভয় দলের দাবী এক ও অভিন্ন হবে।

টীকা : অনেকের মতে উল্লিখিত দু' বাহিনী দ্বারা হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) সমর্থক দু'দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। খিলাফতকে কেন্দ্র করে সমস্ত উম্মাত দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল হযরত আলীর (রা) প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেছে। যাদের মধ্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবাবৃন্দ। অপর পক্ষে হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) সমর্থন করে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আরেকটি দল সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এভাবে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ বৃদ্ধি পেয়ে অবেশেষে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নিল এবং উভয়ের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হল। যা ইতিহাসে "সিফফীনের যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْثُرَ الْهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الْقَتْلُ، الْقَتْلُ».

৭০৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামত ঐ পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত অধিক পরিমাণে হারজ (রক্তপাত) না হবে। উপস্থিত সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন হারজ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? রাসূলাল্লাহ বললেন, হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا- مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ - فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

৭০৫১। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ আমার সামনে সমগ্র যমিনকে গুটিয়ে একসাথ করেছেন। তখন আমি যমিনের পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তসমূহকে দেখতে পেলাম। এবং জানতে পারলাম, ভূখণ্ডের যতদূর এলাকা আমার সামনে একত্রিত করা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাতের রাজ্যসীমা ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে। এবং আমাকে লাল ও সাদা দু'প্রকার গুপ্তধন দান করা হয়েছে। আমি আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মাতের ব্যাপারে এ আবেদন করেছি তিনি যেন, আমার উম্মাতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা সমূলে ধ্বংস না করেন, এবং তাদের উপর তাদের আভ্যন্তরীণ শত্রু ছাড়া এমন শত্রু চাপিয়ে না দেন যারা তাদের গোটা জামাতকে খতম করে দেবে। আমার প্রভু বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা রদবদল হয় না। আমি আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করব না এবং তাদের উপর আভ্যন্তরীণ শত্রু ছাড়া বাইরের এমন শত্রু চাপিয়ে দেব না যা তাদের গোটা জামাতকে নির্মূল করে দেয়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সব প্রান্তের অথবা সব প্রান্ত থেকে বিপুল শত্রু বাহিনী একত্রিত হোক (তবুও তাদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে না)। তবে তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করবে, একে অপরকে বন্দী করবে।

টীকা : দু' প্রকার গুপ্তধন দ্বারা সোনা ও রূপা বুঝান হয়েছে। আল্লাহ পাক উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বিশেষভাবে এ মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী করেছেন। এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ দান।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহ আল্লাহর নাফরমানী করলে তাদেরকে বিভিন্ন আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদীকে তাদের খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ সত্ত্বেও নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে না। এটা আল্লাহর ওয়াদা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর ফল। অবশ্য পরকালের আযাব থেকে রেহাই করা হবে না।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ- قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا -

مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ [تَعَالَىٰ] زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضَ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

৭০৫২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ আমার সামনে সমগ্র যমিনকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন, তখন আমি যমিনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসমূহ দেখতে পেয়েছি। এবং মহান আল্লাহ আমাকে লাল ও সাদা দু'টি গুপ্তধন দান করেছেন।... অতঃপর তিনি আবু কাশাবা সূত্রে আইউব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ، حَتَّىٰ إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ ﷺ: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا».

৭০৫৩। আমের ইবনে সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মদীনার মালভূমি থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে যখন বনী মু'আবিয়ার মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তথায় তিনি দীর্ঘ সময় তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। অবশেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন; আমি আমার প্রভুর নিকট তিনটা আবেদন পেশ করলাম। অতঃপর তিনি দু'টো আবেদন মঞ্জুর করলেন, এবং একটা আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি আমার প্রভুর নিকট আবেদন করলাম তিনি যেন আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা হালাক না করেন। তিনি তা মঞ্জুর করলেন। আমি তাঁর নিকট আবেদন করলাম, তিনি যেন আমার উম্মাতকে ডুবিয়ে হালাক না করেন। তাও তিনি মঞ্জুর করলেন। তদুপরি আমি আবেদন করলাম তিনি যেন তাদের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন, তা মঞ্জুর করলেন না।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ

مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

৭০৫৪। আমের ইবনে সা'দ (রা) তার পিতা (সা'দ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একদল সাহাবী সমভিব্যাহারে (মদীনাভিমুখে) আসছিলেন। পথিমধ্যে মসজিদে বনী মু'আবিয়ার কাছ দিয়ে যাচ্ছিছিলেন... এরপর ইবনে নুমাইর বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ كَانَ يَقُولُ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ، فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِي، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ، عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ: «مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا، وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ». قَالَ حُذَيْفَةُ: فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي.

৭০৫৫। ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু ইদ্রিস খাওলানী বলছিলেন, হুযাইফা ইবনে ইয়ামান বলেছেন : খোদার কসম! ওসব ফিৎনা সম্পর্কে যা আমার ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে, আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত নই। আমার কাছে তেমন কিছু নেই। কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এ বিষয়ে একটা কথা গোপনে ব্যক্ত করেছেন যা অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করেননি। (তা আর কিছু নয়) বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক বৈঠকে যেখানে আমিও ছিলাম, বিভিন্ন ফিৎনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন কথাটা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিৎনাসমূহ একে একে বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, তন্মধ্যে তিনটা ফিৎনা এমন আছে যা কোন কিছুকেই ছাড়বে না। আর তন্মধ্যে কতেক ফিৎনা গ্রীষ্মকালীন প্রবল বাতাসের ন্যায়। এর কিছু সংখ্যক ছোট আর কিছু সংখ্যক বড়।

হুযাইফা (রা) বলেন, এরপর আমি ছাড়া উপস্থিত সবলোক চলে গেল (আমি একাই এ কথা শুনলাম)।

[و]**حَدَّثَنَا** عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذٰلِكَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هٰؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ، كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ.

৭০৫৬। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে কোন এক স্থানে দাঁড়িয়েছেন। উক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, কোন বিষয় বাদ দেননি রবং তা ব্যক্ত করেছেন। যারা হেফ্জ করার ছিল তা হেফজ করে নিয়েছে। যারা ভুলার তারা ভুলে গিয়েছে। আমার এসব সঙ্গীরা তা জেনে নিয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আছে যা আমি ভুলে গেছি। একটু চিন্তা করলে তা আবার স্মরণ হয়ে যায়। যেরূপ কোন মানুষ দূরে চলে গেলে তার চেহারার কথা মানুষ ভুলে যায় ও পরে স্মরণ করে। অতঃপর তাকে দেখলেই চিনে ফেলে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৭০৫৭। সুফিয়ান (রা) আ'মাশ থেকে এ সূত্রে "وَنَسِيَه مَنْ نَسِيَه" এ কথা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। এবং এর পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

[و]حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ: مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ؟.

৭০৫৮। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে জানিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, কেবল এ কথাটুকু জিজ্ঞেস করিনি "মদীনাবাসীরা মদীনা থেকে কি জিনিষ বের করবে?"

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৭০৫৯। শু'বা এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَحَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ -: أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَخْبَرَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ: حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ [يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ] قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

৭০৬০। আবু যায়েদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং আমাদেরকে উপদেশ দিতে থাকলেন। যখন যোহরের নামাযের সময় হল তখন তিনি মিম্বার থেকে নেমে যোহরের নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে আবার মিম্বারে আরোহণ করে আমাদেরকে উপদেশ দিতে থাকলেন। আসরের নামাযের সময় হলে আবার মিম্বার থেকে নেমে আসরের নামায আদায় করলেন। নামায আদায়া করে আবার উপদেশ দিতে থাকলেন। এভাবে সূর্য অস্ত গেল। মাগরিবের পর তিনি আমাদেরকে যা কিছু ঘটে গেছে এবং যা কিছু ঘটবে সেসব শুনালেন। আমাদের মধ্যে যে যত বেশী মনে রাখতে পেরেছে সে তত বেশী জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ -: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ:؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، وَكَيْفَ قَالَ:؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَٰذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَىٰ أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا.

قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا

يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ.

قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ: مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: عُمَرُ. [راجع: ٣٦٩]

৭০৬১। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার উমারের (রা) নিকট ছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, ফিৎনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্থ বলতে পারে, যেরূপ তিনি বলেছেন? আমি বললাম, আমি পারি। উমার বললেন, তুমি তো বেশ নির্ভীক। আচ্ছা বলতো, তিনি কিরূপ বলেছেন? আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : কোন ব্যক্তির ফিৎনা যা তার নিজের মধ্যে ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে এবং নিজ পরিবার-পরিজন ও মালসম্পদের মধ্যে বিরাজ করে, তা নিরসন করতে পারে রোযা, নামায, সদকা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ। তখন উমার (রা) বললেন, আমি তো মাত্র এতটুকু জানতে চাই না। আমি জানতে চাই ঐ ফিৎনাহ সম্পর্কে যা সমুদ্রের অন্তহীন ঢেউয়ের ন্যায় ঢেউ খেলতে থাকবে (যা একের পর এক আসতে থাকবে)। হুযাইফা বলেন, আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! ওসব ফিৎনার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার ও ওসব ফিৎনার মাঝে একটা রুদ্ধদ্বার বিদ্যমান। উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজা কি ভেঙ্গে ফেলা হবে? নাকি খুলে দেয়া হবে? হুযাইফা বলেন, আমি বললাম, না, বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমার বললেন, তাহলে তা আর কখনও বন্ধ না করা উচিৎ। রাবী বলেন, আমরা হুযাইফাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, উমার (রা) কি এ দরজা সম্পর্কে জানতেন? তিনি বললেন, হাঁ! তিনি এরূপ নিশ্চিতভাবে জানেন যেরূপ আগামী কালের আগে রাতের আগমন সম্পর্কে জানেন। আমি তাঁকে একটা হাদীস শুনিয়েছি তা ভুল ও অবান্তর নয়। রাবী বলেন, এরপর আর হুযাইফাকে (রা) ঐ দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমরা ইতস্ততঃ বোধ করে মাসরূককে (রা) জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন হুযাইফা বললেন, তা হচ্ছে উমার (রা)।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসে যেসব ফিৎনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে, হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে মুনাফিকদের সৃষ্ট অবাঞ্ছিত ঘটনাবলি, তাঁর প্রতি চরম অবমাননা এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করা। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও আয়েশার (রা) মাঝে চরম দ্বন্দ্ব কলহ ও পরস্পর মনোমালিন্য, তিক্ততা এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অযথা রক্তপাত। হযরত উমার (রা) যতদিন খিলাফতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন কোন ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কোন প্রকার ফিৎনা সৃষ্টি হতে দেয়নি। তাঁর শাহাদাতের পরেই ফিৎনার দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অবশেষে হযরত উসমান (রা) ও আলীর (রা) খিলাফতকালে তা চরম আকার ধারণ করে। তারপর আর এ ফিৎনা বন্ধ হয়নি। এ সত্যটুকু হাদীসে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ

الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَىٰ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَىٰ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ.

৭০৬২। বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে ওয়াকী, জারীর, ঈসা ইবনে ইউনুস, ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা (রা) প্রত্যেকে 'আ'মাশ (রা) থেকে এ সূত্র অবলম্বন করে আবু মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ঈসার (রা) হাদীসে যা আ'মাশ সূত্রে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, শাকীক বলেছেন, আমি হুযাইফাকে (রা) বলতে শুনেছি।

وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ؛ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ؟ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৭০৬৩। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কে আছে আমাকে ফিৎনা সম্পর্কে হাদীস শুনাবে?... এরপর রাবী আবু ওয়ায়েল উপরোক্ত রাবীদের বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন।

[و]**حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ جُنْدُبٌ: جِئْتُ يَوْمَ الْجَرْعَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، فَقُلْتُ: لَتُهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هٰهُنَا دِمَاءٌ، فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلَّا، وَاللهِ! قُلْتُ: بَلَىٰ، وَاللهِ! قَالَ: كَلَّا، وَاللهِ! قُلْتُ: بَلَىٰ، وَاللهِ! قَالَ: كَلَّا، وَاللهِ! إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِيهِ، قُلْتُ: بِئْسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ، تَسْمَعُنِي أُخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ: مَا هٰذَا الْغَضَبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ، فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ.

৭০৬৪। মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুনদুব (রা) বলেছেন, আমি জার'আর দিন জার'আয় গেলাম। তথায় পৌঁছে দেখলাম একব্যক্তি বসে আছে। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, কিছুতেই না কসম খোদার! আমি বললাম, অবশ্যই, খোদার কসম! তিনি আবার বললেন, কিছুতেই না খোদার কসম! আমি বললাম, অবশ্যই খোদার কসম! তিনি বললেন, কখনও না, খোদার শপথ!

এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস যা তিনি আমাকে

শুনিয়েছেন। তখন আমি বললাম : আজ থেকে আপনি আমার অপ্রীতিকর সহচর। আপনি দেখছেন, আমি আপনার বিরোধিতা করছি অথচ আপনি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন! তবুও আপনি আমাকে বারণ করছেন না। অতঃপর আমি মনে মনে ভাবলাম এ অসন্তুষ্টির কারণ কি? এরপর আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ঐ ব্যক্তি হযরত হুযাইফা (রা)।

টীকা : "জার'আ" কূফার নিকটবর্তী একটা স্থানের নাম। "জার'আর দিন" আরবদের নিকট সুপরিচিত। এদিন কূফাবাসীরা তাদের নবনিযুক্ত শাসনকর্তার অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে 'জার'আ' নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিল। তথায় পৌছে তারা হযরত উসমান কর্তৃক নিয়োগকৃত শাসনকর্তাকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নিকট আবু মূসা আশ্'আরীকে (রা) শাসনকর্তা নিয়োগের জন্য আবেদন পেশ করল। অতঃপর তিনি তাদের দাবী অনুসারে আবু মূসা আশ'আরীকে পাঠালেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو».

৭০৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ঐ পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত (এ নিদর্শন প্রকাশ না পায়) ফোরাত নদী শুকিয়ে তথায় স্বর্ণের পাহাড় পরিলক্ষিত না হয়। অতঃপর উহার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য) অসংখ্য লোক যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তন্মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে। তাদের প্রত্যেকে বলবে, হয়তো আমি মুক্তি পেতে পারি।

وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَزَادَ: فَقَالَ أَبِي: إِنْ رَأَيْتَهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.

৭০৬৬। সুহাইল (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে সুহাইল এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন, "অতঃপর আমার পিতা বলেছেন, যদি তুমি তা দেখতে পাও, তবে কখনও তার কাছে ঘনাবে না।"

حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

৭০৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই এমন সময় আসবে যখন ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে এবং তথায় স্বর্ণের স্তূপ বের হয়ে আসবে। তখন যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন উহা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: أَخْبَرَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

৭০৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন সময় আসবে যখন ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে এবং তথা হতে একটা স্বর্ণের পাহাড় বের হয়ে আসবে। তখন যারা উপস্থিত থাকবে, তারা যেন উহা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي مَعْنٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، قُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ». قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَقَفْتُ أَنَا وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي ظِلِّ أُجُمِ حَسَّانَ.

৭০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নাওফাল বলেন, আমি একদিন উবাই ইবনে কা'বের সাথে দাঁড়ানো ছিলাম, তখন তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী দুনিয়া অর্জনের ব্যাপারে সর্বকালে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হবে। আমি বললাম, জী হাঁ! তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, অচিরেই এমন সময় আসবে যে, ফোরাত নদী শুকিয়ে তথায় স্বর্ণের পাহাড় বের হয়ে আসবে। যখন মানুষ এ কথা শুনতে পাবে, তখন ওদিকে দলে দলে যাত্রা করবে। অতঃপর যারা নিকটে আছে তারা বলবে, যদি আমরা মানুষকে তা নিতে সুযোগ দেই,

তবে তারা পুরোপরিই নিয়ে যাবে। অবশেষে একে কেন্দ্র করে মানুষ পরস্পর সংঘর্ষ ও যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এতে শতকরা নিরানব্বই জন নিহত হবে।

আবু কামেল তাঁর হাদীসে বলেন, হারিস ইবনে নাওফাল বলেছেন, আমি এবং উবাই ইবনে কা'ব উভয়ে হাসসানের একটি দুর্গের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَٰهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَىٰ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ». شَهِدَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

৭০৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইরাকবাসীরা তাদের দিরহাম ও কাফিজ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন এবং সিরিয়াবাসীরা তাদের মুদ্রা আরদাব ও দীনার বন্ধ করে দিয়েছেন। অথবা অর্থ এরূপ– ইরাকে দিরহাম ও কাফিজ দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ও সিরিয়ায় মুদ ও দীনার বন্ধ করা হয়েছে এবং মিশরের আরদাব ও দীনার বন্ধ করা হয়েছে। এবং শুরুতে তোমরা যে অবস্থায় ছিলে সে অবস্থার দিকেই তোমরা ফিরে যাচ্ছ। প্রথমে যে অবস্থায় ছিলে সেদিকেই তোমরা ফিরে যাচ্ছ, প্রথমে যে অবস্থায় ছিলে, সেদিকেই তোমরা ফিরে যাচ্ছ। এ কথার প্রতি আবু হুরায়রার (রা) রক্তমাংস সাক্ষ্য দিচ্ছে।

টীকা : এ হাদীসের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) ইসলামের শুরুতে ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের অধিবাসী যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা মুসলমানদেরকে "জিযিয়া" কর আদায় করত। পরে যখন তাদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল, তখন তাদেরকে 'জিযিয়া' থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং তারা তা আদায় করা বন্ধ করে দিয়েছে। এটা ছিল ইসলামের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগ। এরপর আবার মুসলমানরা তাদের পূর্ববৎ অবস্থায় (সীমিত) ফিরে যাবে। (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর নবদীক্ষিত মুসলমানরা আবার "মুরতাদ" হয়ে গেল এবং তারা 'জিযিয়া" ও যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিল। সম্ভবতঃ হাদীসে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অথবা, এসব দেশে কুফরী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে পরে তারা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বিধান "যাকাত" বন্ধ করে দিবে ও ইসলামী অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে মনগড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এভাবে ক্রমশঃ ইসলাম সারা দুনিয়া থেকে সীমিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসবে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ

بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا، وَاللهِ! لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا. وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ. وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنْطِينَةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّىٰ يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ».

৭০৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ কায়েম হবে না যতক্ষণ তার পূর্বে এ নিদর্শন প্রকাশ না পাবে! রোমকগণ (সিরিয়ার অন্তর্গত) 'আ'মাক' বা 'দাবেক' নামক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে। অতঃপর 'মদীনা' থেকে যমিনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবে। তথায় পৌঁছে যখন পরস্পর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, তখন রোমকগণ বলবে, আমাদেরকে এবং আমাদের মধ্য থেকে যারা বন্দী হয়েছে অথবা যারা আমাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যককে বন্দী করে রেখেছে, উয়কে মিলিত হওয়ার সুযোগ দাও, আমরা তাদের সাথে মিলে, 'অথবা' তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুসলমানরা বলবে, মনে রেখ আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের বন্দীদেরকে ছাড়ব না অথবা যারা তাদেরকে বন্দী করেছে, তাদের সাথে তোমাদেরকে মিলিত হতে দিব না। অতঃপর মুসলমানদের সাথে তাদের ভীষণ যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে মুজাহিদদের এক তৃতীয়াংশ পরাজয় বরণ করবে যাদের তওবা আল্লাহ কখনও কবুল করবেন না। এবং এক তৃতীয়াংশ শাহাদাত বরণ করবে, যারা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম শহীদ বলে পরিগণিত হবে। এবং এক তৃতীয়াংশ জয়ী হবে যারা কখনও পর্যুদস্ত হবে না। অবশেষে এরাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। জয়লাভ করার পর তারা তাদের তরবারীসমূহ যয়তুন বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে রেখে গণীমত বণ্টন করতে থাকবে। এমন সময় হঠাৎ তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলে উঠবে, "শুন! মসীহ (দাজ্জাল) তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।" এ খবর শুনামাত্র সবাই কনস্টান্টিনোপল থেকে বেরিয়ে আসবে। এসে দেখে কিছু না এটা একটা গুজব মাত্র। অতঃপর তারা সিরিয়া পৌঁছলে শয়তান (দাজ্জাল) আত্মপ্রকাশ করবে। তখন মুসলমানরা তার মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে এবং

সমানভাবে সারিবদ্ধ হবে। এমন সময় নামাযের আযান হবে এবং ঈসা আলাইহিস সালাম যমিনে অবতরণ করবেন। যখন আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) তাঁকে দেখবে, তখন এরূপ বিগলিত হয়ে যাবে যেরূপ লবণ পানিতে গলে যায়। যদি তাকে এমনি ছেড়ে দেয়, তবুও সে বিগলিত হয়ে হালকা হয়ে যাবে। বরং আল্লাহর নবী (ঈসা আ.) তাকে নিজ হাতে হত্যা করবেন, এবং তিনি ঈমানদার সাথীদেরকে তার বল্লমে ওর রক্ত দেখিয়ে দিবেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ». فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ.

৭০৭২। মুসতাওরাদ কুরাশী আমর ইবনে আস (রা)-এর নিকট বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় রোমের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে। আমর ইবনে আস শুনে তাঁকে বললেন, ভেবে দেখ তুমি কি বলছ! মুসতাওরাদ বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছি তাই বলছি। আমর বললেন, যদি এ কথাটা এভাবে বলতে (ভাল হতো), রোমবাসীদের মধ্যে চারটা গুণ (বিশেষভাবে) বিদ্যমান। (১) তারা গোলযোগের সময় সবার চেয়ে বেশী সহনশীল (২) মুসিবতের পর সবচেয়ে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে (৩) যুদ্ধ থেকে পেছনে হটার পর তড়িৎ পাল্টা আক্রমণ করতে সক্ষম। (৪) এবং তারা ইয়াতীম, মিছকীন ও অক্ষমদের সাহায্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম। পঞ্চমতঃ তারা সুন্দর সুশ্রীও বটে এবং শাসকদের অত্যাচারকে অধিক প্রতিহতকারী।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى [التُّجِيبِيُّ]: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْقُرَشِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ» - قَالَ -: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: مَا هَٰذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ لَهُ

الْمُسْتَوْرِدُ: قُلْتُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، [قَالَ]: فَقَالَ عَمْرٌو: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِمْ وَلِضُعَفَائِهِمْ.

৭০৭৩। মুসতাওরাদ কুরাশী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামত ঐ সময় কায়েম হবে যখন রোমদেশ সবচেয়ে অধিক জনবহুল হবে। রাবী বলেন, এ কথা আমর ইবনে আ'সের (রা) নিকট পৌঁছলে তিনি মুসতাওরাদকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব হাদীস কিরূপ যা তুমি নিজের তরফ থেকে বর্ণনা করছ? তুমি তো এগুলো সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছ? তখন মুসতাওরাদ তাঁকে বললেন, আমি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তা-ই বলছি। আমর (রা) বললেন, যদি এ হাদীস এভাবে বর্ণনা করতে (ভাল হতো), "তারা গোলযোগে মুহূর্তে সবার চেয়ে অধিক সহনশীল ও মুসীবতের সময় সবচেয়ে বেশী স্থির অবিচল এবং তাদের অনাথ ও অক্ষমদের সহানুভূতিতে সবার চেয়ে উত্তম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَىٰ إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ! جَاءَتِ السَّاعَةُ، قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، حَتَّىٰ لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ فَقَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّىٰ يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ، حَتَّىٰ يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّىٰ يُمْسُوا، فَيَفِيءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ

الرَّابِعِ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً - إِمَّا قَالَ: لَا يُرَىٰ مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا - حَتَّىٰ إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّىٰ يَخِرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ، كَانُوا مِائَةً، فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيِّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفِضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَيُقْبِلُونَ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ.

৭০৭৪। ইউসাইর ইবনে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কূফা নগরীতে লোহিত বর্ণের একটা দমকা হাওয়া প্রবাহিত হল। তখন এক ব্যক্তি এসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বলল, সাবধান হে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! কিয়ামত এসে গেছে। অবশ্য এটা তার অভ্যাসগত নয়। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হেলান অবস্থায় ছিলেন, এ কথা শুনে তিনি বসে গেলেন। বসে বললেন, কিয়ামত ঐ পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত এরূপ অবস্থা সৃষ্টি না হবে যে, মীরাস বণ্টন করা হবে না এবং গণীমত পেয়ে কোন আনন্দ প্রকাশ করা হবে না। অতঃপর তিনি হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করলেন এবং হাত সিরিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, একদল শত্রু সিরিয়াবাসীদের উদ্দেশ্যে একত্রিত হবে এবং একদল ইসলামপন্থীও তাদের উদ্দেশ্যে একত্রিত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রোমীদের কথা বলছেন? তিনি বললেন, হাঁ! এরপর বললেন, ঐ যুদ্ধের সময় প্রবল প্রতিরোধের ব্যবস্থা (উভয় পক্ষ থেকে) করা হবে (কাজেই যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে)। মুসলিম বাহিনী একদল মুজাহিদকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রাখবে, যারা জয়লাভ না করে কিছুতেই ফিরবে না। অতঃপর তারা সারাদিন যুদ্ধরত অবস্থায় থাকবে যে পর্যন্ত রাত তাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। রাত হলে এদল ওদল সবাই এভাবে ফিরে আসবে যে কেউই বিজয়ী হতে পারেনি। এদিকে মৃত্যুর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দলটি খতম হয়ে যাবে। অতঃপর মুসলামনরা মৃত্যুর জন্য আরেক দলকে প্রস্তুত করবে যারা বিজয়ী না হয়ে ফিরে আসবে না। এরাও রাত এসে অন্তরায় সৃষ্টি না করা পর্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করবে। অবশেষে রাত এসে গেলে এদল ওদল সবাই অবিজয়ী অবস্থায় ফিরে আসবে। আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দলটিও শেষ হয়ে যাবে। তারপর আবার মুসলমানরা একদল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করবে যারা বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত ফিরে আসবে না। এরাও সন্ধ্যা পর্যন্ত

প্রাণপণে যুদ্ধ করে অবশেষে এদল ওদল সবাই অবিজয়ী অবস্থায় ফিরে আসবে। আর মৃত্যুপণকারী দলটি শেষ হয়ে যাবে। যখন চতুর্থ দিন আসবে তখন অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হবে। এদেরকেও আল্লাহ পরাজয়ের সম্মুখীন করবেন বা চরম অবস্থায় সম্মুখীন করবেন বা ধ্বংসের মুখোমুখি পৌঁছাবেন। যাতে করে তারা এমন প্রাণপণে যুদ্ধ করবে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। বা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি, পাখী যখন তাদের আশেপাশে উড়ে যাবে, তখন তাদেরকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। অতিক্রম করতে গেলে মরে মাটিতে পতিত হবে। যুদ্ধশেষে কোন পিতার সন্তানদেরকে যাদের সংখ্যা একশ' গণনা করা হবে কিন্তু মাত্র একজন ব্যতীত তাদের আর কাউকে জীবিত পাওয়া যাবে না। তাহলে কিসের গণীমতে আনন্দ হবে? বা কোন মীরাস বণ্টন করা হবে? কাদের মাঝে বণ্টন করা হবে? যারা বেঁচে থাকবে তারা এ শোকসন্তপ্ত অবস্থায় থাকতেই হঠাৎ এর চাইতেও বড় বিপদের কথা শুনবে। তাদের কাছে বিপদের সংবাদদাতা এসে শুনাবে যে দাজ্জাল তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সন্তান-সন্ততির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তখন তারা হয়রান পেরেশান হয়ে তাদের হাতে যা কিছু আছে, সব পরিত্যাগ করে নিজ নিজ গৃহের দিকে রওয়ানা করবে। তাদের আগে আগে দশ জন অশ্বারোহী পাঠিয়ে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওসব অশ্বারোহীর নাম ও তাদের পিতার নাম এমনকি তাদের ঘোড়ার রঙ পর্যন্ত আমার জানা আছে। তারা তৎকালীন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে উত্তম অশ্বারোহী অথবা তখনকার সময় পৃথিবীর সেরা অশ্বারোহীদের অন্যতম হবে। ইবনে আবী শায়বা তার বর্ণনায় "عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ" এরূপ বলেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهَبَّتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ:

৭০৭৫। ইউসাইর ইবনে জাবির বলেন, আমি ইবনে মাসউদের (রা) নিকট ছিলাম। এমন সময় একটা লাল বর্ণের দমকা হাওয়া প্রবাহিত হল। এরপর অবশিষ্ট হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায়। অবশ্য ইবনে উলাইয়ার বর্ণনা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ।

وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا فِي بَيْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبَيْتُ مَلْآنُ، قَالَ: فَهَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، [فَذَكَرَ] نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

৭০৭৬। ইউসাইর ইবনে জাবির বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) ঘরে ছিলাম এবং ঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল। এমন সময় কুফা নগরীতে একটা লাল দমকা হাওয়া প্রবাহিত হল... বাকী ইবনে উলাইয়ার হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ، فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ، قَالَ: قَالَتْ لِي نَفْسِي: ائْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، لَا يَغْتَالُونَهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ، فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، قَالَ: فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، أَعُدُّهُنَّ فِي يَدِي، قَالَ: «تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ».

قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِرُ! لَا نُرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى يُفْتَحَ الرُّومُ.

৭০৭৭। নাফে' ইবনে উতবা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন পশ্চিমাঞ্চল থেকে একদল লোক রাসূলুল্লাহর নিকট আসল, যাদের গায়ে পশমী পোষাক পরিচ্ছদ। তারা একটা টিলার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হল, তারা দাঁড়ানো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বসা। রাবী (না'ফে) বলেন, আমার মনটা শঙ্কিত হয়ে ভিতর থেকে বলল, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের ও রাসূলুল্লাহর মাঝে দাঁড়াই যাতে তারা অসতর্ক অবস্থায় রাসূলুল্লাহকে কতল না করতে পারে। অতঃপর ভাবলাম, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কোন গোপন আলাপ করছেন। ভেবে চিন্তে আমি তাদের পানে এগিয়ে তাদের ও রাসূলুল্লাহর মাঝখানে দাঁড়ালাম। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ থেকে চারটা কথা শুনে মনে রাখলাম, তা আমি আমার হাতে গুণে বলছি। বলেন, (১) তোমরা আরব ভূখণ্ডের সাথে লড়বে এবং আল্লাহ তা তোমাদের করতলগত করে দিবেন। (২) এরপর পারস্যে তোমরা অভিযান চালাবে। অতঃপর আল্লাহ তাও তোমাদের অধিকৃত করবেন। এরপর তোমরা রোমে যুদ্ধাভিযান চালাবে, তার উপরও মহান আল্লাহ তোমাদের আধিপত্য কায়েম করবেন। এরপর তোমরা দাজ্জালের সাথে লড়বে। তার উপরও আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করবেন। নাফে বলেন, হে জাবির! আমাদের বিশ্বাস রোম বিজিত হওয়ার পূর্বে দাজ্জাল বের হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكَرُونَ؟» قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: «إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّىٰ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ.

৭০৭৮। হুযাইফা ইবনে উসাইদ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী আলোচনা করছ? তারা বলল, আমরা কিয়ামতের আলোচনা করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামত ঐ পর্যন্ত অবশ্য কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা তার পূর্বে দশটি নিদর্শন দেখতে না পাও। অতঃপর তিনি দশটি নিদর্শন উল্লেখ করলেন (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জাল (৩) দাব্বাতুল আরদ (৪) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া (৫) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) আসমান থেকে নাযিল হওয়া। (৬) ইয়াজুজ মাজুজ (৭) তিনটা ভূখণ্ড তলিয়ে যাওয়া। একটা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে (৮) একটা পশ্চিম প্রান্তে ও (৯) একটা আরব ভূখণ্ডে। (১০) সর্বশেষ নিদর্শন ইয়ামেন থেকে প্রকাশিত আগুন, যা মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠ পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

টীকা : এ প্রধান নিদর্শনসমূহ কিয়ামতের একটু আগে প্রকাশিত হবে, এছাড়া বহু নিদর্শন এর পূর্বে প্রকাশ পাবে যা কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ ابْنِ أَسِيدٍ. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «مَا تَذْكُرُونَ؟» قُلْنَا: السَّاعَةَ، قَالَ: «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّىٰ تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ».

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي

سَرِيحَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ، لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا، فِي الْعَاشِرَةِ: نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ [ﷺ]، وَقَالَ الْآخَرُ: وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ.

৭০৭৯। আবু সুরাইহা হুযাইফা ইবনে উসাইদ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন স্বীয় কক্ষে ছিলেন আমরা তাঁর নীচে বসে আলাপ আলোচনা করছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের কাছে আগমন করে জিজ্ঞাস করলেন, তোমরা কিসের আলোচনা করছ? আমরা বললাম, কিয়ামতের! তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পাবে। (১) পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে একটা ভূখণ্ড তলিয়ে যাওয়া (২) পশ্চিমপ্রান্তে একটা ভূখণ্ড তলিয়ে যাওয়া (৩) আরবের একটা ভূখণ্ড তলিয়ে যাওয়া (৪) ধুয়া ছড়িয়ে পড়া (৫) দাজ্জাল বের হওয়া (৬) দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাওয়া (৭) ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়া (৮) সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া (৯) "আদন" শহরের তলদেশ থেকে উত্থিত আগুন, যা সব মানুষকে তাড়িয়ে একস্থানে জমা করবে। শু'বা বলেন, আমাকে আবদুল আজীজ ইবনে রফী' আবু তুফায়েল থেকে, তিনি আবু সুরাইহা থেকে এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ করেননি। তাদের একজন (১০) দশম নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম যমিনে অবতরণ করা, অপরজন বলেছেন, একটা প্রবল দমকা হাওয়া যা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غُرْفَةٍ، وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِمِثْلِهِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا.

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ أَحَدُ هَٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ: نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: رِيحٌ تُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ.

৭০৮০। আবু তুফায়েল আবু সুরাইহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামরার ভিতরে ছিলেন আর আমরা নীচে বসে কথাবার্তা বলছিলাম... এরপর পূর্বোক্ত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (রা) বলেন, আমার ধারণা তিনি (আবু সুরাইহা) বলেছেন, তারা যখন নীচে বসেছে তিনিও (রাসূলুল্লাহ) তাদের সাথে নীচে নেমে আসলেন; এবং তারা যেখানে কথা বলছিল তিনি তথায় তাদের সাথে কথাবার্তায় শরীক হয়েছেন।

শু'বা (রা) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি এ হাদীস আবু তুফায়েল থেকে, তিনি আবু সুরাইহা (রা) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছে এবং সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেনি। এ দু'ব্যক্তির এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, দশম নিদর্শন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) অবতরণ করা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেছে, তা একটা প্রবল দমকা হাওয়া, যা তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

وحَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ، فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ، بِنَحْوِهِ، قَالَ: الْعَاشِرَةُ: نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. قَالَ شُعْبَةُ: وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ.

৭০৮১। শু'বা ফুরাত থেকে বর্ণনা করেছেন। ফুরাত বলেন, আমি আবু তুফায়েলকে আবু সুরাইহা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আবু সুরাইহা (রা) বলেন, আমরা এক জায়গায় পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম এমন সময় আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন... মা'য়ায ও ইবনে আবু জাফরের বর্ণিত হাদীস সদৃশ ইবনে মুসান্না পরবর্তী সূত্রে আবু সুরাইহা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, দশম নিদর্শন ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতরণ। শু'বা বলেন, আবদুল আযীয এ হাদীস সরাসরি বর্ণনা করেননি।

حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَىٰ».

৭০৮২। ইবনে মুসাইয়াব (রা) জানিয়েছেন, যে, আবু হুরায়রা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সূত্র পরিবর্তন) এ সূত্রে ইবনে মুসাইয়াব (রা) বলেন, আমাকে আবু হুরায়রা (রা) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত (এ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত) কায়েম হবে না! হিজায্ বা আরব ভূখণ্ড থেকে একটা আগুন ছড়িয়ে পড়বে, যা বুসরা শহরে উটের গর্দানকে আলোকিত করবে।

টীকা : বুসরা সিরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহরের নাম। এ আগুন এতদূর বিস্তৃত হবে যে সুদূর 'বুসরা' পর্যন্ত তার আলো প্রসারিত হবে। পূর্বের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আগুন ইয়ামেন রাজ্যের 'আদন' শহর থেকে বের হবে। আর এ হাদীসে আছে হিজায্ থেকে বের হবে। এতে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে দু'জায়গা থেকেই আগুনের সূত্রপাত হবে। আগে হিজায থেকে এবং কিয়ামতের কাছাকাছি ইয়ামেন থেকে বের হবে যা সকল মানুষকে একত্রিত করবে। অথবা আগুনের সূত্রপাত আরব থেকে এবং তা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হবে ইয়ামেন থেকে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ». قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: وَكَمْ ذٰلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِيلًا.

৭০৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মানুষের) আবাস "এহাব" বা "ইয়াহাব" পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যুহায়ের বলেন, আমি সুহাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, তা মদীনা থেকে কতদূর হবে? তিনি বলেন, এত এত মাইল।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ: «أَلَا! إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا، أَلَا! إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

৭০৮৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। একদিন তিনি পূর্বদিকে মুখ করে বলছিলেন, মনে রেখ ফিৎনা এদিকে শুরু হবে মনে রেখ, ফিৎনা এদিকে শুরু হবে, যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

টীকা : পূর্ব দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হওয়ার মানে হচ্ছে, শয়তান প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে তার মাথা অথবা তার দু'বাহু প্রসারিত করে রাখে, যাতে সূর্য পূজকদের পূজা তার উদ্দেশ্যে হয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلٰكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا».

৭০৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য বৃষ্টিপাত বন্ধ হওয়াটাই কেবল দুর্ভিক্ষের নিদর্শন নয়। বরং অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে যদি যমিন তা ধারণ করতে না পারে তবে তা দুর্ভিক্ষের কারণ হয়ে থাকে।

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ - قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، نَحْوَ الْمَشْرِقِ: «الْفِتْنَةُ هٰهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ.

৭০৮৬। নাফে' (রা) ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফ্সার (রা) দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত দ্বারা পূর্বপ্রান্তের দিকে ইশারা করে বললেন, ফিৎনা এদিকে শুরু হবে যেদিক থেকে শয়তানের শিং (মাথা) উদিত হয়। এ কথা তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেছেন। এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা) তাঁর রিওয়ায়েতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার (রা) দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ: «هَا! إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا، هَا! إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا، هَا! إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

৭০৮৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বদিকে মুখ করে বললেন, সাবধান! ফিৎনা এদিকে, সাবধান! ফিৎনা এদিকে, সাবধান! ফিৎনা এদিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং (শির) উদিত হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هٰهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». يَعْنِي الْمَشْرِقَ.

৭০৮৮। সালেম ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-এর ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, কুফরের উৎস এদিক থেকে শুরু হয়েছে, যেদিক থেকে শয়তানের শিং (মাথা) উদিত হয় অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يُشِيرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «هَا! إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا، هَا! إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا» ثَلَاثًا «حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» يَعْنِي الْمَشْرِقَ.

৭০৮৯। হানযালা (রা) বলেন, আমি সালেমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি পূর্বদিকে হাত দ্বারা ইশারা করে বলেছেন, সাবধান! ফিৎনা এদিকে, সাবধান! ফিৎনা এদিকে; এভাবে তিনবার উল্লেখ করে বলেছেন, যেদিকে শয়তানের শিং (মাথা) উদিত হয় অর্থাৎ পূর্বদিক।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبَانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ، وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ! سَمِعْتُ أَبِي، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هٰهُنَا» وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ «مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ» وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَىٰ الَّذِي قَتَلَ، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا﴾ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ سَالِمٍ، لَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ سَالِمًا.

৭০৯০। ইবনে ফুজাইল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা (ফুজাইল) বলেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরাকবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা কেন তরুণী মেয়ে কামনা করছ আর পরিণত বয়স্কার উপর সওয়ার হচ্ছে? আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই ফিৎনা এদিক থেকে আসছে। এ সময় তিনি হাত দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করলেন,

যেদিক থেকে শয়তানের দু'শিং উদিত হয়। তোমাদের অবস্থা হল, তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছ। অবশ্য মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ মেরে ফেলেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন, হে মূসা! তুমি তো একটা প্রাণী হত্যা করেছ। যাক আপততঃ তোমাকে আমি চিন্তামুক্ত করে দিচ্ছি, অবশ্য তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষা করলাম। আহমদ ইবনে উমার তার বর্ণনায় বলেন عَنْ سَالِمٍ এবং তিনি "سَمِعْتُ سَالِمًا" এরূপ বলেননি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ، حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ». وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، بِتَبَالَةَ.

৭০৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত "জিলখালাসা" নামক মূর্তির চুতর্পার্শে দাওসের নারীদের পাছা না হেলে দুলে (অর্থাৎ তাদের মাজা হেলায়ে ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে)। "জিল খালাসা" ইয়েমেনের তাবালায় অবস্থিত একটা মূর্তি। দাওসের নারী পুরুষ জাহেলিয়াত যুগে এর পূজা করত।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو مَعْنٍ، زَيْدُ ابْنُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي مَعْنٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّىٰ تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٣ و الصف: ٩]. أَنَّ ذَلِكَ تَامٌّ، قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَىٰ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ».

৭০৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাতদিনের পালা শেষ হবে না (কিয়ামত

আসবে না) যে পর্যন্ত আবার 'লাত' ও 'উয্যার' পূজা না করা হয়। এ কথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো ধারণা করেছিলাম যখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন– "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে পরিপূর্ণ হিদায়াত ও সঠিক দীন (জীবন বিধান) দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি তা সকল ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও মুশরিকগণ তা পছন্দ না করুক" নিশ্চয়ই এ দীন পরিপূর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ আল্লাহর ইচ্ছায় তা অচিরে পরিপূর্ণ হবে। অতঃপর আল্লাহ (কিয়ামতের পূর্বে) একটা মনোরাম বাতাস পাঠাবেন (ছড়িয়ে দিবেন), তাতে সমস্ত ঈমানদার যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান আছে, মৃত্যুবরণ করবে। এরপর যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কল্যাণও (ঈমান) নেই, তারা বেঁচে থাকবে এবং তারা তাদের (মুশরিক) পিতৃপুরুষদের ধর্মের (শিরক) দিকে ফিরে যাবে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - وَهُوَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفرٍ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ». [راجع: ٣٩٦]

৭০৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার আগে কিয়ামত কায়েম হবে না : এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়ে বলবে, আহ! আমি যদি তার স্থলে হতাম।

টীকা : কিয়ামতের পূর্বে যখন বিভিন্ন রকমের ফিৎনা সৃষ্টি হবে এবং মানুষ চরম অশান্তি ভোগ করবে তখন তার কাছে জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, বাঁচার কোন সাধ থাকবে না। তখন অতিষ্ঠ হয়ে কবরের কাছে গিয়ে এরূপ আক্ষেপ করবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبَانَ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَىٰ الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَٰذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ».

৭০৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ মহান আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত এরূপ অবস্থা না দেখা দিবে, এক ব্যক্তি কবরের উপর গিয়ে লুটোপুটি খাবে এবং বলবে, আহ! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম! তার মধ্যে দীন (ঈমান) থাকবে না। শুধু বিপদ-আপদের কারণে জীবনের প্রতি এরূপ বীতশ্রদ্ধ হবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ -، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ».

৭০৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই মানুষের উপর এমন একটা যামানা আসবে যখন হত্যাকারী বুঝতে পারবে না কি কারণে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও বুঝতে পারবে না কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ، لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ» - فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ. الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبَانَ قَالَ: هُوَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، لَمْ يَذْكُرِ الْأَسْلَمِيَّ.

৭০৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, দুনিয়া ঐ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না মানুষের উপর এমন একটা যামানা আসে, সে সময় হত্যাকারী জানতে পারবে না কি কারণে হত্যা করেছে। অনুরূপ নিহত ব্যক্তিও জানতে পারেব না কি কারণে নিহত হয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করল, ঐ সময় পরিস্থিতি কেমন হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, গোলযোগপূর্ণ অবস্থা ঐ গোলযোগে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামে যাবে। ইবনে আবানের রিওয়ায়েতে ইয়াযীদ ইবনে কাইসান কেবল عَنْ اَبِى اِسْمَاعِيْلَ বলেছেন এবং اَلْاَسْلَمِى শব্দ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ،

عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ؛ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ».

৭০৯৭। সাঈদ আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, পবিত্র কা'বাকে আবিসিনিয়ার দুই মোশকধারী ব্যক্তি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ».

৭০৯৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্র কা'বাকে দুই মোশকধারী ব্যক্তি ধ্বংস করবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ يُخَرِّبُ بَيْتَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

৭০৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবিসিনিয়ার দুই মোশকধারী এক ব্যক্তি আল্লাহর ঘরকে (কাবা গৃহকে) ধ্বংস করবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ».

৭১০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার আগে কিয়ামত হবে না– এক ব্যক্তি 'কাহত্বান' থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, সে সব মানুষকে ডাণ্ডা দিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي، حَتَّىٰ يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ».

قَالَ مُسْلِم: هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ: شَرِيكٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَعُمَيْرٌ، وَعَبْدُ الْكَبِيرِ، بَنُو عَبْدِ الْمَجِيدِ.

৭১০১। আবদুল হামিদ ইবনে জা'ফার বলেন, আমি উমার ইবনে হাকামকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবু হুরায়রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী, বলেন, রাত ও দিনের পালা এর আগে শেষ হবে না যে, এক ব্যক্তি শাসনকর্তা হবে যে জাহ্‌জাহ্ নামে অভিহিত হবে। মুসলিম (র) বলেন, এ হাদীসের রাবী আবদুল কবীর যিনি আবদুল মজীদের ছেলে, তারা চার ভাই শুরাইক, ওবায়দুল্লাহ, উমাইর ও আবদুল কবীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ- قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ».

৭১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত এ পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করবে যাদের চেহারা হবে ইস্পাত নির্মিত ঢালের ন্যায়। এবং কিয়ামত ঐ পর্যন্ত হবে না যে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ না কর এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যাদের জুতা হবে পশমের তৈরী।

টীকা : এ হাদীসে তুর্কী সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যেসব নিদর্শন ব্যক্ত করেছেন তা হুবহু তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে। ইস্পাত নির্মিত ঢাল যেমনি শক্ত ও চেপ্টা, তাদের চেহারাও তেমনি মজবুত ও চেপ্টা। তাছাড়া তারা পশমের তৈরী জুতা পরিধান করে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ».

৭১০৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ঐ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের সাথে এমন এক সম্প্রদায় যুদ্ধে লিপ্ত না হবে; যারা পশমের তৈরী জুতা পরিধান করে এবং তাদের চেহারা ইস্পাত নির্মিত ঢালের ন্যায় মজবুত ও চেপ্টা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، ذُلْفَ الْآنُفِ».

৭১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ঐ পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হবে, যাদের জুতা হবে পশমের তৈরী এবং কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত যুদ্ধ না করবে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যাদের চোখগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নাক থেবড়া ও মোটা।

টীকা : এসব নির্দশন তুর্কীদের মধ্যে হুবহু বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ».

৭১০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত মুসলমানদের তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ না হয়। মুসলমানরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা ইস্পাত নির্মিত ঢালের ন্যায় (মজবুত ও চ্যাপ্টা), তারা পশমের তৈরী পোষাক পরিধান করবে এবং পশমের তৈরী জুতা পরে হাঁটবে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، حُمْرُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْأَعْيُنِ».

৭১০৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের দ্বারা তৈরী। যেন তাদের চেহারা ইস্পাত নির্মিত ঢালের ন্যায় (মজবুত ও চ্যাপ্টা) লাল চেহারা বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখওয়ালা।

টীকা : এসব নিদর্শনও তুর্কীদের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান। কাজেই তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لَا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا». قَالَ قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ: أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَا: لَا.

৭১০৭। জুরাইরী (র) আবু নাদরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু নাদরা বলেন, আমরা একদিন জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) নিকট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন ইরাকবাসীদের নিকট কাফিজ ও দিরহাম আসা বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিক থেকে? তিনি বললেন, আজমের (অনারব) তরফ থেকে। তারা তা (জিযিয়া বা যাকাত স্বরূপ) দেয়া বন্ধ করে দেবে। একটু পর আবার বললেন, অচিরেই এমন সময় আসবে যে সিরিয়াবাসীদের নিকট দীনার ও আদী আর আসবে না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কোত্থেকে আসবে না? তিনি বললেন, রোমের তরফ থেকে। এরপর কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ যামানায় আমার উম্মাতের মধ্যে একজন খলীফা হবে যিনি ধনদৌলত দু'হাতে 'আঁজল' ভরে দান করবেন, গুনে গুনে দিবেন না। রাবী বলেন, আমি আবু মাদরাকে ও আবুল আলাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি ধারণা করেছেন যে, খলীফা উমার ইবনে আবদুল আজীজ (রা)? তাঁরা বললেন, 'না'।

টীকা : ইরাকে প্রচলিত মুদ্রা ও বাটখারার নাম দিরহাম ও কাফিজ এবং সিরিয়ায় প্রচলিত মুদ্রা ও বাটখারার নাম দীনার ও আদী। এগুলো বন্ধ হওয়ার মানে হচ্ছে, 'জিযিয়া' বা যাকাত হিসেবে আসবে না। রাসূলুল্লাহর সময় ও খলিফা যুগে অমুসলিমরা জিযিয়া প্রদান করত ও মুসলমানরা রীতিমত যাকাত প্রদান করত। পরবর্তী যুগে কাফিরদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ার দরুন অথবা কিছু কিছু মুসলমান মুরতাদ হওয়ার দরুন এগুলো বন্ধ করে দেবে। তা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২. হাদীসে উল্লিখিত খলীফা কারো কারো মতে খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) যাকে অনেকে পঞ্চম খলীফা হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য ব্যক্তি তিনি নন। সম্ভবতঃ তিনি ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম। তাঁর সময়ে সারা বিশ্বে মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় সূচিত হবে এবং ধন সম্পদের প্রাচুর্য হবে। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হবে অতএব বর্তমানে যেমন সীমিত সম্পদ গুনে গুনে হিসেব করে জনগণের মাঝে বন্টন করা হয়, তখন এরূপ গণনা করা হবে না।

وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৭১০৭(ক)। সাঈদুল জুরাইরী এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ [السَّعْدِيُّ]: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْيًا، وَلَا يَعُدُّهُ عَدَدًا». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ: «يَحْثِي الْمَالَ».

৭১০৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের খলীফাদের মধ্যে (শেষ যামানায়) একজন খলীফা হবে, যে হাতের আজল ভরে ধন-সম্পদ লুটিয়ে দেবে, গণনা করে দিবে না। ইবনে হাজারের বর্ণনায় "يَحْثُو المَالَ" এর পরিবর্তে "يَحْثِي المَالَ" বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ».

৭১০৯। আবু সাঈদ ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ যামানায় একজন খলীফা হবে, সে ধন-সম্পদ বণ্টন করবে এবং তা গণনা করবে না।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭১১০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ، حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، جَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: «بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ».

৭১১১। আবু মুসলিমা বলেন, আমি আবু নাদরাকে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে

হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, আমাকে আমার চেয়েও সেরা ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আম্মারকে লক্ষ্য করে একটা মন্তব্য করেছিলেন।

যখন আম্মার (রা) খন্দক খনন করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ইবনে সামিইয়্যার প্রতি অভিশাপ হোক। হে আম্মার! তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

টীকা : এটাও রাসূলুল্লাহর একটা ভবিষ্যৎবাণী যা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব কলহ সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে একদল বিদ্রোহী আলীর (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আম্মার (রা) আলীর (রা) পক্ষে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম করছিলেন। অপরদিকে বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব করছিল যিয়াদ ইবনে সামিইয়্যাহ। অবশেষে বিদ্রোহী দলের হাতে আম্মার (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

وحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَبُو قَتَادَةَ - وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي أَبَا قَتَادَةَ - وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: وَيَقُولُ: «وَيْسَ» أَوْ [يَقُولُ]: «يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ».

৭১১২। শু'বা আবু মুসলিমা (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে, নযরের হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমাকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জানিয়েছেন অর্থাৎ আবু কাতাদা (রা)। খালিদ ইবনে হারিসের হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমার ধারণা তিনি (নযর) আবু কাতাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া খালিদের হাদীসে রয়েছে এবং তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলছিলেন, আহ আফসুস! ইবনে সামিইয়্যার প্রতি!

وحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - قَالَ عُقْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا - غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

৭১১৩। শু'বা (রা) বলেন, আমি খালিদকে (রা) সাঈদ ইবনে আবুল হাসান থেকে, তিনি তাঁর মা থেকে, তিনি উম্মু সালমা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। উম্মু

সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন, তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭১১৪। উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

৭১১৫। উম্মু সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আম্মারকে (রা) বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ».

৭১১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতকে ধ্বংস করবে কুরাইশের এ গোত্রটি। সাথীগণ জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমাদেরকে কি আদেশ করবেন? তিনি বললেন, যদি সব লোক তাদের থেকে আলাদা থাকত (তবে ভাল হতো)।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي مَعْنَاهُ.

৭১১৭। শু'বা এ সূত্রে পূর্বের হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ مَاتَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

৭১১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিস্‌রা' মারা গেছে এরপর আর কোন কিসরা হবে না। এবং যখন 'কায়সার' মারা যাবে তারপর আর কোন 'কায়সার' হবে না। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, উভয়ের ধনরাশি অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়িত হবে।

টীকা : প্রাচীনকালে রোমের শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল "কায়সার" এবং পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল কিসরা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ দু'সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, এ দুই বিশাল ভূখণ্ড অচিরেই মুসলমানদের করতলগত হবে এবং তথায় মুসলমানদের হুকুমত (শাসন) প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন এ দুই ভূখণ্ডের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হাতে আসবে, এবং তারা তা আল্লাহর দীনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে উভয় সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়েছে এবং সেখানে ইসলামী হুকুম কায়েম হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (র) ও অধিকাংশ আলেমদের মতে এ হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে, ইরাকে আর কিসরার শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না এবং সিরিয়ায় কায়সারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। রাসূলুল্লাহর যুগে এ দু'দেশের উপর তথা অধিকাংশ আরব বিশ্বের উপর কিসরা ও কায়সারের প্রভাব বিরাজ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আয় তাঁর জীবদ্দশাতেই কিসরা ও কায়সারের উপর ইসলামের প্রভাব অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে উমারের শাসনামলে তাদের প্রভুত্ব চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। এবং তথায় মুসলমানদের হুকুমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহর (সা) এ ভবিষ্যতবাণীই ব্যক্ত হয়েছে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ وَمَعْنَىٰ حَدِيثِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ كِسْرَىٰ ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

৭১১৯। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) বলেন, আমাদেরকে আবু হুরায়রা (রা) যে কয়টি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন তা এই এই বলে তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করলেন। তন্মধ্যে একটা এই : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিসরা মারা গেছে। এরপর আর কিসরার হুকুমত কায়েম হবে না। কায়সারও অচিরেই হালাক হয়ে যাবে। তারপর আর কোন কায়সার হবে না এবং কিসরা ও কায়সারের যাবতীয় ধনভাণ্ডার (তাদের পতনের পর) আল্লাহর রাস্তায় (ইসলামের জন্য) বণ্টন হবে। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তা ব্যয় করা হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَوَاءً.

৭১২০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কিসরা হালাক হবে তারপর আর কোন কিসরা হবে না।... এরপর অবিকল আবু হুরায়রার হাদীস সদৃশ উল্লেখ করেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ».

قَالَ قُتَيْبَةُ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَشُكَّ.

৭১২১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি একদল মুসলমান অথবা বলেছেন, একদল ঈমানদার অচিরে 'কিসরার' বংশধরদের গচ্ছিত ধনরাশি যা (কাসরি আবইয়ায) আবইয়ায্ নামক বালাখানায় সংরক্ষিত আছে অধিকার করবে কুতাইবা 'মিনাল মুসলিমিন' বলেছেন এবং কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

৭১২২। সাম্মাক ইবনে হারব বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি... আবু আওয়ামার হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحٰقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا».

قَالَ ثَوْرٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُ الثَّانِيَةَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُ الثَّالِثَةَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُونَهَا فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ، وَيَرْجِعُونَ».

৭১২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এমন একটা শহরের কথা শুনেছ যার একপ্রান্ত স্থলভাগে এবং একপ্রান্ত জলভাগে? সাথীরা বললেন, হাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামত এর পূর্বে কায়েম হবে না যতক্ষণ ঐ শহর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে না আসে। বনি ইসহাক থেকে সত্তর হাজার লোক সেখানে যুদ্ধ করবে। যখন মুসলমান সেখানে পৌঁছে যাবে তারা কোন অস্ত্র ব্যবহার করবে না এবং তীরও ছুঁড়বে না। তারা কেবল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বলবে সাথে সাথে শহরের একদিক অবনত হবে। আমার যতটুকু বিশ্বাস, তিনি বলেছেন যেদিক সমুদ্রের দিকে অবস্থিত প্রথমে সেদিক পরাভূত হবে। তারপর দ্বিতীয়বার তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বলবে দ্বিতীয় অংশও তাদের কাছে নতি স্বীকার করবে। এরপর তৃতীয়বার যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলবে, তখন তাদের জন্য শহরের দরজা খুলে দেয়া হবে (বা আল্লাহর তরফ থেকে) এমনি খুলে যাবে। অতঃপর মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করতঃ গণিমতের মাল-সম্পদ জমা করবে। তারা গণিমতের মাল বণ্টন করতে থাকবে, এমন সময় একজন বার্তাবাহক এসে বলবে, দাজ্জাল এসে গেছে।" এ খবর শুনামাত্র তারা (মাল-সম্পদ) সবকিছু ছেড়ে সেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

৭১২৪। এ সূত্রে সাওর ইবনে যায়েদ দাইলী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودُ، فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّىٰ يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ! هٰذَا يَهُودِيٌّ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ».

৭১২৫। ইবনে উমার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদী সম্প্রদায় অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তোমরা অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি (আল্লাহর হুকুমে) পাথর তাদের সন্ধান দিয়ে বলবে, হে মুসলিম! এই একটা ইহুদী! আস, একে কতল কর।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ - وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : «هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي».

৭১২৬। ইয়াহইয়া উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর হাদীসে বলেছেন– 'এই আমার পিছনে একজন ইহুদী'।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «تَقْتَتِلُونَ أَنْتُمْ وَيَهُودُ، حَتَّىٰ يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ! هَٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، تَعَالَ فَاقْتُلْهُ».

৭১২৭। উমার ইবনে হামযা বলেন, আমি সালেমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা এবং ইহুদী সম্প্রদায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। (তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে) এমনকি পাথর বলে দিবে– হে মুসলিম! এই যে আমার পিছনে একজন ইহুদী! আস, একে হত্যা কর।

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَالِمُ [بْنُ عَبْدِ اللهِ]؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّىٰ يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ! هَٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ».

৭১২৮। সালেম বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদী সম্প্রদায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাতে তোমরা তাদের উপর গালেব (জয়ী) হবে। এমনকি পাথর তোমাদের (সহায়তা করতঃ) বলবে, হে মুসলিম! এই একজন ইহুদী আমার পিছনে, তাকে হত্যা কর।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّىٰ يَخْتَبِىءَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللهِ! هَٰذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ».

৭১২৯। সুহাইল (রা) তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ঐ পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ না হবে। মুসলমান ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করবে। তারা কিছুতেই রেহাই পাবে না। এমনকি কোন কোন ইহুদী পাথরের পশ্চাতে অথবা গাছের পশ্চাতে লুকিয়ে থাকবে। তখন পাথর বা গাছ বলে দিবে– হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দাহ! এই যে, একজন ইহুদী আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। আস একে হত্যা কর। তবে 'গারকাদ' নামক বৃক্ষ দেখিয়ে দিবে না, এটা ইহুদীদের সহায়তাকারী গাছ।

টীকা : 'গারকাদ' এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ। বায়তুল মাকদাসের এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এ গাছ তাদের সন্ধান জানিয়ে দিবে না। তাই বলা হয়েছে- فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا - أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ». وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ: قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৭১৩০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। আবুল আহওয়াসের হাদীসে বাড়ানো হয়েছে। সাম্মাক বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? জাবির (রা) বললেন, হাঁ শুনেছি।

وحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. قَالَ سِمَاكٌ: وَسَمِعْتُ أَخِي يَقُولُ: قَالَ جَابِرٌ: فَاحْذَرُوهُمْ.

৭১৩১। শু'বা সাম্মাক থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাম্মাক বলেন, আমি আমার ভাইকে বলতে শুনেছি, জাবির (রা) বললেন, অতএব তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাক।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ». [راجع: ٣٩٦]

৭১৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের আবির্ভাব না হবে, যাদের সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি হবে। তারা প্রত্যেকে দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছে)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى يَنْبَعِثَ.

৭১৩৩। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেবল ব্যতিক্রম এতটুকু তিনি বলেন "يَنْبَعِثُ" , "يُبْعَثُ" এর স্থলে।

অনুচ্ছেদ : ১

ইবনে সাইয়্যাদের বিবরণ।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَرِهَ ذٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَقَالَ: لَا، بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَرْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَىٰ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ».

৭১৩৪। আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা কিছুসংখ্যক বালকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের মধ্যে ইবনে সাইয়্যাদও ছিল। (আমাদেরকে দেখে) বালকেরা সব পালিয়ে গেল কিন্তু ইবনে সাইয়্যাদ বসে রইল। তার এরূপ আচরণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খব অপছন্দ করলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার হাত ভূলুণ্ঠিত হউক। তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল 'না' বরং আপনি সাক্ষ্যদিন যে আমি আল্লাহর রাসূল।

এ কথা শুনে উমার ইবনে খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলুন, আমি তাকে কতল করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি যাকে দেখা যাচ্ছে যদি সেই (দাজ্জাল) হয়, তবে তাকে কতল করতে সক্ষম হবে না।

টীকা : এ হাদীসে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের মতে ইবনে সাইয়্যাদই মসীহ দাজ্জাল রূপে কিয়ামতের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করবে। কেননা দাজ্জালের যেসব নিদর্শন হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে তা ইবনে সাইয়্যাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত জাবির (রা) ও ইবনে উমার (রা) সাইয়্যাদকে দাজ্জাল রূপে চিহ্নিত করেছেন। উপরোক্ত হাদীসেও কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কারভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেননি। অন্যান্যদের মতে এ মসীহ দাজ্জাল নয়। তবে দাজ্জালের কিছু নিদর্শন তার মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তাকে কেউ কেউ দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করছে।

এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই জাগতে পারে ইবনে সাইয়্যাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে রাসূল হওয়ার দাবী করল। হযরত উমারের ন্যায় ব্যক্তিত্বের সামনে এমন দৌরাত্ম্য দেখাল। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন বরং উমারকে কতলের অনুমতি প্রদান করেননি। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।

(১) ইবনে সাইয়্যাদ তখন নাবালেগ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। অতএব তার উপর শরীয়তের বিধান কায়েম করেননি। (২) ইহুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। ইবনে সাইয়্যাদ যেহেতু ইহুদী ছিল অথবা ইহুদীদের সাথে শামিল ছিল। অতএব তিনি তাকে হত্যা করার অনুমতি দেননি। (৩) অথবা তার স্বরূপ পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত হওয়ার জন্যে তাকে সুযোগ দিলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَرْنَا بِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا» فَقَالَ: دُخٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ، فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ، لَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ».

৭১৩৫। শাকীক (রা) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বলেন, আমরা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাঁটছিলাম এবং ইবনে সাইয়্যাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমার কাছে একটা বিষয় গোপন রেখেছি। তখন সে বলল, 'দুখ্‌খুন'। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দূর হ শয়তান! তুই তোর এ স্তর অতিক্রম করতে পারবি না। তখন উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে ছেড়ে দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। যার জন্য আশঙ্কা করছ এ যদি সে-ই হয়, তবে তাকে কতল করতে সক্ষম হবে না।

টীকা : ইবনে সাইয়্যাদ একজন 'কাহেন' বা গণক ছিল। শয়তান তাকে কিছু অজানা জিনিষ জানিয়ে দিত। তাই সে গায়েব জানার দাবী করত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতে দুখান "فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ" হাতে নিয়ে তাকে পরীক্ষাচ্ছলে বললেন, আমি তোমার জন্য একটা গোপন জিনিস নিয়ে এসেছি। তখন সে বলে উঠল, দুখ্‌খুন। এতে রাসূলুল্লাহ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এটা শয়তানের শিখানো বুলি। তাই স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, "দূর হ! তুই এ স্তর থেকে অতিক্রম করতে পারবি না" অর্থাৎ গণনা ও শয়তানের মন্ত্র শিখে কিছু কিছু কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, এতটুকু তার কৃতিত্ব। এর অতিরিক্ত কোন যোগ্যতা তার নেই এবং তা অর্জনও করতে সক্ষম হবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَقَالَ هُوَ: [أَ]تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، مَا تَرَىٰ؟» قَالَ: أَرَىٰ عَرْشًا عَلَىٰ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَىٰ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَىٰ الْبَحْرِ، وَمَا تَرَىٰ؟» قَالَ: أَرَىٰ صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لُبِسَ عَلَيْهِ، دَعُوهُ».

৭১৩৬। আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার কোন রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) ইবনে সাইয়্যাদের সাথে মিলিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে উত্তরে বলল, আপনি সাক্ষ্য দিন যে, আমি আল্লাহর রাসূল। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতা ও কিতাবসমূহের উপর ঈমান এনেছি। তুমি কি দেখছ? সে বলল, আমি পানির উপর একটা সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সমুদ্রের উপর ইবলীসের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছ। আর কি দেখছ? সে বলল, আমি দেখছি কিছু সংখ্যক সত্যবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদী অথবা বলল, না, কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে ছাড় (তাঁর অবস্থার উপর ছেড়ে দাও), এর উপর এর বিষয় এলোমেলো হয়ে গেছে।

টীকা : অর্থাৎ শয়তান ইবলিশ তাকে যেসব বিষয় জানিয়ে দেয় ও দেখিয়ে দেয়, তা সে অনেক সময় বুঝতে না পেরে উল্টো প্রকাশ করে। এ কথাটাও সে অনুরূপ উল্টাপাল্টা বলেছে।

حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي [قال]: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَقِيَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَابْنُ صَائِدٍ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ.

৭১৩৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইবনে সাইয়্যাদের সাথে মিলিত হলেন। তাঁর সাথে আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) ছিলেন, এবং ইবনে সাইয়্যাদ কিছুসংখ্যক যুবকদের সাথে ছিল। বাকী জুরাইরীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ صَيَّادٍ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَقَالَ لِي: [أَ]مَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ، يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ، أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ» قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَقَدْ وُلِدَ لِي، أَوَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ» قُلْتُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَقَدْ وُلِدْتُ بِالْمَدِينَةِ، وَهَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ - قَالَ -: ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ: أَمَا، وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْلَمُ مَوْلِدَهُ، وَمَكَانَهُ وَأَيْنَ هُوَ. قَالَ: فَلَبَسَنِي.

৭১৩৮। আবু নাদরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি একবার মক্কা পর্যন্ত ইবনে সাইয়্যাদের সাথে ছিলাম। তখন (পথে) সে আমাকে বলল, আপনি কি এমন কিছু সংখ্যক লোকের সাথে মিলিত হয়েছেন যারা ধারণা করে যে, আমি নাকি দাজ্জাল? আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেননি যে, তার কোন সন্তান হবে না? আমি বললাম, হাঁ! শুনেছি? তখন সে বলল, আমার তো সন্তান হয়েছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেননি যে, দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? আমি বললাম, হাঁ শুনেছি। তখন সে বলল, তাহলে আমি তো মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, অতঃপর শেষ কথা সে আমাকে বলল, মনে রাখুন! খোদার কসম! আমি অবশ্যই তার জন্মস্থান, বাসস্থান এবং তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এরপর সে আমাকে রীতিমত দ্বিধা ও সংশয়ে ফেলে দিল (আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না)।

টীকা : দাজ্জালের যেসব নিদর্শন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, তার কিছু কিছু নিদর্শন ইবনে সাইয়্যাদের মধ্যে বিদ্যমান আর কিছু কিছু নিদর্শন তার মধ্যে অনুপস্থিত। তাই সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন যে, সেই মসীহ দাজ্জাল। আর অনেকে তা স্বীকার করেননি। উপরোক্ত হাদীসও প্রমাণ করে যে, সে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ صَائِدٍ، فَأَخَذَتْنِي مِنْهُ ذَمَامَةٌ : هَٰذَا عَذَرْتُ النَّاسَ، مَالِي وَلَكُمْ؟ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ! أَلَمْ يَقُلْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : «إِنَّهُ يَهُودِيٌّ» وَقَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ : «وَلَا يُولَدُ لَهُ» وَقَدْ وُلِدَ لِي، وَقَالَ : «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ» وَقَدْ حَجَجْتُ .

قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيَّ قَوْلُهُ، قَالَ : فَقَالَ [لَهُ] : أَمَا ، وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْلَمُ الْآنَ حَيْثُ هُوَ، وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ : وَقِيلَ لَهُ : أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ فَقَالَ : لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ .

৭১৩৯। আবু সাঈদ খুরদি (রা) বলেন, আমাকে ইবনে সাইয়্যাদ কিছু কথা বলেছে। তাতে আমার মধ্যে কিছু খারাপ প্রতিক্রিয়া (দ্বিধা দ্বন্দ্ব) সৃষ্টি হয়ে গেছে। তা হচ্ছে ইবনে সাইয়্যাদের এ বক্তব্য : আমি মানুষকে এ বলে শাসিয়েছি, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি? হে মুহাম্মাদের সাথীগণ! আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা) কি বলেননি যে, সে (দাজ্জাল) একজন ইহুদী হবে? অথচ আমি মুসলমান হয়েছি। তিনি বলেছেন, তার কোন সন্তান হবে না, অথচ আমার সন্তান আছে এবং তিনি বলেছেন, আল্লাহ তার উপর মক্কায় প্রবেশ হারাম করে দিয়েছেন, অথচ আমি হজ্জ করেছি। রাবী (আবু সাঈদ) বলেন, সে এভাবে বলে যাচ্ছিল যাতে করে তার কথা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। এরপর সে বলল, মনে রাখুন! খোদার কসম, আমি এ মুহূর্তে অবশ্যই জানি সে কোথায় আছে। এবং তার পিতা মাতাকেও আমি চিনি। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল। আচ্ছা! তুমিই যদি সেই কথিত ব্যক্তি হও, তবে তুমি কি আনন্দিত হবে? সে বলল, যদি আমার উপর এ দোষ আরোপ করা হয় তবে আমি নারায নই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ : أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ، قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ، قَالَ : وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي، فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، قَالَ : فَفَعَلَ، قَالَ : فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٍّ، فَقَالَ : اشْرَبْ، أَبَا سَعِيدٍ! فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ، مَا بِي إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ - أَوْ قَالَ آخُذَ عَنْ يَدِهِ -

فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ، مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ كَافِرٌ» وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ» وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ» وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ؟.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ [الْخُدْرِيُّ]: حَتَّىٰ كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا، وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الْآنَ.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ، سَائِرَ الْيَوْمِ.

৭১৪০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে অথবা উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি। আমাদের সাথে ছিল ইবনে সাইয়্যাদ। পথে আমরা এক মঞ্জিলে অবস্থান করলাম। সব লোক এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। কেবল আমি ও সে থেকে গেলাম। তখন আমি তার কথা ভেবে ও তার সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয় তা মনে করে অত্যধিক ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সে তার সামান উঠায়ে আমার জিনিসপত্রের সাথে রাখল। তখন আমি বললাম, গরম খুব বেশী বোধ হচ্ছে। যদি তোমার দ্রব্য-সামগ্রী ঐ গাছের নীচে রাখতে ভাল হতো। আমার কথায় সে তা-ই করল। এরপর আমাদের জন্য একটা বকরীর পাল নিয়ে আসা হল। তখন সে গিয়ে কিছু দুধ এনে আমাকে বলল, আবু সাঈদ! পান করুন! আমি বললাম, গরম খুব বেশী বোধ হচ্ছে আর দুধও গরম (তাই পান করব না), আমার তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। তবে আমি তার হাত থেকে পান করা অথবা তার হাত থেকে গ্রহণ করা পছন্দ করিনি। এরপর সে বলল, আবু সাঈদ! আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা রশি নিয়ে এটা কোন গাছে ঝুলাই, তারপর নিজের গলায় ফাঁসি লাগাই এবং আমার সম্পর্কে মানুষ যেসব কথাবার্তা বলে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করি। হে আবু সাঈদ! রাসূলুল্লাহর হাদীস যাদের নিকট অজানা তাদের কথা বাদ দিলাম কিন্তু আপনাদের আনসার সম্প্রদায়ের নিকট তাতো অজানা নেই। আপনি কি রাসূলুল্লাহর হাদীস সম্পর্কে অধিক অবহিত নন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে ব্যক্তি (দাজ্জাল) কাফির হবে? অথচ আমি একজন মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে নিঃসন্তান হবে? তার কোন সন্তান থাকবে না? অথচ আমি মদীনায় আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি, সে মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদীনা থেকে আসলাম এবং মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। আবু সাঈদ বলেন, তার কথায় আমি

প্রভাবান্বিত হলাম, এমনকি তার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হল। অতঃপর সে পুনরায় বলল, মনে রাখুন! আমি কসম করে বলছি, আমি তাকে ভাল করে চিনি এবং তার জন্মস্থান ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অবহিত আছি। আবু সাঈদ বলেন, আমি তাকে বললাম, তোমার সারাটা দিন বরবাদ হোক।

টীকা : ইবনে সাইয়্যাদের কথায় আবু সাঈদ খুদরী (রা) অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে যখন সে দাবী করল যে, সে দাজ্জালের জন্মস্থান বাসস্থান অবস্থান সবকিছু জানে, তখন তিনি তার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তাই তিনি তাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, তোমার সারাদিন বরবাদ হোক।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ: «مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكٌ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! قَالَ: «صَدَقْتَ».

৭১৪১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সাইয়্যাদকে জিজ্ঞেস করলেন, বেহেশতের মাটি কিরূপ? সে বলল, মেশকের সুগন্ধিযুক্ত পরিষ্কার সাদা আটার ন্যায়, হে আবুল কাসেম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হা! তুমি সত্য বলেছ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: «دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكٌ خَالِصٌ».

৭১৪২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে সাইয়্যাদকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, খাঁটি মেশকের সুবাসযুক্ত সাদা পরিষ্কার আটার ন্যায়।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ، فَقُلْتُ: أَتَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

৭১৪৩। মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির বলেন, আমি দেখলাম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছেন যে, ইবনে সাইয়্যাদই প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নামে কসম করছেন? তিনি বললেন, আমি উমার (রা)-কে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নিকট এ কথার উপর কসম খেতে শুনেছি। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করেননি।

টীকা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কথিত ইবনে সাইয়্যাদই মসীহ দাজ্জাল রূপে কিয়ামতের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করবে। তবে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার কোন মন্তব্য নেই। তাই বিষয়টা সন্দেহযুক্ত।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّىٰ وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ - يَوْمَئِذٍ - الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّىٰ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنِ صَيَّادٍ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَاذَا تَرَىٰ؟» قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا» فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: «هُوَ الدُّخُّ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «[اخْسَأْ]، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَرْنِي. يَا رَسُولَ اللهِ! أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» [انظر: ٧٣٤٧].

وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ [الْأَنْصَارِيُّ] إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ، طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ [وَ]هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ، لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ!- وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ -

هَٰذَا مُحَمَّدٌ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ».

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا [وَ]قَدْ أَنْذَرَ[هُ] قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَٰكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بِأَعْوَرَ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَّالَ: «إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ، أَوْ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ» وَقَالَ: «تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - حَتَّىٰ يَمُوتَ». [راجع: ٤٢٥]

৭১৪৪। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন, তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) জানিয়েছেন যে, একবার উমার ইবনে খাত্তাব (রা) কতিপয় সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইবনে সাইয়্যাদের দিকে রওয়ানা হলেন। অবশেষে তাকে দেখলেন, বনি মাগালার মহল্লার পাশে সে ছেলেপেলের সাথে খেলাধুলা করছে। তখন ইবনে সাইয়্যাদ বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছেছে। সে অন্য মনস্ক ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিঠে হাত মারার আগে সে কিছুই খেয়াল করেনি। খেয়াল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সাইয়্যাদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল? ইবনে সাইয়্যাদ রাসূলুল্লাহর দিকে চোখ উঠিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) রাসূল। অতঃপর সে পাল্টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কি দেখছ? ইবনে সাইয়্যাদ বলল, আমার নিকট একজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার উপর বিষয়টা এলোমেলো হয়ে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস গোপন রেখেছি। ইবনে সাইয়্যাদ বলল, তা হচ্ছে দুখ্ (আয়াতে দুখান পরিষ্কার বলতে না পেরে 'দুখ্ দুখ্ বলছিল)। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "দূর হও, তুমি তোমার এ স্তর থেকে আর কখনও অতিক্রম

করতে পারবে না।" এসময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ ব্যক্তিই কথিত দাজ্জাল হয়, তবে কখনও তার উপর জয়ী হতে পারবে না। আর যদি দাজ্জাল না হয়, তবে তার হত্যায় তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উবাই ইবনে কা'ব (রা) ঐ খেজুর বাগানের দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইবনে সাইয়্যাদ থাকে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বাগানে ঢুকলেন, নিজেকে খেজুর ডালের মধ্যে লুকিয়ে অগ্রসর হতে থাকলেন। ইবনে সাইয়্যাদ যাতে তাঁকে দেখতে না পায়। ইবনে সাইয়্যাদের কিছু কথা শুনার অভিপ্রায়ে তিনি এ কৌশল অবলম্বন করছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে দেখতে পেলেন একটা বিছানার উপর শুয়ে আছে। গায়ে তার একটা মখমলের চাদর। ক্ষীণ আওয়ায শুনা যাচ্ছে। ইবনে সাইয়্যাদের মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেজুর ডালের মধ্যে আত্মগোপন করা অবস্থায় দেখতে পেল। দেখেই ইবনে সাইয়্যাদকে নাম ধরে ডাকল, হে সাফ! (এটাই ইবনে সাইয়্যাদের আসল নাম) এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তৎক্ষণাত ইবনে সাইয়্যাদ উঠে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তার মা তাকে না উঠায়ে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দিত তবে তার রহস্য উদঘাটিত হতো।

সালেম বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান যথাযোগ্য নিয়মে আদায় করলেন। তারপর দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। যে কোন নবী তার কওমকে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। হযরত নূহ আলাইহিসাল্লাম তাঁর কওমকে সাবধান করেছেন। তবে আমি তোমাদেরকে একটা কথা (স্বতন্ত্রভাবে) বলছি, যা কোন নবী তাঁর কওমকে বলেননি। তোমরা জেনে রাখ, দাজ্জাল কানা হবে এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা কানা নন। ইবনে শিহাব বলেন, আমাকে উমার ইবনে সাবিত আনসারী জানিয়েছে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবী জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেদিন লোকদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেছেন, সেদিন এ কথা বলেছেন, "তার দু'চোখের মাঝখানে (কপালে) লিখা আছে "কাফির"। যত লোক তার কার্যকলাপকে ঘৃণা করবে সবাই তা পড়তে পারবে। অথবা বলেছেন, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে। এবং তিনি আরও বলেছেন, তোমরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর তোমাদের কেউ (পার্থিব জগতে) মৃত্যুর আগে তাঁর প্রভুকে (আল্লাহকে) কখনও দেখতে পাবে না।

টীকা : এ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। একদলের (মু'তাযিলাদের) ধারণা আল্লাহকে কোন মানুষ কোন জগতেই দেখতে পাবে না। পরকালেও দেখবে না। তারা কুরআনের এ আয়াত لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ দ্বারা প্রমাণ করে। অন্যদল বলে তা অসম্ভব নয়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই

তা সম্ভব। এদের প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে মহান প্রভুকে দেখতে পেয়েছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, দুনিয়াতে কেউ আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হবে না। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বরও দেখতে সক্ষম হননি। আল্লাহ বলেছেন "لَنْ تَرَانِي" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে আল্লাহর সবচেয়ে অধিক নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করেছেন বটে, কিন্তু সামনাসামনি দেখেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পরকালে যারা বেহেশতী হবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেছেন, "পরকালে কিছু চেহারা অতি উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রভুর দিকে চেয়ে থাকবে।"

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، حَتَّىٰ وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلَامًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ، يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ حَدِيثِ عُمَرَ ابْنِ ثَابِتٍ - وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ» - قَالَ: لَوْ تَرَكَتْهُ أُمُّهُ، بَيَّنَ أَمْرَهُ [راجع: ٧٣٤٤].

৭১৪৫। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর একদল সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উমার ইবনে খাত্তাবও (রা) ছিলেন। পথে ইবনে সাইয়্যাদকে দেখতে পেলেন। সে তখনও যুবক, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেছে। দেখলেন, সে বনি মুয়াবিয়ার মহল্লার নিকটে ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছে... অবশিষ্ট হাদীস ইউনুসের হাদীস সদৃশ। উমার ইবনে সাবিতের হাদীসের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইয়াকুব সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার ব্যাখ্যায় لَوْ تَرَكَتْه بُيِّنَ আমার পিতা বলেছেন, তার মা যদি তাকে খবর না দিয়ে এমনিই ছেড়ে দিত তবে তার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যেত।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ

ابْنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَهُوَ غُلَامٌ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، إِلَى النَّخْلِ.

৭১৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কতিপয় সাহাবীদেরকে নিয়ে ইবনে সাইয়্যাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাদের মধ্যে উমার ইবনে খাত্তাবও (রা) ছিলেন। দেখলেন সে বনি মুগালার মহল্লার নিকট ছেলেপেলেদের সাথে খেলছে। তখনও সে তরুণ যুবক... ইউনুস ও সালেহের হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণিত। পার্থক্য এই, আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনে উমারের ঐ হাদীস উল্লেখ করেননি, যাতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বের সাথে খেজুর বাগানে রওয়ানা হয়েছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَغْضَبَهُ، فَانْتَفَخَ حَتَّىٰ مَلَأَ السِّكَّةَ، فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ! مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا».

৭১৪৭। নাফে' বলেন, একবার ইবনে উমারের (রা) সাথে মদীনার কোন রাস্তায় ইবনে সাইয়্যাদের দেখা হলে ইবনে উমার (রা) তাকে এমন একটা কথা বললেন, যা তাকে ক্রোধান্বিত করে ফেলল। ক্রোধে সে ফুলতে আরম্ভ করল, এমনকি রাস্তা জুড়ে ফেলল। এরপর ইবনে উমার (রা) হাফসার (রা) নিকট গেলেন, আর হাফসার কাছে এ খবর আগেই পৌঁছে গেছে। হাফসা (রা) তাকে বললেন, তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তুমি ইবনে সাইয়্যাদ সম্পর্কে কি ইচ্ছে পোষণ করেছ? তুমি কি এ তথ্য অবগত হওনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জাল সর্বপ্রথম ক্রোধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ: ابْنُ صَيَّادٍ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: - لَقِيتُهُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: هَلْ تُحَدِّثُونَ أَنَّهُ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! قَالَ قُلْتُ: كَذَبْتَنِي، وَاللهِ! لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّىٰ يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَذَلِكَ هُوَ

زَعَمُوا الْيَوْمَ، قَالَ: فَتَحَدَّثْنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ - قَالَ:- فَلَقِيتُهُ لَقْيَةً أُخْرَى وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَتَىٰ فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَىٰ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هٰذِهِ، قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشَدِّ نَخِيرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ، قَالَ: فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي حَتَّىٰ تَكَسَّرَتْ، [وَأَمَّا] أَنَا، وَاللهِ! فَمَا شَعَرْتُ.

قَالَ: وَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّثَهَا فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَىٰ النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ».

৭১৪৮। ইবনে আওন নাফে‘ (রা) থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, নাফে‘ ইবনে সাইয়্যাদের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ইবনে উমার বলেন, আমি দুবার তার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বলেন, আমি একবার তার সাথে সাক্ষাৎ করে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি আলাপ-আলোচনা কর যে, এ ব্যক্তিই সেই কথিত দাজ্জাল? সে বলল, না, আল্লাহর কসম আমি বললাম, আল্লাহর শপথ, তুমি আমার কাছে মিথ্যা বলছ। তোমাদের কেউ কেউ তো আমাকে জানিয়েছে যে, যেরূপ দাজ্জাল ঐ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধনজনের অধিকারী না হবে। তদ্রূপ, বর্তমানে সবার ধারণা অনুযায়ী এ ব্যক্তিও সেরূপ। তিনি বলেন, এরপর আমরা এ বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করে চলে আসলাম। তারপর আর কিছুদিন দেখা নেই। দ্বিতীয়বার আবার আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হল। এবার দেখলাম তার এক চোখ (ডান চোখ) কানা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার চোখে যে ত্রুটি দেখছি তা কবে থেকে সৃষ্টি হল? সে বলল, আমি জানিনা। আমি বললাম, কেন জাননা, তা তো তোমার মাথার সাথেই আছে? সে বলল, আল্লাহর ইচ্ছা হলে তা তোমার এ লাঠির মধ্যেও সৃষ্টি করতে পারেন। এই বলে সে গাধার আওয়াযের ন্যায় একটা বিকট শব্দ করল যা আমি ইতিপূর্বে শুনিনি। আমার কোন সাথী ধারণা করছিল যে আমি তাকে আমার সঙ্গে লাঠি দ্বারা সজোরে আঘাত করেছি যাতে লাঠি ভেঙ্গে গেছে। আল্লাহর শপথ! তখন আমার হুঁশ ছিল না। রাবী নাফে বলেন, এরপর ইবনে উমার (রা) এসে উম্মুল মুমেনীন হাফসার (রা) নিকট গিয়ে তাঁকে ঘটনা শুনালেন। তখন তিনি বলেন, তার কাছে গিয়ে তুমি কি ইচ্ছা পোষণ করছ? তুমি কি জাননা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বপ্রথম যে কারণে মানুষের কাছে তার আবির্ভাব ঘটবে, তা হচ্ছে : তার মধ্যে ভীষণ গোস্বার উদ্রেক হবে।

টীকা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল– এ ইবনে সাইয়্যাদই। তাই হযরত জাবির ও ইবনে উমার (রা) এ কথা নিশ্চিতভাবে বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২
দাজ্জালের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا [وَ]إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ». [راجع: ٤٢٥]

৭১৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সমবেত জনসমষ্টির মাঝে দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ কানা নন। কিন্তু মসীহ দাজ্জাল– তার ডান চোখ কানা। যেন তার চোখ জ্যোতিহীন, আঙ্গুল সদৃশ বা উপরের দিকে উঠানো।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, দাজ্জালকে আল্লাহ্ অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দান করবেন। তাই সে 'খোদায়ী' দাবী করবে, নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। একজন মানুষকে কতল করে তাকে পুনর্জীবিত করবে, মানুষকে বেহেশত ও দোযখ দেখাবে, আকাশকে বৃষ্টির আদেশ করলে বৃষ্টি হবে, যমিনকে ফসল উৎপাদন করার আদেশ করলে যমিন থেকে ফসল উৎপাদিত হবে। যমিনের গুপ্ত ধনরাশি তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এসব দেখে কাফির মুশরিকগণ তাকে খোদা বলে স্বীকার করবে, কিন্তু ঈমানদারগণ তাকে অস্বীকার করবে এবং শাহাদাত বরণ করবে। যখন হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম অবতীর্ণ হবেন, তখন দাজ্জালের সমস্ত ক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। হযরত ঈসা (আ) তাকে বের করে হত্যা করবেন। তার নিদর্শন হচ্ছে তার কপালে 'কাফির' লিখা থাকবে। ডান চোখ কানা হবে। উপরোক্ত হাদীসে তার খোদায়ী দাবীর অসারতা প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, মহীয়ান গরীয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তো নিখুঁত নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক অথচ অভিশপ্ত দাজ্জাল কানা বদসুরাত। কি করে সে খোদা হতে পারে?

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭১৫০। নাফে' (রা) ইবনে উমার (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ

الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر».

৭১৫১। কাতাদা (রা) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন নবী তাঁর উম্মাতকে মিথ্যাবাদী 'কানা' (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মনে রেখ! সে (দাজ্জাল) অবশ্যই কানা হবে। আর তোমাদের মহান প্রভু কানা নন। তার দু'চোখের মাঝখানে (কপালে) লিখা থাকবে কাফ-ফা-রা এ তিনটি অক্ষর।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدَّجَّالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر، أَيْ: كَافِرٌ».

৭১৫২। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে ك (কাফ) ف (ফা) ر (রা) অর্থাৎ كفر (কাফির)।

وحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ» ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر، «يَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ».

৭১৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের চোখ মিশানো হবে এবং তার দুই চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে كفر (কাফির)। অতঃপর তিনি এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, কাফ, ফা, রা– তা প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি পড়তে পারবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَىٰ، جُفَالُ الشَّعَرِ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ».

৭১৫৪। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে, ঘন কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট হবে। তার সাথে থাকবে বেহেশত ও দোযখের চিত্র। তবে তার নিকট যা (বাহ্যিকভাবে) দোযখ তা হবে প্রকৃতপক্ষে বেহেশত এবং যা বেহেশত বলে পরিদৃষ্ট হবে তা হবে প্রকৃতপক্ষে দোযখ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ، أَحَدُهُمَا، رَأْيَ الْعَيْنِ، مَاءٌ أَبْيَضُ، وَالْآخَرُ، رَأْيَ الْعَيْنِ، نَارٌ تَأَجَّجُ، فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ، ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ».

৭১৫৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের সাথে যা কিছু থাকবে, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমি দাজ্জাল থেকেও বেশী জানি। তার সাথে থাকবে দুটো প্রবাহিত নহর। তার একটা বাহ্যিক চোখে পরিদৃষ্ট হবে সাদা পানি আর দ্বিতীয়টা বাহ্যিক চোখে পরিদৃষ্ট হবে জ্বলন্ত আগুন। যদি কেউ সে যামানা পায় তার উচিত হবে সে যেন ঐ নহরের কাছে আসে যা আগুনের ন্যায় দেখবে ও চক্ষু বন্ধ করবে। অতঃপর মাথা নত করে তার পানি পান করবে। বস্তুতঃ ঐ পানি বেশ ঠাণ্ডা হবে। দাজ্জালের চোখ এভাবে মিশানো হবে যে তার উপর মোটা চামড়ায় ঢাকা হবে। তার দু'চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে كفر (কাফির) যা প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তি শিক্ষিত-অশিক্ষিত– পড়তে পারবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ – وَاللَّفْظُ لَهُ –: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: – فِي الدَّجَّالِ –: «إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارٌ، فَلَا تَهْلِكُوا». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৭১৫৬। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন, তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। তার আগুন প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা পানি হবে এবং পানি প্রকৃতপক্ষে আগুন হবে।

অতএব সাবধান! তোমরা (ধোকায় পড়ে) নিজেদের ধ্বংস করো না। আবু মাসউদ বলেন, আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الدَّجَّالِ، قَالَ: «إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ».

فَقَالَ عُقْبَةُ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ - تَصْدِيقًا لِحُذَيْفَةَ -.

৭১৫৭। রাবঈ' ইবনে হারাশ, উকবা ইবনে আমর আবু মাসউদ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আমি একবার উকবার সাথে হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন উকবা হুযাইফাকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন, দাজ্জাল সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন, তা আমাকে বর্ণনা করে শুনান! হুযাইফা (রা) বললেন, দাজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর যেটাকে মানুষ বাহ্যিকভাবে পানির আকারে দেখবে তা হবে আগুন, আর যেটাকে আগুনের আকারে দেখবে তা হবে শীতল মিঠা পানি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ সময় পাবে, তার উচিত সে যেন, যেটাকে আগুনের আকারে দেখবে সেদিকে অগ্রসর হয়। কেননা তা উত্তম মিষ্ট পানি। বর্ণনা শুনে উকবা বলেন, আমিও তা শুনেছি। তিনি (উকবা) হুযাইফার কথাকে সমর্থন করলেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ، إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ، فَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ، مَاءٌ، وَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ، نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ أَنَّهُ نَارٌ، فَإِنَّهُ يَجِدُهُ مَاءً».

قَالَ [أَبُو] مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ.

৭১৫৮। রাবঈ' ইবনে হারাশ (রা) বলেন, একবার হুযাইফা (রা) ও আবু মাসউদ (রা) উভয়ে এক জায়গায় একত্রিত হলেন। তখন হুযাইফা (রা) বললেন, দাজ্জালের সাথে যা কিছু থাকবে এ সম্পর্কে অবশ্যই আমি এর চেয়ে বেশী জানি। তার সাথে একটা পানির নহর থাকবে আর একটা আগুনের নহর। অথচ যেটাকে তোমরা আগুন মনে করবে তা হবে প্রকৃতপক্ষে পানি আর যেটাকে তোমরা পানি মনে করবে তা হবে প্রকৃতপক্ষে আগুন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যামানা পাবে, তার উচিত হবে সে যেন সেটা থেকেই পান করে যেটাকে আগুন মনে করবে। কেননা তা হবে প্রকৃতপক্ষে পানি। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এরূপই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ، هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ».

৭১৫৯। আবু সালমা (রা) বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটা হাদীস শুনাব যা কোন নবী তার কওমকে শুনায়নি। প্রতিশ্রুত দাজ্জাল হবে একচোখ কানা এবং তার সাথে নিয়ে আসবে বেহেশত দোযখের অনুরূপ চিত্র। অতঃপর যেটাকে সে বেহেশত বলে প্রকাশ করবে তা হবে দোযখ। আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করছি যেরূপ নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে সাবধান করেছিলেন।

حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمْصَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ- وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَٰلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا

شَأْنُكُمْ؟» قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ! خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ! فَاثْبُتُوا». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَىٰ الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ، لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، وَيَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ [ابْنَ مَرْيَمَ] قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي، لَا يَدَانِ

لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَىٰ الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ، مَرَّةً، مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ [اللهُ] عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَىٰ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّىٰ أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ؛ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ».

৭১৬০। উপরে দুটো সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় সূত্রে নাওয়াস ইবনে সাময়ান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকাল বেলা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনার শুরুতে তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেন। পরে বেশ গুরুত্ব সহকারে পেশ করেন যাতে তাকে আমরা ঐ খেজুর বাগানের নির্দিষ্ট এলাকায় (যেখানে তার আবাসস্থল) কল্পনা করতে লাগলাম। এরপর যখন সন্ধ্যায় আমরা তাঁর কাছে গেলাম তখন তিনি আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ব্যাপার কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল বেলা আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। প্রথমে তাকে খুব তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন ও পরে তার ব্যক্তিত্বকে এত বড় করে তুলে ধরেছেন, যাতে আমরা তাকে খেজুর বাগানের ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় কল্পনা করতে থাকি (যেখানে সে খুব জাঁকজমক সহকারে অবস্থান করছে)। তখন তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের জন্য দাজ্জাল ছাড়া অন্য বিষয়কে অধিকতর আতঙ্কের কারণ মনে করছি। যদি আমি

তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকাকালীন সে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমি তোমাদের সামনে তার সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হব, আর যদি সে আত্মপ্রকাশ করে আর আমি তোমাদের মধ্যে না থাকি, তবে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি নিজেই তর্কে লিপ্ত হবে এবং আমার পরে মহান আল্লাহই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একমাত্র তত্ত্বাবধানকারী। সে (দাজ্জাল) মধ্যম বয়স্ক যুবক হবে ঘন কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট, এক চোখ জ্যোতিহীন আঙ্গুর সদৃশ গোল, যেন আমার মনে হয় আবদুল উজ্জা ইবনে কাতনের আকৃতি বিশিষ্ট। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে পাবে সে যেন তার উপর সূরায়ে কাহাফের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে প্রথমতঃ সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর ডানে বামে (চতুর্দিকে) ফিৎনা অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দাহগণ! তোমরা তখন ঈমানের উপর অটল থেকো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যমীনে তার অবস্থান কতকাল হবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। তবে, প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে, দ্বিতীয় দিন একমাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান, এছাড়া বাকী দিনসমূহ তোমাদের দিনের সমান হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটা এক বছরের সমান হবে, তাতে কি বর্তমান এক দিনের নামায আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না, তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করবে (এবং আনুমানিক সময় হিসেব করে নামায পড়বে), আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যমিনে তার গতিবেগ কেমন হবে? বললেন, মেঘের গতি যাকে প্রবল বাতাস পিছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। সে জনগণের কাছে এসে তাদেরকে নিজের প্রতি আহ্বান করবে। তখন তারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করবে। এরপর সে আসমানকে আদেশ করলে বৃষ্টি হবে, এবং যমিনকে আদেশ করলে যমিন থেকে ফসল উৎপন্ন হবে। তাদের পশুগুলো সকালে বের হয়ে সন্ধ্যায় অধিকতর হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। এদের দুধের স্তন অধিক পরিপূর্ণ, কোমর শক্ত সবল (পেট ভর্তি) অবস্থায় ফিরবে। তারপর আবার সে অন্য একদল মানুষের কাছে এসে তাদেরকে নিজের প্রতি আহ্বান করলে তারা তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের থেকে ফিরে আসবে। এর ফলে তারা রিক্ত ও বঞ্চিত হয়ে রাত অতিবাহিত করবে, তাদের হাতে মালসম্পদ কিছুই থাকবে না। এ দিকে দাজ্জাল একটা বিরান (পুরাতনস্থান) স্থানে গিয়ে তাকে আদেশ করবে, তোমার গুপ্ত ধনরাশি বের করে দাও। তখন এর ধনরাশি এভাবে তার কাছে এসে পুঞ্জীভূত হবে যেরূপ মৌমাছির ঝাঁক দলে দলে এসে এক জায়গায় একত্রিত হয়। অতঃপর সে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে ডেকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করবে। তাকে দু'টুকরা করে প্রত্যেক টুকরা এক তীরের নিশান বরাবর দূরে রাখবে। অতঃপর তাকে ডাক দিলে দু'টুকরো একত্রিত হয়ে তার কাছে চলে আসবে। এ সময় তার হাসিমুখ ও চেহারা বেশ উজ্জ্বল হবে। এভাবে সে হাসিখুশী আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামকে যমিনে পাঠিয়ে দিবেন। তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মিনারা বাইযায় (সাদা মিনারায়) অবতরণ করবেন। এসময় তিনি ওয়ারস ও জা'ফরান রঙয়ের দুটো বস্ত্র পরিহিত থাকবেন। তিনি

দু'জন ফেরেশতার পাখায় দু'হাত রেখে অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা নীচু করবেন হালকা বৃষ্টি হবে আর যখন মাথা উঁচু করবেন, তার গা থেকে মুক্তা বিন্দুর ন্যায় ফোটা গড়িয়ে পড়বে। তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস পেলে একটি কাফিরও বাঁচতে পারবে না, সব মরে যাবে। এবং তাঁর শ্বাস তাঁর শেষ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তিনি এসে দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন। অবশেষে তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকায় "লুদ" নামক শহরের দ্বারপ্রান্তে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। এর কিছুপর এক সম্প্রদায় লোক ঈসা আলাইহিস সালামের সমীপে আসবে যাদেরকে মহান আল্লাহ দাজ্জাল থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। হযরত ঈসা (আ) তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দিবেন এবং বেহেশতে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তিনি এ আলোচনারত অবস্থায় থাকতেই মহান আল্লাহ তাঁর কাছে 'ওহী' নাযিল করবেন– "আমি আমার একদল বান্দাকে বের করে দিয়েছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার কারো ক্ষমতা নেই। অতএব আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে 'তূর' পাহাড়ের দিকে নিয়ে একত্র করুন।" (তিনি তাই করবেন) এদিকে আল্লাহ তা'আলা 'ইয়াযুজ' 'মাজুজ' কে ছেড়ে দিবেন। তারা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর সব প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। তাদের প্রথম দলগুলো 'বুহাইরায়ে তাবারিয়া'র (ভূমধ্যসাগর) উপকূলে এসে পৌঁছবে এবং তাতে যত পানি আছে সব খেয়ে নিঃশেষ করবে। এরপর শেষ দাল এসে বলবে, (পানি কোথায়?) এখানে তো কোন সময় পানি ছিল। এদিকে আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় অতি কষ্টে কাল যাপন করবেন। এমন কি একটা গরুর মাথাও তাদের কাছে বর্তমানের একশত স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে অধিক শ্রেয় বোধ হবে। এরপর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদের (ইয়াজুয-মাজুযের) গর্দানে একপ্রকার বিষাক্ত কীট সৃষ্টি করবেন, যার ফলে তারা এক নিমিষে সব মরে যাবে। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীগণ যমিনের বুকে নেমে আসবেন। এসে দেখবেন যমিনে এক বিঘত জায়গাও খালি নেই বরং ইয়াজুয মাজুজের লাশের পঁচাগলা ও তীব্র দুর্গন্ধে যমিন ভরে গেছে। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে আল্লাহ একদল (বিরাটকায়) পাখী– উটের গর্দানের ন্যায় গর্দান বিশিষ্ট– পাঠিয়ে দিবেন। তারা এগুলো বহন করে আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা সেখানে ফেলে দিয়ে আসবে। অতঃপর মহান আল্লাহ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা পৃথিবীর আনাচে কানাচে কোন ঘর দুয়ারে না পৌঁছে থাকবে না। তা সমগ্র যমিনকে বিধৌত করে আয়নার ন্যায় পরিষ্কার করে দিবে। অতঃপর যমিনকে আদেশ করা হবে– "তোমার ফলমূল শস্যাদি উৎপন্ন কর এবং বরকত ফিরিয়ে দাও।"

ঐ সময়, বিরাট জনগোষ্ঠি একটিমাত্র আনার ফল খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে এবং একটা আনারের ছালের নীচে ছায়া গ্রহণ করবে। পশুর দুধে যথেষ্ট বরকত হবে। এমনকি একটা দুগ্ধবতী উস্ট্রী একটা বিরাট জনসমষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে, একটা দুগ্ধবতী গাভী একটা গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটা দুগ্ধবতী বকরী একটা ছোট গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা এমনি সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির ভিতর কাল যাপন করতে থাকবে। এমন

সময় হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা একটা মনোরম হাওয়া ছেড়ে দিবেন যা সবার বগলের নীচে (বুকে) স্পর্শ করবে এবং প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানের রূহ কবয করবে। এরপর বেঈমান বদকার লোকরাই অবশিষ্ট থাকবে যারা যমীনের বুকে গাধার ন্যায়, শুকরের ন্যায় প্রকাশ্যে নারী সঙ্গম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

টীকা-১ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শুনে সাহাবাদের মন ইবনে সাইয়্যাদের দিকে ধাবিত হল। তিনি প্রথমে তার দুর্বল দিকটা আলোচনা করেছেন। যেমন সে এক চোখ কানা হবে, মানুষ তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে হেয় চোখে দেখবে, তার মারাত্মক আকীদা ও চিন্তাধারা দেখে সবাই তাকে ঘৃণা করবে এমনকি তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হবে। শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) তার এমন অলৌকিক শক্তির কথা বর্ণনা করেছেন যাতে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। যেমন তার আদেশে যমিন থেকে গুপ্ত ধনরাশি উত্থিত হওয়া, যমীনে ফসল উৎপাদিত হওয়া, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, তার হাতে বেহেশত দোযখ থাকা, এক ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনঃ জীবিত করা।

টীকা-২ : সাহাবায়ে কিরাম যখন দাজ্জালের কথা শুনে আতঙ্কিত হলেন এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়েও আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার বিষয় হচ্ছে একদল খোদাদ্রোহী নেতা, যারা মানুষকে বাতিল ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবে। এদের কারণে আল্লাহর অসংখ্য বান্দা সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং আল্লাহর যমিনে বিভিন্ন ফিৎনা, অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

টীকা-৩ : দাজ্জালের সময় পৃথিবীতে কোন অভাব অনটন থাকবে না। যমিনে ধনসম্পদের প্রাচুর্য বিরাজ করবে। যমিনে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে, যমিনের আভ্যন্তরীণ ধনসম্পদ বের হয়ে আসবে। গৃহপালিত পশু অধিক মোটাতাজা হবে, অধিক দুগ্ধ দান করবে। এসব কারণে মানুষ তার প্রতি অধিক ভক্ত ও অনুরক্ত হবে এবং বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়ে বেঈমান ও খোদাদ্রোহী হয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে অগ্নি পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় যারা সত্যের উপর অটল অবিচল থাকবে তারাই হবে আল্লাহর খাঁটি বান্দা।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْآخَرِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا - وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ، مَرَّةً، مَاءٌ» - ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّىٰ يَنْتَهُوا إِلَىٰ جَبَلِ الْخَمَرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ: «فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي، لَا يَدَيْ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ».

৭১৬১। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির (রা) থেকে এ সূত্রে উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهٖ مَرَّةً مَاءٌ এ বাক্যের পর

সামনের অংশটুকু বাড়িয়েছেন। "অতঃপর তারা (ইয়াজুজ্ মাজুজ) ঘুরতে ঘুরতে 'জাবালে খামার' (খামার পর্বত) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সেটা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত একটা পাহাড়। সেখানে পৌঁছে তারা বলবে, আমরা তো যমিনের বাসিন্দাদেরকে মেরে ফেলেছি, এবার চল আসমানের বাসিন্দাকে হত্যা করব। এই বলে তারা আকাশের দিকে তীর ছুঁড়তে থাকবে। অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাদের তীরকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন (এতে তারা ধারণা করবে যে খোদাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে)।" ইবনে হুজরের রিওয়ায়েতে আছে فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادً إِلى لاَيَدَىْ لاِحَدٍ بِقِتَالِهِمْ।

টীকা : ইয়াজুজ ও মাজুজ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে সাম ইবনে নূহের বংশধর। এরাও আল্লাহর নাফরমান বান্দা। এরা পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত তিন দিক ঘেরা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। কিয়ামতের পূর্বে এদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। তখন তারা এরূপ উন্মত্ত হয়ে যথেচ্ছ কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। অবশেষে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ [وَ]هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ: «يَأْتِي، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْتَهِي إِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، أَتَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ! مَا كُنْتُ فِيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْآنَ، قَالَ: فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ».

৭১৬২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটা দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে যা কিছু শুনিয়েছেন, তন্মধ্যে ছিল– তিনি বলেছেন, দাজ্জাল মদীনার দিকে অগ্রসর হবে। অথচ মদীনার গলিতে প্রবেশ করা তার উপর হারাম ও নিষিদ্ধ। অতঃপর মদীনার নিকটবর্তী কোন এক রাস্তায় পৌঁছলে ঐ দিনই মদীনা থেকে এক মহান ব্যক্তি যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম তার দিকে এগিয়ে আসবেন। এসে তাকে বলবেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ঐ দাজ্জাল, যার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, (উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে) আচ্ছা! তোমরা বল, আমি যদি এ যুবককে হত্যা করে জীবিত করতে পারি, তবে কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? উপস্থিত সাধারণ লোকেরা বলবে, 'না'। রাবী বলেন, অতঃপর সে ঐ যুবককে হত্যা করে জীবিত করবে। তাকে জীবিত করলে পর ঐ মহান ব্যক্তি বলবেন, খোদার কসম! আমি ইতিপূর্বে কখনও তোমার সম্পর্কে এমন সম্যক ধারণা লাভ করতে পারিনি যা আজ এ মুহূর্তে লাভ করলাম (অর্থাৎ তুমি যে সত্যই দাজ্জাল, সে সম্পর্কে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম)। তখন দাজ্জাল তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করবে কিন্তু সে কিছুতেই তাঁর উপর জয়ী হতে পারবে না।

টীকা : হাদীসে যে মহান ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন খিযির আলাইহিস সালাম। তিনি ঐ পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। এ সম্পর্কে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা খিযির আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহর পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। নতুবা অবশ্যই রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতেন। আর এমন কোন প্রমাণও কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। এ হাদীস তার প্রমাণ। সম্ভবতঃ তিনি গোপনে রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে ঈমান এনেছেন। অথবা সাক্ষাত না হলেও তিনি অদৃশ্য থেকেই তাঁর উপর ঈমান এনেছেন। যেমন ওয়াইস কারনী (রা) অসাক্ষাতে রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রাসূলের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৭১৬৩। শুয়াইব (রা) যুহরী (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَىٰ هَٰذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَىٰ الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا - قَالَ -: فَيَقُولُ: أَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ

فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّىٰ يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا، - قَالَ -: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَىٰ النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَٰذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

৭১৬৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জাল বের হলে একজন (বিশিষ্ট) ঈমানদার ব্যক্তি তার দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে। খবর পেয়ে দাজ্জালের পক্ষ থেকে তার অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হবে। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় যাওয়ার সংকল্প করেছ? তিনি বলবেন, ঐ ব্যক্তির কাছে যে আবির্ভূত হয়েছে। তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনবে না? তিনি বলবেন, আমাদের প্রভু সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এরপর তারা পরস্পর বলবে, একে হত্যা কর। তারপর একে অপরকে বলবে, তোমাদের প্রভু যে নিষেধ করেছেন যে, তোমরা তাকে না দেখিয়ে কাউকে হত্যা করবে না? রাবী বলেন, অতঃপর তারা তাঁকে দাজ্জালের নিকট নিয়ে যাবে। যখন মুমিন ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখতে পাবেন, বলবেন, হে জনগণ! এ তো সেই দাজ্জাল যার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেছেন। এরপর দাজ্জালের আদেশে তাঁর চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করা হবে। বলা হবে, একে ধরে চেহারা ক্ষতবিক্ষত করে দাও। এরপর তাঁর পেট ও পিঠকে পিটিয়ে বিছিয়ে ফেলা হবে। তারপর দাজ্জাল জিজ্ঞেস করবে, আমার প্রতি ঈমান আনবে না? তিনি বলবেন, তুমি তো মিথ্যাবাদী মসীহ দাজ্জাল। এ কথা শুনে তাঁকে কুড়াল দিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলার জন্য আদেশ করা হবে। তার আদেশে তাঁকে প্রথমে দু'পা আলগা করে খণ্ড করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল খণ্ডিত টুকরাদ্বয়ের মাঝখানে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে বলবে, উঠ! তৎক্ষণাৎ তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। তারপর আবার দাজ্জাল তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, এবার আমার প্রতি ঈমান আনবে কি? তখন তিনি বলবেন, আমি তো তোমার সম্পর্কে আরও অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। অতঃপর তিনি উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে লোক সকল! মনে রেখ, দাজ্জাল আমার পরে আর কোন মানুষের উপর কর্তৃত্ব চালাতে পারবে না। রাবী বলেন, এরপর দাজ্জাল তাঁকে জবাই করার জন্য ধরবে এবং তাঁর গলা ও ঘাড়ে তামা জড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু এ পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। অতঃপর তাঁর হাত পা ধরে তাকে নিক্ষেপ করবে। মানুষ ধারণা করবে বুঝি আগুনে ফেলে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে

তাকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাব্বুল আলামীনের নিকট এ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন।

টীকা : এ হাদীসেও যে ঈমানদার ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে তিনি হযরত খিযির আলাইহিস সালাম। তিনি দাজ্জালের সাথে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন, এবং এ সংগ্রামে তিনি সত্যের উপর অটল অবিচল থেকে পরিশেষে পরম সাফল্য অর্জন করে জান্নাতবাসী হবেন।

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ. قَالَ: «وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْأَنْهَارَ، قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ».

৭১৬৫। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে আমি যতটুকু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি এর চেয়ে অধিক আর কেউ জিজ্ঞেস করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার ব্যাপারে যে কথাটা তোমার কাছে পীড়াদায়ক তা তোমার জন্য ক্ষতিকর হবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব লোক বলে, তার কাছে আহার ও পানির নহর আছে (এ ধরনের কথা অবশ্যই পীড়াদায়ক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথাটা আল্লাহর কাছে তার চেয়ে অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক যেসব জঘন্য কার্যকলাপ তার থেকে প্রকাশ পাবে। আর খাঁটি ঈমানদারগণ অটল অবিচল থাকবে।

টীকা : অর্থাৎ এসব বিস্ময়কর কাজ আল্লাহর পক্ষে অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক, যাঁর ইঙ্গিতে আসমান ও যমিন এক নিমিষে ধ্বংস হতে পারে এবং সাথে সাথে আবার তৈরী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরীক্ষার জন্য এসব তিনিই করছেন ও করবেন। দাজ্জালের কোন ক্ষমতা নেই।

হাদীসের মর্মার্থ এই যে, দাজ্জাল থেকে এমন সব কার্যকলাপ প্রকাশ পাবে যা দেখে সাধারণ মানুষ ঈমান হারিয়ে ফেলবে। সাধারণ মানুষ তার অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত হতবাক হয়ে তার প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু যারা খাঁটি ঈমানদার তারা এর দ্বারা বিন্দু পরিমাণ প্রভাবিত হবে না। বরং তারা ঈমান ও ইসলামের উপর অটল অবিচল থাকবে। এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। এ কথাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইবনে শু'বাকে বুঝিয়েছেন। মুগীরা (রা) যে কথাটা মর্মপীড়ার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন, তার গুরুত্ব না দিয়ে তাকে তিনি স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ ঈমানের দৃঢ়তার কাছে এগুলোর কোন গুরুত্ব ও প্রভাব থাকতে পারে না।

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ، قَالَ: «وَمَا سُؤَالُكَ؟» قَالَ: [قُلْتُ]: إِنَّهُمْ

يَقُولُونَ: مَعَهُ جِبَالُ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، وَنَهَرٌ [مِنْ] مَاءٍ، قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ».

৭১৬৬। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাজ্জাল সম্পর্কে আমি যতটুকু জিজ্ঞেস করেছি কেউ এতটুকু জিজ্ঞেস করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন প্রশ্ন আছে কি? আমি বললাম, হাঁ! লোকে বলে, তার সাথে পাহাড়ের পরিমাণ গোশত-রুটি স্তূপ হয়ে থাকবে এবং পানির নহর থাকবে? তিনি বললেন, হাঁ আল্লাহর পক্ষে তা এর চেয়েও অধিকতর সহজ (আল্লাহর সীমাহীন কুদরতের তুলনায় এটা তেমন কিছুই নয়)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هٰرُونَ؛ **ح**: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي: «أَيْ بُنَيَّ».

৭১৬৭। বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ নিজ নিজ সূত্রধারায় অবশেষে ইসমাঈল থেকে ইবরাহীম ইবনে হুমাইদের হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন। ইয়াযীদের বর্ণনায় এ কথাটা বাড়িয়েছেন, فَقَالَ لِىْ اَىْ بُنَىَّ অর্থাৎ 'আমাকে তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস'।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ ابْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا هٰذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!- أَوْ - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - أَوْ - كَلِمَةً نَحْوَهُمَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا، يُحَرَّقُ الْبَيْتُ، وَيَكُونُ، وَيَكُونُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ،

لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ، فَلَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ». - قَالَ -: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَىٰ لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ- مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ- فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، [قَالَ]: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ: فَذَٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ».

৭১৬৮। নু'মান ইবনে সালেম বলেন, আমি উরওয়া ইবনে মাসউদের পৌত্র ইয়াকুব ইবনে আসেমকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে শুনেছি, একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, এটা কিরূপ হাদীস যা আপনি বর্ণনা করে থাকেন? আপনি বলেন এই এই অবস্থা হলে কিয়ামত কায়েম হবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! অথবা বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! অথবা এরূপ কোন কালেমা উচ্চারণ করেছেন। এরপর বললেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম আর কখনও কাউকে কোন হাদীস শুনাব না। আমি তো বলেছি, তোমরা অচিরেই বড় বড় ঘটনা দেখতে পাবে। পবিত্র কা'বা গৃহে আগুন জ্বালানো হবে এবং এরূপ এরূপ ঘটনা ঘটবে। (রাবী বলেন) অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল বের হবে এবং চল্লিশ দিন যমিনে অবস্থান করবে। আমি ভালরূপে অবহিত নই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ দিন বলেছেন, নাকি চল্লিশ মাস বলেছেন, নাকি চল্লিশ বছর বলেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাঠাবেন, তিনি যেন উরওয়া ইবনে মাসউদের আকৃতিবিশিষ্ট। তিনি যমিনে অবতরণ করে দাজ্জালের অনুসন্ধান করবেন। অবশেষে তাকে হত্যা করবেন। তাকে হত্যা করার পর মানুষ দীর্ঘ সাত বছর

যাবৎ এমন শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করবে যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে (কারো সাথে) কোন শত্রুতা থাকবে না? এরপর আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে একটা শীতল বাতাস ছেড়ে দিবেন। শীতল বাতাসের স্পর্শ লেগে যমিনের বুকে এমন একটি লোকও বেঁচে থাকবে না যার অন্তরে অণুপরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান আছে বরং সবাই প্রাণ ত্যাগ করবে। এমনকি কেউ কোন পাহাড়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকলেও সেখানে বাতাস প্রবেশ করে তার জান কবয করবে। আবদুল্লাহ বলেন, এ বিবরণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, এরপর একমাত্র পাপিষ্ট লোকেরাই জীবিত থাকবে যাদের ফিৎনা পাখীর ন্যায় তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং যাদের স্বভাব পশুর স্বভাব তুল্য (হিংস্র প্রকৃতির) হবে। যারা কোন ভাল কাজ চিনবে না ও মন্দ কাজকে মন্দ জানবে না। অতঃপর শয়তান তাদের কাছে ছবি ধরে এসে বলবে, তোমরা কি আমার কথা শুনবে না? তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন করুন। এরপর সে মানুষকে মূর্তিপূজার আদেশ করবে। এ সময় তাদের কাছে প্রচুর খাদ্য সম্ভার মওজুদ থাকবে, তাদের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দে কাটবে। তারপর এক সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। এর বিকট শব্দ যে শুনবে সে একবার ঘাড় নোয়াবে একবার উপরে উঠাবে। তিনি (রাবী) বলেন, সর্বপ্রথম ঐ আওয়ায্ এমন এক ব্যক্তি শুনবে, যে তার উটকে পুকুরে গোসল করাতে পানি ঘোলাটে করছে। সিঙ্গার আওয়ায শুনে সে বেহুঁশ হয়ে যাবে এরপর সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। এরপর মহান আল্লাহ বৃষ্টি ছেড়ে দিবেন অথবা বলেছেন বারিধারা বর্ষণ করবেন যেন তা কুয়াশা বা ছায়া, এ দুয়ের মধ্যে নু'মান সন্দিগ্ধ। এ বৃষ্টির ফলে যমিন থেকে মানুষের দেহসমূহ উত্থিত হতে থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। এ ফুঁকের পর সকল মানুষ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবে। অতঃপর বলা হবে, হে সমবেত মানবগোষ্ঠী! আস তোমরা তোমাদের প্রভুর সামনে, আর ফেরেশতাদের বলা হবে, এদেরকে দাঁড় করাও এদের হিসেব নেয়া হবে। আবার বলা হবে, দোযখের দলকে বের কর। জিজ্ঞেস করা হবে, কত সংখ্যা থেকে কত? বলা হবে, প্রতি হাজার থেকে নয়শ' নিরানব্বই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এটাই সে দিন যে দিন তরুণ বালকদের বুড়ো করে দিবে", "এতো সেই দিন, যে দিন পায়ের নালাকে অনাবৃত করে ফেলবে।"

টীকা : শেষোক্ত দুটো আয়াতের মর্মার্থ এই যে, কিয়ামতের দিনটি এমনই ভয়াবহ হবে তরুণ বালক ও যুবকরাও চরম ভয়ভীতি, দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের দরুন এমন জড়সড় হয়ে পড়বে যেরূপ বৃদ্ধ লোকেরা হীন দুর্বল ও জড়সড় হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, হাশরের দিন এমনি কঠিন ও ভয়াবহ হবে যাতে কারো হুঁশ থাকবে না। মানুষ চরম অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে যাবে। এমনকি নিজ দেহের প্রতিও লক্ষ্য থাকবে না। চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার দরুন যেরূপ মানুষের দেহ বিবস্ত্র হলে বা নালা থেকে কাপড় সরে গেলে টের পায়না তদ্রূপ প্রতিটি মানুষ চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে বিরাজ করবে। কোন তফসীরকারক এর অর্থ এভাবেও করেছেন, "যেদিন মহান আল্লাহ নিজ নালা থেকে তাজাল্লী বর্ষণ করবেন" (সেদিন সকলের দৃষ্টি মহান আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ হবে)।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ

عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَكُمْ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا، فَكَانَ حَرِيقَ الْبَيْتِ قَالَ شُعْبَةُ: هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي» وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «فَلَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ مَرَّاتٍ، وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ.

৭১৬৯। নু'মান ইবনে সালেম বলেন, আমি উরওয়া ইবনে মাসউদের (রা) পৌত্র ইয়াকুব ইবনে আসেম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে শুনলাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি বলেন, কিয়ামত এই এই পরিস্থিতিতে কায়েম হবে? তিনি বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে আর তোমাদেরকে কোন হাদীস শুনাব না। আমি তো বলেছি, নিশ্চয়ই তোমরা অল্প কিছুকাল পরে বড় বড় ঘটনা দেখতে পাবে। যেমন, ঘরবাড়ী পুড়ে যাবে। শু'বা (রা) এ কথা বা অনুরূপ কথা বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। এরপর অবশিষ্ট হাদীস মায়াযের হাদীসের অনুরূপ। আর তিনি তার হাদীসে এভাবে বলেছেন - فَلاَ يَبْقى اَحَدٌ فِى قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَان اِلاَّ قَبَضَتْهُ অর্থাৎ এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে বরং তার রূহ কবয করবে। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর বলেন, আমাকে শু'বা এ হাদীস কয়েকবার বর্ণনা করে শুনিয়েছেন আর আমিও তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَىٰ النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالْأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيبٌ».

৭১৭০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটা হাদীস শুনেছি তা পরে আর ভুলিনি। আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামতের প্রধান নিদর্শন সমূহের মধ্যে যে নিদর্শন সর্বপ্রথম প্রকাশ পাবে তা হচ্ছে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া এবং একটা উদ্ভট জন্তু মানুষের নিকট বেরিয়ে আসা চাশতের সময়। এ দুটো নিদর্শনের যেটি অপরটির আগে প্রকাশ পাবে, অপরটি তার পর পরই প্রকাশ পাবে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: جَلَسَ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ الْآيَاتِ: أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجًا الدَّجَّالُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئًا، قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৭১৭১। আবু যার'আহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছে তিনজন মুসলমান বসল। বসে তারা শুনল মারওয়ান কিয়ামতের প্রধান নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, প্রথম যে নিদর্শন প্রকাশ পাবে তা হচ্ছে দাজ্জাল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এ কথা শুনে বললেন, মারওয়ান নিজের থেকে কিছু বলেনি। আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে একটি হাদীস মনে রেখেছি, তা আর পরে ভুলিনি। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি... এরপর অবশিষ্টাংশ পূর্বের বর্ণনা সদৃশ উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩

'জাস্যাসাহ' জন্তুর বিবরণ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ: شَعْبُ هَمْدَانَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، فَقَالَ: حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَا تُسْنِدِيهِ إِلَىٰ أَحَدٍ غَيْرِهِ، فَقَالَتْ: لَئِنْ شِئْتَ لَأَفْعَلَنَّ، فَقَالَ لَهَا: أَجَلْ حَدِّثِينِي، فَقَالَتْ: نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ، فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي

عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ» فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَىٰ أُمِّ شَرِيكٍ» وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَىٰ ابْنِ عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ، فِهْرِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ.

فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَخَرَجْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّذِي يَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ؛ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ». ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «إِنِّي، وَاللهِ! مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ، كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَىٰ جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ! انْطَلِقُوا إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً.

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، حَتَّىٰ دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَىٰ جَزِيرَتِكَ هَٰذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا نَدْرِي مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً.

فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ،- قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ،- قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ - قَالَ - قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَاكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ.

قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا، يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ

نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا .

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ: «هَٰذِهِ طَيْبَةُ، هَٰذِهِ طَيْبَةُ، هَٰذِهِ طَيْبَةُ» يَعْنِي الْمَدِينَةَ «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذٰلِكَ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلاَ! إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ. مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ. مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ». وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৭১৭২। ইবনে বুরাইদা বলেন, আমাকে আমের ইবনে শারাহিল শা'বী যিনি হামদানের অধিবাসী, বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, তিনি ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যিনি যাহ্হাক ইবনে কায়েসের বোন, এবং যিনি প্রথম মুহাজির দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অনুরোধ করে বলেছেন, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীস শুনান যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো বরাত দিবেন না। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তবে অবশ্যই শুনাব। আমের বললেন, হাঁ আমাকে বর্ণনা করে শুনান! তখন তিনি বলতে শুরু করলেন, আমি প্রথমে মুগীরার (রা) পুত্রকে বিয়ে করেছিলাম এবং সে তৎকালীন কুরাইশ বংশের যুবকদের মধ্যে অন্যতম সেরা যুবক ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রথম যুদ্ধে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছে। যখন আমি বিধবা হলাম, তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রাসূলুল্লাহর কতিপয় সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে আমার বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আযাদকৃত গোলাম উসামা ইবনে যায়েদের জন্যে আমার নিকট পয়গাম পৌঁছালেন। ইতিপূর্বে আমি হাদীস শুনেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, সে যেন উসামাকে ভালবাসে। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলেন, তখন আমি বললাম, আমার ব্যাপার আপনার হাতে আপনি যার সাথে ইচ্ছে আমাকে বিয়ে দিন। তখন তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন তুমি উম্মু শুরাইকের কাছে যাও, উম্মু শুরাইক আনসারদের মধ্যে একজন ধনশালী মহিলা, আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে দান করেন। তাঁর কাছে অনেক মেহমান আসে (যাদের তিনি মেহমানদারী করেন) আমি বললাম, জি হাঁ শীঘ্রই যাব। একটু পর তিনি বললেন, না, যেয়ো না। উম্মু শুরাইকের কাছে বহু মেহমান সর্বদা আনাগোনা করে। অতএব আমি সমীচীন মনে করি না যে, তোমার মাথা থেকে ওড়না পতিত হোক অথবা তোমার পায়ের নালা থেকে কাপড় সরে যাক, যাতে করে লোকেরা তোমার কোন অঙ্গ খোলা অবস্থায় দেখতে পায়, যা তুমি পছন্দ কর না। বরং তুমি তোমার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং ইবনে উম্মু মাকতুমের নিকট যাও। সে কুরাইশের

অন্তর্গত বনি ফিহির গোত্রের অন্যতম ব্যক্তি এবং সে ঐ গোত্র থেকে উদ্ভুত উম্মু শুরাইক যে গোত্র থেকে এসেছে। এ পরামর্শ মোতাবেক আমি তাঁর কাছে চলে গেলাম। এরপর যখন কারীর আওয়ায শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ মনোনীত আহ্বানকারী মানুষকে ডেকে বলছে, 'নামাযের জামাত শুরু হচ্ছে'– আওয়ায শুনে আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহর সাথে জামাতে নামায আদায় করলাম। মসজিদে আমি মহিলাদের প্রথম কাতারে ছিলাম যা পুরুষ মুক্তাদীদের পিঠ সংলগ্ন ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন, মিম্বারে উপবেশন করলেন। মিম্বারে বসে তিনি হাস্যমুখে বললেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাক। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কেন তোমাদের সকলকে একত্রে বসিয়েছি? সমবেত লোক বলল, আল্লাহ ও রাসূলই সর্বজ্ঞাত। তিনি বললেন, খোদার কসম! আমি তোমাদের কোন আশা আকাঙ্ক্ষা বা ভয়ভীতির উদ্দেশ্যে একত্রিত করিনি। বরং একত্রীকরণের উদ্দেশ্য এই যে, তমীমদারী– যে একজন নাসারা ছিল, সে এসেছে এবং আমার কাছে বাইয়াত করে মুসলমান হয়েছে। এবং আমাকে এমন একটা হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছে, যা পুরোপুরি আমার ঐ হাদীসের সাথে মিলে গেছে যা আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে ইতিপূর্বে শুনিয়েছিলাম। সে আমাকে যা বর্ণনা করে শুনিয়েছে তা হচ্ছে :

সে একবার 'লাঘম' ও 'জুযাম' গোত্র থেকে ত্রিশ ব্যক্তিকে নিয়ে সমুদ্রতরীতে আরোহণ করেছে। সমুদ্রে একমাস যাবৎ প্রবল ঢেউয়ের মাঝে দোল খেয়ে খেয়ে অবশেষে তারা সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপের উপকূলে সূর্যাস্তের সময় গিয়ে পৌছল। সেখানে পৌছে তারা ছোট তরীতে আরোহণ করে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। দ্বীপে প্রবেশ করলে তাদের সাথে দেখা হল এক অভিনব জন্তুর যার গা অতিশয় ঘন মোটা পশমে আবৃত। ঘন পশমে এমনভাবে আবৃত যাতে তারা এর সামনের দিক ও পিছন দিক কিছুই নির্ণয় করতে পারছে না। সেটাকে লক্ষ্য করে তারা বলল, ওরে অধম তুই কে? সে উত্তর দিল, আমি হলাম জাস্যাসাহ! তারা জিজ্ঞেস করল, জ্যাস্যাসাহ মানে কি? সে বলল, হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা 'দীর' উপত্যকায় অবস্থিত এক ব্যক্তির কাছে চলে যাও, তিনি তোমাদের খবরের জন্য অত্যধিক আগ্রহী। রাবী বলেন, যখন সে আমাদেরকে এক ব্যক্তির সন্ধান দিল, তখন আমরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম সে কোন শয়তানই নাকি? তখন আমরা তাড়াতাড়ি ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে দীর উপত্যকায় প্রবেশ করলাম। গিয়ে দেখি, তথায় এক বিশাল দেহ বিশিষ্ট মানুষ, যা জীবনে কখনও দেখি নাই। আর দেখলাম তার দু'হাত একত্র করে তার গর্দানের কাছে খুব শক্তভাবে বাঁধা। তাকে দেখে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ওরে হতভাগ্য! তুমি কে? উত্তরে সে বলল, তোমরা তো আমার তথ্য জানতে সক্ষম হয়েছ, আমাকে জানাও তোমরা কে? তারা বলল, আমরা সুদূর আরব থেকে আগত কিছু সংখ্যক মানুষ! আমরা সমুদ্রতরীতে আরোহণ করেছিলাম তখন সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ দেখা দিল। এমনকি একমাস যাবৎ আমরা প্রবল তরঙ্গের মাঝে দোল খেয়ে অবশেষে তোমাদের এ দ্বীপ পর্যন্ত পৌছে গেছি। দ্বীপের কাছে পৌছে আমরা ছোট তরীতে আরোহণ করে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। তখন আমাদের সাথে অতিশয় ঘন মোটা পশম বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত

জানোয়ারের সাথে দেখা হল, অধিক পশমের কারণে আমরা সেটার সামনের দিক ও পিছনের দিক নির্ণয় করতে পারিনি। আমরা তাকে বললাম, হে অধম? তুমি কে? তখন সে বলল, আমি জাস্যাসাহ! আমরা বললাম, জাস্যাসাহ কি? এর কোন উত্তর না দিয়ে সে বলল, তোমরা 'দীর' উপত্যকায় এই ব্যক্তির নিকট চলে যাও, তিনি তোমাদের খবরের প্রতি অধিক উৎসুক হয়ে আছেন। এরপর আমরা খুব দ্রুত তোমার কাছে চলে এসেছি। আমরা ঐ জন্তু দেখে ভয় পেয়েছি এবং আশঙ্কা করেছি যে সে কোন শয়তান হবে। তখন বিশালদেহী লোকটি বলল, তোমরা আমাকে 'নাখলে বায়সান' সম্পর্কে (সিরিয়া অথবা জর্দানের এলাকায় অবস্থিত খেজুর বাগান সম্পর্কে) জানাও। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি সে সম্পর্কে কি তথ্য জানতে চাও? বলল, আমি ঐ বাগান সম্পর্কে জানতে চাই যে তাতে ফল আসে কিনা ? আমরা বললাম, হাঁ! সে বলল, জেনে রাখ! অচিরেই এর ফলন বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর সে বলল, আমাকে বুহাইরায়ে তাবারিয়া (জর্দানে অবস্থিত উপসাগর) সম্পর্কে জানাও। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তার সম্পর্কে কি তথ্য জানতে চাও? সে বলল, জানতে চাই, তাতে কি পানি আছে? তারা বলল, হাঁ! সেটা জলরাশিতে পূর্ণ। তখন সে বলল, জেনে রাখ! অচিরেই উহার পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর সে বলল, আমাকে (সিরিয়ার সামনের দিকে অবস্থিত) "যুগর" অঞ্চলের জলাশয় সম্পর্কে একটু জানাও। তারা বলল, এ সম্পর্কে তুমি কি তথ্য জানতে চাও? বলল, জানতে চাই, ঐ জলাশয়ে পানি আছে কিনা এবং ওখানের অধিবাসীরা ঐ জলাশয়ের পানি দ্বারা কৃষিকাজ করে কিনা? আমরা বললাম, হাঁ! তাতে ঢের পানি এবং ওখানের অধিবাসীরা এর পানি দ্বারা কৃষিকাজ করে। সে বলল! তোমরা আমাকে উম্মিদের নবী (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে জানাও, তাঁর অবস্থা কি? তারা বলল, তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় উপনীত হয়েছেন। জিজ্ঞেস করল, আরববাসীরা কি তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে? আমরা বললাম, হাঁ! সে জিজ্ঞেস করল, এ যুদ্ধের ফলাফল কেমন? তখন আমরা জানালাম যে, তিনি তাঁর আশেপাশের সব আরব অধিবাসীদের উপর জয়লাভ করেছেন, আর সব অধিবাসীরা তাঁর অনুগত হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল, এমন অবস্থা হয়েছে কি? আমরা বললাম, হাঁ! সে বলল, মনে রেখ! তাঁর আনুগত্য করা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছি– আমিই মসীহ দাজ্জাল! অচিরেই আমাকে বেরিয়ে আসার অনুমতি প্রদান করা হবে। তখন আমি বেরিয়ে আসব, এবং বিশ্ব ভ্রমণ করব। বিশ্বের কোন দেশই আমি ভ্রমণ না করে ছাড়ব না। একমাত্র মক্কা ও মদীনা ছাড়া সমগ্র বিশ্ব মাত্র চল্লিশ দিনে আমি ঘুরে আসব। মক্কা ও মদীনা উভয় ভূমিতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ দুয়ের যে কোন একটায় আমি প্রবেশ করার ইচ্ছা করলে একজন ফেরেশতা ধারাল তরবারি হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসবে এবং এ থেকে আমাকে বিরত রাখবে। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে যারা পাহারা দিবে। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন এবং লাঠি দিয়ে মিম্বারে আঘাত করে বলেছেন, এই ভূমি পবিত্র, এই ভূমি পবিত্র, এই ভূমি পবিত্র। অর্থাৎ মদীনা শরীফ পবিত্র।

আচ্ছা! আমি কি তোমাদেরকে এ কাহিনী বর্ণনা করে শুনাইনি? উপস্থিত জনতা বলল, হ্যাঁ! বললেন, অবশ্যই তমীমদারীর বর্ণনা আমাকে বিস্মিত করেছে। যেহেতু আমি যা কিছু ইতিপূর্বে তোমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছিলাম তার সাথে তার বর্ণনা হুবহু মিলে গেছে। দাজ্জাল সম্পর্কে ও মক্কা মদীনা সম্পর্কে সবই মিলে গেছে। জেনে রাখ! উক্ত দ্বীপ সিরিয়া অথবা ইয়ামেনের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত। পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে তা অবস্থিত। পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে তা অবস্থিত। তিনি নিজ হাত দিয়ে পূর্বদিকে ইশারা করলেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে মনে রেখেছি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ أَبُو عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْنِ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا، فَأَذِنَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي، قَالَتْ فَنُودِيَ فِي النَّاسِ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فِيمَنِ انْطَلَقَ مِنَ النَّاسِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ مِنَ النِّسَاءِ، وَهُوَ يَلِي الْمُؤَخَّرَ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ: «إِنَّ بَنِي عَمٍّ لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ» - وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: قَالَتْ: فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَهْوَىٰ بِمِخْصَرَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَقَالَ: «هَٰذِهِ طَيْبَةُ» يَعْنِي الْمَدِينَةَ.

৭১৭৩। শা'বী বলেন, আমরা একবার ফাতেমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলাম। তখন তিনি 'রুতাবি ইবনে তাব' নামক এক প্রকার খেজুর আমাদেরকে হাদিয়া দিলেন এবং আটার ন্যায় ছাতু দিয়ে ক্ষীর বানায়ে পান করালেন। অতঃপর আমি তাঁকে তিন তালাকপ্রাপ্তা মেয়েলোকের ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম– সে কোথায় ইদ্দত পালন করবে? তিনি উত্তরে বললেন, আমাকে আমার স্বামী তিনি তালাক দেয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিজ পরিবারে ইদ্দত পালন করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, একটু পর জনসমষ্টির মাঝে ঘোষণা করা হল, "নামাযের জামাত শুরু হচ্ছে।" ঘোষণার পর যেসব লোক নামাযের জন্য রওয়ানা হয়েছে আমিও তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। মহিলাদের প্রথম কাতারে যোগদান করলাম, যা পুরুষদের শেষ সারি সংলগ্ন ছিল। নামায শেষে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনলাম, তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তমীমদারী চাচাতো ভাইদেরকে নিয়ে সমুদ্র তরীতে আরোহণ

করেছে... বাকী হাদীস পূর্ববৎ বর্ণনা করেছেন, কেবল এতে এ কথাটা **বাড়িয়েছেন**– ফাতেমা বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের **দিকে তাকিয়ে** আছি যে তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে যমিনের দিকে ইশারা করে বলছেন, "এই ভূমি পবিত্র"। এ কথা দ্বারা মদীনা ভূমিকে বুঝিয়েছেন।

وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَحْمَدُ ابْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ، فَتَاهَتْ بِهِ سَفِينَتُهُ، فَسَقَطَ إِلَىٰ جَزِيرَةٍ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ، فَلَقِيَ إِنْسَانًا يَجُرُّ شَعَرَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، قَدْ وَطِئْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا، غَيْرَ طَيْبَةَ، فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّثَهُمْ قَالَ: «هَٰذِهِ طَيْبَةُ، وَذَٰلِكَ الدَّجَّالُ».

৭১৭৪। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তমীমদারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে জানিয়েছে যে, একবার সে তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে সমুদ্রযানে আরোহণ করেছে। তখন তাঁর তরী প্রবল তরঙ্গের ফলে এলোপাতাড়ী চলতে লাগল। অবশেষে এক দ্বীপে এসে পড়ল। এরপর দ্বীপে বের হয়ে পানির সন্ধান করতে লাগল। এমন সময় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল, যে তার বড় বড় পশম টেনে চলছে... এরপর পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে এবং এ বর্ণনায় বলেছে, "অতঃপর দাজ্জাল বলল, মনে রাখ! যখন আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে, তখন আমি একমাত্র পবিত্র ভূমি (মদীনা) ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশ দলিত মথিত করে চলব।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তমীমদারীকে জনসমক্ষে দেখিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ বৃত্তান্ত শুনালেন– "একমাত্র পবিত্র ভূমি ছাড়া" এ পর্যন্ত পৌছে তিনি বলে উঠলেন– এই হচ্ছে পবিত্র ভূমি আর ঐটি দাজ্জাল।

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ؛ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ، فِي سَفِينَةٍ لَهُمْ، فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ، فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ، فَخَرَجُوا إِلَىٰ جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

৭১৭৫। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে বললেন, হে উপস্থিত লোক সকল! তমীমদারী আমাকে জানিয়েছে : একবার তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাদের এক তরীতে আরোহণ করে সমুদ্র ভ্রমণে ছিল। সমুদ্রের মাঝে তাদের তরী (তরঙ্গের আঘাতে) ভেঙ্গে গেল। অবশেষে তাদের কেউ কেউ তরীর একটা তক্তায় আরোহণ করে ভেসে ভেসে সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপে গিয়ে পৌছল... এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ [السَّعْدِيُّ]: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي أَبْنُ عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».

৭১৭৬। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আনাস ইবনে মালিক (রা) জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর যে কোন দেশ বা অঞ্চল সবস্থানেই দাজ্জাল গিয়ে পৌছবে। একমাত্র মক্কা ও মদীনায় সে পৌছতে সক্ষম হবে না। মক্কা ও মদীনার প্রতিটি রাস্তায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে এবং তাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে তা পাহারা দিবে। কোন সুযোগ না পেয়ে অবশেষে সে 'সাইনাহা' নামক স্থানে এসে উপনীত হবে। তখন মদীনায় তিনবার কম্পন সৃষ্টি হবে। এতে প্রতিটি কাফির ও মুনাফিক মদীনা থেকে বেরিয়ে তার কাছে চলে আসবে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ، وَقَالَ: فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.

৭১৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এরপর পূর্ববৎ বর্ণনা করেছেন, তবে পার্থক্য এই যে, তিনি বলেন, অতঃপর সে "সাইনাহাতুল জুরুফ" নামক স্থানে এসে তার আসন গাড়বে। এবং বলেছেন, প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও নারী তার কাছে চলে আসবে।

অনুচ্ছেদ : ৪

দাজ্জালের অবশিষ্ট হাদীস।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ، مِنْ يَهُود إِصْبَهَانَ، سَبْعُونَ أَلْفًا، عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ».

৭১৭৮। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর চাচা আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আসবাহানের' ইয়াহুদী সম্প্রদায় থেকে সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে, যাদের গায়ে থাকবে তোয়ালে।

حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ». قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيلٌ».

৭১৭৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাকে উম্মু শুরাইক জানিয়েছেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, দাজ্জাল বের হলে মানুষ দাজ্জাল থেকে পলায়ন করে পাহাড়ে আশ্রয় নিবে। উম্মু শুরাইক বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আরবগণ (মক্কা ও মদীনাবাসী) কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা খুব কম হবে।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৭১৮০। ইবনে জুরাইজ থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَهْطٍ، مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ وَأَبُو قَتَادَةَ قَالُوا: كُنَّا نَمُرُّ عَلَىٰ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، نَأْتِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونِي إِلَىٰ رِجَالٍ، مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنِّي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ».

৭১৮১। হুমাইদ ইবনে হেলাল তাঁর বংশধরদের তিন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে আবু কাতাদাও (রা) রয়েছেন। তাঁরা বলেন, আমরা হিশাম ইবনে আমরের (রা) পাশ দিয়ে ইমরান ইবনে হুসাইনের নিকট যাচ্ছিলাম... অবশিষ্ট আবদুল আজীজ ইবনে মুখতারের হাদীসের অনুরূপ। কেবল পার্থক্য এই যে, হুমাইদ বলেছেন, এমন ব্যাপার যা দাজ্জাল থেকেও আরও মারাত্মক।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ] وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ».

৭১৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (কিয়ামতের) ছয়টি নিদর্শন কায়েমের আগে আগে নেক আমল সম্পাদন কর। (১) সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া (২) ব্যাপক ধুঁয়া উত্থিত হওয়া (৩) দাজ্জাল বের হওয়া (৪) অদ্ভুত জন্তু বের হওয়া (৫) তোমাদের কারো ব্যক্তিগত মৃত্যু (৬) সার্বজনীন বিপদ (কিয়ামত)।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ».

৭১৮৩। আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছয়টি নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার আগে আগে নেক আমল সম্পন্ন কর। (১) দাজ্জাল প্রকাশিত হওয়া (২) ব্যাপক ধুঁয়া দেখা দেওয়া (৩) দাব্বাতুল আরদ (অদ্ভুত জন্তু) বের হওয়া (৪) সূর্য পশ্চিম থেকে উদিত হওয়া (৫) সার্বজনীন বিপদ দেখা দেওয়া (৬) কারো ব্যক্তিগত মৃত্যু সংঘটিত হওয়া।

وحدّثناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৭১৮৪। এ সূত্রে কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫

ফিৎনার সময় ইবাদতের ফযীলত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْمُعَلَّى ابْنِ زِيَادٍ، رَدَّهُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، رَدَّهُ إِلَىٰ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، رَدَّهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ، كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ».

৭১৮৫। মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূত্র পরিবর্তন : মুয়াবিয়া ইবনে কুররা মা'কাল ইবনে ইয়াসারের বরাত দিয়েছেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফিৎনার যামানায় ইবাদত আমার নিকট হিজরতের সমতুল্য।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৭১৮৬। আবু কামেল বলেন, হাম্মাদ (রা) এ সূত্রে আমাদেরকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

কিয়ামত নিকটে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ».

৭১৮৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত পাপীষ্ঠ লোকদের উপরই কায়েম হবে (তখন কোন ভাল লোক থাকবে না)।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ:

سمعت النبي ﷺ يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى، وهو يقول: «بعثت أنا والساعة هكذا».

৭১৮৮। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূত্র পরিবর্তন : আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সাহল (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি সংলগ্ন অঙ্গুলি (শাহাদাত অঙ্গুলি) ও মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেছেন : আমি প্রেরিত হয়েছি এমন সময় যে, কিয়ামত এরূপ নিকটবর্তী (অর্থাৎ শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি যত নিকটবর্তী)।

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار

قالا: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين».

قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس، أو قاله قتادة.

৭১৮৯। শু'বা বলেন, আমি কাতাদাকে (রা) বলতে শুনেছি, আমাদেরকে আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (নির্দেশিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে), আমাকে ও কিয়ামতকে এ দুইয়ের ন্যায় (নিকটবর্তী করে) প্রেরণ করা হয়েছে। শু'বা বলেন, আমি কাতাদা (রা)-কে গল্প করতে শুনেছি, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ দুটি অঙ্গুলির একটার ফযীলত অপরটির উপর যেমন। আমার জানা নেই তিনি আনাসের (রা) কাছে এ কথা উল্লেখ করেছেন? না কি কাতাদা নিজেই এ কথা বলেছেন।

وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي: حدثنا

خالد يعني ابن الحارث: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان؛ أنهما سمعا أنسا يحدث؛ أن رسول الله ﷺ قال: «بعثت أنا والساعة هكذا» وقرن شعبة بين إصبعيه، المسبحة والوسطى، يحكيه.

৭১৯০। শু'বা বলেন, আমি কাতাদা ও আবু তায়াহ (রা) উভয়কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তাঁরা আনাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি ও কিয়ামত এরূপভাবে প্রেরিত হয়েছি"– শু'বা তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে একসাথে করে রাসূলুল্লাহর ভাবভঙ্গি নকল করছিলেন।

وحدثنا عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي؛ ح: وحدثنا

محمد بن الوليد: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن أبي

التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. **وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ**: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمْزَةَ يَعْنِي الضَّبِّيَّ، وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

৭১৯১। উপরোক্ত দ্বিবিধ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্যান্য রাবীদের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ.

৭১৯২। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে ও কিয়ামতকে এ দুয়ের ন্যায় (কাছাকাছি) পাঠান হয়েছে। আনাস বলেন, এ সময় তিনি নির্দেশিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্র করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَنَظَرَ إِلَىٰ أَحْدَثِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَقَالَ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا، لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ، قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ».

৭১৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল যে, কিয়ামত কখন হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে একটি অল্পবয়স্ক যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি এ যুবক বেঁচে থাকে আর তার কখনও বার্ধক্য না আসে, তাহলে তোমাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে।

টীকা : এর দু'রকম অর্থ হতে পারে। (১) যেদিন কিয়ামত হবে কোন মানুষ বৃদ্ধ থাকবে না। সব সমবয়স্ক যুবক হবে। (২) দাজ্জালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু দাজ্জাল কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জোয়ান থাকবে। দাজ্জাল বের হলে কিয়ামত হবে। হাদীসে এটাই বুঝানো হয়েছে।

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلَامُ، فَعَسَىٰ أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ، حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

৭১৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন কায়েম হবে? তার পাশে আনসার সম্প্রদায়ের একটি যুবক ছিল, যার নাম ছিল "মুহাম্মাদ"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ইশারা করে বললেন, যদি এ যুবক বেঁচে থাকে আর আশা করা যায় তার উপর বার্ধক্য আসবে না তবেই কিয়ামত কায়েম হবে।

وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُنَيَّةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ غُلَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، فَقَالَ: «إِنْ عُمِّرَ هٰذَا، لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: ذَاكَ الْغُلَامُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَئِذٍ.

৭১৯৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন কায়েম হবে? আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন তাঁর সামনে 'আযদে শানুআ' গোত্রের একটি যুবক। তার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এ যুবক যদি বেঁচে থাকে আর তার কখনও বার্ধক্য না আসে, তবেই কিয়ামত কায়েম হবে। রাবী বলেন, আনাস বলেছেন, ঐ যুবক তখন আমার সমবয়স্ক ছিল।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ يُؤَخَّرْ هٰذَا، فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ، حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

৭১৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শু'বার একটি গোলাম (অল্পবয়স্ক বালক) রাসূলুল্লাহর কাছে আসল। সে তখন আমারই সমবয়স্ক ছিল। তাকে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ বালকের জীবন দীর্ঘায়িত হয়, আর কখনও তাকে বার্ধক্য স্পর্শ না করে তবেই কিয়ামত কায়েম হবে।

حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ [النَّبِيَّ ﷺ] قَالَ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ، فَمَا يَصِلُ الْإِنَاءُ إِلَىٰ فِيهِ حَتَّىٰ تَقُومَ، وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ، فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّىٰ تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُ

فِي حَوْضِهِ، فَمَا يَصْدُرُ حَتَّىٰ تَقُومَ».

৭১৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তা রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত হঠাৎ কায়েম হবে। এক ব্যক্তি পশুর দুধ দোহন করবে, এরপর দুধের পেয়ালা মুখে নিতে যাবে এমন সময় কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। দুই ব্যক্তি কাপড় বেচাকেনায় লিপ্ত থাকবে এবং তারা এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে থাকবে। এমন সময় কিয়ামত কায়েম হবে। এক ব্যক্তি পুকুরে গোসল করতে থাকবে। পুকুর থেকে উঠার আগেই কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৭

ইসরাফিলের দুই ফুঁকের মাঝখানের সময়।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَرْبَعِينَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعِينَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ - قَالُوا: أَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ. «ثُمَّ يُنْزِلُ [اللهُ] مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ». قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَىٰ، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৭১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ফুঁকের মাঝখানের বিরতিকাল চল্লিশ। সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? বললেন, আমি সন্দিগ্ধ। তারা জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ মাস! বললেন, এ ব্যাপারেও আমি সন্দিহান। তারা জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি সন্দিহান (কোনটাই নিশ্চিত নই)। অতঃপর আসমান থেকে কিছু বৃষ্টিপাত হবে, পরক্ষণেই মানুষ যমিন ভেদ করে এভাবে উত্থিত হতে থাকবে যেরূপ উদ্ভিদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন কোন মানুষ নেই যা পঁচে বিনষ্ট হবে না। সবই মিশে যাবে কেবল একটা হাড় যা পাছার শেষ প্রান্তে থাকে, তা মিশে যাবে না। কিয়ামতের দিন তা থেকে মানুষের বাকী অংশগুলো জোড়া হবে।

টীকা : আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ অক্ষত অবস্থায় যমিনের মাঝে সংরক্ষিত থাকবে। তাঁদের দেহকে বিনষ্ট করা যমিনের উপর হারাম। এছাড়াও আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তার দেহ যমিনে সংরক্ষিত রাখবেন। সাধারণ মানুষের দেহ মাটিতে মিশে যাবে। কেবল পাছার শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটা হাড় মিশে যাবে না। তার উপর ভিত্তি করে কিয়ামতের দিন মানুষকে পুনঃ সৃষ্টি করা হবে। হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي

الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ».

৭১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি আদম সন্তানের (আম্বিয়া কিরাম ব্যতিত) মৃত্যুর পর তাকে মাটি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। কেবল পাছার শেষ প্রান্তস্থিত হাড়টুকু অবশিষ্ট থাকবে। তা থেকেই তার সৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং তার সাথেই বাকী অংশগুলো সংযোজন করা হবে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا -: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا، فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا: أَيُّ عَظْمٍ هُوَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «عَجْبُ الذَّنَبِ».

৭২০০। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন তা এই– বলে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের দেহে একটা হাড় আছে তা কখনও যমিন বিনষ্ট করতে পারবে না। কিয়ামতের দিন তার সাথেই অপর অংশ সংযোজিত হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে হাড় কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পাছার শেষ প্রান্তস্থিত সরু হাড়টি।

পঞ্চান্নতম অধ্যায়

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও মর্মস্পর্শী বিষয়সমূহ

অনুচ্ছেদ : ১

পৃথিবী মুমিন ব্যক্তির জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য বেহেশত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ».

৭২০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য বন্দিশালাতুল্য এবং কাফিরের জন্য বেহেশততুল্য।

টীকা : যারা খাঁটি ঈমানদার তারা এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে কিছুতেই পূর্ণ মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করতে পারে না। কেননা খাঁটি ঈমানদার দুনিয়ার প্রতি অধিক আসক্ত না হয়ে সর্বদা পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার কাছে দুনিয়াটা বন্দিশালার ন্যায় মনে হয়। একজন কয়েদী যেমন বন্দীশালায় মানসিক শান্তি অনুভব করতে পারে না, অনুরূপভাবে ঈমানদার বান্দা ক্ষণস্থায়ী জগতে শান্তি পেতে পারে না।

অপরদিকে কাফির ও খোদাদ্রোহী ব্যক্তি দুনিয়াকে বেহেশতের ন্যায় পরম সুখের স্থান মনে করে থাকে। সে যেহেতু পরকালের প্রতি ও পরকালের অনন্ত সুখ-শান্তির প্রতি বিশ্বাস রাখে না বরং পার্থিব জগৎ ও পার্থিব জগতের সুখ শান্তিই তার একমাত্র কাম্য। অতএব পার্থিব জগতে সুখ শান্তির উপকরণ লাভ করতে পারলে সে পরম আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে সে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে। এ বাস্তব সত্যই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: [أَ]تُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ! لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: «فَوَاللهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ».

৭২০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কোন উঁচু এলাকার বাজারে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর চতুর্দিকে লোকজন তাঁকে ঘিরে ছিল। তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটা মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ

দিয়ে যেতে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করতে রাজী হবে? উপস্থিত লোকেরা বলল, না, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা এটা নিতে রাজী নই। আর এ দিয়ে আমরা কি করব? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এটার মালিক হতে আগ্রহ পোষণ করবে? তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! যদি এটা জিন্দাও থাকত তবুও তা ত্রুটিযুক্ত। কেননা এর কানকাটা। তাহলে মৃত অবস্থায় কিভাবে আমরা এর জন্য আগ্রহী হতে পারি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা তোমাদের কাছে যেমন তুচ্ছ দুনিয়াটা আল্লাহর নিকট এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِيَانِ الثَّقَفِيَّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: فَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّكَكُ بِهِ عَيْبًا.

৭২০৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সাকাফীর বর্ণনায় আছে: "যদি তা জীবিত থাকত তবুও এর বেটে কান একটি ত্রুটি।"

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي قَالَ: وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟».

৭২০৪। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা তাকাসুর পাঠ করছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আদম সন্তান (মানুষ) বলে, 'আমার মাল' 'আমার সম্পদ' অথচ হে আদম সন্তান! তোমার মাল-সম্পদ তো এছাড়া আর কিছুই না: (১) যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করে দাও, (২) যা পরিধান করে পুরাতন করো আর (৩) যা দান-সাদকা করে ব্যয় করছো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ

بِمِثْلِ حَدِيثِ هَمَّامٍ.

৭২০৫। মুতাররিফ (র) থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলাম... রাবী এরপর হাম্মামের বর্ণনা অনুযায়ী হুবহু বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، [وَ]مَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ».

৭২০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহ বলে থাকে, আমার মাল, আমার সম্পদ। তার মাল-সম্পদ থেকে তিন প্রকার মাল তার নিজস্ব : (১) যা খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে (২) যা পরিধান করে পুরাতন করে এবং (৩) যা দান খয়রাত করে। এছাড়া অবশিষ্ট মাল তার কাছ থেকে চলে যাবে এবং সে তা মানুষের জন্য ছেড়ে যাবে।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৭২০৭। আবু বাক্‌র ইবনে ইসহাক (র)... 'আলা ইবনে আবদুর রহমান এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى [التَّمِيمِيُّ] وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ».

৭২০৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে তাকে অনুসরণ করে। অতঃপর দু'টি জিনিস ফিরে, আসে আর একটা তার সাথে থেকে যায়। তাকে অনুসরণ করে তার পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ ও তার কৃতকর্ম। এরপর ফিরে আসে তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ এবং তার সাথে থেকে যায় তার কৃতকর্ম।

টীকা : একমাত্র নেক আমল বা সৎকর্মই পরকালীন জীবনে উপকারে আসবে। পার্থিব উপকরণ ও সহায়-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন যদি পরকালের কাজে সহায়ক না হয়, তবে এগুলো পরকালে কোনই উপকারে আসবে না।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ [يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ]: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ، وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟» فَقَالُوا: أَجَلْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ! مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَٰكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

৭২০৯। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, বনূ আমের ইবনে লুআই-এর মিত্র আমর ইবনে আওফ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন, জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা (রা)-কে "জিয্য়া" কর নিয়ে আসার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইবনে হাদরামী (রা)-কে তাদের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর আবু উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে কিছু ধনসম্পদ নিয়ে (মদীনায়) এসে পৌঁছলেন। আনসারগণ আবু উবায়দার (রা) আগমনের সংবাদ পেলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযে শরীক হলেন নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুখ ফিরিয়ে বসলেন, তখন তারা তাঁর কাছে এগিয়ে এলো। তাঁদেরকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, মনে হয় তোমরা শুনেছ আবু উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু মালসম্পদ নিয়ে এসেছে। তারা বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সন্তোষজনক অবস্থার প্রতীক্ষা কর। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের প্রতি দারিদ্র ও অভাব-অনটনের আশঙ্কা করছি না। বরং তোমাদের জন্য এ আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের প্রতি দুনিয়ার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য এমনভাবে ঢেলে দেওয়া হবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি

ঢেলে দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় তোমরা প্রাচুর্যের মধ্যে এমনভাবে ডুবে যাবে যেভাবে তারা ডুবে গিয়েছিল। পরিশেষে দুনিয়া তোমাদেরকেও তেমনি হালাক করে দিবে যেমনি তাদেরকে হালাক করে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ [بْنُ عَلِيٍّ] الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمِثْلِ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: «وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ».

৭২১০। হাসান ইবনে আলী আল-হুলওয়ানী (র)... যুহরী থেকে ইউনুস সূত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, সালেহের বর্ণনায় আছে : وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَلْهَتْهُمْ দুনিয়া তোমাদেরকেও আত্মভোলা করে ফেলবে যেমনি তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ هُوَ أَبُو فِرَاسٍ، مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ، أَنْتُمْ؟» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ، تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ رِقَابِ بَعْضٍ».

৭২১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য তোমাদের অধিকারে আসবে তখন তোমরা কিরূপ সম্প্রদায় হবে? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বললেন, আমরা ঐরূপই বলব, যেরূপ আল্লাহ আমাদেরকে হুকুম করেছেন (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর গুণগান ও শোকর আদায় করব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নাকি এর বিপরীত করবে? তখন তোমরা পরস্পর লোভ লালসায় লিপ্ত হয়ে যাবে, যার ফলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। অতঃপর একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং একে অপরের পরম শত্রু হয়ে

যাবে, অথবা তিনি অনুরূপ কিছুই বলেছেন। অতঃপর তোমরা গরীব অসহায় মুহাজিরদের দিকে ধাবিত হবে এবং তাদেরকেও বিভক্ত করে একে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে (অর্থাৎ তাদেরকেও স্বার্থের হানাহানিতে লিপ্ত করে ফেলবে)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا - الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ».

৭২১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো যখন ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাকে ধন ও জনে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, তখন তার ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিৎ যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ، سَوَاءً.

৭২১৩। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে (র)... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... এই সূত্রে আবু যিনাদের হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ». قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ «عَلَيْكُمْ».

৭২১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত কর, যে তোমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব অবস্থায় আছে। ঐ ব্যক্তির প্রতি তাকিও না যে তোমাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় আছে। তোমাদের উচিৎ তোমরা যেন আল্লাহর দানকে (নিয়ামতকে) তুচ্ছ মনে না কর। আবু মুয়াবিয়া عَلَيْكُمْ শব্দ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا

إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِيَ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ، - شَكَّ إِسْحَاقُ - إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوِ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الْإِبِلُ، وَقَالَ الْآخَرُ: الْبَقَرُ قَالَ: فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَٰذَا الَّذِي قَذِرَنِيَ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، قَالَ: وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ تَعَالَىٰ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَىٰ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَٰذَانِ وَوَلَّدَ هَٰذَا، [قَالَ:] فَكَانَ لِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ».

قَالَ: «ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ، بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وُرِّثْتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ».

قَالَ: «وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَٰذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَىٰ هَٰذَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ».

قَالَ: «وَأَتَى الْأَعْمَىٰ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ

سَبِيلِ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ، بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ! لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ».

৭২১৫। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল : শ্বেতরোগী, টাক মাথাওয়ালা ও অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন। অতএব তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। উক্ত ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট বেশী প্রিয়? সে বলল, সুন্দর রং, সুন্দর চামড়া, আর চাই এ দোষটা যেন চলে যায় যে কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। রাবী বলেন, শুনে ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার থেকে দোষটা চলে গেল, এবং তাকে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া দান করা হল। এরপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! কোন মালটা তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে বলল, উট অথবা বলল, গরু। রাবী ইসহাক এ ব্যাপারে সন্দিহান। তবে শ্বেতরোগী ও টাক মাথাওয়ালা এ দু'জনের একজন বলেছে 'উট' অপরজন বলেছে গরু। এরপর তাকে একটা গর্ভবতী উষ্ট্রী দান করা হল এবং ফেরেশতা বললেন, তোমাকে আল্লাহ এর মধ্যে বরকত দান করুন।

এরপর ফেরেশতা টাক মাথাওয়ালার নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক কাম্য ও পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর কেশ, আর কামনা এই যে, আমার থেকে যেন এ বিশ্রী দোষটা চলে যায়, যে কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার দোষ সেরে গেল। তাকে মনোরম কেশ দান করা হল। এরপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাল তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বলল, গরু। এরপর তাকে একটা গর্ভবতী গাভী দান করা হল। ফেরেশতা দু'আ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এর মধ্যে বরকত দান করুন।

এরপর উক্ত ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি জিনিস বেশী পছন্দনীয়? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি মানুষকে দেখতে পাই। রাবী বলেন, ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাল তোমার নিকট বেশী প্রিয়? বলল, বকরী। এরপর তাকে একটি গর্ভবতী বকরী দান করা হল। কিছু দিন পর উটনী, গাভী ও বকরী প্রত্যেকটির বাচ্চা হলে শ্বেতরোগীর উটে এক মাঠ ভরে গেল, টাক মাথাওয়ালার গরুর পালে এক মাঠ ভরে গেল এবং অন্ধ ব্যক্তির বকরীর পালে এক মাঠ ভরে গেল।

রাবী বলেন, পরে উক্ত ফেরেশতা তাঁর পূর্ববৎ আকৃতিতে শ্বেতরোগীর নিকট এসে বললেন, আমি একজন গরীব মানুষ। দীর্ঘ সফরে আমার সব সম্বল শেষ হয়ে গেছে।

আজ আল্লাহ ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তোমার কাছে ঐ আল্লাহর নামে, যিনি তোমাকে সুন্দর রং মনোরম চামড়া ও প্রচুর ধন দান করেছেন– একটা উট চাই, যাতে আরোহণ করে আমি সফরের অভিযান চালিয়ে যেতে পারি। এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, আমার অনেক দাবি পূরণ করতে হয়। তাই দেয়া সম্ভব নয়। তখন আগন্তুক তাকে বললেন, মনে হয় আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি শ্বেতরোগী ছিলে না, তোমাকে লোকে ঘৃণা করত? তুমি কি নিঃস্ব ছিলেন না, আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন? সে বলল, আমি তো বংশপরম্পরায় এসব ধনসম্পদের অধিকারী। এ কথা শুনে আগন্তুক ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

এরপর তিনি পূর্বের আকৃতিতে টাক মাথাওয়ালার নিকট এসে তার কাছেও ঐরূপ আবদার জানালেন, যেরূপ শ্বেতরোগীর নিকট জানিয়েছেন এবং সেও ঐরূপ জওয়াব দিয়েছে– যেরূপ ঐ ব্যক্তি জওয়াব দিয়েছে। অতঃপর আগন্তুক ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

এরপর তিনি পূর্ববৎ আকৃতিতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, আমি একজন গরীব মানুষ ও মুসাফির। দীর্ঘ সফরে আমার যাবতীয় সম্বল শেষ হয়ে গেছে। অতএব এখন আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন গতি নেই। এমতাবস্থায় আমি তোমার কাছে ঐ আল্লাহর নামে, যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন– একটা বকরীর জন্য আবদার জানাচ্ছি, যাকে সম্বল করে আমি এই সফর শেষ করতে পারি। অন্ধ ব্যক্তি বলল, সত্যই আমি ছিলাম অন্ধ। আল্লাহ দয়া করে আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব তুমি যা মনে চায় নিয়ে যাও, আর যা মনে চায় রেখে যাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি যা কিছুই নিয়ে যাও, তাতে আমি তোমাকে কোনই বাধা দিব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমিই রেখে দাও! তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল। এ পরীক্ষায় আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَٰقَ - قَالَ عَبَّاسٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا - أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَٰذَا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ، فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فِي إِبْلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ».

৭২১৬। আমের ইবনে সা'দ (র) বলেছেন, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁর উটের পালের মাঝে ছিলেন। এমন সময় তাঁর ছেলে উমার তথায় এসে পৌছলেন। সা'দ (রা) তাকে দেখে, বললেন, আমি এ আরোহীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তার ছেলে উমার সওয়ারী থেকে নেমে সা'দ (রা)-কে বললেন : আপনি উট-বকরীর পালের মধ্যে মশগুল রয়েছেন আর জনসাধারণ থেকে নির্লিপ্ত রয়েছেন। তারা রাষ্ট্র নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। সা'দ (রা) তার বুকে থাপ্পড় মেরে বললেন, চুপ কর! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় মহান আল্লাহ মুত্তাকী আত্মনির্ভরশীল নির্জনবাসী বান্দাকে ভালবাসেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهٰذَا السَّمُرُ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ، إِذًا، وَضَلَّ عَمَلِي وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِذًا.

৭২১৭। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (এমন সংকটকালে) যুদ্ধ করেছি যে, আমাদের সঙ্গে খাওয়ার মত সামান্য খাদ্যও ছিল না। একমাত্র 'হুবলা' ও 'সামুর' নামক দু'রকম গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছি। ফলে আমাদের এক একজন ছাগলের লাদির ন্যায় মল ত্যাগ করতো। আর এখন বনু আসাদ এসে আমাকে ধর্মের ব্যাপারে শাসাতে লাগল। যদি তাই হয় তবে আমরা অকৃতকার্য হলাম এবং আমাদের আমল সবই ব্যর্থ হলো। ইবনে নুমাইর অবশ্য إذا শব্দটি উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ، مَا يَخْلِطُهُ بِشَيْءٍ.

৭২১৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সা'দ ফলে আমাদের এক একজন বকরীর লাদির ন্যায় মলত্যাগ করতো

এবং তার সাথে অন্যকিছু মিশ্রিত থাকতো না।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ **بِصُرْمٍ** وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ، **يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا**، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَىٰ دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ **مَا بِحَضْرَتِكُمْ**، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَىٰ مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، **فَيَهْوِي فِيهَا** سَبْعِينَ عَامًا لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللهِ! لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ؟ **وَلَقَدْ** ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّىٰ قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَىٰ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ، حَتَّىٰ تَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا.

৭২১৯। খালিদ ইবনে উমায়ের আল-আদাবী (র) বলেন, উতবা আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেছেন, তারপর বলেছেন– দুনিয়া বিদায় ঘোষণা করেছে এবং শীঘ্র বিদায় নিচ্ছে। দুনিয়ার বিশেষ কিছু বাকী নেই কেবল পাত্রের তলানির ন্যায় কিছু অবশিষ্ট আছে, যা ভক্ষণকারী রেখে দেয়। আর তোমরা এ অস্থায়ী জগৎ থেকে এমন এক জগতের দিকে ধাবিত হচ্ছ যার শেষ নেই। অতএব তোমরা তোমাদের সামনে যা কিছু আছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু অর্জন করে নিয়ে যাও। আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একটা পাথর জাহান্নামের কিনারা থেকে ছেড়ে দেয়া হলে তা সত্তর বছর যাবৎ নিম্নে পতিত হতে থাকবে, তবুও তা তলদেশে গিয়ে পৌঁছবে না। আল্লাহর কসম! জাহান্নাম অবশ্য পরিপূর্ণ হবে। এ কথা শুনে তোমরা কি বিস্মিত হয়েছ? আমাদের কাছে এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, বেহেশতের দুই চৌকাঠের (দরজার) মাঝখানে চল্লিশ বছরের দূরত্ব (এরূপ অসংখ্য দরজা রয়েছে)।

মনে রেখ, এ জগতে এমন দিন অবশ্যই আসবে যেদিন জগৎ অজস্র ধনরাশিতে পরিপূর্ণ হবে। অথচ আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সময় সাতদিন পরও একদিন আমাদের খাবার জুটত না। গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। এমনকি পাতা চিবিয়ে আমাদের মুখ ও গালের ছাল উঠে গেছে। এছাড়া আমি একটা চাদর সংগ্রহ করে তা দু'ভাগ করে আমার ও সা'দ ইবনে মালিকের মধ্যে বণ্টন করেছি। অর্ধেক দিয়ে আমি নিজ লুঙ্গি বানিয়েছি আর অর্ধেক দিয়ে সা'দ লুঙ্গি বানিয়েছে। আজ তো আমাদের মধ্যে কেউই এমন নিঃস্ব নেই, বরং এক একজন এক এক শহরের আমীর বলেছেন। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যেন আমি নিজের মনে বড় হয়ে আল্লাহর কাছে ছোট না হয়ে যাই।

সকল নবীর নবুওয়াত পর্যায়ক্রমে শেষ হয়েছে। তা শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অচিরেই তোমরা শাসকদের সম্পর্কে অবহিত হবে এবং আমাদের পরে তাদেরকে যাচাই করে নিবে।

وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، قَالَ: خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ.

৭২২০। খালিদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাহেল যুগ পেয়েছেন। তিনি বলেন, আতাবা ইবনে গায্ওয়ান (রা) বসরার আমীর থাকাকালীন (রা) ভাষণ দিয়েছেন... এরপর শায়বানের হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا طَعَامُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا.

৭২২১। খালিদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনে গাযওয়ানকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সাত দিনের মাথায়ও একবেলা আমাদের আহার জুটেনি। বরং 'হুবলা' নামক গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। এমনকি এর ফলে আমাদের গালের ছাল উঠে গেছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ

تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ، وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: إِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هٰهُنَا إِذًا.

قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذٰلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ.

وَذٰلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذٰلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ».

৭২২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, আচ্ছা, মেঘমুক্ত আকাশে দ্বিপ্রহরে সূর্যকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? সবাই বললেন, 'না'। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তারা বললেন, 'না'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের প্রভুকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না, যেরূপ চন্দ্র-সূর্যকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান প্রভু (আল্লাহ) বান্দার সাথে দেখা দিয়ে বলবেন, হে বান্দা! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমাকে অন্যের উপর কর্তৃত্ব দান করিনি? আমি কি উট-ঘোড়া ইত্যাদি জন্তুকে তোমার কাজে লাগিয়ে দেইনি? আর তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি যাতে তুমি কর্তৃত্ব করতে পার এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পার। বান্দা উত্তর দিবে, হাঁ, হে প্রভু! আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি ধারণা করেছিলে যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে? বান্দা বলবে, 'না'। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাকে ভুলে যাচ্ছি যেমনি তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।

এরপর মহান আল্লাহ আরেক বান্দার সাথে দেখা দিয়ে বলবেন, হে বান্দা! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমাকে অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করিনি? আমি কি তোমাকে পরিবার দান করিনি? আমি কি ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু তোমার বশে এনে দেইনি? আমি কি তোমাকে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব করার ও সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করার সুযোগ দেইনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে প্রভু! তারপর আবার আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা তুমি কি ধারণা করেছিলে যে, তোমাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে? সে বলবে, 'না'। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাকে ভুলে যাচ্ছি যেরূপ তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ আরেক বান্দার সাথে দেখা দিয়ে অনুরূপ কথা বলবেন। এবার বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার কিতাবসমূহের প্রতি ও তোমার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। আমি নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, দান-খয়রাত করেছি। এরপর বান্দা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তাহলে এবার দেখা যাক! অতঃপর তাকে বলা হবে, এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী পাঠাব। তখন বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে, কে আছে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর তার জবান বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার উরু, হাড়, মাংসকে (বাকশক্তি দিয়ে) বলা হবে, কথা বল। তখন তার উরু, হাড়, মাংস তার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, যাতে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না থাকে। ঐ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক এবং এমন ব্যক্তি যার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ:

حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا أَضْحَكُ؟» قَالَ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَىٰ نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ [عَلَيْكَ] شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ».

৭২২৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম। তিনি হাসলেন, তিনি জিজ্ঞেস **করলেন,** তোমরা জান কি আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই **ভাল জানেন।** তিনি বললেন, বান্দা তার প্রভুকে যে সম্বোধন করবে তা স্মরণ করে **হাসছি।** সে বলবে, হে প্রভু! আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে বাঁচাননি? আল্লাহ বলবেন,

অবশ্যই। বান্দা বলবে, আমি আমার নিজের ব্যাপারে নিজস্ব সাক্ষী ছাড়া আর কাউকে সাক্ষ্যদানের অনুমতি দিব না। আল্লাহ বলবেন, আজকের দিনে তোমার জন্য তোমার নিজের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এরপর তার জবান বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জবান খুলে দিয়ে বলা হবে, তোমরা সাক্ষ্য দান কর। আল্লাহর হুকুমে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে। তখন সে অনুশোচনা করে বলবে, তোমরা দূর হও! ধিক তোমাদের প্রতি। তোমাদের রক্ষা করার জন্য কতই না চেষ্টা তদবীর করেছিলাম (আর তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে)।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا».

৭২২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারের জীবিকা জীবন ধারণোপযোগী করে দিন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا».

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ».

৭২২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারের জীবিকা জীবনধারণ পরিমাণ দানশ কর। আমরের বর্ণনায় اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ শব্দ বর্ণিত হয়েছে। অর্থ একই।

وحَدَّثَنَاه أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «كَفَافًا».

৭২২৬। আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) উমারা ইবনে কা'কা' (র) থেকে এ সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী (সা) বলেছেন كَفَافًا অর্থাৎ এ পরিমাণ যদ্দারা ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ بُرٍّ، ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبِضَ.

৭২২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত কখনও একাধারে তিনদিন গমের রুটি পেট ভরে খায়নি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا، مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ.

৭২২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরপারে যাত্রা করা পর্যন্ত কখনও তিনদিন একাধারে পেট ভরে গমের রুটি খাননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ، يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৭২২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার কখনও পরপর দু'দিনও যবের রুটি পেট ভরে খায়নি।

টীকা : তাঁরা এতই সাদাসিদা দীনহীনভাবে জীবন যাপন করতেন যে, প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতেন, পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি কোন মোহ তাঁদের ছিল না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، فَوْقَ ثَلَاثٍ.

৭২৩০। আয়েশা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার তাঁর পরপারে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত কখনও একাধারে তিনদিন গমের রুটি পেট ভরে খায়নি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ

غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ، ثَلَاثًا، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ.

৭২৩১। আয়েশা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারের লোকজন তিন দিনের অধিক পেট পুরে গমের রুটি খায়নি।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، إِلَّا وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ.

৭২৩২। আয়েশা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ কখনও একাধারে দু'দিন গমের রুটি পেট ভরে খায়নি, বরং একদিন রুটি খেলে অপর দিন খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا، آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ، لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

৭২৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ এভাবে দিন যাপন করেছি যে, কখনও দীর্ঘ একমাস কাটিয়ে দিতাম, ঘরে আগুন জ্বালাইনি। আমাদের খোরাক শুধুমাত্র সামান্য খেজুর ও পানি ছিল।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ: إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ، وَلَمْ يَذْكُرْ آلَ مُحَمَّدٍ.

وَزَادَ أَبُو كُرَيْبٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا اللُّحَيْمُ.

৭২৩৪। আবু বাক্র ইবনে শায়বা (র) হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে এ সূত্রে এভাবে রিওয়ায়েত করেছেন اِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ। হিশাম (র) اٰلَ مُحَمَّدٍ উল্লেখ করেননি। আবু কুরাইব ইবনে নুমায়ের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আরো আছে : اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَنَا اللُّحَيْمُ "কেবল মাঝে মধ্যে সামান্য পরিমাণ গোশ্‌ত আমাদের কাছে আসত"।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

৭২৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় আমার কাছে তাঁকে আহার করানোর মত এমন কিছুই ছিল না যা কোন প্রাণধারী জীব খেতে পারে। হাঁ, সামান্য কিছু যব আমার তাকে রাখা ছিল। তা থেকে আমি আহার করতে থাকলাম এভাবে বেশ কিছু কাল অতিবাহিত হলো। পরে আমি ওজন করলে তা শেষ হয়ে গেলো।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ! يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَيَسْقِينَاهُ.

৭২৩৬। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে (লক্ষ্য করে) বলছিলেন, হে বোনপুত! আমরা এভাবে দিন যাপন করেছি যে, একবার নতুন চাঁদ দেখে দ্বিতীয়বার দেখতাম, তৃতীয়বার আবার দেখতাম। দু'মাসে তিনবার নবচন্দ্র উদিত হতে দেখতাম অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে (এ দীর্ঘ সময়ে) আগুন জ্বলত না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খালাম্মা! তাহলে আপনারা দিন কাটাতেন কি করে? তিনি বলেন, আমাদের জীবিকা ছিল দুটো কালো বস্তু– খেজুর ও পানি। হাঁ! আনসারদের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় পড়শী ছিল যাদের দুগ্ধবতী উটনী ছিল। তারা মাঝে মাঝে সেগুলোর দুধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকেও তা পান করাতেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ [أَحْمَدُ]: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، مَرَّتَيْنِ.

৭২৩৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কখনও একদিনে দু'বার যায়তূন ও রুটি একসাথে পেট ভরে খাননি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحَجَبِيُّ عَنْ [أُمِّهِ] صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

৭২৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় ইহলোক ত্যাগ করেছেন যখন মানুষ খেজুর ও পানি এ দুই কৃষ্ণ খাদ্য পেট ভরে খেতে পেতো (তিনি কখনও পেট ভরে খেয়ে যাননি)।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ: الْمَاءِ وَالتَّمْرِ.

৭২৩৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করেছেন এমন সময় যখন দুই কৃষ্ণ বস্তু পানি ও খেজুর ছিল আমাদের আহার্য।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ: وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ.

৭২৪০। নাসর ইবনে আলী ও আহমাদ উভয়ে সুফিয়ান (র) থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আছে : وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ অথচ আমরা দুই কৃষ্ণ বস্তু (পানি ও খেজুর) দ্বারা পরিতৃপ্ত হইনি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! - وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ - مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا، مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ، حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا.

৭২৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ইবনে আব্বাদের বর্ণনায় আছে, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহলোক ত্যাগ করা পর্যন্ত কখনও একাধারে তিনদিন গমের রুটি তাঁর পরিবারবর্গকে আহার করাতে পারেননি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ [بِإِصْبَعِهِ] مِرَارًا يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا، مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ، حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا.

৭২৪২। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) দেখেছি তিনি কয়েকবার তাঁর দু' আঙ্গুল ইশারা করে বলেছেন, ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর ইহলোক ত্যাগ করা পর্যন্ত কখনও একাধারে তিনদিন গমের রুটি পেটপুরে খাননি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ، مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ: بِهِ.

৭২৪৩। সিমাক (র) বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি (বর্তমানে) তোমাদের চাহিদা মত পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় পাচ্ছ না? আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিকৃষ্ট খেজুরও পাননি। কুতাইবা (র) بِهِ শব্দ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ.

৭২৪৪। সিমাক (র) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যুহাইরের হাদীসে এ বাক্যটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, "আর তোমরা নানা রকম ভাল জাতের খেজুর ও মাখন ছাড়া সন্তুষ্ট হচ্ছ না।"

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ.

৭২৪৫। সিমাক ইবনে হারব বলেন, আমি নু'মান (রা)-কে তার বক্তৃতায় বলতে শুনেছি, উমার (রা) একবার মানুষ যেসব পার্থিব সম্পদ ও খাদ্যসম্ভারের মালিক হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তখনকার দিনে নিকৃষ্ট জাতের খেজুর পেলেও তিনি তা সংগ্রহ করে নিতেন যা দ্বারা কোন রকম উদর পূর্তি করা যায়।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا، قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! [إِنَّا]، وَاللهِ! مَا نَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاعٍ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَىٰ الْجَنَّةِ، بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ، لَا نَسْأَلُ شَيْئًا.

৭২৪৬। আবদুর রহমান আল-হুবালী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আসকে (রা) বলতে শুনেছি। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমরা কি দরিদ্র মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? আবদুল্লাহ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি স্ত্রী আছে যার কাছে আশ্রয় গ্রহণ কর? সে বলল, হাঁ! তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি বসবাস করার মত ঘর আছে? লোকটি বলল, হাঁ! আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তাহলে তো তুমি সচ্ছল। লোকটি বলল, আমার একটা খাদেম আছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তবে তো তুমি একজন বাদশাহ। আবু আবদুর রহমান বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের নিকট ছিলাম, এমন সময় তিন ব্যক্তি আবদুল্লাহ

ইবনে আমরের নিকট আসল। তারা তাঁকে বলল, হে আবু মুহাম্মাদ! আমাদের কিছুই নেই, আমাদের পরিবারের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা নেই, সওয়ারীও নেই, আসবাবপত্রও নেই। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তোমরা যদি চাও তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পার। (১) যদি ইচ্ছা কর আমাদের কাছে আসতে পার তাহলে আমরা তোমাদেরকে এ পরিমাণ দান করব যাতে আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সচ্ছল করে দেন; (২) আর যদি চাও আমরা তোমাদের বিষয় শাসকের নিকট উত্থাপন করব; (৩) আর যদি চাও ধৈর্যধারণ কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনবানদের চল্লিশ বছর আগেই বেহেশতে পৌছে যাবে। এ হাদীস শুনে তারা বলল, তাহলে আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, কারো কাছে কিছু চাইব না।

অনুচ্ছেদ : ২

যারা নিজেদের উপর যুলম করেছে, তোমরা তাদের বসতি এলাকা ক্রন্দনরত অবস্থায়ই অতিক্রম করবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّه سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ».

৭২৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা কান্নারত অবস্থা ব্যতীত এ অভিশপ্ত কওমের নিকটে যেওনা যাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছে। যদি কাঁদতে না পার তবে তাদের কাছে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা আশঙ্কা আছে যে, তাদের উপর যে আযাব এসেছিল অনুরূপ আযাব তোমাদের উপরও এসে যেতে পারে।

টীকা : আল-হিজর সিরিয়ার অন্তর্গত একটি ভূখণ্ডের নাম। এ ভূখণ্ডে সামুদ জাতি বসবাস করত। তারা ছিল সুখী সমৃদ্ধিশালী একটি জাতি। তাদের কাছে কতিপয় নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা উক্ত জনপদের নিকট হিদায়েতের বাণী পৌছিয়েছিলেন, কিন্তু তারা নবীদেরকে অস্বীকার করেছে। এরাই সালেহ আলাইহিস সালামের উটনীকে হত্যা করেছিল। তাই মহান আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে যখন রওয়ানা হলেন, তখন সাহাবাদেরকে ঐ ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের এমন অভিশপ্ত জনপদে প্রবেশ করা উচিৎ নয়। একান্তই যেতে হলে কেঁদে কেঁদে যাবে এবং আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ يَذْكُرُ الْحِجْرَ، مَسَاكِنَ ثَمُودَ، قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْحِجْرِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ» ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّىٰ خَلَّفَهَا.

৭২৪৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'সামুদ' জাতির বাসস্থান আল-হিজর সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজর এলাকা অতিক্রম করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা এই অভিশপ্ত জাতির বাসস্থানে প্রবেশ করো না যারা নিজেদের উপর যুলুম করে (ধ্বংস হয়েছে)। একান্তই যেতে হলে ক্রন্দনরত অবস্থায় যাবে। কেননা আশঙ্কা আছে, তাদের উপর যে ধরনের আযাব এসেছিল অনুরূপ আযাব তোমাদের উপর আসতে পারে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত সওয়ারী হাঁকিয়ে উক্ত বস্তি অতিক্রম করলেন।

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَٰقَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْحِجْرِ، أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ أَبْآرِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ الْعَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.

৭২৪৯। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর তাঁর সঙ্গে কওমে 'সামুদের' ভূখণ্ডে হিজরের কাছে পৌছলে তারা ওখানের জলাশয় থেকে পানি উঠিয়ে নিল এবং তদ্দারা আটার খামীর তৈরী করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে তাদেরকে উঠানো পানি ফেলে দিতে আদেশ করলেন এবং আটার খামীর উটদেরকে খাওয়াতে বললেন। অতঃপর লোকদেরকে আদেশ করলেন, তারা যেন ঐ জলাশয় থেকে পানি নেয় যেখানে সালেহ (আ)-এর উট অবতরণ করে পানি পান করেছিল।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ

اللهِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ.

৭২৫০। ইসহাক ইবনে মূসা আল-আনসারী (র)... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে আছে فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجِنُوْا بِـهِ তারা যেন ঐ জলাশয় থেকে পানি নেয় এবং তা দিয়ে খামির তৈরি করে।

অনুচ্ছেদ : ৩

বিধবা, ইয়াতীম ও মিসকীনের উপকার করার ফযীলত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ».

৭২৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিধবা ও নিঃস্বের উপকার সাধনকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। আমার ধারণা তিনি এ কথাও বলেছেন, ঐ নামাযী সমতুল্য যে নিরলসভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঐ রোযাদার সমতুল্য যে অনবরত রোযা রাখে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ عِيسَىٰ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ.

৭২৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজের ইয়াতীম অথবা অপর ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণকারী সে এবং আমি বেহেশতে এরূপ কাছাকাছি থাকব। মালিক (রা) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত।

حَدَّثَنِي هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ [الْأَيْلِيُّ] وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ

الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا- قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

وَفِي رِوَايَةِ هَٰرُونَ: «بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». [راجع: ١١٨٩]

৭২৫৩। উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী (র) উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে শুনেছেন, যে সময় লোকেরা তাঁর সম্পর্কে মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে নানা কথা বলছিল, ঐ সময় তিনি বলেছেন, তোমরা তো বাড়াবাড়িতে অধিক অগ্রসর হয়ে গেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ তৈরী করে– বুকাইর বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে– আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ (ঘর) বেহেশতে তৈরী করেন।

হারুনের বর্ণনায় আছে– 'আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটা ঘর তৈরী করেন'।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، كِلَاهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ-: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّاسُ ذَٰلِكَ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا لِلَّهِ، بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ».

৭২৫৪। মাহমূদ ইবনে লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত, হযরত উসমান (রা) যখন মসজিদ তৈরীর ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন লোকেরা তা অপছন্দ করল। তাদের কামনা ছিল তিনি যেন ঐ অবস্থায় রেখে দেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তার জন্যে বেহেশতে অনুরূপ (মর্যাদাপূর্ণ ঘর) তৈরী করেন।

وحَدَّثَنَاه إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [الْحَنْظَلِيُّ]: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: «بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

৭২৫৫। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফার (র) থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, তাদের বর্ণনায় আছে– "আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটা ঘর তৈরী করেন"।

অনুচ্ছেদ : ৫

মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করার ফযীলত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

- وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَحَّىٰ ذٰلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ، لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! لِمَ سَأَلْتَنِي عَنِ اسْمِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هٰذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هٰذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ».

৭২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একবার এক ব্যক্তি বিজন প্রান্তরে বিচরণকালে মেঘের মধ্যে একটা আওয়ায্ শুনল, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতঃপর মেঘখণ্ড একদিকে সরে যেতে লাগলো, একটু পর এর পানি একটা প্রস্তরময় ভূমিতে বর্ষিত হল। দেখা গেল পানি উক্ত স্থানের একটা নালাতে জমা হয়েছে। উক্ত ব্যক্তি ঐ পানির দিকে এগিয়ে এসে দেখল এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে তার কোদাল দিয়ে পানি বাগানের সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? উত্তরে সে ঐ নাম উল্লেখ করল যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছে। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার নাম কেন জিজ্ঞেস করেছ? প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলল, এ পানি যে মেঘ থেকে বর্ষিত হয়েছে ঐ মেঘের মধ্যে আমি একটা আওয়ায শুনেছি– তা তোমার নাম নিয়ে বলছে, অমুকের বাগানে পানি দাও। আচ্ছা! বল, তুমি বাগানের ব্যাপারে কি করছ? সে বলল, আচ্ছা, যখন তুমি জিজ্ঞেস করেছ তাহলে শোন। আমি বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা হিসাবে করি। অতঃপর তার এক-তৃতীয়াংশ সাদকা করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি পরিবার পরিজনকে নিয়ে খাই এবং এক-তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নে ব্যয় করি।

وحَدَّثَناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ».

৭২৫৭। আহমাদ ইবনে আবদাহ (র)... ওয়াহব ইবনে কাইসাম এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, এ বর্ণনায় তিনি বলেছেন, আমি এর এক-তৃতীয়াংশ মিসকীন, ভিক্ষুক ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করি।

অনুচ্ছেদ : ৬

যে ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে শির্‌ক করে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَـٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».

৭২৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَىٰ رَاءَى اللهُ بِهِ».

৭২৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রচার পাবার অভিপ্রায়ে কাজ করে আল্লাহ তার অভিপ্রায় ফাঁস করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে, আল্লাহ তার মনোভাব ফাঁস করে দিবেন।

টীকা : যে ব্যক্তি নিছক লোক দেখানো ও লোক শুনানো মনোভাব নিয়ে কোন ভাল কথা বলে ও ভাল কাজ করে আল্লাহর কাছে তার বিশেষ কোন মূল্য নেই। পরকালে তার কোন পুরস্কার সে লাভ করতে পারবে না। তাছাড়া দুনিয়াতে সাময়িকভাবে কিছু নাম-যশ-খ্যাতি অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য ও মনোভাব লোক সমাজে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং প্রকৃত সম্মান-ইজ্জত থেকে সে বঞ্চিত

হবে। এটা আল্লাহরই বিধান। অথবা মহান আল্লাহ পরকালে মানুষের সামনে তার অসৎ উদ্দেশ্য ও হীন মনোভাব প্রকাশ করে দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللهُ بِهِ».

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ- وَزَادَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৭২৬০। জুনদুব আল-আলাকী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রচার পাবার অভিপ্রায়ে কাজ করে আল্লাহ তার অভিপ্রায় ফাঁস করে দিবে। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে, আল্লাহ তার মনোভাব ফাঁস করে দিবেন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ حَرْبٍ - قَالَ سَعِيدٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ - قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، غَيْرَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

৭২৬১। সুফিয়ান (র) এ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এ কথাটা বাড়িয়েছেন, "আমি জুনদুব ছাড়া আর কাউকে এ কথা বলতে শুনিনি– 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন"। সালামা ইবনে কুহাইল (র) বলেন, আমি জুনদুব (রা) থেকে শুনেছি আর জনদুব ছাড়া আর কাউকে এভাবে বর্ণনা করতে শুনিনি– 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... সাওরী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৭২৬২। সুফিয়ান (র) বলেন, আমাদেরকে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, ওয়ালীদ ইবনে হারব এ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

বাকশক্তি সংযত রাখা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ

مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

৭২৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, বান্দা কোন সময় এমন কথা বলে যা দ্বারা সে জাহান্নামের এত নিম্নে পৌঁছে যায় যার দূরত্ব মাশরিক ও মাগরিবের সমান।

وحَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

৭২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহ অনেক সময় এমন কথা বলে, যার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সে অবহিত নয়। উক্ত কথার দরুন সে জাহান্নামের এত নিম্নে পৌঁছে যায় যা মাশরিক ও মাগরিবের দূরত্বের সমান।

অনুচ্ছেদ : ৮

যে ব্যক্তি অপরকে সদুপদেশ দেয় নিজে পালন করে না, অন্যায় থেকে নিষেধ করে অথচ নিজে অন্যায় করে তার শাস্তি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَىٰ وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ! لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِأَحَدٍ، يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَىٰ، فَيَجْتَمِعُ

إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ! مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ».

৭২৬৫। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে কেউ বলল, আপনি হযরত উসমানের (রা) নিকট যান না কেন? তাঁর সাথে (মানুষের সমালোচনা সম্পর্কে) আলাপ-আলোচনা করুন। তিনি বললেন, তোমরা কি ধারণা করছ যে, আমি তাঁর সাথে আলোচনা করি না? আমি তোমাদের শুনাচ্ছি, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাঁর সাথে যা বলার তা তাকে বলেছি। তবে আমি এমন কথা বলতে চাই না, যে ক্ষেত্রে আমিই হবো প্রথম বক্তা যিনি আমার আমীর বা নেতা তার সম্পর্কে আমি এরূপ মন্তব্য করবো না যে, নিশ্চয় তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। কেননা ইতিপূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাযির করে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। ফলে তার নাড়ি-ভূঁড়ি বের হয়ে যাবে। তখন সে নাড়ি-ভূড়ি নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেভাবে গাধা চাক্কী (পেষণ যন্ত্র) নিয়ে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্র হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার কি হয়েছে? তুমি না সৎকাজের আদেশ করতে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে, হাঁ! আমি সৎকাজের আদেশ করতাম কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম।

টীকা : এ হাদীসে উসামা ইবনে যায়েদকে উসমান (রা)-এর সাথে যে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে সম্ভবত তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হযরত উসমান (রা) যেসব নীতি অনুসরণ করে চলতেন তন্মধ্যে কোন কোন নীতি সাধারণের দৃষ্টিতে আপত্তিকর মনে হতো। যেমন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট রদবদল, যোগ্য ব্যক্তিদের অপসারণ, তদস্থলে নতুন কর্মচারী নিয়োগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বনী উমাইয়াকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে আলোচনা করা ও তাঁকে পরামর্শ দেয়ার জন্য লোকেরা উসামাকে (রা) অনুরোধ করেছে।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

৭২৬৬। আবু ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন উসামা বিন যায়েদের (রা) নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনার এ ব্যাপারে কোন বাধা আছে কি? আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা) এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে কি বাধা আছে?... এরপর অবশিষ্ট হাদীস হুবহু বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ : ৯

নিজের গোপনীয় দোষ প্রকাশ করা নিষেধ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ».

قَالَ زُهَيْرٌ: «وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ».

৭২৬৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিজের পাপাচার জাহিরকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মাতের গুনাহই ক্ষমার যোগ্য। জাহির করার অর্থই এই যে, কোন বান্দা রাতের বেলা কোন পাপ কাজ করে, অতঃপর দিন হলে তার প্রভু তার পাপকে গোপন রাখেন। কিন্তু বান্দা কাউকে ডেকে প্রকাশ করে দেয় যে, আমি গত রাত এই এই পাপ করেছি। অথচ বান্দা গুনাহ করার পর রাতে তার প্রভু তা গোপন রেখেছিলেন। ভোর হলে আল্লাহ যে পাপ গোপন রেখেছেন, সে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিল।

যুহাইর বলেছেন, الهجار। অর্থাৎ الاجهار। এর স্থলে পূর্বোক্ত শব্দ বর্ণনা করেছেন। অর্থ প্রায় এক। অর্থ নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা।

অনুচ্ছেদ : ১০

হাঁচির জওয়াব দেয়া উচিৎ। হাই তোলা অপছন্দনীয়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ: «إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ».

৭২৬৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিল। তিনি একজনের হাঁচির জওয়াব দিলেন, অপরজনের জওয়াব দিলেন না। তিনি যে ব্যক্তির হাঁচির জওয়াব দেননি সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি হাঁচি দিলে আপনি তার হাঁচির জওয়াব দিলেন। আর আমি হাঁচি দিলে আপনি আমার জওয়াব দিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি হাঁচির পর আলহামদু লিল্লাহ বলেছে আর তুমি আলহামদু লিল্লাহ বলনি।

টীকা : হাঁচি আসলে আলহামদু লিল্লাহ পড়তে হয়। তা পড়া ও উপস্থিত শ্রবণকারীর 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা মুসতাহাব। আর 'হাই' তুললে লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা কর্তব্য।

হাদীসে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির একজন যেহেতু হাঁচির পর আলহামদু লিল্লাহ বলেনি, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জওয়াব দেয়া প্রয়োজন মনে করেননি। এতে বুঝা যায়, কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দোয়া না পড়লে তার জওয়াব দেয়া জরুরী নয়।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭২৬৯। আবু কুরাইব (র)... আনাস (রা)- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ، وَهُوَ فِي بَيْتِ ابْنَةِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا. فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَمْ أُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ، فَحَمِدَتِ اللهَ، فَشَمَّتُّهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ، فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا تُشَمِّتُوهُ».

৭২৭০। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসার (রা) নিকট গেলাম। তিনি ফযল ইবনে আব্বাসের কন্যার ঘরে ছিলেন। আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু তিনি তার জওয়াব দিলেন না। এরপর তার স্ত্রী হাঁচি দিলে তিনি তার জওয়াব দিলেন। আমি আমার মায়ের নিকট গিয়ে একথা তাঁকে জানালাম। এরপর যখন তিনি আমার মায়ের নিকট আসলেন, আমার মা বললেন, তোমার কাছে আমার ছেলে হাঁচি দিলে তুমি তার জওয়াব দাওনি। আর তোমার স্ত্রী ফযলের কন্যা হাঁচি দিলে তার জওয়াব দিলে। তিনি বললেন, তোমার ছেলে হাঁচি দেয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা করেনি (আলহামদু লিল্লাহ পড়েনি)। তাই আমি তার জওয়াব দেইনি। আর আমার স্ত্রী হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেছে, অতএব আমি তার জওয়াব দিয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে (আলহামদু লিল্লাহ পড়ে), তোমরা তার জওয়াব দিও। আর সে যদি আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে জওয়াব দিও না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ؛

ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ اللهُ» ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ [لَهُ] رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ».

৭২৭১। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে হাঁচি দিলে তিনি তার জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলেছেন। একটু পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিল। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তির সর্দি লেগেছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ».

৭২৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাই' তোলা শয়তানের তরফ থেকে। অতএব যখন তোমাদের কারো 'হাই' আসে, তখন যথাসাধ্য তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنًا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِمِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ».

৭২৭৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন 'হাই' তোলে তখন সে যেন তার হাত মুখের উপর রাখে। কেননা শয়তান (মুখ দিয়ে) প্রবেশ করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ».

৭২৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ হাই তুললে সে যেন তার হাত দিয়ে তা ঠেকায়। কেননা শয়তান (মুখ দিয়ে) প্রবেশ করে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ».

৭২৭৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে 'হাই' তুললে, সে যেন যথাসম্ভব তা রোধ করার চেষ্টা করে। কেননা শয়তান মুখ দিয়ে প্রবেশ করে।

حَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ.

৭২৭৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... বিশর ও আবদুল আযীযের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ১১

বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত হাদীস।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ».

৭২৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আল-জান্নকে (জিনদের আদিপিতা) অগ্নিশিখা থেকে এবং আদম (আ)-কে ঐ বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা দিয়ে তোমাদেরকে বানানো হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَا

يُدْرَىٰ مَا فَعَلَتْ، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ؟».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَدَّثْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ ذَٰلِكَ مِرَارًا، قُلْتُ: أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟

قَالَ إِسْحٰقُ فِي رِوَايَتِهِ: «لَا نَدْرِي مَا فَعَلَتْ».

৭২৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের একটি উম্মাত (সম্প্রদায়) নিখোঁজ হয়ে গেছে। জানা নেই তারা কোথায় হারিয়েছে। এদের সম্পর্কে আমার ধারণা, এ সম্প্রদায় (বিকৃত রূপ ধারণ করে) ইঁদুরের রূপ নিয়েছে। তোমরা কি দেখছ না। ইঁদুরের সামনে উটের দুধ রাখা হলে সে তা পান করে না। আর তার সামনে বকরীর দুধ রাখা হলে তা পান করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি এ হাদীস কা'ব (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? আমি বললাম, হাঁ! কা'ব (রা) কয়েকবার আমাকে জিজ্ঞেস করলে, আমি বললাম, আমি কি 'তাওরাত' কিতাব পড়তে জানি? ইসহাক তার বর্ণনায় বলেছেন– لَا نَدْرِىْ مَا فَعَلَتْ অর্থাৎ আমরা জানি না তারা কোথায় গেছে?

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ، وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا تَذُوقُهُ». فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: أَسَمِعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ؟.

৭২৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইঁদুর বিকৃত রূপধারী একটি সম্প্রদায়। তার প্রমাণ এই যে, এর সামনে বকরীর দুধ রাখা হলে সে তা সানন্দে পান করে। কিন্তু তার সামনে উটের দুধ রাখা হলে তার আস্বাদ গ্রহণ করে না। একথা শুনে কা'ব (র) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমার উপর কি 'তাওরাত' নাযিল হয়েছে?

অনুচ্ছেদ : ১২

মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ، مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ، مَرَّتَيْنِ؟».

৭২৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

টীকা : এ হাদীসের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) মুমিন ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার হয়ে থাকে। অতএব সে একবার ধোঁকা খাওয়ার পর দ্বিতীয়বার ধোঁকা থেকে সাবধান থাকে। (২) মুমিন ব্যক্তি কখনও ভুলবশত শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হলে সে তওবা করে তা থেকে ফিরে আসে। এরপর প্রকৃত মুমিন দ্বিতীয়বার আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনুরূপ পাপে লিপ্ত হয় না। (৩) অথবা এ হাদীস দ্বারা মুমিন ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়েছে সে যেন শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান থাকে। ভুলক্রমে একবার ধোঁকা খেলেও দ্বিতীয়বার যেন আর ধোঁকায় না পড়ে।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ [بْنُ يَحْيَىٰ] قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭২৮১। আবু তাহির (র)... এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা)–নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

৭২৮২। সুহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে শোকর আদায় করে, আর যদি দুঃখ মুসিবত আসে তবে সে সবর করে। অতএব প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

অযাচিত প্রশংসা করা নিষেধ এবং প্রশংসিত ব্যক্তি বিভ্রান্ত হওয়ার মত প্রশংসাও নিষেধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا، عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ - كَذَا وَكَذَا».

৭২৮৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে রাসূলুল্লাহ বললেন, ধিক! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে দিয়েছ, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দার কেটে দিয়েছ। তিনি এ কথা কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। যদি তোমাদের কেউ তার সাথীর একান্তই প্রশংসা করতে হয়, তবে তার এরূপ বলা উচিত, "অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা, আল্লাহই তার প্রকৃত অবস্থা নিরুপণকারী, আমি কাউকে আল্লাহর উপর দিয়ে পবিত্র ঘোষণা করছি না। আমি তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ ধারণা করি"– যদি সে তদ্রূপ জানে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ، بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا يَقُولُ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ، لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، إِنْ كَانَ يُرَىٰ أَنَّهُ كَذَاكَ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا».

৭২৮৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহর নিকট এক ব্যক্তির আলোচনা হলে অপর এক ব্যক্তি তার সম্পর্কে মন্তব্য করল, হে আল্লাহর রাসূল! এই এই গুণাবলীতে আল্লাহর রাসূলের পরে কোন মানুষ তার চেয়ে উত্তম নেই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধিক! ধিক! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে দিয়েছ। কয়েকবার তিনি একথা বলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ যদি একান্তই তার ভাইয়ের প্রশংসা করতে চায়, তবে এরূপ বলা উচিত– আমি অমুকের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করি যেহেতু বাহ্যিকভাবে তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য আল্লাহ থেকে আগে বেড়ে কাউকে পবিত্র ঘোষণা করছি না।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ؛ ح:
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَقَالَ رَجُلٌ: مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ.

৭২৮৫। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা ও শাবাবা উভয়ে শু'বা (রা) থেকে এ সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে যুরাইয়ের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীসে এ কথাটুকু নেই– "এক ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম নেই।"

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن أبي بردة عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَىٰ رَجُلٍ، وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ، ظَهْرَ الرَّجُلِ».

৭২৮৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির প্রশংসা শুনতে পেলেন, সে অপর এক ব্যক্তির অতিরিক্ত প্রশংসা করছে। তিনি তাকে বললেন, তোমরা তো লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছ অথবা বলেছেন, মেরুদণ্ড কেটে ফেলেছ (অর্থাৎ তার সর্বনাশ করেছ)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّىٰ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَىٰ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ.

৭২৮৭। আবু মা'মার (র) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন একজন আমীরের ভূয়সী প্রশংসা শুরু করলে মিকদাদ (রা) তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করে বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন চাটুকারের মুখে মাটি নিক্ষেপ করি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -
وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ

عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ».

৭২৮৮। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উসমান (রা)-এর প্রশংসা করতে শুরু করলে মিকদাদ (রা) তার প্রতি মাটি নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তার হাঁটুর উপর কিছু মাটি ছড়িয়ে দিলেন। লোকটি ছিল মোটা (কিছুই টের পায়নি), অতঃপর তিনি তার চেহারায় কাঁকর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এ দেখে উসমান (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? মিকদাদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা সামনে প্রশংসাকারীদেরকে দেখতে পাও, তখন তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ কর।

وحَدَّثَناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭২৮৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)... মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا صَخْرٌ يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ».

৭২৯০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটা মেসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছি। এমন সময় দু'ব্যক্তি আমাকে টেনে ধরলো। একজন অপরজন থেকে বড়। আমি মেসওয়াকটা ছোটজনকে দিতে উদ্যত হলাম। আমাকে বলা হল, বড়কে দিন। এরপর আমি তা বড়জনকে দিলাম।

অনুচ্ছেদ : ১৪

বিশ্বস্ততার সাথে হাদীস বর্ণনা করা এবং ইলমে হাদীস লিপিবদ্ধ করা।

حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ

ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ! اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ! وَعَائِشَةُ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَىٰ هٰذَا وَمَقَالَتِهِ آنِفًا؟ إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيثًا، لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ. [راجع: ٦٣٩٩]

৭২৯১। হিশাম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, শুনুন হে কক্ষবাসিনী! শুনুন হে কক্ষবাসিনী! এ সময় আয়েশা (রা) নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি উরওয়াকে ডেকে বললেন, একটু আগে এ ব্যক্তির ডাক ও তার বক্তব্য শুনেছ কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, কোন গণনাকারী শব্দ গণনা করতে চাইলে তা গুনতে পারত।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ: - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৭২৯২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার কথা লিপিবদ্ধ করো না। কোন ব্যক্তি কুরআন ছাড়া আমার কথা লিখে থাকলে তা যেন মিটিয়ে ফেলে। তোমরা আমার হাদীস বর্ণনা কর, এতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার বরাত দিয়ে মিথ্যা কথা বলে (হাম্মাম বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন) ইচ্ছাকৃতভাবে, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামের ঠিকানা বানিয়ে নেয় (অর্থাৎ তার ঠিকানা জাহান্নাম)।

টীকা : এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ বিশিষ্ট সাহাবাগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীসের তাৎপর্য এই যে, (১) তোমরা হাদীস লিপিবদ্ধ না করে মনে রাখ ও বেশী বেশী চর্চা কর। লিখিত জিনিস কখনও হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু হৃদয়ে গাঁথা থাকলে তা হারিয়ে যাবে না। এ বিশেষ উদ্দেশ্যেই তিনি নিষেধ করেছেন, অন্যথায় তা লিখা নিষিদ্ধ নয়। (২) নিষেধ করার বিশেষ কারণ এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশাতে তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো এবং রাসূলুল্লাহর আদেশে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। তখন হাদীস লিখা হলে কুরআন ও হাদীসের সংমিশ্রণে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা দুষ্কর হতো। (৩) অথবা নিষেধের অর্থ হচ্ছে, তোমরা একই সহীফায় কুরআন ও হাদীস লিপিবদ্ধ করো না। তাতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা মুশকিল হবে। (৪) প্রথমদিকে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল। তখন কুরআন সংরক্ষণই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এমতাবস্থায় হাদীস লিখতে গেলে কুরআন সংরক্ষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। এ আশংকায় তিনি হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। পরে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

আসহাবুল উখদূদ (অগ্নিকুণ্ডের অধিকর্তা), যাদুকর, ধর্মযাজক ও যুবকের ঘটনা।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ صُهَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَٰلِكَ إِلَىٰ الرَّاهِبِ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَٰذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّىٰ يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ! أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَىٰ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِىءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَٰهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: أَوَ لَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ دَلَّ عَلَىٰ الْغُلَامِ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِىءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ دَلَّ عَلَىٰ الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ، فَوَضَعَ

الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَىٰ، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَىٰ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَ شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَىٰ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فقال: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّىٰ تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَىٰ جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَىٰ جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَضَعَ السَّهْمَ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ ،فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ، وَاللهِ! نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّىٰ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ! اصْبِرِي، فَإِنَّكِ عَلَىٰ الْحَقِّ».

৭২৯৩। সুহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল এক যাদুকর। যাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল তখন বাদশাহকে বলল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। অতএব আমার নিকট এক যুবককে পাঠিয়ে দিন, যাতে তাকে যাদুমন্ত্র শিখিয়ে দিতে পারি। বাদশাহ যাদুমন্ত্র শিখাবার উদ্দেশ্যে তার নিকট একজন যুবককে পাঠিয়ে দিল। যুবকের রাস্তার ধারেই ছিল একজন ধর্মযাজক (দরবেশ)। যুবক তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনল এবং তাঁর কথা তার কাছে খুবই ভাল লাগল। অতএব যুবক যখনই যাদুকরের নিকট যেত সে রাস্তায় দরবেশের কাছে গিয়ে বসত। এরপর যাদুকরের কাছে গেলে যাদুকর তাকে মারধর করত। যুবক দরবেশের নিকট যাদুকর সম্পর্কে অভিযোগ করলে দরবেশ তাকে বললেন, যখন তুমি যাদুকরের মারধরের আশঙ্কা কর তখন বলবে, আমাকে আমার স্বজনেরা বিরত রেখেছিল। আর যখন তোমার স্বজনদেরকে ভয় কর তখন বলবে, আমাকে যাদুকর আসতে বিরত রেখেছে। এভাবে সে আসা যাওয়া করছিল। ঘটনাক্রমে একদিন রাস্তায় এক বিরাটকায় জন্তু উপস্থিত, যা মানুষের যাতায়াতের পথ রোধ করে রেখেছিল। যুবক মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, যাদুকর শ্রেষ্ঠ নাকি দরবেশ শ্রেষ্ঠ? তখন সে একটা পাথর হাতে নিয়ে বলল, হে আল্লাহ! যদি দরবেশের কাজ তোমার কাছে যাদুকর অপেক্ষা প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তুমি এ জন্তুকে পাথর দ্বারা মেরে ফেল, যাতে লোকজন যাতায়াত করতে পারে। এরপর সে পাথর নিক্ষেপ করলে জন্তুটা মারা গেল এবং লোকজন পার হয়ে গেল। যুবক দরবেশকে এসে এ ব্যাপারে জানালে দরবেশ বললেন, বৎস! আজ তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে। আমি যতটুকু দেখছি তোমার কাজ সিদ্ধ হয়েছে, তবে তোমাকে অচিরেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যদি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হও, তবে আমার সম্পর্কে কিছু জানাবে না। যুবক আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও শ্বেতরোগী আরোগ্য করত এবং মানুষের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করত। রাজার এক সভাসদ (মন্ত্রী) অন্ধ ছিল। তার কানে এ খবর পৌঁছলে সে বহু উপঢৌকন নিয়ে যুবকের কাছে এসে বলল, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য করতে পার তবে যা কিছু আমি এনেছি সবই তোমাকে দান করব। যুবক বলল, আমি কাউকে আরোগ্য করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য করেন। তুমি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আন তবে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করব। তাহলে তিনি আরোগ্য করবেন। একথা শুনে ঐ সভাসদ ঈমান আনল। অতঃপর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। ভাল হয়ে সে পূর্বের ন্যায় রাজার কাছে এসে বসল। রাজা তাকে দেখে (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করল, তোমার চোখ কে ফিরিয়ে দিল? মন্ত্রী বলল, আমার প্রভু আল্লাহ। রাজা জিজ্ঞেস করল, আমি ছাড়াও তোমার কোন প্রভু আছে নাকি? মন্ত্রী বলল, আমার ও আপনার প্রভু আল্লাহ। উত্তর শুনে রাজা তাকে পাকড়াও করল এবং তাকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগল। শাস্তির কষ্টে সে যুবকের কথা বলে দিল। অতঃপর যুবককে উপস্থিত করে রাজা বলল, বেটা! তোর যাদু সম্পর্কে আমি সংবাদ পেলাম। যাদু দিয়ে তুই জন্মান্ধ ও শ্বেতরোগী আরোগ্য করছিস। আরও কি কি করছিস! যুবক বলল, আমি কাউকে আরোগ্য করতে পারি না, একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। উত্তর শুনে রাজা তাঁকে পাকড়াও করে কঠিন শাস্তি

দিতে লাগল। শাস্তির তীব্রতায় অবশেষে যুবক দরবেশের কথা বলে দিল। এরপর দরবেশকে উপস্থিত করা হল। তাকে বলা হল, তুমি তোমার ধর্ম থেকে ফিরে আস। দরবেশ অস্বীকার করলে রাজা করাত এনে তাঁর মাথার তালুর মাঝখানে স্থাপন করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করল। এরপর তার মন্ত্রীকে উপস্থিত করে বলা হয়, তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দাও। মন্ত্রী অস্বীকার করলে তারও মাথার মাঝখানে করাত স্থাপন করে তাকেও দ্বিখণ্ডিত করল। অতঃপর যুবককে উপস্থিত করে তাকেও বলা হয়, তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দাও। সে অস্বীকার করলে রাজা তার একদল সহচরের হাতে তাকে অর্পণ করে আদেশ করল, একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছবে, তখন তাকে ধর্মত্যাগ করতে বলবে। যদি ধর্মত্যাগ করে তবে তো ভাল, অন্যথায় তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করবে। আদেশ পেয়ে তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে আরোহণ করল। এসময় যুবক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! তোমার যা ইচ্ছা আমার ও এদের ব্যাপারে তুমিই ব্যবস্থা গ্রহণ কর। এরপর পাহাড়ে বিরাট কম্পন সৃষ্টি হলে তারা সব নীচে পতিত হয়ে মারা গেল। অবশেষে যুবক নিরাপদে রাজার নিকট পৌঁছল। রাজা জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথীদের কি হল? যুবক বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এরপর রাজা তাকে তার আর একদল সহচরের কাছে অর্পণ করে বলল, একে নিয়ে যাও এবং একটা নৌকাতে উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছলে তাকে ধর্মত্যাগ করতে বলবে। যদি ত্যাগ করে তো ভাল, অন্যথায় তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। আদেশ পেয়ে তারা তাকে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গেল। এ সময় যুবক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে এদের হাত থেকে বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা উল্টে গিয়ে তারা সবাই ডুবে মরল। যুবক নিরাপদে পদব্রজে রাজার নিকট এসে পৌঁছল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গীদের অবস্থা কি হল? যুবক বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়েছেন। অতঃপর যুবক রাজাকে বলল, তুমি আমাকে কিছুতেই মারতে পারবে না যে পর্যন্ত তুমি আমার পরামর্শ মত কাজ না কর। রাজা জিজ্ঞেস করল, তা কেমন? যুবক বলল, প্রথমে সব লোক এক স্থানে একত্র করবে। আর আমাকে একটা শূলিকাষ্ঠে ঝুলাবে। এরপর আমার থলি থেকে একটা তীর বের করে তা কামানের মাঝখানে স্থাপন করবে। অতঃপর 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলামি' বলে তা আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে। যখন তুমি এরূপ করবে তখনই আমাকে মারতে পারবে। এ কথা শুনে রাজা সবলোক এক জায়গায় একত্র করল এবং তাকে শূলে ঝুলাল। অতঃপর তার থলি থেকে একটা তীর বের করে কামানের মাঝখানে তা স্থাপন করল। অবশেষে 'বিসমিল্লাহি রব্বিল গোলাম' বলে তার দিকে নিক্ষেপ করলো। তীর গিয়ে তার কানের নিম্নাংশে পৌঁছলে যুবক নিজ হাত কানের নিম্নাংশে তীরের স্থানে রেখে প্রাণত্যাগ করল। রাজ্যের সবলোক এ দৃশ্য দেখে ঘোষণা করল, আমরা সবাই এ যুবকের প্রভুর উপর ঈমান আনলাম। আমরা সবাই এ যুবকের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম, আমরা এ যুবকের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম। এরপর রাজা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাকে বলা হল, তুমি যে আশঙ্কা করেছিলে, আল্লাহর কসম; সে আশঙ্কাই তোমার উপর পতিত হয়েছে। সবলোক তো ঈমান এনে ফেলেছে।

এরপর সে আদেশ করল, রাস্তার মোহনায় বিরাট গর্ত খনন কর এবং তাতে আগুন জ্বালাও। তার আদেশে বিরাট গর্ত খনন করা হল এবং তাতে আগুন জ্বালান হল। অতঃপর আদেশ করল, যারা ঐ ধর্ম থেকে ফিরে না আসবে তাদেরকে এর মধ্যে পুড়িয়ে ফেল অথবা তাদেরকে বলা হল– এর মধ্যে প্রবেশ কর। যুবকের অনুগামীরা তাই করল। শেষ পর্যন্ত এক মহিলা একটা শিশুকে নিয়ে অগ্নিগহ্বরের নিকট এসে তাতে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল। দুধের শিশু তাকে বললো, 'ওহে মা! ধৈর্যধারণ করুন! আপনি সত্য ধর্মে কায়েম আছেন।'

অনুচ্ছেদ : ১৬

জাবির (রা)-এর দীর্ঘ হাদীস এবং আবুল ইউসরের ঘটনা।

حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ – وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَاقُ لِهَٰرُونَ – قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ، مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ، وَعَلَىٰ أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمِّ! إِنِّي أَرَىٰ فِي وَجْهِكَ سُفْعَةً مِنْ غَضَبٍ، قَالَ: أَجَلْ، كَانَ لِي عَلَىٰ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ، فَقُلْتُ: ثَمَّ هُوَ؟ قَالُوا: لَا، فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي، فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ، فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنَا، وَاللهِ! أُحَدِّثُكَ، ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ، وَاللهِ! أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ، وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ، وَاللهِ! مُعْسِرًا، قَالَ: قُلْتُ: آللهِ! قَالَ: اللّٰهِ! قُلْتُ: آللهِ! قَالَ: اللهِ! قَالَ: قُلْتُ: آللهِ! قَالَ: اللهِ! قَالَ: فَأَتَىٰ بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَإِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي، وَإِلَّا، أَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَٰذَا وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلْبِهِ، رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ أَنَا: يَا عَمِّ! لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ أَوْ أَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ، وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ، فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللّٰهُمَّ! بَارِكْ فِيهِ، يَا ابْنَ أَخِي! بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هٰذَا - وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلْبِهِ - رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ». وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلًا بِهِ، فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّىٰ جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَىٰ جَنْبِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هٰكَذَا، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الْأَحْمَقُ مِثْلُكَ، فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ، فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ.

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِنَا هٰذَا، وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأَىٰ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟» قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟» قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟» قُلْنَا: لَا أَيُّنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هٰكَذَا» ثُمَّ طَوَىٰ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَقَالَ: «أَرُونِي عَبِيرًا» فَثَارَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَىٰ أَثَرِ النُّخَامَةِ.

فَقَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ.

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ، وَهُوَ

يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاضِحٍ لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأْ لَعَنَكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هٰذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟» قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «انْزِلْ عَنْهُ، فَلَا يَصْحَبْنَا مَلْعُونٌ، لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ». سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عُشَيْشِيَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟» قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: هٰذَا رَجُلٌ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟» فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ الْبِئْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّىٰ أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَأْذَنَانِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ، فَشَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ لِيُصَلِّيَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّىٰ قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّىٰ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّىٰ أَقَامَنَا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ، فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ، يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا جَابِرُ!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَىٰ حِقْوِكَ». سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ

مِنَّا، [فِي] كُلِّ يَوْمٍ، تَمْرَةً، فَكَانَ يَمُصُّهَا ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا وَنَأْكُلُ، حَتَّىٰ قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَأُقْسِمُ أُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا، فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ، فَشَهِدْنَا له أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا، فَأُعْطِيهَا فَقَامَ فَأَخَذَهَا. سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ،

فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ، وَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِىءِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ» فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّىٰ أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَىٰ، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ» فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَٰلِكَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا، لَأَمَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمَعَهُمَا، فَقَالَ: «الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ» فَالْتَأَمَتَا، قَالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَقَالَ [مُحَمَّدُ] بْنُ عَبَّادٍ: فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُقْبِلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ سَاقٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ بِرَأْسِهِ هٰكَذَا وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَيَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ! هَلْ رَأَيْتَ بِمَقَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَانْطَلِقْ إِلَىٰ الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، فَأَقْبِلْ بِهِمَا، حَتَّىٰ إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ».

قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ، فَانْذَلَقَ لِي، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّىٰ قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: «إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ، بِشَفَاعَتِي، أَنْ يُرَفَّهَ ذَاكَ عَنْهُمَا، مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ». قَالَ: فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا

جَابِرُ! نَادِ بِوَضُوءٍ» فَقُلْتُ: أَلَا وَضُوءَ؟ أَلَا وَضُوءَ؟ أَلَا وَضُوءَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَاءَ، فِي أَشْجَابٍ لَهُ، عَلَىٰ حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيدٍ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ: «انْطَلِقْ إِلَىٰ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: فَانطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! [إِنِّي] لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ» فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ! نَادِ بِجَفْنَةٍ» فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ! فَأُتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هٰكَذَا، فَبَسَطَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الْجَفْنَةِ، وَقَالَ: «خُذْ، يَا جَابِرُ! فَصُبَّ عَلَيَّ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ» فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: بِاسْمِ اللهِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ! نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ» قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّىٰ رَوُوا، قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ؟ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلْأَىٰ.

وَشَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ، فَقَالَ: «عَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ» فَأَتَيْنَا سِيفَ الْبَحْرِ، فَزَخَرَ الْبَحْرُ زَخْرَةً، فَأَلْقَىٰ دَابَّةً، فَأَوْرَيْنَا عَلَىٰ شِقِّهَا النَّارَ، فَاطَّبَخْنَا وَاشْتَوَيْنَا، وَأَكَلْنَا و شَبِعْنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلْتُ أَنَا وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّىٰ عَدَّ خَمْسَةً، فِي حِجَاجِ عَيْنِهَا، مَا يَرَانَا أَحَدٌ، حَتَّىٰ خَرَجْنَا فَأَخَذْنَا ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَقَوَّسْنَاهُ، ثُمَّ دَعَوْنَا بِأَعْظَمِ رَجُلٍ فِي الرَّكْبِ، وَأَعْظَمِ جَمَلٍ فِي الرَّكْبِ، وَأَعْظَمِ كِفْلٍ فِي الرَّكْبِ، فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ.

৭২৯৪। উবাদা ইবনুল ওয়ালিদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা ইলমের সন্ধানে বের হলাম। মনস্থ করলাম, আনসারদের

মহল্লায় তাদের মৃত্যুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় ইলম সংগ্রহ করে নিব। এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী আবুল ইউসরের (রা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তাঁর সাথে তাঁর এক গোলাম ছিল, তার হাতে ছিল নথিপত্রের একটা স্তূপ। আর তাঁর গায়ে একটা নকশী চাদর ও একটা মুয়াফিরী কাপড়। অনুরূপ তাঁর গোলামের গায়েও একটা চাদর ও একটা মুয়াফিরী কাপড়।

আমার পিতা তাঁকে বললেন, চাচা! আমি যেন আপনার চেহারায় রাগের কিছু চিহ্ন দেখছি। তিনি বললেন, হাঁ, বনী হারাম গোত্রের অমুকের বেটা অমুকের কাছে আমি কিছু মাল পাওনা আছি। আমি তার পরিবারস্থ লোকদের নিকট গেলাম। তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায়? বাড়ী আছে? ভেতর থেকে তারা বলল, না। একটু পর তার একটা ছোট ছেলে বের হয়ে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পিতা কোথায়? ছেলেটি বলল, তিনি আপনার আওয়ায শুনে আমার আম্মার খাটের নিচে ঢুকে পড়েছেন। আমি একটু আগে বেড়ে বললাম, আরে বেরিয়ে আস, আমি তোমার ছেলের কাছে জেনে ফেলেছি। তারপর সে বেরিয়ে আসল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন আমার থেকে আত্মগোপন করেছ? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে সঠিক কথা বলব, আপনার সাথে মিথ্যা বলব না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলতে এবং ওয়াদা করে বরখেলাপ করতে ভয় করি। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাথী ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি অভাবগ্রস্ত ছিলাম। আবুল ইউসর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কসম? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কসম? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কসম? সে বলল, হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। শুনে তিনি তাঁর নথিটা নিয়ে নিজ হাত দ্বারা তার নাম মুছে ফেললেন এবং বললেন, পরিশোধ করতে পারলে করবে, অন্যথায় তুমি ঋণমুক্ত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমার এ দু'চোখ দেখেছে (দুই অঙ্গুলী দু'চোখের উপর রেখে), আমার এ দু'কান শুনেছে, আমার এ দিল স্মরণ রেখেছে (হৃদয়স্থানের প্রতি ইশারা করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন : যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত ঋণী ব্যক্তিকে সময় দেয় অথবা ঋণমুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তাকে নিজ ছায়াতে স্থান দিবেন।

রাবী বলেন, আমি বললাম, হে চাচা! আপনি যদি গোলামের চাদরটা নিয়ে নেন এবং তাকে আপনার মুআফিরীটা দিয়ে দেন, এবং তার মুআফিরীটা নিয়ে নেন, আর তাকে আপনার চাদরটা দিয়ে দেন, তাহলে কেমন হয়? এতে আপনার গায়েও এক জোড়া এবং তার গায়েও এক জোড়া থাকবে। এ কথা শুনে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! একে বরকত দান করুন। হে ভাতিজা! আমার এ দুটো চোখে দেখা, এ দু'কানে শোনা, আমার এ অন্তরে স্মরণ আছে (বক্ষস্থলের প্রতি ইশারা করে), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের খাদেমদের তাই খাওয়াও, যা তোমরা নিজেরা খাও। তাদেরকে তা-ই পরাও যা তোমরা নিজেরা পরিধান কর। আমি দুনিয়াতে তাকে পার্থিব বস্তু দান করা কিয়ামতের দিন আমার নেকীসমূহ তার নিয়ে যাওয়ার চাইতে অধিকতর সহজ মনে করি।

এরপর আমরা ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) নিকট আসলাম। এ সময় তিনি তাঁর মসজিদে ছিলেন এবং মাত্র একটা কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে নামায পড়ছিলেন। আমি সব লোককে অতিক্রম করে একেবারে সামনে তাঁর ও কেবলার মাঝখানে গিয়ে বসলাম। বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি এক কাপড়ে নামায পড়ছেন? অথচ আপনার পাশেই আপনার চাদর রয়েছে? তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করলেন : অঙ্গুলীসমূহ পৃথক করে ও তা কামানের ন্যায় বাঁকা করে বললেন, আমার ইচ্ছা, তোমার ন্যায় নির্বোধ ব্যক্তি আমার কাছে আসুক আর দেখুক আমি কেমন করছি। তাহলে সেও অনুরূপ করবে।

আমাদের এ মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ এনেছেন, তাঁর হাতে 'ইবনে তাব' নামক খেজুরের ডালা। তিনি এসে মসজিদের কেবলার দিকে কিছু শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে তা খেজুরের ডালা দ্বারা খুঁচিয়ে উঠালেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে পছন্দ করে যে, আল্লাহ তার থেকে ফিরে থাকুন? আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। আবার বললেন, তোমাদের কে পছন্দ করে যে, আল্লাহ তার থেকে ফিরে থাকুন? তোমাদের কেউ আছে কি যে পছন্দ করে আল্লাহ তার থেকে ফিরে থাকুন? আমরা উত্তর দিলাম, না কেউ নেই ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তার সামনে থাকেন। অতএব সাবধান! কেউ যেন তার সামনের দিকে কখনও কফ থুথু না ফেলে এবং ডানদিকেও না বরং বাম দিকে, বাম পায়ের নীচে ফেলবে। আর যদি অকস্মাৎ তা এসে পড়ে তবে তা কাপড় দ্বারা এভাবে মুছে ফেলবে : তিনি তাঁর কাপড়ের একাংশ অপরাংশ দ্বারা ঢাকলেন। এরপর বললেন, যাও, কিছু জাফরান নিয়ে আস। তখন একজন যুবক দ্রুতগতিতে বাড়ীর দিকে ছুটে গেল এবং হাতের তালুতে করে কিছু 'খালুক' নামক সুগন্ধি নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে খেজুর ডালের মাথায় লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর শ্লেষ্মার চিহ্নের উপর তা বসিয়ে ঘষে মেজে সাফ করলেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, এখান থেকেই তোমরা তোমাদের মসজিদে খালুক ব্যবহার করতে শিখেছ।

জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বাতনে বুওয়াতে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তিনি মাজদা ইবনে আমর জুহানীর সন্ধান করছিলেন। এ সফরে একটি উট আমাদের পাঁচজন, ছয়জন, সাতজনকে পালাক্রমে বহন করত। জনৈক আনসারের পালা তার উটের উপর ঘুরে আসলে সে উটকে বসিয়ে তার উপর আরোহণ করে সামনে হাঁকালে সেটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তখন ঐ ব্যক্তি রোষভরে বলল, চল, তোর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কোন ব্যক্তি যে তার উটকে অভিসম্পাত করেছে? সে বলল, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে যাও। আমাদের সাথে মালউ'ন (অভিশপ্ত প্রাণী) থাকতে পারে না। তোমরা নিজেদের প্রতি ও সন্তান-সন্ততির প্রতি বদদু'আ করো না,

তোমাদের মাল-সম্পদের প্রতি বদদু'আ করো না। এমন সময় বদদু'আ করলে যখন আল্লাহ থেকে কোন দান চেয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং ঐ সময় দু'আ কবুল হয়ে।

জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যা বেলা আমরা আরবের এক জলাশয়ের নিকট পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে আমাদের আগে পৌঁছে গিয়ে হাউজ পরিচ্ছন্ন করবে এবং পান করবে, আমাদেরকেও পান করাবে? জাবির (রা) বললেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ এই আমি এক ব্যক্তি তৈরী আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, জাবিরের সাথে আর কে যাবে? তখন জাব্বার ইবনে সাখর (রা) দাঁড়ালেন। জাবির বলেন, আমরা কূপের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম, তথায় পৌঁছে হাউজে এক বালতি বা দুই বালতি পানি কূপে ঢাললাম। অতঃপর মাটি দ্বারা কূপটি লেপে দিলাম। তারপর কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তা ভর্তি করে ফেললাম। এরপর সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে অনুমতি দিচ্ছ? আমরা বললাম, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁর উটকে পানি পান করতে দিলেন। উট পানি পান করলে পর তিনি তার লাগাম কষে ধরলেন এবং উট দুই পা ফাঁক করে পেশাব করে দিল। তারপর তিনি একে অন্যত্র সরিয়ে বসিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউসের কাছে এসে তা থেকে উযু করলেন। অতঃপর আমি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহর উযুর পানি দিয়ে উযু করলাম। এদিকে জাব্বার ইবনে সাখর প্রয়োজন সারতে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন। আমার গায়ে যে চাদর ছিল, আমি তার দু'দিক ঘুরিয়ে গায়ে দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তাতে কুলিয়ে উঠল না। চাদরের উভয় দিকে ঝালড় ছিল। তা নীচু করে ঝুলিয়ে দু'দিক পরিবর্তন করলাম। অতঃপর ঘাড়ে বেঁধে কোন রকম সংবরণ করে নামায পড়তে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামপাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। একটু পর জাব্বার ইবনে সাখর এসে উযু করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের হাত ধরে একটু ধাক্কা দিয়ে আমাদেরকে তাঁর পিছনে সরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীক্ষ্ণভাবে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন, অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম তিনি হাত দ্বারা আমাকে ইশারা করে বলছেন, (কাপড়) তোমার কোমরে বাঁধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন, হে জাবির! আমি জওয়াব দিলাম, উপস্থিত ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাদর যখন প্রশস্ত হয়, তখন এর দু'দিক পরিবর্তন করে গায়ে দাও। আর যখন সংকীর্ণ হয়, তা তোমরা কোমরে বেঁধে নাও।

জাবির (রা) বললেন, পুনরায় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে

রওয়ানা হলাম। সময়টা এতই সংকটময় ছিল যে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির খোরাক ছিল দৈনিক মাত্র একটা খেজুর, যা তারা চুষে খেয়ে আবার তা পরবর্তী সময়ের জন্য কাপড়ে বেঁধে রেখে দিতেন। ক্ষুধার তাড়ানায় আমরা কামান দিয়ে গাছের পাতা ঝেড়ে তা খেতাম, তাতে করে আমাদের গালের ছাল উঠে গেল।

একদিন এক ব্যক্তি খেজুর বণ্টন করার সময় ভুলক্রমে অপর এক ব্যক্তির কথা ভুলে গেল। তাকে নিয়ে গিয়ে আমরা সাক্ষ্য দিলাম যে, তাকে তার অংশ দেয়া হয়নি। অতঃপর তাকে দেয়া হলে সে উঠে গিয়ে তা নিয়ে নিল।

জাবির (রা) বললেন, পুনরায় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলতে থাকলাম। এক বিশাল উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (মলমূত্র ত্যাগের) প্রয়োজন সারতে কোথাও গেলেন। আমি তাঁর পিছনে একপাত্র পানি নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিক সেদিক তাকালেন। কিন্তু আড়াল করার মত কিছুই পেলেন না। তিনি মাঠের এক প্রান্তে দু'টি গাছ দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর একটি গাছের নিকট গিয়ে এর একটা ডাল ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার অনুগত হয়ে যাও। তখন তা তাঁর এরূপ অনুগত হয়ে গেল (ঝুঁকে পড়ল) যেরূপ নাকে রশি লাগানো উট তাঁর চালকের আনুগত্য করে থাকে। এরপর তিনি দ্বিতীয় বৃক্ষটির কাছে গিয়ে তার একটা ডাল ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে আমার অনুগত হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তা অনুরূপ অনুগত হয়ে গেল (ঝুঁকে পড়ল)। অবশেষে যখন তিনি দুই গাছের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছলেন, তখন ডাল দুটোকে একত্র করে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তোমরা আমার সামনে একত্র হয়ে যাও। তখন উভয় গাছ একত্র হয়ে গেল।

জাবির (রা) বলেন, তখন আমি ওখান থেকে দৌড়ে চলে আসলাম এ আশঙ্কা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকটে অবস্থান সম্পর্কে জেনে ফেলবেন এবং তিনি দূরে সরে পড়বেন। অতঃপর আমি বসে মনে মনে চিন্তা করছি। এক পর্যায়ে ঐদিকে আমার দৃষ্টি পড়লে হঠাৎ দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে আসছেন আর দেখলাম, দুটো বৃক্ষ পরস্পর পৃথক হয়ে প্রত্যেকটি নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজ মাথা দিয়ে এভাবে ইশারা করলেন– আবু ইসমাঈল ডানে বামে মাথা ঘুরিয়ে দেখালেন। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে যখন আমার কাছে পৌঁছলেন, বললেন, হে জাবির! তুমি কি আমার স্থান দেখেছ? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি ঐ দুই গাছের কাছে যাও। প্রত্যেকটা থেকে একটা করে ডাল কেটে তা নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। যখন তুমি আমার স্থানে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন একটা ডাল তোমার ডানে আর একটা ডাল তোমার বামে রেখে দিও।

জাবির (রা) বলেন, আমি উঠে একটা পাথর নিয়ে তা ভেঙ্গে তাতে ধার দিলাম। তখন তা ধারাল হয়ে গেল। অতঃপর বৃক্ষদ্বয়ের নিকট এসে প্রত্যেকটি থেকে এক একটি ডালা কাটলাম এবং ওগুলো টেনে নিয়ে অগ্রসর হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা)-এর অবস্থান স্থলে পৌঁছে একটা ডাল আমার ডানদিকে আরেকটা ডাল বাম দিকে রেখে

দিয়ে তাঁর সঙ্গে এসে মিশলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কথামত কাজ করেছি। এটা কোন উদ্দেশ্যে করলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের বাসিন্দাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অতএব আমি কামনা করছি আমার সুপারিশে তাদের নিকট শান্তি পৌঁছুক যে পর্যন্ত ডাল দুটো তাজা থাকে।

জাবির (রা) বলেন, এরপর আমরা সামরিক বাহিনীতে ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জাবির! উযু করার জন্য ঘোষণা দাও। আমি ডেকে বললাম, হে লোকজন! উযু কর, উযু কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাফেলার মধ্যে এক ফোটা পানিও নেই। এদিকে জনৈক আনসার রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য কাঠের উপর ঝুলানো তার পানির ভাণ্ডে পানি ঠাণ্ডা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, অমুক আনসারীর কাছে গিয়ে দেখ তার পাত্রে কিছু পানি আছে নাকি? আমি তার কাছে গিয়ে তার ভাণ্ডের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, পাত্রের মুখে মাত্র এক ফোটা পানি আছে। যদি তা পাত্রের তলায় ফেলে দেই তবে শুষ্ক হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাত দিয়ে ধরে কি যেন দু'আ পড়তে লাগলেন, জানিনা সেটা কি দু'আ, আর হাত দ্বারা তাতে টোকা দিচ্ছেন। অতঃপর আমাকে তা দিয়ে বললেন, হে জাবির! ডেকে বল, একটা বড় পাত্র নিয়ে আসতে। আমি ডেকে বললাম, ওহে! কাফেলার বড় কড়াইটা নিয়ে আস। অতঃপর আমি তা বহন করে নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখলাম। তখন তিনি পাত্রের মধ্যে নিজ হাতকে এভাবে সম্প্রসারিত করলেন। তাঁর অঙ্গুলীসমূহ আলাদা করে তা পাত্রের তলদেশে স্থাপন করলেন। তারপর বললেন, লও হে জাবির! ঐ কিঞ্চিৎ পানি আমার হাতের উপর ঢেলে দাও এবং বিসমিল্লাহ বলে ঢাল। আমি বিসমিল্লাহ বলে ঢেলে দিলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহর (সা) অঙ্গুলীর মধ্য থেকে পানির ফোয়ারা ছুটছে। অতঃপর কড়াইটা জোশ মেরে ঘুরতে লাগল এবং তা সম্পূর্ণরূপে পানিতে ভরে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জাবির! ঘোষণা করে দাও, যাদের পানির প্রয়োজন আছে তারা প্রয়োজন মিটাতে পারে। লোকজন এসে পানি পান করে পরিতৃপ্ত হল। অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, পানির প্রয়োজন আছে এমন কেউ বাকী আছে কি? তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি ভর্তি কড়াই থেকে তাঁর হাত উঠিয়ে নিলেন।

এবার সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ক্ষুধার কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এরপর আমরা সমুদ্রের কুলে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন সমুদ্রের ঢেউ উথলে উঠে একটা প্রাণীকে উপকূলে ঢেলে দিল। অতঃপর আমরা আগুন জ্বেলে সেটা পাকিয়ে নিলাম, এর গোশত ভুনা করলাম এবং সবাই পেট ভরে খেলাম।

জাবির (রা) বলেন, ঐ প্রাণীটার চোখের কোঠার মধ্যে আমি, অমুক অমুক, এভাবে পাঁচ পর্যন্ত গুনলেন, সবাই তাতে ঢুকে পড়লে কেউ কাউকে দেখছিল না। অতঃপর আমরা তার পাঁজরের বাঁকা একটা হাঁড় নিয়ে কামানের ন্যায় তা স্থাপন করলাম। তারপর

আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে লম্বা, পুরা কাফেলায় যার উটটা সবচেয়ে উঁচু, উটের পিঠের যে পাল্কীটা সবচেয়ে উঁচু এমন এক ব্যক্তিকে আহ্বান করলে, সে মাথা না ঝুঁকিয়েই তার নীচ দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে আসলো।

অনুচ্ছেদ : ১৭

হিজরতের বর্ণনা।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ [الصِّدِّيقُ] إِلَىٰ أَبِي فِي مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِيَ إِلَىٰ مَنْزِلِي، فَقَالَ لِي أَبِي: احْمِلْهُ، فَحَمَلْتُهُ، وَخَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ! حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ، أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا، حَتَّىٰ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، حَتَّىٰ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ، لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا، فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا، يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي ظِلِّهَا، ثُمَّ بَسَطْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَرْوَةً، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَمْ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ، وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَىٰ الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا، فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ يَا غُلَامُ! قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الشَّعَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَىٰ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ يَنْفُضُ فَحَلَبَ لِي، فِي قَعْبٍ منه، كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتَوِي فِيهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ، فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ عَلَىٰ اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّىٰ بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ مِنْ هَٰذَا اللَّبَنِ، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنَ

الْأَرْضِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُتِينَا، فَقَالَ: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا» فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلَىٰ بَطْنِهَا - أُرَىٰ - فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ، فَادْعُوا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ، فَدَعَا اللهَ، فَنَجَا، فَرَجَعَ لَا يَلْقَىٰ أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هٰهُنَا، فَلَا يَلْقَىٰ أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ، قَالَ: وَوَفَىٰ لَنَا.

৭২৯৫। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি আল-বারা'আ ইবনে আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) আমার পিতা আযিবের নিকট তাঁর আবাসস্থলে এসে তাঁর কাছ থেকে একটা সওয়ারী হাওদা খরিদ করলেন এবং আযিবকে (রা) বললেন, আমার সাথে তোমার ছেলেকে একটু পাঠাও, আমার সাথে হাওদা নিয়ে আমার আবাসে পৌঁছে। আমার পিতা আমাকে বললেন, এটি তুলে নিয়ে যাও। আমি তুলে নিয়ে গেলাম। আমার পিতাও তাঁর সাথে নগদ মূল্য পাওয়ার জন্য গেলেন। তখন আমার পিতা আবু বাক্‌রকে (রা) বললেন, আমাকে ঐ রাতের কাহিনী শুনান, যে রাতে আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, আপনারা কিভাবে এ কাজ সম্পন্ন করেছেন?

আবু বাক্‌র (রা) বললেন, হাঁ! আমরা সারারাত ভ্রমণ করলাম। পরদিন যখন দ্বি-প্রহর হল এবং রাস্তা জনশূন্য হয়ে গেল, রাস্তায় একটি লোকও নেই, এমন সময় আমাদের সামনে পরিলক্ষিত হল একটা লম্বা পাথর, যাতে ছায়া আছে। ঐ স্থানে তখনও রোদ পড়েনি। আমরা এর কাছে অবস্থান করলাম। অতঃপর আমি পাথরটির কাছে এসে নিজ হাতে একটা জায়গা সমতল করলাম যাতে তার ছায়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু ঘুমাতে পারেন। অতঃপর আমি উক্ত জায়গায় শুকনো ঘাস বিছিয়ে দিলাম। তারপর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে আসুন। আমি একটু পারিপার্শ্বিক অবস্থাটুকু ঘুরে দেখি (দুশমনের আশঙ্কা আছে কি না)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন, আর আমি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখতে বের হলাম। দেখলাম এক বকরীর রাখাল তার বকরীর পাল নিয়ে ঐ লম্বা পাথরের দিকে আসছে। সেও ঐ একই উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে যে উদ্দেশ্য আমরা পোষণ করছি। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার গোলাম হে যুবক? সে বলল, মক্কাবাসী এক ব্যক্তির। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বকরীতে দুধ আছে কি? সে বলল, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার জন্য কি তা দোহন করবে? সে বলল, হাঁ করব। এই বলে সে একটা বকরী ধরে নিয়ে আসল। আমি তাকে বললাম, স্তনটা লোম, ধুলা, মাটি, ময়লা ইত্যাদি থেকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে লও। রাবী আবু ইসহাক বলেন, এ সময় আমি আল-বারা'আকে দেখলাম, এক হাত অপর হাতের উপর মেরে ঝাড়ছে। এরপর রাখাল ছেলেটি তার সাথের কাঠের পেয়ালাতে সামান্য দুধ দোহন করল। আমি বললাম, আমার কাছেও একটা লোটা আছে যাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পানি রাখি। এ দ্বারা তিনি

উযু করেন ও প্রয়োজনমত পান করেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, এরপর আমি (দুধ নিয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম এবং তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করলাম না। কিন্তু চেয়ে দেখি তিনি জাগ্রত হয়েছেন। আমি দোহনকৃত দুধে কিছু পানি ঢেলে দিলে তা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দুধটুকু পান করুন। তিনি তা পান করলেন আর তাতে আমি খুব খুশী হলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যাত্রার সময় হয়নি কি? আমি বললাম, হাঁ! আবু বাক্‌র (রা) বলেন, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে আমরা ওখান থেকে প্রস্থান করলাম। এদিকে সুরাকা ইবনে মালিক আমাদের পিছু ধাওয়া করল। তিনি বলেন, এ সময় আমরা একটা শক্ত ভূমিতে ছিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো আমাদের কাছে এসে গেল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকাকে বদদু'আ করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ডেবে গেল। সে দৃশ্য আমি নিজ চোখে দেখছিলাম। (বালিতে আটকে যাওয়া অবস্থায়) সুরাকা বলল, আমি জানতে পেরেছি আপনারা উভয়ে আমাকে বদদু'আ করেছেন। আপনারা আমার জন্য দু'আ করুন। আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমি আপনাদের থেকে আপনাদের অনুসন্ধানকারীদেরকে ফিরিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলে সে মুক্তি পেল। পরে সে ফিরে চলে গেল। পথে যত লোকের সাথে দেখা হয়েছে সে বলেছে, এখানে নেই, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সন্ধান করেছি। এরপর যে কোন লোকের সাথে দেখা হয়েছে সে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, সুরাকা তার কথা রক্ষা করেছে।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ؛ ح:

وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: اشْتَرَىٰ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَبِي رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ، مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ: فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَاخَ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ بَطْنِهِ، وَوَثَبَ عَنْهُ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هٰذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، وَلَكَ عَلَيَّ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَىٰ مَنْ وَرَائِي، وَهٰذِهِ كِنَانَتِي، فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَىٰ إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ». فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَنْزِلُ عَلَىٰ بَنِي النَّجَّارِ، أَخْوَالِ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ، أُكْرِمُهُمْ بِذٰلِكَ» فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا رَسُولَ اللهِ! يَا مُحَمَّدُ! يَا رَسُولَ اللهِ!.

৭২৯৬। আল-বারা'আ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্র (রা) আমার পিতা থেকে তের দিরহামে একটা হাওদা খরিদ করলেন... এরপর আবু ইসহাক সূত্রে বর্ণিত যুহাইরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি উসমান ইবনে উমার সূত্রে বর্ণিত তাঁর হাদীসে বলেছেন, যখন সুরাকা একেবারে নিকটে পৌঁছে গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদদু'আ করলে তার ঘোড়ার পা বুক পর্যন্ত (বালিতে) ডুবে গেল এবং সুরাকা লাফিয়ে পড়ল। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডেকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি বুঝতে পেরেছি এটা আপনারই কাজ। অতএব আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে আল্লাহ আমাকে এ সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আমি আপনাকে কথা দিলাম, আপনাদের অবস্থান আমার পেছনে অনুসরণকারীদের নিকট অবশ্যই গোপন রাখব। এই আমার অস্ত্রের থলি। থলি থেকে একটা তীর নিন। সামনে গিয়ে অমুক অমুক স্থানে আমার উটের পাল ও রাখালদের দেখতে পাবেন। তা থেকে যা আবশ্যক নিয়ে নেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উটের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আমরা রাতের বেলা মদীনায় এসে পৌঁছলাম। সবাই জল্পনা-কল্পনা করছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার গৃহে অবস্থান করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের মামার বংশ বনি নাজ্জারে অবস্থান করব, তাদেরকে এ সম্মানে ভূষিত করব। অসংখ্য নারী-পুরুষ মদীনার গৃহসমূহের ছাদে ও পাহাড়ে আরোহণ করে অপেক্ষা করছিল। চাকর, নওকর, খাদেম, ভৃত্য রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই অভ্যর্থনা জানাল : এস এস হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হে আল্লাহর রাসূল। হে মুহাম্মাদ! হে আল্লাহর রাসূল।

ছাপ্পান্নতম অধ্যায়

كتاب التفسير

তাফসীর

অনুচ্ছেদ : ১

সূরা বাকারা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا-: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْبَابَ [سُجَّدًا] وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ».

৭২৯৭। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের নিকট কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাঈলদের বলা হল– "দরজা দিয়ে মাথা অবনত অবস্থায় প্রবেশ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিব"– (আয়াত : ৫৮)। কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ এ কথার পরিবর্তন করে দিল এবং নিজেদের পাছা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। তারা (ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে) 'যবের দানা' বলতে থাকল।

টীকা : মূল কিতাবে এ অধ্যায়ের জন্য কোন অনুচ্ছেদ নাই। অনুচ্ছেদগুলো অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

অনুচ্ছেদ : ২

ওহীর ধারাবাহিকতা।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ
وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّىٰ تُوُفِّيَ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৭২৯৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আনাস ইবনে মালিক (রা) অবহিত করেছেন যে, মহামহিম আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ওপর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন তাঁর ওপর অনেক ওহী নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ : ৩

তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।

حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ آيَةً، لَوْ أُنْزِلَتْ فِينَا لَاتَّخَذْنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَأَيَّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، أُنْزِلَتْ بِعَرَفَةَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ. قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكُّ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لَا، يَعْنِي: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣].

৭২৯৯। তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। ইহুদীরা উমারকে (রা) বলল, তোমরা একটি আয়াত পড়ে থাক। যদি তা আমাদের মধ্যে নাযিল হত তাহলে আমরা সে দিনটিকে ঈদের (খুশির) দিনে পরিণত করতাম। উমার (রা) বললেন, আমি নিশ্চিতরূপেই জানি এ আয়াত কোথায় নাযিল হয়েছে, কোন দিন নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় অবস্থানকালে নাযিল হয়েছে। এ আয়াত আরাফাতের ময়দানে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলেন। সুফিয়ান বলেন, সে দিনটি জুম'আর দিন ছিল কিনা এ ব্যাপারে আমি সন্দেহে পতিত হয়েছি। আয়াতটি হচ্ছে : "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিলাম" (সূরা মাইদা : ৩)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: لَوْ عَلَيْنَا، مَعْشَرَ يَهُودَ، نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ، لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ، وَالسَّاعَةَ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَتْ، نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ.

৭৩০০। তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা উমার (রা)-কে বলল, যদি আমাদের ইহুদী সমাজের ওপর এ আয়াত– "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়ামত তোমার উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম"– নাযিল হত, আমরা জানি এ আয়াত কবে নাযিল হয়েছে, আমরা সে দিনটিকে আনন্দ উৎসবের দিনে পরিণত করতাম। রাবী বলেন, উমার (রা) বললেন, এ আয়াত কোন দিন নাযিল হয়েছে কোন মুহূর্তে নাযিল হয়েছে এবং তা নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ছিলেন তা আমি ভাল করেই জানি। এ আয়াত মুযদালিফার রাতে নাযিল হয়েছে এবং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফাতের ময়দানে ছিলাম।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ، مَعْشَرَ الْيَهُودِ، لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.

৭৩০১। তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি উমারের (রা) কাছে এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। যদি তা আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর নাযিল হতো তাহলে আমরা এ দিনটিকে উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। উমার (রা) বললেন, কোন্ আয়াত? সে বলল, "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" উমার (রা) বললেন, আমি নিশ্চিতরূপেই জানি, কোন দিন এবং কোন জায়গায় এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত আরাফাতের ময়দানে জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪

ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে না পারার আশংকা হলে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ [التُّجِيبِيُّ] - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ، سِوَاهُنَّ.

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ هَٰذِهِ الْآيَةِ، فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧].

قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ [تَعَالَىٰ] أَنَّهُ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

৭৩০২। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মহামহিম আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : "তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের

পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে দুইজন বা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ করো"– (সূরা নিসা : ৩)। তিনি বললেন, হে আমার বোনের ছেলে! কোন ইয়াতীম মেয়ে এমন একজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে যার সম্পদে সে (ইয়াতীম) অংশীদার। তার সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি এই অভিভাবক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক কিন্তু উপযুক্ত মোহর দিতে অনিচ্ছুক। অন্য লোক তাকে যে পরিমাণ মোহর দিতে প্রস্তুত সে তা দিতে রাজী নয়। এ ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতি অনুসরণ ও উপযুক্ত পরিমাণ মোহর না দেয়া পর্যন্ত এদেরকে বিবাহ করতে অভিভাবকদের নিষেধ করা হয়েছে। তাদেরকে এই ইয়াতীম মেয়েদের ছাড়া নিজেদের মনপূত অন্য মেয়েদের বিবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঐ মেয়েদের সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন : "লোকেরা তোমার কাছে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করে। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতওয়া দিচ্ছেন। সাথে সাথে সেই হুকুমগুলোও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা পূর্বেই তোমাকে এই কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ যে হুকুমগুলো ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছিল– যাদের হক তোমরা আদায় করছ না এবং লোভাতুর হয়ে তোমরা তাদের বিবাহ করতে চাচ্ছ" (সূরা নিসা : ১২৭)। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে উল্লেখ করেছেন, 'ওয়ামা ইউতলা আলাইকুম ফিল কিতাব'। এটা দ্বারা প্রথমে উল্লিখিত আয়াতটি বুঝানো যাতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি তোমরা সুবিচার করতে পারবে না তাহলে তোমাদের পছন্দসই মেয়েদের মধ্য থেকে বিবাহ করো...।" আয়েশা (রা) বলেন, আর দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহর বাণী– "ওয়া তারগাবূনা আন তানকিহূহুন্না"– অর্থাৎ তোমাদের কেউ নিজের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত গরীব ও যৎসামান্য সুন্দরী ইয়াতীম মেয়েকে বিবাহ করতে আগ্রহ পোষণ করে না। এ আয়াতে তার সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে। অতএব যে ক্ষেত্রে কোন ইয়াতীম মেয়ের ধন-সম্পদে এবং তার রূপ-সৌন্দর্য কোন অভিভাবককে তার দিকে বিবাহের জন্য আকৃষ্ট করে সেক্ষেত্রে ন্যায়ানুগ ও উপযুক্ত পরিমাণ মোহর না দেয়া পর্যন্ত বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। গরীব ও অসুন্দরী ইয়াতীম মেয়েকে বিবাহ করার প্রতি অনাগ্রহই এই নিষেধাজ্ঞার কারণ। তবে ইনসাফের সাথে মোহরানা পরিশোধ করে তাদের বিবাহ করার অনুমতি আছে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ – وَزَادَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ، إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

৭৩০৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে মহান বরকতময় আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : "তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না বলে যদি আশংকা কর"... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনার শেষে আরো আছে– "যখন তারা সামান্য সম্পদ ও কম সৌন্দর্যের অধিকারী হয় তখন আর তাদের তত্ত্বাবধায়করা এদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় না।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ [وَ]هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ، وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَٰذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا.

৭৩০৪। আয়েশা (রা) থেকে মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে বর্ণিত : "তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না বলে যদি আশংকা কর।" তিনি বলেন, যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কোন ইয়াতীম মেয়ে রয়েছে এবং সে তার অভিভাবক ও ওয়ারিশও, এই ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে। মেয়েটি সম্পদের অধিকারী এবং সে এর একচ্ছত্র মালিক। তার সাথে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত করার কেউ নেই। সে (অভিভাবক) তার ধন-সম্পদের জন্য তাকে বিবাহ করে না (মোহর প্রদানের ভয়ে)। সে তাকে বিভিন্ন উপায়ে জ্বালাতন করে এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে না। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরা যদি ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না বলে আশংকা কর তাহলে নিজেদের পছন্দমত অন্য মেয়েদের বিবাহ কর...।" অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য যেসব স্ত্রীলোক হালাল করেছি তাদের বিবাহ কর এবং যে মেয়েটিকে নির্যাতন করছ তাকে ছেড়ে দাও (সে তার পছন্দমত বিবাহ বসবে)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ، تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.

৭৩০৫। আয়েশা (রা) থেকে মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে বর্ণিত : "তোমাদের সেই হুকুমগুলোও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা পূর্বেই এই কিতাবের মাধ্যমে তোমাকে শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ যে হুকুমগুলো ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছিল– যাদের হক তোমরা আদায় করছ না এবং লোভাতুর হয়ে তাদের বিবাহ করতে চাচ্ছ।" আয়েশা (রা) বলেন, এ আয়াতটি কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ইয়াতীম মেয়ের অনুকূলে নাযিল হয়েছে। এ মেয়েটি তার সম্পদের অংশীদারও বটে (উত্তরাধিকার সূত্রে)। সে এই মেয়েটিকে বিবাহ করতেও আগ্রহী নয় এবং অপরের কাছে বিবাহ দিতেও ইচ্ছুক নয়। কারণ এতে তার হাত থেকে এর প্রাপ্ত অংশ ছুটে যাবে। সে মেয়েটিকে এভাবেই ফেলে রাখে, না সে নিজে তাকে বিবাহ করে আর না অন্যের কাছে বিবাহ দেয়।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ الْآيَةَ. قَالَتْ: هَٰذِهِ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، حَتَّىٰ فِي الْعَذْقِ، فَيَرْغَبُ، يَعْنِي، أَنْ يَنْكِحَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْضُلُهَا.

৭৩০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : "লোকেরা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করছে। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতওয়া দিচ্ছেন"... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। আয়েশা (রা) বলেন, এ আয়াত কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মেয়েটি তার (প্রতিপালনকারী) সাথে যাবতীয় সম্পত্তির অংশীদার, এমনকি খেজুর বাগানেও। সে নিজেও তাকে বিবাহ করতে আগ্রহী নয় এবং অন্যের কাছে বিবাহ দিতেও ইচ্ছুক নয়। কারণ এর ফলে তার হাত থেকে এর সম্পত্তির অংশ ছুটে যাওয়ার আশংকা আছে। এভাবে সে তার বিবাহের ব্যবস্থা না করে এমনি ফেলে রাখে।

অনুচ্ছেদ : ৫

ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষক যদি গরীব হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.

৭৩০৭। আয়েশা (রা) থেকে মহান আল্লাহর বাণী– "ইয়াতীমের অভিভাবক গরীব হলে সে ন্যায়ানুগ পন্থায় ভাতা গ্রহণ করতে পারে" (সূরা নিসা : ৬) সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীমের ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে এর দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। সে যদি গরীব হয়ে থাকে তাহলে এ সম্পদ থেকে ন্যায়ানুগ পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে।

টীকা : ইমাম শাফিঈ এবং জমহুর আলেমদের মতে ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষক যদি গরীব হয়, তবে সে তার পারিশ্রমিক হিসেবে তার সম্পদ থেকে ন্যায়সংগত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে। অপর একদল বিশেষজ্ঞের মতে এটা জায়েয নয়। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে ইবনে আব্বাস (রা) ও যায়েদ ইবনে আসলামের (রা) বক্তব্য পেশ করেছেন। তারা উভয়ে বলেছেন, উল্লিখিত সুবিধা (৬ নং আয়াত) একই সূরার দশ নম্বর আয়াত (ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলূনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান) দ্বারা রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ সুবিধা "ওয়ালা তাকুল আমওলাকুম বাইনাকুম বিল বাতিলি" (তোমরা অবৈধ পন্থায় একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না) আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু জমহুরের মতে উল্লিখিত আয়াত অন্য কোন আয়াতের দ্বারা রহিত হয়নি।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، بِقَدْرِ مَالِهِ، بِالْمَعْرُوفِ.

৭৩০৮। আয়েশা (রা) থেকে মহান আল্লাহর বাণী— "ইয়াতীমের অভিভাবক সচ্ছল হলে সে (পারিশ্রমিক গ্রহণ করা থেকে) বিরত থাকবে; আর যদি গরীব হয় তাহলে ন্যায়সংগত পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে"— সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে যদি গরীব হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল থেকে এর পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়ানুগ পন্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৭৩০৯। আবু কুরাইব (র)... এ সনদেও হিশাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৬

যখন তারা তোমাদের ওপর চড়াও হল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠]. قَالَتْ: كَانَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

৭৩১০। আয়েশা (রা) থেকে মহান আল্লাহর বাণী— "যখন তারা ওপর হতে ও নীচ হতে তোমাদের ওপর চড়াও হল, যখন ভয়ের চোটে চক্ষু পাথর হয়ে গেল এবং কলিজা

উপড়িয়ে মুখে চলে আসল"– (সূরা আহযাব : ১০) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত খন্দকের যুদ্ধের দিন নাযিল হয়েছিল।

টীকা : এ আয়াতের এক অর্থ এই যে, তারা (মুশরিক বাহিনী) চারদিক থেকে চড়াও হয়ে এসেছিল। আর দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে যে, নাজদ ও খায়বার থেকে আগত বাহিনী উচ্চভূমি থেকে এসেছিল আর মক্কা শরীফের দিক থেকে যারা এসেছিল তারা নিম্ন এলাকা থেকে চাড়াও হয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল– এ আয়াতে সেই চিত্র ফুটে উঠেছে।

অনুচ্ছেদ : ৭

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দুর্ব্যবহারের আশংকা দেখা দিলে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] الْآيَةَ. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي، فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ.

৭৩১১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : "কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর দিক থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি (সমঝোতার ভিত্তিতে) পারস্পরিক সন্ধি করে নেয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। সন্ধি সর্বাবস্থায় উত্তম। বস্তুত নফসগুলো সংকীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুঁকে পড়ে..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা নিসা : ১২৮)। আয়েশা (রা) বলেন, এ আয়াত স্বামীর কাছে অবস্থানরত স্ত্রীলোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। স্ত্রী দীর্ঘদিন স্বামীর সাথে সংসার করে আসছে। কিন্তু স্বামী এখন তাকে তালাক দিতে চাচ্ছে। স্ত্রী তাকে বলল, আমাকে তালাক দিও না, তোমার সাথে থাকতে দাও। আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য অন্য স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকল। এই প্রসংগে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]. قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ، فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي.

৭৩১২। আয়েশা (রা) থেকে মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে বর্ণিত : "যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর দিক থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে...।" তিনি বলেন, যে স্ত্রীলোক স্বামীর কাছে আছে। স্বামী হয়ত তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক আর বজায় রাখতে চায় না। কিন্তু স্ত্রী তার কাছে থাকতে ইচ্ছুক এবং তার সন্তানও

আছে। সে তার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করছে না। তখন উক্ত স্ত্রী বলছে, তুমি (অন্য নারী বিবাহের ব্যাপারে) আমার থেকে মুক্ত।

অনুচ্ছেদ : ৮

সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا ابْنَ أُخْتِي! أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَبُّوهُمْ.

৭৩১৩। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাকে বললেন, হে বোনের ছেলে! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লোকজনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা উল্টো তাদের গালমন্দ করে।

টীকা : তৎকালে মিসরের লোকেরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অশালীন উক্তি করত, সিরীয়রা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে এবং হারূরা অঞ্চলের খারিজীরা তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক উক্তি করত। আয়েশা (রা) সেদিকে ইংগিত করেছেন এবং সাথে সাথে ঐ আয়াতের দিকেও ইংগিত করেছেন যাতে সাহাবাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা হাশরের দশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান লোকদেরকে তাদের পূর্ববর্তী ভাইদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৭৩১৪। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা (র)... হিশাম থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৯

স্বেচ্ছায় কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিণতি।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

৭৩১৫। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফার লোকেরা এ আয়াতকে কেন্দ্র করে মতভেদে লিপ্ত হল : "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে

হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম..." (সূরা নিসা : ৯৩)। আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে গিয়ে এ আয়াত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এ আয়াত সর্বশেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। অন্য কোন আয়াত এ আয়াতকে মানসূখ করেনি।

[و]حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ.

فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ.

وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ: إِنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ.

৭৩১৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)... শো'বা (র) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ [لَهُ] ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا﴾. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ. وَعَنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨]. قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

৭৩১৭। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) দু'টি আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের (র) কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। একটি হচ্ছে : "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম।" আমি এ আয়াত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এর কিছুই মানসূখ (রহিত) হয়নি। আর এই আয়াত সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম : "যারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণ ধ্বংস করে না" (সূরা ফোরকান : ৬৮)। তিনি বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

টীকা : প্রথম আয়াতটি মুমিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি জাহান্নাম। আর পরবর্তী আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর যদি সে মুসলমান হয় তাহলে তার তওবা কবুল হবে। "ইসলাম পূর্বের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিশ্চিহ্ন করে দেয়।"

অনুচ্ছেদ : ১০

যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন ইলাহকে ডাকে না।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ بِمَكَّةَ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿مُهَانًا﴾. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وَمَا يُغْنِي عَنَّا الْإِسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

قَالَ: فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَعَقَلَهُ، ثُمَّ قَتَلَ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ.

৭৩১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হয়েছে : "যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণ ধ্বংস করে না...'মুহানা" পর্যন্ত। মুশরিকরা বলল, তাহলে আমাদের মুসলমান হয়ে আর কি লাভ? কেননা আমরা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়েছি, আল্লাহর হারাম করা প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "কিন্তু (এসব কাজ করার পর) যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে– আল্লাহ এসব লোকের দোষত্রুটি ভাল দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল দয়াময়" (সূরা ফোরকান : ৭০)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এর যাবতীয় বিধান জেনে নেয়ার পর যদি কাউকে হত্যা করে তবে তার তওবা কবুল হবে না।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، [قَالَ]: فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾، إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ: هَٰذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا﴾.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ: فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾.

৭৩১৯। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার তওবা কি কবুল হতে পারে? তিনি বললেন, না। আমি তাকে সূরা ফোরকানের এ আয়াত পড়ে শুনালাম : "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ ডাকে না, আল্লাহর নিষিদ্ধ করা কোন প্রাণকে অকারণ হত্যা করে না..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এটা মক্কী আয়াত। মদীনায় নাযিলকৃত নিম্নোক্ত আয়াত এটাকে মানসূখ করে দিয়েছে : "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে কোন মুমিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম" (সূরা নিসা : ৯৩)। ইবনে হাশিমের বর্ণনায় এভাবে উল্লিখিত হয়েছে : "আমি তার সামনে সূরা ফোরকানের 'ইল্লা মান তাবা' আয়াত পাঠ করলাম।"

অনুচ্ছেদ : ১১

সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَعْفَرُ ابْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: تَعْلَمُ وَقَالَ هَٰرُونُ: تَدْرِي آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، قَالَ: صَدَقْتَ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: آخِرَ.

৭৩২০। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তুমি কি জান– কুরআনের কোন্ সূরাটি সবশেষে একই সাথে নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, হাঁ, "সূরা ইযা জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু"। তিনি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। ইবনে আবু শায়বার বর্ণনায় আছে : তুমি কি জান কোন সূরাটি সম্পূর্ণরূপে একই সময় নাযিল হয়েছে? এ বর্ণনায় আখিরা (সবশেষে) শব্দের উল্লেখ নাই।

وحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: آخِرَ سُورَةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيدِ: وَلَمْ يَقُلْ: ابْنِ سُهَيْلٍ.

৭৩২১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রা)... আবু উমাইস (র) থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এ বর্ণনায় 'আখিরা' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি (তার ঊর্ধতন রাবী) আবদুল মজীদের উল্লেখ করেছেন, ইবনে সুহাইলের উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ১২

আগে সালামদানকারীকে 'তুমি ঈমানদার নও' বলা নিষেধ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]

وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: السَّلَامَ.

৭৩২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের কতিপয় লোক এক মেষ পালকের সাক্ষাত পেল। সে বলল, আসসালামু আলাইকুম। কিন্তু তারা তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করল এবং মেষগুলো নিয়ে নিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হল : "কোন ব্যক্তি আগেই তোমাদের সালাম দিলে তাকে বলো না, তুমি ঈমানদার নও" (সূরা নিসা : ৯৪)। ইবনে আব্বাস (রা) السلام এর স্থলে سلم পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৩

সামনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا، لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩].

৭৩২৩। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারা'আ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আনসারগণ হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে (দেয়াল টপকিয়ে) পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত, অন্য কোন দরজা দিয়ে নয়। আনসারদের মধ্যকার এক ব্যক্তি এসে ঘরের (সামনের) দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। এজন্য লোকেরা তাকে কিছু বলল। তখন এ অয়াত নাযিল হল : "তোমরা যে তোমাদের ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর তা কোন পুণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত পুণ্যের কাজ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তোষ হতে দূরে থাকা। অতএব তোমরা নিজেদের ঘরের যে-কোন দরজা দিয়ে যাতায়াত কর" (সূরা বাকারা : ১৮৯)।

অনুচ্ছেদ : ১৪
ঈমানদারদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি...

حَدَّثَني يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ [عَنْهُ] قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [الحديد: ١٦] إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ.

৭৩২৪। আওন ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণ এবং নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষ প্রকাশের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান ছিল : আয়াতের অর্থ : "ঈমানদার লোকদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, বিগলিত হবে" (সূরা আল-হাদীদ : ১৬)।

অনুচ্ছেদ : ১৫
প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত হও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا؟ تَجْعَلُهُ عَلَىٰ فَرْجِهَا، وَتَقُولُ:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

৭৩২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জাহেলী যুগে) স্ত্রীলোকেরা উলংগ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করত আর বলত, কে দিবে আমায় ধার এক টুকরা কাপড়। সে তা দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান ঢাকত আর বলত :

"আজ খুলে যাচ্ছে কিয়দংশ বা পূর্ণ অংশ। তবে যে অংশটি অনাবৃত হয় তা আমি আর হালাল করব না।"

অতঃপর এ আয়াত নাযিল হল : "হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা নিজেদের পোশাকে সুসজ্জিত হও" (সূরা আরাফ : ৩১)।

অনুচ্ছেদ : ১৬

তোমাদের দাসীদের বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ لَهُنَّ ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣].

৭৩২৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল (মুনাফিক নেতা) তার বাঁদীকে বলত যাও এবং বেশ্যাবৃত্তি করে কিছু আয় করে নিয়ে আস। মহান আল্লাহ নাযিল করলেন : "তোমরা তোমাদের দাসীদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না– যখন তারা নিজেরা চরিত্রবতী থাকতে চায়। যে ব্যক্তি তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করবে, আল্লাহ এ জবরদস্তীর পর তাদের (দাসীদের) প্রতি ক্ষমাশীল, দয়াবান" (সূরা নূর : ৩৩)।

وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ [ابْنِ سَلُولَ] يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُرِيدُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

৭৩২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের দুইটি বাঁদী ছিল। একটির নাম ছিল মুসাইকা এবং অপরটির নাম ছিল উমাইমা। সে দু'টি বাঁদীকে দিয়ে জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি করাতো। তারা উভয়ে এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ পেশ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন : "তোমরা বৈষয়িক স্বার্থ লাভের জন্য তোমাদের দাসীদের জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না– যখন তারা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চায়... আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান" পর্যন্ত।

অনুচ্ছেদ : ১৭

সূরা ইসরার ৫৭তম আয়াত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: ٥٧]. قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا، وَكَانُوا يُعْبَدُونَ، فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمْ، وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ.

৭৩২৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে বর্ণিত : "এরা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিপালকের কাছে পৌছার উপায় অন্বেষণ করছে।" তিনি বলেন, জিনদের একটি দল, যাদের পূজা করা হত– মুসলমান হয়ে গেল। আর পূজাকারীরা এদের পূজা করতেই থাকল। অথচ জিনদের ঐ দলটি মুসলমান হয়ে গেছে।

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ﴾. قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ، وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ﴾.

৭৩২৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : "এরা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই তাদের প্রতিপালকের কাছে পৌছার উপায় অন্বেষণ করছে।" আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদল লোক একদল জিনের পূজা করত। জিনের দলটি মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু মানুষেরা এদের পূজা করতেই থাকল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল : "এরা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই তাদের প্রভুর কাছে পৌছার উপায় তালাশ করছে।"

وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৭৩৩০। বিশর ইবনে খালিদ (র)... সুলাইমান (র) থেকে এ সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ [عَنْهُ]: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾. قَالَ: نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ، وَالْإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾.

৭৩৩১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : "এরা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই তাদের প্রভুর কাছে পৌঁছার উপায় অন্বেষণ করছে।" তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, এ আয়াত একদল আরববাসীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এরা একদল জিনের ইবাদত করত। পরে জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু যেসব লোক তাদের পূজা করত তারা এটা টের পেল না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হল : "এরা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রভুর কাছে পৌঁছার উপায় অন্বেষণ করছে।"

অনুচ্ছেদ : ১৮

সূরা আনফাল, তওবা এবং হাশর সম্পর্কে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: آلتَّوْبَةِ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: ﴿وَمِنْهُم﴾، ﴿وَمِنْهُم﴾، حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنْ لَا يَبْقَىٰ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا، قَالَ: [قُلْتُ]: سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْحَشْرُ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ.

৭৩৩২। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে সূরা তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, সূরা তওবা, এটা তো (কাফির ও মুনাফিকদের) অপমানকারী সূরা। এ সূরায় অনবরত নাযিল হতে লাগল–

ওয়া মিনহুম, ওয়া মিনহুম (এদের মধ্যে, এদের মধ্যে)। এমনকি লোকদের ধারণা হয়ে গেল, এ সূরা আমাদের কাউকেই ছাড়বে না, সবার দুর্বলতা তুলে ধরবে। রাবী বলেন, সূরা আনফাল সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলেন, এ সূরা বদরের যুদ্ধের পটভূমিতে নাযিল হয়েছে (এতে গনীমতের মালের বিধান বিবৃত হয়েছে)। রাবী বলেন, আমি বললাম, সূরা হাশর? তিনি বললেন, এ সূরা বনী নাযীর গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

শরাবের উপকরণ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ، أَيُّهَا النَّاسُ! أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ [كَانَ] عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

৭৩৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি ভাষণের প্রারম্ভে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা জেনে রাখ, যেদিন মদ হারাম হয় তখন পাঁচটি জিনিস থেকে তা তৈরী করা হত ঃ গম, বার্লি, খেজুর, আংগুর ও মধু। যে পানীয় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে দেয় তাই মদের অন্তর্ভুক্ত। হে জনমণ্ডলী! আমি আশা করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদেরকে দাদার (পরিত্যক্ত সম্পদ), কালালার (নিঃসন্তান ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ) এবং সূদের বিভিন্ন স্তরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দিতেন।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ، أَيُّهَا النَّاسُ! وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ،

وَالْكَلَالَةِ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

৭৩৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি : হে জনগণ! মদ হারাম ঘোষিত হয়ে আয়াত নাযিল হল। তখন এটা পাঁচটি উপাদান থেকে প্রস্তুত করা হত– আংগুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। যে পানীয় মানুষের বিবেকবুদ্ধি শূন্য করে দেয় তাই মদের অন্তর্ভুক্ত। হে লোকসকল! আমি আশা করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দাদার (মীরাস বণ্টন), কালালার (মীরাস বণ্টন) এবং সুদের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলে দিতেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ، فِي حَدِيثِهِ: الْعِنَبِ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: وَفِي حَدِيثِ عِيسَىٰ: الزَّبِيبِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ.

৭৩৩৫। আবু বাক্র ইবনে আবু শায়বা (র)... আবু হাইয়ান থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইবনে উলাইয়্যা তার বর্ণনায় 'ইনাব' শব্দ উল্লেখ করেছেন, যেমন ইবনে ইদরীসের বর্ণনায় রয়েছে। আর ঈসার বর্ণনায় 'যাবীব' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যেমন ইবনে মুসহিরের বর্ণনায় এ শব্দের উল্লেখ আছে (অর্থ একই)।

অনুচ্ছেদ : ২০

সূরা হজ্জের ১৯তম আয়াত।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩] إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ، وَعَلِيٍّ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ.

৭৩৩৬। কায়েস ইবনে আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে শপথ করে বলতে শুনেছি : "এই দু'টি বিবদমান দল নিজেদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত"– বদরের যুদ্ধের দিন যারা কাতার ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে হামযা, আলী এবং উবাইদা ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে রবীআর দুই পুত্র উতবা এবং শায়বা ও ওয়ালীদ ইবনে উতবা সামনে অগ্রসর হয়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقْسِمُ، لَنَزَلَتْ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

৭৩৩৭। কায়েস ইবনে আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে শপথ করে বলতে শুনেছি : "হাযানে খাসমানে..." এ আয়াত নাযিল হয়েছে... অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

[قد تم الصحيح]

॥ সহীহ মুসলিম আট খণ্ডে সমাপ্ত ॥